

বার্ষিক মূল্য ২০ টাকা।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.



কাজের লোক।

কার্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক
সচিত্র সাহস্র্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

২০শ বর্ষ।

New Series.

নব পর্যায়।

Vol. XXI.

বার্ষিক মূল্য ২০ টাকা।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.



কাজের লোক।

কার্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক
সচিত্র সাহস্র্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

২০শ বর্ষ।

New Series.

নব পর্যায়।

Vol. XXI.

সুরমা

সুকেশী না হইলে রমণী সুরমা হইতে পারে না। আর সুরমা ব্যবহার না করিলেও সুকেশী হইতে পারে না। সুরমার বিশেষত্ব—দৌরভে স্নিগ্ধ-কোমল—সুতরাং শিরঃপীড়ায় এবং মানসিক পীড়ায় ইহা অপরিহার্য্য, সুরমা সহজেই কেশমূলে প্রবেশ করিয়া কেশ বর্দ্ধনের সাহায্য করে, মস্তিষ্ক শীতল করে, কেশ দৃঢ় করে, কেশদ্রু আরোগ্য করে, সুতরাং সুরমাই আদর্শ কেশ-তৈল, বড় এক শিশির মূল্য ৮০, ডাকমাণ্ডলাদি ১০০।

কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ গুপ্ত,

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়,

১৯১২ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

স্ত্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ

এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও

ALETRIS CORDIAL RIO

যাবতীয় স্ত্রীরোগ যথা বাসক, অতিবল, এবং যেওপ্রদর, জরাস্রুৎ হোষজনিত স্ত্রুতবৎসা দোষাদির তৎ সমস্ত উপশান্তের চিকিৎসকরণ এই ঔষধ ব্যবহৃত করেন, কারণ স্ত্রীরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্বলকর উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে তৎস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মত্ত বালিকাগণের ইহা একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—, চা চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রতারণিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকাব্যতা দেখিয়া প্রতারকগণ ভাল করিতেছে। ক্রয়ের সময় সেবেলের উপর Chemical Company, New York City U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি ৩৮০ আনা মাত্র।

বেমিক্যাল কোং,
১০ সালে স্থাপিত।
১০১, নিউইয়র্ক,
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্র্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

২০শ বর্ষ।

New Series.

নব পর্যায়।

Vol. XXI.

১ম সংখ্যা।

JANUARY.

জানুয়ারী।

No. 1.

“Learn to Earn”

উপার্জন করিতে

শিক্ষা কর।

উচ্চ শিক্ষা অবশ্য খুবই প্রশংসনীয় কিন্তু আমাদের দেশের পক্ষে উচ্চ শিক্ষায় জন্ত যথাসর্ব্বব্যয় করিয়া, স্বাস্থ্য নষ্ট করতঃ নিরস্ত্র সৈনিকের ন্যায় জীবন যুদ্ধে অগ্রসর হইতে হয় এবং হইতেছে, ইহা প্রত্যেক লোকেই এখন চক্ষের উপর দেখিতে পাইতেছেন। উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া অল্পের সংস্থান করিতে পারা যাইতেছে না, ধনবান লোকের পক্ষে সম্ভব সম্ভবতিকে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব নয় কিন্তু আমাদের মধ্যবিত্ত লোক—যাহাদিগকে খাটিয়া অর্থোপার্জন করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ

করিতে হইবে, তাহাদিগকে উচ্চ শিক্ষার দিকে তাকাইয়া থাকিলে তো আর চলে না। আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোককে “Learn to Earn” এই নীতিই অবলম্বন করা উচিত। এমন শিক্ষা আমাদের আবশ্যক, যাহা দ্বারা আমরা উপার্জন করিতে পারি। সেই শিক্ষাই আমাদের পক্ষে কল্যানকর হইবে তাহাতে আর ভুল নাই। ইয়োরোপের অধিকাংশ বালক সেখানকার গ্রামার স্কুলে সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে অথবা কোন ব্যবসায়ীর ব্যবসায় মধ্যে শিক্ষানবিস হইয়া শিক্ষা লাভ করে, ক্রমে হাতে কলমে কাজ শিখিয়া যখন দক্ষতা লাভ করে, তখন সেই ফারমেই অংশীদাররূপে বা দায়ীত্বপূর্ণ কোন গড়ে নিযুক্ত হইয়া নিজের অবস্থার

উন্নতি করিয়া থাকে—“Learn to earn” ইহা তাহাদেরই নীতি বাক্য। এমন শিক্ষা কর, যাহা দ্বারা উপার্জন করিতে পার।

Addition যিনি ফনোগ্রাফ, গ্রামোফোন এবং বিবিধ বিন্যয়কর অব্যয় আবিষ্কারক এবং জগৎ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বলিয়া খ্যাত, তিনিও বলিয়াছেন—“উচ্চ শিক্ষা একটা বিলাসের উপাদান মধ্যম গণ্য”—বাস্তব জীবনে সাফল্য লাভ করিতে Practical knowledge বা হাতে হেতেরের বিজ্ঞা যেমন কার্যকারী, এমন কার্যকারী উচ্চ শিক্ষা অন্ততঃ এদেশের পক্ষে নয়।

একজন মানুষকে প্রকৃত কাজের লোক হইতে হইলে অনেক বিষয়েই তাহার অভিজ্ঞতা থাকার আবশ্যক। এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়লব্ধ জ্ঞানের মধ্যে সে অভিজ্ঞতা

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর হউন।

জন্মাইতে পারে না—তাই প্রকৃত সাংসারিক জীবনে আমরা হাবুডুবু খাইয়া মরি, কোন কুল কিনারা দেখিতে পাই না।

উপার্জনের জন্ত শিক্ষার মধ্যে শিল্প এবং কৃষিই এদেশে প্রধান অবলম্বনীয় ধরা যাইতে পারে। এই শিল্প সম্বন্ধে আমাদের দেশে সংবাদপত্রাদিতে বড় বড় কথাই বলা হয়। সেই সকল জল্পনা কল্পনা অবশ্য স্বাধীন দেশের অমুদ্রণের আদর্শেই বলা হইয়া থাকে। বড় বড় কলকারখানা কর, বড় বড় কৃষি প্রতিষ্ঠান কর, এসকল কথা শুনিতে বেশ কিস্তি করা সহজ নয়। যে আমরা ১০০০ টাকা মূলধন সংগ্রহ করিয়া একটা কাজে নামিতে সাহস করি না, ১০০০ টাকার জোগাড় করিতে যাহাদের কালঘাম ছুটিয়া যায়, তাহাদের নিকট বড় বড় কাজকারবারের কথা বলা শুদ্ধ হাস্যাম্পদ প্রত্যাবহি নয়—বিড়ম্বনা মাত্র। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প শিক্ষা কারিয়া নিজের চেষ্টায় তাহাকে বড় করিয়া তুলিতে হইবে, তবে আমরা নিজের জীবন ধারণে সমর্থ হইতে পারিব। চাকুরী জোটে না, ওকালতীতে এত ভীড় যে সেখানে ঘেসিতে পারা যায় না, লোকের অর্থাভাব—দৈনন্দিন আহাৰ্য্য অব্যাহত—লোকে উপবাস দিয়া টোটকা মুষ্টিযোগ দ্বারায় রোগ সারাইবার চেষ্টা করিতেছে—অনেক ভাগ্যবান ডাক্তার এবং কবিরাজের অবস্থা দেখিয়া অনেকেই চিকিৎসা শাস্ত্রে ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন কিন্তু তাহাতেও আশারূপ উপার্জন হইতেছে না, কেননা লোকের অবস্থা ক্রমেই এত খারাপ হইয়া উঠিতেছে যে মরিয়া যাইবে, তথাপি চিকিৎসক ডাকিতে পারে না।

সুতরাং কোন দিকেই এখন অগ্রসর হইবার পথ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উচ্চ শিক্ষায় জীবিকার সংস্থান এখন হয় না—সেদিন আর নাই। তথাপি যে অনেকেই সম্মানগণকে উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্ত সমুৎসুক দেখা যাইতেছে, ইহা কেবল বরপণ বৃদ্ধির আশায় মাত্র—ছেলে স্কুল কলেজে পড়িতেছে, ২৪টা পাশ করিতে পারিলে বেচারী কল্যাণদায়ক পিতার সর্বনাশ করিবার সুবিধার জন্ত মাত্র। এ সকল হইল উৎসব্বতির কথা, ছেলের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া খুত্তরেরর এই দুচার হাজার টাকা মাত্র জীবনের মধ্যে উপার্জন বলিয়া ধরা যায়, এটা সং উপায়ে উপার্জন মধ্যে গণ্য নয়—উৎসব্বতিরই অন্তর্ভুক্ত, নিন্দনীয় কাজের মধ্যেই গণ্য হইয়াছে।

উপায়ী ও উপার্জনক্ষম হইতে হইলে কিছু অর্থকরী শিল্প শিক্ষার আবশ্যক। এমন একটা কাজ শিক্ষা চাই, যাহা দ্বারা অন্ততঃ দৈনিক ৩৪ টাকা উপার্জন করিয়া কোনরূপে স্বাধীন জীবন অতিবাহিত করা যাইতে পারে। এজন্ত পাশ্চাত্য জাতির কাগজ পত্র অনেক আছে—পড়িতে হয়। হা ভাত—হা চাকুরী করিয়া বেড়াইলে ছুঃখ ঘুচিবে না।

নিজেকে উন্নত করা নিজের আয়ত্বাধীন ইহা আমরা বিশ্বাস করি। লেখক নিজে এ বিষয়ের প্রমাণ দিতে সক্ষম। বড় হইতে হইলে খুব যে মোটা মূলধনের আবশ্যক, একথা ঠিক নয়। নিজের কঠোর চেষ্টা, সময়ের এবং উপার্জিত অর্থের মিতব্যয়িতা দ্বারা অবস্থার উন্নতি করা যায়, আত্মোন্নতি

করিবার ঐকান্তিক বাসনা একটা বড় মূলধন, আমি জানি একটা মুসলমান যুবক, সামান্য ৩০ ছই পয়সা দামের দস্তমঞ্জন ট্রাম ও রেলওয়ের যাত্রীদিগকে বিক্রয় করিয়া বেলা আড়াইটা হইতে ৭।৮ টার মধ্যে ৪০ টাকা উপার্জন করিয়া থাকে। তাহার বিশেষ গুণ—সে সারাদিন পরিশ্রম করিয়া নিজেই জিনিস প্রস্তুত করে, সন্ধ্যা পর্যন্ত বিক্রয় করিয়া সমস্তগুলি শেষ করিয়া বাড়ী ফিরে। তাহার আর একটা গুণ, সে কিছু কিছু ম্যাজিক শিক্ষা করিয়াছে, একটা গাড়ীতে উঠিয়া তাসের ও গুটির ম্যাজিক দেখাইয়া ক্রেতাগণকে মুগ্ধ করিয়া তাহার পর তাহার দুই পয়সা দামের কাগজের প্যাকেটে মোড়া দস্তমঞ্জন গুলি বিক্রয় করে। দৈনিক ৩।৫ টাকা বিক্রয় না করিয়া সে কখনও বাড়ী ফিরে না। সামান্য তাহার শিক্ষা, কিন্তু সে বড় যত্নভাষী, কৰ্ম্মতৎপর, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং কষ্ট সহিষ্ণু—সময় এবং অর্থের যথার্থ মিতব্যয়ী।

“কাজের লোকে” অসংখ্য কর্ম্মলা বাহির হইয়াছে কিন্তু একটা মাত্র কর্ম্মলা লইয়া তাহাতেই সে লাগিয়া আছে—উন্নতিও করিয়াছে। তাই বলিতে ছিলাম, যে শিক্ষায় উপার্জন করিতে পারা যায়, সেই শিক্ষাই আমাদের বর্তমান অবস্থায় দেশকাল পাত্রাঙ্গসারে উৎকৃষ্ট শিক্ষা মধ্যেই ধর্তব্য হওয়া উচিত।

উচ্চ শিক্ষা দ্বারা যদি অবস্থার উন্নতি না করিতে পারা যায়, তখন নৈতিক অবনতি ঘটাও অসম্ভব নয়। কিন্তু চলন সই শিক্ষা লাভ করিয়া উপার্জনক্ষম হইলে শীঘ্র নৈতিক অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না।

আর কেন? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

ভারতবাসী হিন্দু মুসলমানের এইরূপ ভাবেই এখন শিক্ষিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ ভাবেই আমরা, দুর্বল, ভীক, কাপুরুষ অর্থাৎ চীন নামে অভিহিত হইয়া থাকি, যেক্ষেপেই হউক, ক্ষুদ্র গৃহশিল্প, ব্যবসায় এবং কৃষিকার্য অঙ্গের অর্থের সংস্থান করিয়া জগতে অস্তিত্ব রক্ষা করিতেই হইবে। নচেৎ আমাদের গত্যন্তর নাই। সেইজন্য “Learn to learn” এই মুক্তি মাত্রই গ্রহণ করা উচিত।

Secret of Success.

সিদ্ধিলাভের রহস্য।

শিক্ষা দীক্ষা ধর্মচর্চা, ব্যবসায় বাণিজ্য কৃষি শিল্প আয়োজিত যে কোন কার্যের সাধনাই মানুষ করিতে যাইবে, সিদ্ধিলাভের বাসনা থাকিলে তাহাতে একটি অতি বড় আবশ্যকীয় উপাদানের আবশ্যক। সেটি হইল “সময়ের মিতব্যয়িতা”। জগতের মধ্যে যাহারা বড় বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হইয়াছেন, তাহারা সকলেই এই সময়ের মিতব্যয়িতা দ্বারা উন্নতির উচ্চ সোপানে আরুঢ় হইতে সমর্থ হইয়াছেন।

“Take care of the minutes and the days will take care of themselves” তুমি যদি প্রত্যেক মিনিটকে যত্নের সহিত সদ্যবহার করিতে পার, তাহা হইলে তোমার দিনগুলি আপনা হইতেই সদ্যয়িত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। পরিতাপ—আমরা বাঙ্গালী সময়ের আদৌ মূল্য বুঝি না, সেইজন্য আমাদের একটি কাজেই সমস্ত দিন

কাটিয়া যাইলেও কার্য সুস্থভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বারম্বারই বলিয়াছেন, “Time is money” সময়ই মূল্যবান অর্থ। আমরা এই সময় কি অন্ত্রায়রূপেই অপব্যয় করিয়া থাকি, তাহা প্রত্যেকেই যদি নিজের নিজের হিসাব করিয়া দেখি, তাহা হইলে একটি জায় সঙ্গত সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের পক্ষে বাস্তবিকই কঠিন হইয়া পড়ে।

এই যে সময়ের প্রতি নির্দয় ভাবে উপেক্ষার অভ্যাস, এটা আমরা শৈশবেই অর্জন করিতে থাকি। আমাদের পিতামাতা আমাদেরকে আদর স্নেহ করিয়াই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন, এই শিক্ষাটি দেন না, বিজ্ঞানযে অধিক সময়ই আমরা বুঝা নষ্ট করিতে অভ্যস্ত হই, শিক্ষকগণ তাহা দেখেন না, কর্মজীবনে সে অভ্যাস আমাদের মধ্যে এতই বদ্ধমূল হইয়া যায়, যে তাহা আর সারা জীবনেও উৎপাটিত করিতে পারি না। আমরা অভ্যাসের দাস, অভ্যাস সং হউক—অসং হউক সহজে যায় না। এই যে আলস্যে সময় কাটাইবার একটি অভ্যাস, ইহা দ্বারা মানুষ বাস্তব জীবনে শুধু যে নিজেরই অকর্মণ্য হয় তাহা নয়, সে লোক যাহার সংস্রবে আসিবে, তাহাকেও অকর্মণ্য করিয়া তুলিবে, ইহা সকলেই প্রতি মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এই অভ্যাস সংক্রামক, আমাদের সারা সমাজ গাঙ্গে বিসর্পিত হইয়াছে। আমরা বাঙ্গালী কাহারও সহিত কর্মমুত্রে সাক্ষাত করিতে যাইলে কাজের কথা ছাড়িয়া গল্প জুড়িয়া দিই, যাহার নিকট যাই, তাহার অমূল্য সময় অপহরণ করিয়া লই। একবার ভাবি না যে এ আমি কি করিতেছি, এইরূপে

আমরা অনেক সময়ই নিজের কাজ হারাই, অপরকেও নষ্ট ও বিভ্রত করিয়া তুলি। ইহার পরিণাম হয় কি? যে কার্যের জন্য গিয়াছিলাম, শ্রোতা কতকগুলি আমার কাজে কথা শুনিয়া এমনি বিভ্রত এবং ক্লান্ত হইয়া পড়েন যে, তিনি কখন Good bye “আজ্ঞে তবে আসুন” ইত্যাদি বলিবেন, তাহার শুভ মুহূর্ত পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন—কাজের কথায় আর মনোযোগ দেন না—বা দিতে সাহস করেন না, কারণ আবার কি কাজে কথা তুলিয়া কত সময় নষ্ট করিয়া দিবে তাহার ঠিকানা কি? এইজন্য অনেক সময়ই আমরা কাজ হারাইয়া থাকি। কিন্তু কু-অভ্যাস বশতঃ আমরা এই রীতি পরিত্যাগ করিতে পারি না। কিন্তু এটা স্মরণিত যে, এই সময়ের অপব্যয়েই আমরা অধঃপাতে যাইতেছি।

আমাদের পূর্বপুরুষগণ অহরহই সময়ের সদ্যবহার করিতেন, তাহা তরুণের দল বিশ্বাস না করিতে চাহিলেও তাহার বহু প্রমাণ আছে। এখনও অতি বড় বৃদ্ধগণ অনর্থক বসিয়া থাকিতে পারেন না—কর্ম না থাকিলে ঢেরা লইয়া শণ ও পাট হইতে দড়ি পাকাইয়া থাকেন, তাহা এখনকার নব্য সম্প্রদায় দেখিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। এই যে একটি মুহূর্ত অনর্থক অপব্যয় না করিবার অভ্যাস, এই ক্ষুদ্র বিষয় হইতে মানুষের লক্ষ্যব্রী হয়। তাই বলিতে ছিলাম, ধর্ম কর্ম ব্যবসায়ে, কৃষিতে প্রকৃত আয়োজিত সময়ে মিতব্যয়িতাই সিদ্ধিলাভের একটি প্রধান এবং গুঢ় রহস্য।

ছেলে মেয়েকে ভবিষ্যৎ জীবনে কর্মী

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে তুলিবেন না।

করিবার বাসনা থাকিলে সমস্তে কেবল এই শিক্ষা দাও যে সময়ও ধনরত্নের অপেক্ষাও মূল্যবান সম্পত্তি, তাহা নষ্ট হইলে আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না। একজন আমেরিকান ব্যবসায়ী সেইজন্য বলিয়াছিলেন, প্রতি মুহূর্তেই যদি কিছু আবশ্যকীয় কাজ করা যায়, তাহা হইলে জীবনে বহু কার্যই সম্পন্ন করা যায়, তাহাতে দেশের, রাজার নিজের, এবং সমাজের বহু হিতসাধন করিয়া জগতে ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম সমস্তই লাভ করা যায়। সেইজন্য জীবন সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে এই রহস্য উপেক্ষা করিতে পারেন না। সময়ের কাজ সময়েই সম্পন্ন করা, যেখানকার জিনিস সেখানেই কার্য শেষ হইলে রাখিতে অভ্যাস করা, অধিক সময় বাচালতায় নষ্ট না করা, অকারণ ছাড়ুকে না মত্ত হওয়া, তাকিক না হওয়া, এইগুলি বাঙ্গালার ছেলেকে যিনি শিক্ষা দিয়া মানুষ গড়িয়া দিতে পারিবেন, তিনি মহাপুরুষ তাহার আর সন্দেহই নাই।

"Rev. Robert Cecil said the shortest way to do many things is to do one thing at once" রেভারেণ্ড রবার্ট সেশিল বলিয়া ছিলেন যে, অনেক কাজ করিবার সহজ উপায় এই—কোন একটা কাজকে তৎক্ষণাত্ শেষ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া।

বাস্তবিক এই প্রণয় যাহারা কাজ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কোন কাজই পড়িয়া থাকিতে পায় না এবং অনেক কাজই সহজেই সম্পন্ন হইয়া যায়।

কবি লংফেলো (W. W. Longfellow) বলিয়াছেন, "Talent of success is

nothing more than doing what you can do well." কৃতকার্যতা লাভের রহস্য আর কিছুই নয়, যে কাজ তুমি কর্তে পার, তাই ভাল করে কর্তে পার।

অনেকবারই আমরা একথা বলিয়াছি, আবারও আর একবার কবির কথা বলিতে চাই।

"Think nought a trifle
Though it small appear,
Small sands the mountain,
Moment make the year
And trifles, life.

হে তরুণের দল সময় ক্ষুদ্র বলিয়া অহুমিত হইলেও ইহা ক্ষুদ্র নয়। ক্ষুদ্র বালুকা কণা দ্বারা পর্বত গঠিত হয়, সামান্য সামান্য মুহূর্ত একত্রিত হইয়াই বর্ষ হইয়া থাকে, সেই সময়—সেই ক্ষুদ্র মুহূর্ত বুঝা নষ্ট করিলে জীবনও বুঝা হইয়া যায়।

দেশের কথা।

(শ্রীজিতেন্দ্রলাল রায়)

লাট সভার সদস্য নির্বাচন শেষ হইয়াছে, আবার সভার কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। তিন বৎসর মধ্যে বিশেষ কোন কারণ না ঘটিলে নূতন নির্বাচনের সম্ভাবনা নাই। তিন বৎসর পরে কি হইবে, তাহা ভবিষ্যৎ গর্তে নিহিত, কারণ বর্তমান শাসন পদ্ধতির পরিণাম কি হইবে তাহা এখনও অজ্ঞাত। সে যাহা হউক, তিন বৎসরের মত নির্বাচনের সোরগোল, হৈচৈ, কুৎসা কোন্দলের বিরাম হইল, এখন নির্বাচিত সদস্যেরা দেশের কি

হিতসাধন করিতে পারেন, তাহাই সকলের লক্ষ্য।

স্বরাজ প্রত্যেক মানবের কাম্য, সুতরাং এবারকার নির্বাচনে স্বরাজদল জয়ী হইয়াছেন, ইহা নিতান্ত আনন্দের বিষয়, কিন্তু স্বরাজ দল কতকগুলি অযোগ্য ব্যক্তির নির্বাচন সমর্থন করিয়া ভাল কাজ করেন নাই। নির্বাচন নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত, অল্পযুক্ত হইলে কোন বিশিষ্ট দলভুক্ত ব্যক্তিরও নির্বাচন জন্ত আপনার বিবেক ও বুদ্ধি বিসর্জন দিয়া তাহার নির্বাচন সমর্থন করিলে অতিশয় অশ্রদ্ধা হয়। যোগ্য ব্যক্তির নির্বাচনই সর্বদা ও সর্বত্র বাঞ্ছনীয়।

যোগ্য ব্যক্তি কে? দেশের ও দেশের কল্যাণ যাহার একান্ত ইচ্ছা, পরার্থে নিঃস্বার্থভাবে যিনি আপনাকে উৎসর্গ করিতে পারেন, ধনী ও দরিদ্রে, ইতর ও ভদ্রে, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে প্রাণে প্রাণে মিলন যাহার আন্তরিক প্রয়াস, দেশের জনসাধারণের জ্ঞান ও কর্মের, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে যিনি আপনার অর্থ ও সামর্থ ব্যয়ে মূক্ত হস্ত, ধর্মীয় ধর্ম ও চরিত্র প্রভায় যিনি অপরের অন্তর স্বতঃই প্রভাবিত করিতে সমর্থ, এইরূপ সাধু মহাজন ব্যক্তিই নির্বাচনের উপযুক্ত পাত্র; এইরূপ ব্যক্তির নির্বাচনে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয়। ধন মানের কাকাল কতকগুলি স্বার্থান্ধ ব্যক্তি স্বরাজের মুখোমুখি পরিয়া এই দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন ইহাই দুঃখের কারণ। সরকারের সঙ্গে বিদ্বেষ বাধাইতে, দৈবতশাসন ধ্বংস করিতে অল্পযুক্ত ব্যক্তির নির্বাচন দ্বারা দলপুষ্টি করিবার চেষ্টা বিশেষ নিন্দনীয় ও দেশের

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর গড়ন।

পক্ষে অনিষ্টকর তাহা সহজ বুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন।

কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহার ত আর চারা নাই। স্বরাজ লাভই যখন সকল সম্প্রদায়েরই মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন অযোগ্যকে যোগ্য করিয়া দলাদল ছাড়িয়া, বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া জাতিধর্ম নির্বিশেষে দেশের হিতাহুষ্ঠানে সকলকে আঙ্গনিয়োগ করিতে হইবে। নিজের স্বার্থ ভুলিয়া, আবশ্যক হইলে কতিপয়ীকার করিয়া দেশের দুঃখ দুর্দশা দূর করিতে আপনার ধনপ্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। এখন 'মন্ত্রের সাধন' কিম্বা 'শরীর পতন' এই মহাজন বাক্য অমূল্য করিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। সরকারের জুকুটী বা বিপক্ষের মানি গ্রাহ্য না করিয়া চাষের পক্ষ সমর্থন করিতে হইবে। যদি সর্ব সম্প্রদায় একপ্রাণে এক যোগে কার্য করেন, তাহা হইলে সে কার্য কখন নিষ্ফল বা ব্যর্থ হইবে না, সরকার তাহা অবশ্যই গুনিতে বাধ্য হইবেন। অন্য কোনও প্রকৃতি দ্বারা পরিচালিত না হইয়া দেশের যথার্থ কল্যাণই তাঁহাদের যেন লক্ষ্য থাকে, কারণ তাহা না হইলে তাঁহাদের সাফল্য লাভ সন্দেহ পরাহত।

স্বরাজ লাভের প্রথম ও প্রধান পন্থা জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি সাধন। অশন বসনের নিত্য অভাবে বহুবিধ ব্যাধিতে, অকাল জরা ও মৃত্যুতে আমরা আক্রান্ত। যদি দু'বেলা দুমুঠা পেট পুরিয়া আমরা থাকিতে পাই, সময়োচিত উপযুক্ত বস্ত্রে আমরা শরীরটি আচ্ছাদন করিতে পারি, বিশুদ্ধ জলে আমরা তৃষ্ণা নিবারণ ও স্নানাদি সম্পন্ন করিতে সক্ষম

হই, তাহা হইলে আমাদের স্বাস্থ্য সহজে সুস্থ হইতে পারে না। 'স্বাস্থ্যই ধন' এই প্রবাদ বাক্যটি মিথ্যা বা অতিরিক্ত নহে। সুস্থ ও সবল না হইলে কোন কাজে মন বসে না, শরীরও বয় না। স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করিতে হইলে সর্বপ্রথমে অন্নভাব দূর করিতে হইবে। দেশের চাউল যেরূপ দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে যাহাদের অন্ন আয়ে সংসার চালাইতে হয় তাহাদিগকে একাহারী বা অনাহারী থাকিতে হইবে। চাউল তথা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মহা দুর্লভ হইয়াছে তাহার মূল কারণ খাদ্য শস্যের পর্যাপ্ত পরিমাণে চাষ হইতেছে না। রপ্তানি হইয়াও এদেশের অভাব ঘটে। পাটে লাভ বিস্তর, নগদ টাকা শীঘ্র বরে আসে, সেইজন্য যাহার কিছু জমি আছে, তাহার অধিকাংশই খাদ্যের পরিবর্তে পাটের চাষ হইয়া থাকে। সরকার ও জমীদারের চেষ্টায় ইহার প্রতিকার হইতে পারে কিন্তু নির্দোষিত সদস্যেরা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব ও নিশ্চেষ্ট। নানাবিধ আইনের পাণ্ডুলিপি নির্দোষিত সদস্যেরা ব্যবস্থাপক সভায় আনয়ন করিয়াছেন, তাহার কতক মঞ্জুরও হইয়াছে, কিন্তু এ বিষয়ে আজ পর্যন্ত কোনও পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত করেন নাই। পাট চাষ হ্রাস করিয়া দেশের আবশ্যক মত পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যের চাষ হয় সে সম্বন্ধে একটি আইন শীঘ্র বিধিবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আশা করি নির্দোষিত সদস্যেরা আর এ বিষয়ে অবহেলা করিবেন না। জমীদারগণও প্রজাদের উপর অত্যাচার দ্বারা ইহার প্রতিবিধানের যথোচিত যত্ন করেন ইহাই

প্রার্থনা। দেশের লোক অনাহারে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে স্বরাজ লাভে কি ফল হইবে তাহা কেহ কি চিন্তা করিয়াছেন? অবাধ রপ্তানীর প্রতিবিধান করা উচিত।

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার অত্যন্ত আবশ্যকীয় বিষয়, কারণ শিক্ষা ব্যতীত তাহারা তাহাদের দুঃখ দুর্দশার কারণ এবং অভাব অভিযোগ দূরীকরণের উপায়, ব্যাধি বিপদের প্রতিকারের পন্থা বুঝিতে পারিবেন না। সুতরাং দেশহিতকর কার্যে তাহাদের সহযোগিতা লাভের আশা করা বৃথা। ধনী ও নির্ধনে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতে, ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণে কার্যে সহযোগিতা এবং তাহাদের পরস্পর হৃদয়ের মিলন ব্যতিরেকে যে দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব ও অসাধ্য তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। সত্য ও সংশ্লিষ্ট এই কার্যের এবং অন্তরের এই উভয়বিধ মিলনের প্রেরণা পথ।

অমিয় টুথ পাউডার।

মুহূর্ত্ত মাঝেই দস্তের ময়লা বিদূরিত করিয়া দস্ত-পংক্তি মুক্তার মত করিয়া দেয়। ইহা দ্বারা দস্ত শুল, দাঁত দিয়া রক্ত পড়া, মুখের দুর্গন্ধ নিবারিত হইয়া সারাদিন মুখের অনির্বচনীয় সৌরভে পার্শ্বস্থ লোকে মুগ্ধ হইয়া যায়। ১ কোঁটায় ১ মাস চলিবে মূল্য ১০০ আনা মাত্র।

এ, এ, চৌধুরী, ১০নং কারিস্‌চার্জমেন আমহাষ্ট্রীট, পোঃ কলিকাতা। অর্ধ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা দেওয়া হয়।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর হউন।

Household Informations.

গাভীয়া জ্ঞাতব্য বিষয়।

গাভীর বক্ষ্যাত্ম।

যণু দেখানর পর যদি গাভী গর্ভবতী না হয়, তাহা হইলে অনেকেই বলিয়া থাকে যে গাভী বক্ষ্যা অর্থাৎ বাজা। এই কারণে গাভীকে অনর্থক বসিয়া খাওয়ান অপেক্ষা বিক্রয় করিয়া দেওয়াই ভাল।

কিন্তু এটা জানা উচিত, বক্ষ্যাত্ম দুই প্রকারের।

একপ্রকার—গোয়ালারা গাভীর বাছুর মরিয়া যাইলে ফুকা দিয়া কিছুদিন গাভীর দুগ্ধ আহরণ করিয়া থাকে, এই কারণে গাভীর স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য জরায়ু গর্ভ ধারণে অক্ষম হয়। যদিও গর্ভ ধারণ কদাচিত হইতে পারে, সে সকল গাভীর বৎস বাঁচে না, এইরূপে পূর্ণ বক্ষ্যাত্ম প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারের বক্ষ্যাত্মই যথার্থ বক্ষ্যাত্ম।

উপরোক্ত কারণ না থাকিলেও যদি কোন গাভী গর্ভ ধারণে অক্ষম হয়, তাহা হইলে তাহা পরীক্ষাপেক্ষ। গাভী বা বকনা অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়া মোটা হইলে তাহা পরীক্ষাপেক্ষ। গাভী বা বকনা অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়া মোটা হইলে গর্ভধারণ করিতে অক্ষম হয়, সুতরাং খাদ্য কমাইয়া সরিষার খইল ইত্যাদি অল্প অল্প দিয়া পরীক্ষা করিতে হয়। খাজুর সহিত ১০/১৫ গ্রেণ সোহাগা সপ্তাহ কাল খাওয়াইলে এই দোষ সংশোধিত হইবার সম্ভাবনা। তাহাতেও যদি না সারে, তবে তাহাকে বক্ষ্যা বলা যায়।

আবার কোন কোন গাভী একবার

বাঁড় দেখিয়া সন্তুষ্ট হয় না, যদি ১বারের অধিক যণু দেখানর পরও পাল ঝাড়িয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহার জরায়ু পরীক্ষা করা উচিত। যদি জরায়ুর মুখ কুঞ্চিত থাকে তবে পুং বীজ ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। জননেদ্রিয়ের মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া পরীক্ষা করিলে এই দোষ ধরা যায়। এই দোষ সংশোধনও করা যাইতে পারে। একটা অঙ্গুলীতে বেলডোনা এবং গ্লিসারিন্ মাখাইয়া জরায়ু মুখে আস্তে আস্তে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া জরায়ু মুখটা প্রশস্ত করিয়া দিয়া তাহার পর যণু দেখাইলে গর্ভ ধারণে সক্ষম হইবে। এতদ্ব্যতীত পুংবীজ সোডার মত সামান্য ক্ষার পদার্থ সংযুক্ত, এজন্য সামান্য টক (acid) সংযুক্ত হইলে উহা নষ্ট হইয়া যায়। গাভীর যোনির মধ্যে কাহারও কাহারও acid বা টকের আধিক্য থাকিলে যণু গ্রহণের পর বীজ তৎক্ষণাৎ তাহা নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং গাভী তাহা রাখিতে পারে না ঝাড়িয়া ফেলে ইহার প্রতিকার—বাঁড় দেখাইবার ১ঘণ্টা পূর্বে একটা বড় পাউরুটির ছাল ছাড়াইয়া সেই পাউরুটি বা তাহার একখণ্ড বড় টুকরা গাভীর জননযন্ত্রে প্রবেশ করাইয়া দিলে পাউরুটি দ্বারা ঐ অম্লাক্ত (acid) শোষিত হইয়া যায়, তাহার পর বাঁড় দেখাইলে গাভী গর্ভবতী হইয়া থাকে। মোটা বকনা সহজে ঋতুবতী হয় না, সেইজন্য উহাকে লাললে জুড়িয়া পরিশ্রম করাইলে গর্ভবতী হইতে দেখা যায়। অকর্মণ্য বাঁড়ের দোষেও অনেক সময় গাভী বক্ষ্যাত্ম প্রাপ্ত হয়। সেটাও দেখা উচিত।

Medical Notes.

চিকিৎসা বিষয়ক।

নৈশাক্ততা বা রাতকানা রোগে :—
চক্ষুর মধ্যে ২১ ফোটা কডলিভার অয়েল প্রয়োগ করিলে উপকার হইতে পারে।

কাণে পুঁজ এবং ময়লা বা খোল থাকিলে কাণের মধ্যে সলিউশন হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড প্রয়োগে কাণের মধ্য পরিষ্কার হইয়া পুঞ্জোৎপত্তি নিবারিত হইয়া থাকে।

কড়া বা আঁচিল ইত্যাদিতে :—গরম জলে ধুইয়া টিং আইডিন লাগাইয়া দিলে বেদনা কমিয়া যায় এবং কড়া বা আঁচিল আর হয় না।

ম্যালেরিয়া নাশে সূর্যামুখী :—
ইউক্যালিপটাস্ বৃক্ষ ম্যালেরিয়া নাশক বলিয়া বহু ম্যালেরিয়া পূর্ণ স্থানে এই বৃক্ষ সাদরে রোপন করা হইতেছে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, তুলসী বৃক্ষের ম্যালেরিয়া নাশক গুণ আছে। নিম্ব বৃক্ষের বাতাসও ম্যালেরিয়া নাশ করিতে পারে। সম্প্রতি সূর্যামুখী ফুলের গাছ ও ম্যালেরিয়া নাশক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, বাগীতে যত্রতত্র সূর্যামুখী পুষ্পের গাছ রোপন করিলে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল রেকর্ড (Indian Medical Record) লিখিয়াছেন, প্রতিদিন যদি মাতালকে আহাের সময় যথেষ্ট পরিমাণ আপেল খাইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে কিছুদিনের মধ্যে মদের নেশা ফলের ঘাড়ে চাপে, মাতাল মদ ছাড়িয়া দেয়।

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

সর্দী বসিয়া কাশিতে কাশিতে হাঁপানীর মত বোধ হইলে মিছরী ২ তোলা, পরিষ্কার জল ৪ তোলা সহিত ভিজাইয়া গলাইয়া ফেলিয়া তাহার সহিত লেবুর রস ১ তোলা, গোলমরিচ পূর্ণ ১ তোলা, লবঙ্গচূর্ণ ১ তোলা মিলাইয়া সেবন করিলে অজীর্ণসহ পেট গরমের বস। স্নেহা তরল হইয়া উঠিয়া গিয়া কাশি এবং অজীর্ণভান একসঙ্গেই ভাল হয়।

পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরের ফলপ্রদ ঔষধ।

Re.
ফেরিএট কুইনাইন সলফেট ৪ গ্রেণ
এসিড্‌ নাইট্রোমিউরেটিক ডিল ১০ মিনিম
লাইকার আসেনিকেলিস
হাইড্রোক্লোর ২ মিনিম
টীং নক্সডমিকা ১ মিনিম
লাইকার কালমেঘ কোঃ ২০ মিনিম
সোডি সাল্ফ. ৩০ গ্রেণ
নিরাপ্‌ অরেন্‌ সাই ৩০ মিনিম
একোয়া মেস্‌ পিপ্‌ এড্‌ ১ আউন্স
একত্রে মিশ্রিত ১ মাত্রা, প্রত্যহ ৩বার সেব্য।

ইহা পূর্ণ বয়স্কের মাত্রা।

—Indian Medical Record.

নিভারের দোষ সংযুক্ত পুরাতন ম্যালেরিয়া।

Re.
কুইনাইন হাইড্রোক্লোর ৪ গ্রেণ।
এসিড্‌ হাইড্রোক্লোর ডিল ১০ মিনিম।
লাইকার কালমেঘ কোঃ ২০ মিনিম।
টীং ইউনিমিন ৫ মিনিম।
ভাইনম ইপিকাক ৩ মিনিম।
লাইঃ আসেনিকেলিস হাইড্রোঃ ৩ মিনিম।
টীং নক্সডমিকা ৬ মিনিম।
একোয়া ক্লোরোফরম এড্‌ ১ আঃ।
একত্রে মিশ্রিত করিয়া ১ মাত্রা। দিবসে ৩বার সেবনীয়। ইহা পূর্ণ বয়স্কের মাত্রা।

শিশু ও বালকগণের বয়সানুসারে মাত্রা স্থির করা উচিত।

পথ্যাপথ্য।

মৎস্ত সাধারণের গুণ

চিঙড়া মাছ মাছেরই গুরুপাক, মলবদ্ধকর। সকল মৎস্তই মাংসবৃদ্ধিকর, গুরুপাক কিন্তু অতিশয় সুস্বাদু। স্নিগ্ধ, উষ্ণ, মধুর, মাংস বায়ু স্নেহা-পিত্তকর, নেত্র রোগহর, বাত রোগে হিতজনক। পরিভ্রম করিলে মৎস্তাহারে উপকার হয়।

বড় মাছের গুণ—গুরুপাক শুক্রবৃদ্ধিকর, মলবদ্ধকর।

ক্ষুদ্র মৎস্তের গুণ—লঘুপাক, ধারক, গ্রহণী রোগে উপকারী, বলকর ও পথ্য।

কৃষ্ণবর্ণ মৎস্তের গুণ—লঘুপাক, স্নিগ্ধ,

ক্ষুধাবৃদ্ধিকর, বাতরোগ নাশক, পথ্য ও বলকর।

পাণ্ডুবর্ণ মৎস্তের গুণ—বায়ু, পিত্ত, কফ বৃদ্ধি করে, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বিরেচনকারী।

শুক্লবর্ণ মৎস্তের গুণ—বায়ুপিত্তকফকর, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, মলভদ্ধকর।

পচা মাছের গুণ—বায়ুপিত্তকফবৃদ্ধিকর স্ততরাং অধাতু।

চক্কাকার মৎস্তগুণ—গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বাতনাশক, স্নেহাকর।

শুক্লমৎস্তগুণ—উদরান্ধানকারী, শীত পরিপাক হয় না, কফনাশক, বিরেচনকারী।

লবণজারিত মৎস্ত, অর্থাৎ লবণ দ্বারা রক্ষিত মৎস্তের গুণ—মনোজ, কফপিত্তকর, সারক, কটিকর, কটুপাক।

সামুদ্র মৎস্ত গুণ—লঘুপাক, বৃদ্ধ, মধুর, স্বল্পমলকর, বাতনাশক। মতান্তরে গুরুপাক, শুক্রকর, স্নিগ্ধ, উষ্ণগুণ, ও বায়ুনাশক।

নদীমৎস্তের গুণ—স্নেহাকর, মধুর, অল্প বিরেচনকর, বৃদ্ধ।

মহাহ্রদের মৎস্তের গুণ—বলকারী।

অন্ন জলের মৎস্ত বলকারী নহে।

পোড়া মাছের গুণ—গুরুপাক, মাংস-বৃদ্ধিকর, বৃদ্ধ অর্থাৎ শুক্রবৃদ্ধিকর, তৈল ও লবণযুক্ত করিয়া আহার করিতে হয়।

অর্জুনমৎস্তের গুণ—কীণশুক্ল, তরু, অর্জুনিত, নিত্যদ্রোণসেবী এমত কীণতেজী ব্যক্তির পক্ষে হিতজনক। তৃণবেষ্টিত, কাদা লেপা, অজার অগ্নিতে পোড়ান, লবণ আদা ও বাটনাযুক্ত, সর্বপ তৈলে সাতলান মৎস্তের গুণ—মধুর, কফ, বাত নষ্ট করে, শুক্রজনক, বলবৃদ্ধিকর।

কারজলের মৎস্ত—গুরুপাক এক-দাহজনক।

আর কেন ? পুরাতন “কাছের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

লবণ সমুদ্রের মৎস্ত উদ্রাহনকারী।
অতি ক্ষুদ্র মৎস্ত ধ্বজভঙ্গকর, কচিকর,
বায়ুনাশক।

মৎস্ত ভিষের গুণ—অতিশয় শুক্রবৃদ্ধিকর,
শ্লিষ্ণ, পুষ্টিকর, গুরুপাক, কফ ও মেদ
বৃদ্ধিকর, বলকর, মেহনাশক, অস্বাস্থ্যকর।

কুপজাত মৎস্ত—শুক্রবৃদ্ধিকর, মূত্রবৃদ্ধি-
কর, মল ও স্লেয়াবৃদ্ধিকর।

শাক দিয়া মৎস্ত—পাক করিলে উহা
মনোজ্ঞ, শুক্রকর, ও পুষ্টিকর হয়।

মৎস্তঘণ্টের গুণ—বলকর, বায়ুনাশক ও
অতিশয় কচিজনক।

শিরে খড়্গ ও কেশযুক্ত মৎস্ত—মুখপ্রিয়
মনোজ্ঞ, ধ্বজভঙ্গকারক।

আঁইশশূন্য মৎস্ত নিন্দনীয়।

আঁইষ যুক্ত মৎস্ত হিতকর, শরীর দৃঢ়
করে, বল বীৰ্য ও পুষ্টি বৃদ্ধি করে।

(কুল্যা) হ্রদ, নদী, নিকর, তড়াগ ও
বাণির (কৃত্রিম তড়াগের) জলে যে মৎস্ত
জন্মে, তাহা অত্যন্ত নিম্নোক্ত। হ্রদ অপেক্ষা
কুল্যা, কুল্যা অপেক্ষা নিকর পরে তড়াগ,
পরে বাণি, পরে নদীর মৎস্ত লঘুপাক।

সরোবরের মৎস্ত মিষ্ট, শ্লিষ্ণ বলকর ও
বায়ুনাশক। তড়াগজাত মৎস্ত গুরুপাক,
শুক্র বল মূত্র বৃদ্ধিকর, ক্ষীতল। নিকর জাত
মৎস্ত তড়াগজাত মৎস্তের সদৃশ, বল, আয়ু ও
চক্ষু-দীপ্তি বৃদ্ধি করে।

ঋতু বিশেষে মৎস্ত ভক্ষণ-বিধি

হেমন্ত কালে কুপজ মৎস্ত, শিশিরে
সরোবরের মৎস্ত, বসন্তে নদীর মৎস্ত, গ্রীষ্মে
চৌধ্য মৎস্ত, বর্ষায় তড়াগজাত মৎস্ত।

বসন্ত ব্যতীত সকল ঋতুতে নদীজাত মৎস্ত
অপাধ্য, শরৎ কালে নিকর মৎস্ত শ্রেষ্ঠ।

“হেমন্তে কুপজা মৎস্তাঃ শিশিরে সারসা
হিতাঃ।

বসন্তেতু নাদেয়া গ্রীষ্মে চৌধ্যমুদ্রবাঃ।

তড়াগজাতা বর্ষায় তাম্রপথ্যা নদীভবাঃ।

নৈর্ঝরাঃ শরদি শ্রেষ্ঠা বিশেষায়মুদ্রাহতঃ।

ইতি ভাব প্রকাশঃ।

নদের মৎস্ত, তিলক মৎস্ত, পশুর স্তায়
শূন্যবিশিষ্ট মৎস্ত, গোমীন অর্থাৎ গবাকৃতি,
চক্রাকৃতি, শাকুস মৎস্ত, রক্তাল রাঘব বোয়াল
বামীন, চলকর্ণ, সচক্র ইত্যাদি মৎস্ত নিষিদ্ধ।

Agricultural.

কৃষি-তথ্য।

পেঁপের কথা

“সন্নীলনী” পত্রে শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র মণ্ডল
পেঁপে সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়
লিখিয়াছেন।

এই সুফলা সুফলা ভারতে করুণাময়
জগদীশ্বর কিছুই অভাব রাখেন নাই।
কেবল আমাদের দোষে আমাদের অভাব।
ভারতের নানারূপ ফল ফুল কতরূপে সকল
ঋতুতে জনসমাজের হিতসাধন ও অভাব
পূরণ করিয়া প্রকৃতির শোভা বর্দ্ধন
করিতেছে। প্রত্যেক ঋতুতেই এক এক
নূতন ফলের আবির্ভাব হইয়া থাকে।
ভারতে যত প্রকার সুমিষ্ট শ্রেষ্ঠ ফল আছে,
আম্র তন্মধ্যে সর্ব প্রধান। পেঁপেকে দ্বিতীয়
স্থান দেওয়া হইতে পারে। ভারতের
সেই সুদূর দিল্লী প্রদেশ হইতে কুমারিকা

অন্তরীপ সন্নিকটস্থ সিংহল জনপদ পর্যন্ত
সকল স্থানেই পেঁপে প্রচুর জন্মিয়া থাকে।
বৎসরের সকল সময়েই এই বৃক্ষ ফল প্রসব
করে বটে, কিন্তু নিদাঘের প্রথর রবিকর
সমুদ্র তৃষাতুর রসনায় এই ফলের আনন্দন
কত প্রাণমনোমগ্নিকর তাহা সকলেই জ্ঞাত
আছেন। গ্রীষ্মকালে পেঁপে কিছু বেশী
সুমিষ্ট হয়। উষ্ণজ (Hot and moist)
আবহাওয়ায় ইহার ফল বেশ সুপক ও
সুস্বাদু হয়; তবে শুষ্কোষ্ণ (Hot and
dry) স্থানে তত সুবিধাজনক চাষ হয় না।
আমাদিগের বঙ্গদেশে ইহার চাষ খুব
লাভজনক ও সুবিধাজনক।

আমেরিকার মেক্সিকো উপসাগরস্থ
দ্বীপ সমূহে, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও
ব্রাজিল জনপদের কতকাংশে ইহার আদি
জন্মস্থান বলিয়া নির্ণীত হয়, কারণ ইহার
সংস্কৃতে কোন নাম নাই ও মার্কিন ভাষায়
(papay) পেপায় হইতে ভারতীয় পেঁপে
নাম হইয়াছে—ইহাই অনেকের ধারণা।
পর্তুগাল দেশীয়েরা যখন এদেশে প্রথম
বাণিজ্যার্থ যাতায়াত করেন, তখনই বোধ
হয় পেঁপে এদেশে আসে। এতদ্ভাতিত
ব্রহ্মদেশে ইহা যে নামে অভিহিত হয়
(thinbawati)—থিন্‌বোয়াটি,—তাহাতে
এই ফল যে সুবিস্তীর্ণ অর্ণববিহারী পোত-
সমূহের দ্বারা তীরে আনীত হইয়াছে
তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।
আমেরিকা আবিষ্কার কালে যে এই কল্প-
বৃক্ষ এদেশে আসিয়াছে, তাহার কারণ ১৬২৯
খৃঃ অব্দে ভারত হইতে ইউরোপস্থ ইটালীর
অন্তর্গত নেপলস নগরে এই ফলের বীজ
প্রেরিত হয়।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপন্ন লউন।

পেঁপে গাছে প্রায়ই ভালপালা থাকে না। ইহা উচ্চে ৫৬ হাত হইতে ১০১২ হাত পর্যন্ত হয়। বৃক্ষের নিম্নভাগে প্রায়ই পাতা থাকে না; উপরে ডাঁটা পাতা, ফল ও ফুলে বৃক্ষ এক অপূর্ণ শোভা ধারণ করে। ভাল করিয়া চাষ করিলে ১০১২ মাসের মধ্যে ইহা ফল ধারণ করে। চাষ না করিলেও আপনা আপনি এই গাছে প্রচুর পরিমাণে ফল হয়। ইহার গাছে আঘাত প্রদান করিলে রক্তের মত এক প্রকার আটা নির্গত হয়। ইহার মূল হইতে এক প্রকার সূক্ষ্ম আঁস (Fibre) পাওয়া যাইতে পারে। ইহার গাছ ও ফল হইতে যে এক প্রকার শ্বেত, দুগ্ধের মত রস নির্গত হইয়া থাকে, তাহাতে লোকসাধারণের বহুল উপকার সাধিত হয়। সেই জন্ত লোকে আমাদের দেশে কাঁচা পেঁপে ভাতে দিয়া ও অন্যান্য বাজনে দিয়া আহাৰ করে। শ্বেত আটায় নানাবিধ ঔষধ হইতে পারে। কাঁচা পেঁপে অর্শরোগের ঔষধ। শ্বেত আটায় কুমিকীট নষ্ট হইয়া থাকে। এক চামচ শ্বেত রস, এক চামচ মধু উভয়কে খুব উত্তমরূপে মিশাইয়া চারি পাঁচ চামচ গরম জল একটু একটু করিয়া দিয়া দুইঘণ্টা অন্তর (Castor oil) খাটী রেড়ির তৈল (Limejuice) নেবুর রস বা (Vinegar) ভিনিগার সঙ্গে সেবন করিলে দুই দিনের মধ্যে সমস্ত কীট নষ্ট হইয়া যায়। পেঁপের ভিতরে যে গোল-মরিচের মত বীচ আছে, তাহাতেও পোকা নষ্ট হয়। দক্ষিণাত্যে রমণীগণের ঐরূপ বিশ্বাস যে, এই পেঁপে বীজ আহাৰ করিলে গর্ভবতীর গর্ভশ্রাব হইয়া যায়। তলপেটে বৃক্ষের আটা বা বীজ বাটিয়া

লেপন করিলেও ঐরূপ হানি সম্ভবে। ভারতের খাতনামা চিকিৎসকগণের লিখিত বিবরণী পাঠে এই সকল বিষয় অবগত হওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক পেঁপেকে উদ্ভিজ্জ পেপ্সিন বা Vegetable peepsin নামে অভিহিত করেন। পেঁপে ছাড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া Alcohol এ ফেলিয়া দিলে নিম্নে যে পরিমাণ বস্তু বিতাইয়া পড়ে, তাহাকে শুষ্ক করিয়া গুড়াইয়া লইলে ব্যবহারোপযোগী পেপ্সিন হইয়া থাকে। অনেক সুবিখ্যাত ডাক্তার বলেন যে, প্রাণীজ পেপ্সিন হইতে এ পেপ্সিন অনেকাংশে উৎকৃষ্ট; কারণ পাকস্থলীস্থিত দ্রব্য পরিপাক করিতে আর কোন রকম দ্রাবক ও ক্ষার পদার্থের (Acid) প্রয়োজন হয় না। অজীর্ণরোগের ইহা অব্যর্থ মহৌষধ। পেঁপের পেপ্সিন অপেক্ষা স্বল্পায়াসলভ্য উৎকৃষ্ট পেপ্সিন আর নাই। ইহার শ্বেতরসে প্রীহার আয়তন বৃদ্ধি ক্রমশঃ কমিয়া যায়। ছোট চাম-চের এক চামচ পাউডার ও সেই পরিমাণে চিনি দিয়া তিনবার প্রত্যহ আহাৰ করিলে একেবারে সারিয়া যায়। কাঁচা পেঁপে একটা খেঁতো করিয়া সমস্ত রাত্রি হিমে ফেলিয়া রাখিয়া লবণ দিয়া সকালে সেবন করিলে প্রীহা আরাম হইতে দেখা গিয়াছে। এই শ্বেত রসের আর এক প্রধান গুণ এই যে, মাংস সিদ্ধের সময় কয়েক ফোঁটা রস দিলে শীঘ্র গলিয়া যায়। কাঁচা পেঁপে মাংসে ফেলিয়া দিলেও কতকটা ঐরূপ কার্য করে। যদি মাংস কাটিয়া পেঁপের পাতায় ঢাকিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে মাংস খুব সহজে সিদ্ধ হয়; অনেকের বিশ্বাস এমন কি মাংস কাটিয়া পেঁপে গাছে ঝুলাইয়া রাখিলে

তাহা শীঘ্র শীঘ্র সিদ্ধ হইয়া যায়। সুবিখ্যাত চিকিৎসক সার্জন মেজর আর, এল দত্ত মহাশয় এ বিষয়ে বলিয়াছেন "Since I have used it in dyspepsia with great benefit. I had a plantation of nearly two hundred trees in the grounds of Bankura jail. The raw fruit was scraped longitudinally and the milk juice collected. This I consider the best preparation for internal use; one or two grains with sugar or milk after meals should be given to adults, a few drops of juice added to rough meat render it quite tender and fit for immediate cooking) ইহার ভাবার্থ এই :—আমি অজীর্ণ পীড়ায় ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল লাভ করিয়া, বাঁকুড়া জেলখানায় প্রায় ২০০ শত পেঁপে গাছের চাষ করাইয়াছিলাম।

কাঁচা পেঁপে লম্বা লম্বা ফালা করিয়া কাটিলে তাহা হইতে শ্বেত রস সঞ্চিত হয় ও জমিয়া যায়, সেই গুঁড়া যদি আহাৰের পর দুগ্ধ কিম্বা চিনি দিয়া সেবন করা যায়, তাহা হইলে সমস্ত অজীর্ণ দোষ সংশোধিত হইয়া যায়। রক্তনকালে মাংসে কয়েক ফোঁটা মাত্র এই রস দিলে মাংস সহজে সিদ্ধ হয়। এ সম্বন্ধে ভারতের খাতনামা অনেক চিকিৎসকের মতামত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, তবে বাহ্যিক ভয়ে তাহা হইতে বিরত থাকিলাম। এতদ্ব্যতীত ইহার গুণাগুণ সম্বন্ধে কিছু কিছু বিভিন্ন মত থাকিলেও

পুরাতন "কাঁজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর হউন।

উপকারিতা বিষয়ে সকলেরই একরূপ মত দেখা যায়।

পেঁপের পাতারও এক মহৎ গুণ এই যে, ইহা সেকিয়া (গরম জল কিম্বা আগুনের তাপে) কোন ব্যথায় লাগাইলে বেদনা আরাম হয়।

The leaves are used externally for nervous pains. The leaf may be either dipped in hot water or warmed over fire and applied to the painful part,"—Surgeon Major W. Nolan M. D. Bombay.

পেঁপের ফল পাকিলে খাইতে মিষ্ট, নির্দোষ ও স্বাস্থ্যকর। পেঁপের আচার তৈয়ারী হইতে পারে। পেঁপের মোহনভোগ ও মোরঝায় অনেকে রসনা রঞ্জন করিয়া থাকিবেন। কাঁচা পেঁপে খোলা ছাড়াইয়া সিক করিয়া, কুচি কুচি করিয়া তাহাতে সরিষার তৈল, লবঙ্গ ও লবণ যথা নিয়মে মাখাইলে ভাল আচার হয়। আফ্রিকার নিগ্রোরা পেঁপের পাতার ছাই সাবানের পরিবর্তে ব্যবহার করিয়া থাকে। আমরাও ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি।

এই পেঁপে গাছ আমাদের কত উপকারী তাহা আমরা কল্পনায় জানি। ইহা আমাদের আশ্রয়স্থলে সচরাচর জন্মিতে দেখা যায়। পল্লীগ্রামে কত পেঁপে, গাছে সুপক হইয়া বায়সাদি পক্ষীকুলের উদর ভূষিত করে কেহ তাহা লক্ষ্য করে না। ছুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এ সব বিষয় কেহ দৃকপাত করেন না। সাহেবেরা আমাদের পেঁপের স্বরূপ গুণ বর্ণনা করিয়া

দিয়াছেন, এখন আমরা এ কথায় অবিশ্বাস করিব না। আমাদের বঙ্গদেশে স্থানের অভাব নাই, পেঁপের বীজের অভাব নাই, লোকেরও অভাব নাই, অভাব কেবল যত্নের ও শিক্ষার। পেঁপের চাষ কত লাভজনক নিয়ে তাহার বিবরণী দেওয়া গেল।

উচ্চ দৌয়াস মাটি পেঁপে গাছের উপযুক্ত। পটাল জাতীয় সার যথা সোরা, ছাই, ও গোবর উক্ত জমীতে দিলে, পেঁপে গাছের তেজ হইয়া থাকে। ৩৭ হাত অন্তর গাছ পুতিলে এক বিঘা জমীতে প্রায় দেড়শত গাছ পোতা হইতে পারে। ১০ বিঘা জমীতে ১৫০০ গাছে বৎসরে প্রতি গাছে ১/০ পাঁচ আনা লাভ ধরিলে ও ৫০০ টাকা হওয়া সম্ভব। তবে সহরের নিকট না হইলে একরূপ লাভ হয় না। সহরের নিকটে চাষ না হইলেও পেঁপে হইতে পেল্লিন, কুমির ঔষধ, আচার, মোরঝা, আঁশ fibre এবং কাপড় কাচিবার ক্ষার প্রস্তুত করিতে পারিলে, বিশেষ লাভ হওয়া বিচিত্র নহে। একজন গৃহস্থের দশ বিঘা পেঁপে, দশ বিঘা কলা, দশ বিঘা কাগজী ও পাতিলেবু ও দশ বিঘা নারিকেল গাছের চাষ থাকিলে প্রতি মাসে ৮০০ হইতে ১০০০ একশত টাকা আয় হওয়া বড় আশ্চর্যের বিষয় নহে। তবে উত্তম এবং স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতে উন্নতি করিবার আন্তরিক ইচ্ছা থাকা আবশ্যক।

শ্রীভরতচন্দ্র মণ্ডল।

কাঁচা ঘাস রক্ষার উপায়।

বৃষ্টি বাদলের দিনে অথবা যে সময় শিশির পড়িয়া ঘাস ছুঁড়াপা হয়, সেই সময়ের জন্য এই রক্ষিত ঘাস দ্বারা গবাদির আহার চলিতে পারে। ক্ষুত্রাং গৃহস্থের এবং কৃষকের পক্ষে এই রক্ষাবিধি জ্ঞাত হওয়া যে নিতান্তই আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। কাঁচা দুর্কা, খড়, কাঁচা জোয়ারির পাতা প্রভৃতি সুন্দরভাবে ৩৪ মাস রক্ষা করা যাইতে পারে। এইরূপে রক্ষিত ঘাস একটু অগ্ন্যাহাদ যুক্ত হইলেও গবাদি পশুগণ ইহা সহজে পরিপাক করিতে পারে এবং গাভীদিগকে খাওয়াইলে দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

চেমন করিয়া কাঁচা ঘাস

রক্ষা করিতে হয়।

যেখানে জল দাঁড়ায় না, এমন একটি স্থান নির্দেশ করিয়া লইতে হইবে। তাহার পর পাঁচ ফুট চওড়া ৩৭ ফুট গভীর এবং ৮১০ ফিট লম্বা এইরূপ খাদ কাটিয়া তাহার মাটি তুলিয়া ফেলিতে হইবে। এই গর্তটাকে কাঁচা ঘাস, জনারের পাতা, কাঁচা খড়, ঘাসের যে রূপ ইচ্ছা একপ্রকারের বা বিবিধ প্রকারের তৃণদ্বারা পূর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে। উত্তমরূপে খাদ বোঝাই হইলে এই ঘাসের উপর ইট, পাথর কিম্বা বালুকাপূর্ণ পিপ্ চাপা দিয়া তাহার উপর অন্ততঃ ১ হইতে দেড় ফুট মাটি চাপা দিয়া উপরটা উত্তমরূপে এমনভাবে ঢালু করিয়া দিতে হইবে যেন ঐ যান্ত্রিক স্তরের উপর বৃষ্টির জল পড়িলে তৎক্ষণাৎ তাহা

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাঁচের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

গড়াইয়া চলিয়া যাইতে পারে। এইরূপ করিয়া তাহার চারিদিকে নানা কাটিয়া যাহাতে সহজ জল নিকাশ হইয়া যাইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে। এইরূপ করিয়া রক্ষিত ঘাস ৩৪ মাস অবিকৃত ভাবে থাকিয়া যায়। কিন্তু এইস্থানে একটা বিশেষ আবশ্যকীয় কথা বলিতে চাই যে, গর্তের বা খাদের মধ্যে ঘাস দেওয়া হইলে তাহার মধ্যে বায়ু থাকিয়া যায়। কিন্তু খুব ঠান্ধা ঠান্ধা গাদিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে বায়ু অনেক পরিমাণেই বাহির হইয়া যায়। ফলতঃ বায়ু নিষ্কাশন এবং গাদন কার্য্য বেশ ভাল হইলে রক্ষিত খাত্তের অবস্থা এবং পুষ্টিকারিতা গুণ আরও সুন্দর হইবে, ইহা স্মরণ রাখা উচিত। সে জন্তই বলা হইয়াছে যে, ইহার উপর ইট পাথর প্রভৃতি চাপাইয়া তাহার পর মাটি দিয়া খুব চাপিয়া বসাইয়া দিতে হয়। মাটির ভিতর ঐ ঘাস থাকা অবস্থায় ঘাস খুব গরম হয় এবং ফাপিয়া উঠে সুতরাং যথেষ্ট ভার না থাকিলে তাহা চাপিয়া রাখিতে পারে না।

ভারতে চিনি।

ভারতে প্রতিবৎসর বিদেশ হইতে ১৫ পনের কোটি টাকা মূল্যের চিনি আমদানি হইয়া থাকে। কেন, ইহার কারণ কি? কথাটা শুনিলেই মনে হইবে, ভারতে নিশ্চয়ই চিনি তৈয়ারী হয় না, কাজেই বিদেশ হইতে চিনি আমদানির প্রয়োজন হয়।

কিন্তু ভারতবাসীমাজেই জানে, ভারত এক সময়ে চিনির জন্ত বিখ্যাত ছিল; পৃথিবীর অন্যান্যস্থানে ভারত হইতে বহু টাকার চিনি রপ্তানী হইত। কেন ভারতবাসীকে এখন বিদেশী চিনি কিনিয়া খাইতে হয়, তাহাও কাহারও অবদিত নহে। বিদেশী চিনির প্রতিযোগিতায় ভারতের স্বদেশী চিনির ব্যবসায়গুলি অনেকস্থলেই উঠিয়া গিয়াছে। এখনও যে দুই এক স্থানে দুই একখানা কারখানা আছে, তাহাও উঠিয়া যাইবার পথে বসিয়াছে। এখনও যদি এই স্বদেশী ব্যবসায়কে রক্ষা করিবার জন্ত সরকারপক্ষ মনোযোগী হন, তাহা হইলে সুফল লাভের আশা আছে। সেদিন পুণ্ডরীক কৃষিকমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিতে গিয়া ‘সুগার-বুরো’র সেক্রেটারী মিঃ সেয়ারও এই কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার কথা—“যদি উপযুক্ত-রূপ অনুসন্ধান এবং প্রাথমিক পরীক্ষাদির পর প্রয়োজনমত ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে, ভারতের চিনির চাহিদা ভারতই মিটাইতে পারে, চিনির জন্ত আর প্রতি বৎসর ভারতকে পনের কোটি টাকা বিদেশে পাঠাইতে হয় না।” পুণ্ডরীক এবং কইচাটুরে চিনির কারখানা আছে। মিঃ সেয়ার বলেন,—এইরূপ আরও দুইটি সরকারী কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। একটি পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের সীমান্ত-অঞ্চলে আর একটি দাক্ষিণাত্যে হইলেই চলিবে। উত্তর ভারতে অনেকগুলি চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠার সুবিধা আছে। ফলে, গবর্নমেন্টের সহায়ত্ব সর্বত্রই প্রয়োজন। ইহাই তাঁহার অভিমত। আমাদের মনে হয়, বিদেশী চিনির উপর একটা আমদানী শুল্ক বসাইয়া

দিলেই এদেশী চিনির ব্যবসায়ে যথেষ্ট আশু-কূল্য হইতে পারে। কিন্তু তাহা কি গবর্নমেন্ট করিতে সাহসী হইবেন? বিদেশী চিনির কারখানা সমূহ যেতাদ ধনীদেব সম্পত্তি। তাহাদের ব্যবসায়ে ব্যাঘাত ঘটাইলে, তাহারা বিলাত পর্যন্ত এমন আন্দোলন তুলিবে যে, তাহাতে সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিচলিত হইবে। মাক্কেটোরের কাপড় ব্যবসায়ে হাত দিলে যাহা হয়, যাহা প্রভৃতি বীপের সাহেবী চিনির ব্যবসায়ে হাত দিলেও তাহাই হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং ভারতের আমলাতন্ত্র তাহার কিছুই করিতে পারিবেন না। তাহা যদি পারিতেন, তাহা হইলে, এদেশের পুরাতন চিনির কারখানাগুলি উঠিয়া যাইত না। তবে, বিদেশী ধনীরাই ভারতে আসিয়া যাহাতে চিনির কারখানা খুলিতে পারেন, গবর্নমেন্ট হয়ত তাহার একটা সুবিধা করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? এদেশে পূর্বে যেমন নীলের ব্যবসায় ছিল এবং এখন যেমন চা’র ব্যবসায় হইয়াছে, সেইরূপই একটা চিনির ব্যবসায় হইবে মাত্র। ভারতবাসী তাহাতে কুলীর কাজ করিবে; সাহেবদের লাখির চোটে তাহাদের প্রীতি ফাটিবে, আর ভারতবাসীর রাশি রাশি টাকা এই সব বিদেশী ধনীদেব পকেটে গিয়া উঠিবে। যে দেশ দেশবাসীর হাতের ভিতর নহে, সে দেশে সবই তাহাদের লাঞ্ছনা নির্ঘাতনের কারণ হইয়া থাকে।

(বঙ্গবাসী)

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

Editor in Council.**সম্পাদকীয় মন্তব্য সভা।**

প্রশ্ন। আরসলা, মাকড়সা প্রভৃতির উপদ্রব নিবারণের উপায় কি?

উত্তর। ১৩ তিন সের আন্ডাজ জলে প্রায় ১ সের ফটুকিরি (alum) দিয়া ফুটাইয়া গরম থাকিতে থাকিতে কিছুকাল আলমায়েরার মধ্যে ক্রস দ্বারা মাখাইয়া দিলে ইহাদের উপদ্রব নষ্ট হইতে পারে।

সোহাগাকে জলে জ্বব করিয়া বা সোহাগাচূর্ণ আরসোলার যাতায়াত স্থানে ছুটাইয়া দিলে আরসোলা আর সেখানে থাকে না।

প্রশ্ন। দোয়াতের কালী পচিয়া যায়, এই পচন নিবারণের কোন প্রকৃষ্ট উপায় আছে কিনা জানাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীসত্যপ্রিয় দাস,

বর্তমান।

উত্তর। দোয়াতের কালী বা বোতলে কয়েক ফোটা অয়েল অফ্ ক্লোভস্ দিলে কালী দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে। এতদ্বিধ ক্রিয়োজোট, কার্বনিক এসিড, ফর্নিক অ্যাসিড্ সামান্য দিলেও পচন নিবারিত হইতে পারে। আমরা লবঙ্গ তৈল বা oil of cloves দিয়া প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে কালী অনেক দিন ভাল থাকে।

বিবিধ তথ্য।**লাক্সাসারের আনন্দ।**

বিলাতের কাপড় কলওয়াদের আবার সুদিন উপস্থিত হইয়াছে। মাক্কেষ্টারের বণিকসভার ভারতীয় বিভাগ তাঁহাদের যে বার্ষিক রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন, তাহাতেই এই সুদিনের সকল লক্ষণ সুপ্রকাশ। এই রিপোর্টে প্রকাশ,—১৯২৫ সালে ভারতবর্ষে বিলাতী কাপড় ও সূতার চাহিদা যে পরিমাণ ছিল, ১৯২৬ সালে তাহা অনেক বাড়িয়াছে। তাঁহারা কয়েক বৎসরের হিসাব মিলাইয়া বুঝিয়াছেন,—প্রতি বৎসরই যে ভারতে সূতা ও কাপড় রপ্তানী কিছু কিছু কমিয়া যাইতেছিল, এইবার তাহা বন্ধ হইয়াছে; আর রপ্তানী কমিবার কোন আশঙ্কা নাই, এইবার ক্রমেই তাহা বাড়িবে। মাক্কেষ্টারের বণিকেরা আশা করিতেছেন,—যুদ্ধের পূর্বে ভারতে যে পরিমাণে বিলাতী কাপড় ও সূতা কাটিত, এখন আবার প্রায় সেই পরিমাণেই কাটিতে পারে। ভারতের কাপড়কলগুলির কঠোর পরীক্ষা! একদিকে জাপান, অল্পদিকে ইংলণ্ড,—দুই দিকের এই প্রবল প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়িয়া ভারতের কাপড়গুলি আত্মরক্ষা করিতে পারিলে হয়। সেই বন্ধভঙ্গের সময় হইতে বিদেশী বস্ত্র বর্জনের জন্ত আন্দোলন-আলোচনা চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু দীর্ঘ বিশ বৎসরেও তাহার কোন ফলই হইল না। বিদেশীর শাসনাধীন ভারতবাসীর পক্ষে বিদেশী বস্ত্র বর্জনের প্রস্তাবে আর বিড়ালের গলায় ইন্দুরদের ঘণ্টা বাঁধার প্রস্তাবে কোন পার্থক্য আছে কি?

মাছ হইতে ময়দার উৎপত্তি।

মাছ বা মাছের যে অংশ ফেলা যায়, তাহা হইতে ময়দা উৎপন্ন হইতেছে, আবার সেই ময়দা গৃহপালিত জন্তুর খাদ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুইডেন রাজ্যের কৃষি বিষয়ের ভূতপূর্ব মন্ত্রী প্রফেসর নীলস্ হাল্গসন প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, মৎস্য হইতে উৎপন্ন ময়দা গবাদি পশুর খইল প্রভৃতি অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী খাদ্য। ঐ ময়দার প্রোটিন, খনিজ-পদার্থ প্রভৃতি বিজ্ঞমান থাকায় অস্থি গঠনেও বিশেষ সাহায্য হয়। যে জাতীয় মৎস্য মানবের উপযোগী নহে, সেই জাতীয় মৎস্য হইতে প্রচুর পরিমাণে ময়দা প্রস্তুত হইতেছে। দুগ্ধবতী গাভীর পক্ষে নাকি ইহার মত খাদ্য আর নাই। কিন্তু ভারতবাসীগণের ধারণা যে কদাচ পশুদিগকে আমিষজাত দ্রব্য খাওয়ান উচিত নয়।

বিলাতে ভারতীয় ছাত্র।

ভারতে বৈদেশিক জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। বর্তমানে বিলাতে যত ভারতীয় শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভ করিতেছে; তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ২৮০ জন, কেম্ব্রিজ ১১৭ জন, অক্সফোর্ড ৮৬ জন, এডিনবরা ১৬৬ জন, গ্লাসগো ৬২, ম্যাক্কেষ্টার ৫১ জন, বৃষ্টল ২৪ জন, শেফিল্ড ২১ জন, লীডস্ ১৭ জন, বেলফাষ্ট ১৩ জন, এবারডিন ৪ জন।

এতদ্ব্যতীত ব্যারিষ্টারী শিক্ষার জন্ত ৫৮৩ জন ছাত্র বিলাতে থাকে।

(বরিশাল)

আর কেন? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

চাউল রপ্তানি।—বিগত ১৯২২ সালে ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকায় ১৪ লক্ষ মন চাউল রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯২৩ সালে ২০ লক্ষ মন ও ১৯২৪ সালে প্রায় ২৫ লক্ষ মন চাউল ঐ দেশে রপ্তানী হইয়াছে।

ভারত হইতে চা রপ্তানি।—ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ৩৪ কোটি পাউণ্ড চা সমুদ্রপথে বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে, ইহার মূল্য প্রায় ৩৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা।

বঙ্গদেশে সোয়ার কারখানা।—কলিকাতার নিকট কাঁকুড়গাছিতে দুইটা লাইসেন্স করা সোয়ার কারখানা আছে। তথায় এই বৎসর ১৩৫৬ মণ বিত্ত সোরা প্রস্তুত হইয়াছে। গত বৎসর ১০৫৭ মণ তৈয়ারী হইয়াছিল। স্থানীয় বাজার ব্যতীত অন্যান্য স্থানে বিক্রয় হওয়ার দক্ষণ অধিক সোরা প্রস্তুত হইয়াছে।

স্বামীর মৃত্যুর সহমরণ।—লক্ষী জেলার শকুন্ত নামক একজন ৩৯ বৎসর বয়সের লোক গত ২৭শে অক্টোবর মৃত্যুবরণে পতিত হয়। তাহার স্ত্রীলা, পতিভক্তি পরায়ণা স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুতে কিছুমাত্র চাকল্য প্রকাশ না করিয়া নীরবে তাহার কার্যাদি সম্পন্ন করেন এবং পরে স্বামীর চিতায় কাঁপ দিয়া দেহত্যাগ করেন। উপস্থিত জনগণ স্বামী স্ত্রীকে এক চিতায় দাহ করিয়াছিল। এই স্থানে একটা স্থায়ী স্মৃতি স্তম্ভ স্থাপনের উদ্যোগ চলিতেছে।

কুরুক্ষেত্রে বিরাট যজ্ঞ। ষাদশবর্ষব্যাপী উৎসব, রাজস্ববর্গের উৎসাহ।—স্বামী সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ১১১ বিশ্বনাথ মতিলাল

লেন বহুবাজার কলিকাতা হইতে “স্বতন্ত্র” পত্রে লিখিতেছেন, ভারতের যে স্থানে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন আজ পর্যন্ত বিজ্ঞমান রহিয়াছে, যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতার উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই পুণ্যময় কুরুক্ষেত্র তীর্থে ষাদশবর্ষব্যাপী এক বিরাট যজ্ঞ সম্পাদিত হইবে। ঐ স্থানে যে কুরুক্ষেত্র জীর্ণোদ্ধার সমিতি এবং গীতা সমিতি আছে, তাঁহারা এই যজ্ঞ সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য যে সমস্ত রাজা মহারাজা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ দেওয়া হইল—
রেওয়ার মহারাজা ১ লক্ষ টাকা, কাশ্মীরের মহারাজা ২০০০ টাকা, পাতিয়ালা মহারাজা ২০০০ টাকা, বাশওয়ারার মহারাজা ২১০০ টাকা, মৈলালর মহারাজা ৩০০০ টাকা, হারভাকার মহারাজা ৬১২১৬৬০ ত্রিপুরের রাজা ৩০১৬ টাকা, জব্বলের রাজা ৫০০০ টাকা, আলোয়ারের মহারাজা ১৩১৮ টাকা, কলসিয়াব রাজা ৫০০ টাকা, লঙ্কোরার রাজা ১৪২৪ টাকা।
পালাব ভাণ্ডাল ব্যাঙ্কে আদায়ী অর্থ মজুদ আছে। বহু গণ্যমান্য ভারতবাসী এই বিরাট যজ্ঞে যোগদান করিবেন জানাইয়াছেন।

কলেজের রীতি নীতি শিক্ষা।—আমেরিকার কতকগুলি কলেজে সম্প্রতি ছাত্রদের ভদ্র রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এই বিষয়ে উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে ছেলেদের ডিগ্রী দেওয়া হয় না। এদেশে হয় না? ছেলেদের রীতিনীতি এদেশে যে বড় খারাপ হইয়া যাইতেছে?

মহাত্মা হানিমানের

জয়ধ্বনিতে এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার যশোগৌরবে আজ ভারতের প্রতি গৃহ মুখরিত, ইহা অস্বীকার করিলে চলে না। একটা অভাব এখনও অমুভূত হয়—বিশুদ্ধ ঔষধের—সেই অভাব পূর্ণ করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—

হোমিওপ্যাথি সার্ভিং সোসাইটি

(ইণ্ডিয়া)

একাধারে কার্মেসী এবং সোসাইটি—ইহা ভারতের অভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠান!

আমেরিকার

জগদ্বিখ্যাত মেসার্স বোরিক ট্যাফেল কোম্পানীর ওরিজিনাল অকুত্রিম ঔষধ সমূহ আমদানী করা হইয়াছে, এই ওরিজিনাল অর্থিৎ আমেরিকার প্রস্তুত আদি ডাইলিউশন ব্যতীত এখানে এদেশের ডাইলিউশন রাখা হয় না এটা—চাক্ষুণ পরীক্ষা সাপেক্ষ।

অতি সত্বর

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, ডাক্তার—গৃহস্থ বাহারা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার অমুযোগী এবং পক্ষপাতী, একখানি পোস্টকার্ড লিখিয়া নাম ও ঠিকানা সোসাইটিতে রেজিস্ট্রী করিয়া রাখুন!

কোন খরচ লাগে না

কিন্তু বহু উপকার এবং সুবিধা হইবে।

অতি শীঘ্রই সোসাইটি একখানি হোমিওপ্যাথিক মাসিকপত্র বাহির করিতেছেন।

The Homœopathy
Serving society (India)
8, victoria Road,
P. O. Baranagore, Calcutta.

পুরাতন “কালের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপন্ন হউন।

চারিদিকে নারী হরণ।

পূর্ব বঙ্গের নানাস্থানেই ক্রমাগত হিন্দু রমণীগণ দুর্ভিক্ষ মুসলমান গুণাগুণের দ্বারা অপহৃত হইতেছে। সে দিন কালীঘাটে কয়েকজন মুসলমান গুণা দিবালোকে একটি ভদ্রমহিলাকে হোরা দেখাইয়া হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। এই যে এই সকল অমানুষিক ঘটনা প্রতি নিয়তই ঘটতেছে ইহা দ্বারা হিন্দুদের দুর্বলতায় কথাই প্রকাশ পাইয়া যাইতেছে। নারীরক্ষা সমিতি অক্লান্ত পরিশ্রমে বহু অভাগিনীকে উদ্ধার করিয়া পাপাত্মাদিগকে দণ্ডিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই সকল কার্যে বহু অর্থ এবং লোক বলের দরকার। কিন্তু বাঙ্গলায়

হিন্দু সমাজ এ দিকে উদাসীন কেন? বাঙ্গালী হিন্দুগণ বিবাহে আছে, নাচে, তামানায়, থিয়েটারে বায়স্কোপে, অর্থ ব্যয় করিতে কুষ্ঠিত হইবেন না, কিন্তু মাতৃস্বরূপিনী নারী রক্ষার জন্য এত উদাসীন কেন? হিন্দুর ঘোর দুর্দিন উপস্থিত, আমরা বলি, প্রত্যেক সংসারে এক একটি মুষ্টি রক্ষার জন্য হাড়ো বা কলসো রক্ষা করা হউক, তাহাতে প্রতিদিন একমুষ্টি করিয়া চাউল রাখিয়া প্রতি মাসে তাহা বিক্রয় করিয়া বাহা হয়, তাহা প্রতি বাড়ী হইতে সংগ্রহ করিয়া নারী রক্ষা সমিতিতে পাঠাইয়া দিলে ইহা দ্বারা প্রচুর অর্থ সমিতির হাতে জমিতে পারে। বড় বড় গ্রামে এইরূপে সঞ্চিত চাউল দ্বারা বৎসরে অনেক টাকা উঠিয়া থাকে, তাহা দ্বারা বাঙ্গলায়

অনেক স্থানে যাত্রা মহোৎসবাদিতে ১০-১২ টাকা উঠিয়া যায়। নারীর সম্মান রক্ষার জন্য এই উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে কি প্রত্যেক হিন্দু সংসার কর্তব্য বোধে অগ্রসর হইবেন না? এই অর্থ কোথায় পাঠাইতে হইবে, তাহার বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হইবার জন্য “সঞ্জীবনী” সম্পাদক প্রক্টর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়কে লিখিলে তিনি পরামর্শ দিবেন। কারণ “সঞ্জীবনী” সম্পাদক মহাশয় একজন যেন অনেকই করিতেছেন বলিয়া সকলে মনে করেন। হিন্দু সংঘবদ্ধ হও, নারী রক্ষার জন্য উদ্ধৃত হও, আর উদাসীন থাকিয়া ক্রীবত্তের পরিচয় দিয়া জগতে হাস্যম্পদ হইও না। হিন্দুর অবস্থা শোচনীয় হইয়া আসিতেছে, একথা প্রতিমুহূর্তে মনে রাখিয়া কার্য কর। দুর্ভিক্ষগণ যে শুধু হিন্দুনারীকেই ধর্ষিত করিতেছে, তাহাই নহে অনেক মুসলমান মহিলারও সর্বনাশ করিয়াছে।

ভীম নাগ

বড়বাজার শাখা

প্রসিদ্ধ সন্দেশ বিক্রেতা

ভবানীপুর শাখা

ফোন নং ২১৭৫

৬নং ওয়েলিংটন স্ট্রীট কলিকাতা।

ফোন নং সাউথ ১১৫৫

বিবাহে, বৃহৎ ভোজ কাজে, তত্ত্বে ভীম নাগের সন্দেশ না দিলে অঙ্গ হীন হয়, ইহা সহরে মফঃস্বলে কে না জানে? নূতন কথা নয়। অর্ডার পাইবামাত্র যত বড় অর্ডারই হউক, তৎক্ষণাৎ সরবরাহ করা যায়।

ফোন নং বড়বাজার ১৪৬৫

ভারত গবর্ণমেন্ট দ্বারা রেজিস্ট্রীকৃত

বড় শিশি ১২

রাল্ফ-টনিক

ছোট শিশি ১৮০

ম্যালেরিয়া প্রীহা যকৃতাদি সংযুক্ত জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ, কৃষ্ণ এবং দুর্বল শরীর সর্বল করিতে অধিতীয়।

সোল এজেন্ট—ভরত ব্রাদার্স

২নং সাকো লেন, পোঃ বেতড়, কেল্লা হাবড়া।

আর কেন? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

নারী-রক্ষা সমিতি তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য ক্রটি করেন নাই। তাই এই কার্যে নারীরক্ষার জন্য মুসলমানেরও কম কর্তব্য আছে তাহা নহে। এ ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই কাল সাম্প্রদায়িকতা তুলিয়া দেশের নারীগণের সম্মান রক্ষার জন্য বন্ধ পরিকল্পনা হওয়া উচিত। আমরা আশা করি, প্রত্যেক রক্ষালয়—বিশেষ হিন্দু পরিচালিত থিয়েটার বায়স্কোপ গুলির প্রতিমাসে এক একটি নারীরক্ষা সমিতির সাহায্য করে সাহায্য রজনী দিয়া অর্থ সংগ্রহ এবং অর্থ সাহায্য করা উচিত। আর দেশবাসী আপামর নরনারীর এইরূপ অভিনয় দর্শন

করিয়া থিয়েটারগুলিকে তাঁহাদের এই পবিত্র কার্যে সাহায্য করা উচিত। হিন্দু আর ঘুসাইও না। একবার চক্ষু মিলিয়া দেখ, তোমার কি ঘোর ছুদ্দিন উপস্থিত।

আর একটা কথা, এই ছুদ্দিনে হিন্দু-নারীগণের তীর্থাদিতে যাওয়া একেবারেই নিরাপদ নহে। চারিদিকে প্রত্যেক লোকের এই ঘোর বিপদবাণী প্রত্যেক সংসারে প্রচার করিয়া দিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত। ইচ্ছা বাইলে আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না।

Review.

সমালোচনা।

Child's Modern Grammar by S. Ray. B. A. Price Annas seven only. গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, আমি কয়েক বৎসর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়া বহুদর্শিতা দ্বারা বুঝিয়াছি যে, ইংরাজী প্রাথমিক শিক্ষার ছাত্রগণের জন্য একখানি উপযুক্ত গ্রামারের এখনও অভাব আছে। যে সকল গ্রামার তাহাদের পাঠ্যরূপে নির্দোষিত হইয়া থাকে, তাহার ভাষা কঠিন, ছেলেরা গ্রামারের আবশ্যকীয় বিষয়গুলি আয়ত্ত না করিতে পারিয়া কেবল মুখস্থ করিয়া যায়। এই জন্য উচ্চ শ্রেণীর বালক-গণের মধ্যেও আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, তাহারা গ্রামারের অনেক বিষয়েই অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে নাই। এই অভাব দূরীকরণের জন্য আমি প্রয়াস পাইয়াছি-যাত্রা।" গ্রন্থকার অতি সরল বাঙ্গালা

ভাষায় গ্রামারখানিকে ছেলেরদের সহজে বুঝিবার এবং শিখিবার জন্য যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই সার্থক হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে গ্রামার খানি তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ Part I. 7th class হইতে 8th class এর ছাত্রগণের উদ্দেশ্যে, এবং Part II 6th class এর ছাত্রগণের উদ্দেশ্যে Part III 5th class ছাত্রগণের উদ্দেশ্যে লিখিত। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, তাহা অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণও এই গ্রামারখানি হইতে অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন। এই গ্রামারখানি মাইনর স্কুলের ছেলেরদের অতি অবশ্য পাঠ্য বলিয়াও আমরা মনে করি এবং আশা করি, প্রত্যেক স্কুলের শিক্ষক এবং ছেলেরদের কল্পপক্ষ গ্রামারখানিকে নিশ্চয়ই প্রদ্বার চক্ষে দেখিতে সক্ষম হইবেন। ছাপা কাগজ উত্তম, মূল্য ১/০ আনা। ভবানীপুর পদ্ম-পুত্র ইন্সটিটিউশন গ্রন্থকারের নিকট এবং অন্যান্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

কথা শেখা ও খেলা :—কলিকাতা তরুণ সংজ্ঞ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১/০। এখানি ছেলেরদের Word Bookরই মত পুস্তক, কিন্তু খেলার সঙ্গে কেমন করিয়া ইংরাজী কথাগুলি শিশুর কোমল হৃদয়ে সহজে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়, তাহার কতকগুলি সুন্দর শিক্ষাপদ্ধতি ইহাতে দেওয়া হইয়াছে, তাহা দ্বারা বাস্তবিকই ছেলেরা উপকৃত হইবে। ছাপা কাগজ সুন্দর। ৩৩নং ওয়েলিংটন স্ট্রীট এবং মেঃ ঘোষ মিত্র এণ্ড কোং বুক সেলার, ১০১২ ওয়েলিংটন স্ট্রীটে প্রাপ্য। শিশুদের কল্পপক্ষগণ এই

খানি দ্বারা ছেলেরদেরকে ঘরেও শিক্ষা দিতে পারেন, বইখানি ভাল।

গৃহস্থের টোটকা চিকিৎসা :—শ্রীঅশ্বিনী কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১/০ মাত্র। এখানি পল্লী-মন্ডল সমিতির দ্বিতীয় গ্রন্থ; এই পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ ১৩৩০ সালে হয়, ১৩৩৩ সালের মধ্যে ইহার অষ্টম সংস্করণ হইয়াছে, সুতরাং “গৃহস্থের টোটকা চিকিৎসা” সাধারণের মধ্যে কিরূপ সমাদর লাভ করিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তাহার উপর কলিকাতা আয়ুর্বেদ কলেজের অধ্যাপক কবিরাজ শ্রীরাধাকৃষ্ণ দেন ওষুধ কাব্যতীর্থ বিজ্ঞাবিনোদ মহাশয় দোখিয়া শুনিয়া দিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় গ্রন্থ খানি গৃহস্থ মাত্রেরই অপরিহার্য। বাঃনং ঠাকুরদাস পালিতের লেনে, গ্রন্থকারের নিকট এবং অন্যান্য পুস্তকালয়ে সমূহে পাওয়া যায়।

ছাত্রশিক্ষা।—কলিকাতা বঙ্গবাণী পাঠশালার অধ্যক্ষ এবং বহু উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের তত্ত্বপূর্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ, ১ব, এ প্রণীত। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নব শিক্ষা পদ্ধতি অনুসারে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর জন্য সংকলিত। বাঙ্গলার যাবতীয় প্রাচীন এবং আধুনিক শ্রেষ্ঠ গদ্য এবং পদ্য লেখক লেখিকাগণের চিরনূতন অমর রচনা হইতে সুন্দর সুন্দর রচনাবলী সংগ্রহ করিয়া ছাত্রশিক্ষায় কলেবর পূর্ণ করা হইয়াছে, সুতরাং ইহা যে একখানি

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

মনোরম পাঠ্যপুস্তক হইবে, তাহা বলাই
বাহুল্য মাত্র। ছাত্রশিক্ষা ইতিমধ্যেই
বহু বিদ্যালয়ে সমাদৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার
মহাশয় ছাত্র শিক্ষায় শেখাংশে গ্রন্থকার
এবং গ্রন্থোল্লিখিত ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত
জীবনী এবং ভূমিকায় বহু গবেষণাপূর্ণ তথ্য

সংযোজিত করিয়া গ্রন্থখানিকে আরও
মনোজ্ঞ করিয়া দিয়াছেন। এই একখানি
পুস্তকে শতাধিক বাণীর বরপুত্রগণের বিবিধ
প্রকার রচনা পাঠ করিলে বালকগণের
সাহিত্য শিক্ষায় যে বিশেষ সুবিধা ও
সহায়তা হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। মূল্য

৮০ আনা। ৪৬বি শাকারী টোলা লে
প্রকাশক শ্রীপ্রভাত চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
নিকট এবং প্রধান প্রধান পুস্তকালয় সমূ
প্রাপ্তব্য।

IMPORTANT TO FOREIGN ADVERTISERS

BUSINESSMAN—is a highly praised Cheapest Bengali Monthly of 20 year's standing, a practical paper for Art, Industry, Agriculture, Medicine, Trade, Business, and House-hold informations useful to every-day-life. Annual Subscription 2/8, Post Free. Circulated throughout the Bengal amongst the businessmen as well as amongst the public in general, and read by all classes of people with keen interest. Your advertisement in the "Businessman" will positively pay. Our foreign advertising rates are very moderate.

Special rates for foreign advertisements for 19-27.

Full page for 1 year	... £ 8/-
Half " " "	... £ 4/6/-
¼ " " "	... £ 2/6/-
⅛ " " "	... £ 1/6/-

A copy of every issue will be supplied free to all
advertisers,

No advertisement can be inserted in cover pages, except on a contract for one year.

All advertisements charges are payable in advance by cheque or draft, to the manager.

The first and second pages of the covering are charged at the rate of double the ordinary pages, as stated above. The 2nd and 4th pages are charged at the rate of one third more of the ordinary pages. 10% discount is allowed to all advance-in-full payers. Casual rates are furnished on application to the manager. Please send your advertisements to test its merit.

Manager, "BUSINESSMAN"

Office :—2, Rajendra Dutt Lane, Bowbazar,
CALCUTTA, INDIA.

কাজের লোক অফিস।

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৪।এ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, নিউ সর্বস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।



খোকসিনা অদ্বিতীয় বৈদ্যুতিক বেদনানাশক মালিস

• • • যে কোন প্রকারের বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক “খোকসিনা” ২৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা নিমূর্তিত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, কঁঠের অসহ্য ছুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

কফ পাইবেন না

ইহা স্থায়ী কলপ্রদ। মজিত শোলিডকে জলীয় বর্ষবিশ্মুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আশু কলপ্রদ ঔষধ আর নাই। •• বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৮০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ভি; পি স্বতন্ত্র। সর্বত্র এজেন্ট চাই।

এস, পি, চাটার্জী এণ্ড সন্স,

কলিকাতা আফিস—

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার

খোকসিনা কার্যালয় এবং

টোয়—মল্লী, জেলা বর্ধমান।



ঘোষ এণ্ড সন্স, জুয়েলার্স, স্বর্দি ও চশমা বিক্রেতা,

টেলিকোল নং ২৫১৭।

১৬১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, হেড্‌ আফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হ্যারিসন রোড।

শিল্পি সোনার প্রস্তুত চিকরী, চেন, পার্শী ও ইহদী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ঘোড়কাপি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর বখা “বন্দে মাতরম্” “সুখে থাক ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আগরা সকল রকম রুক, টাইম্পিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীর ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

ডাক্তার চৌধুরীর

সর্ব প্রকার চক্ষু রোগের মর্হোষধ।

আইরিণ।

চক্ষু পীড়িত কিনা এই ঔষধ এক কোটা চক্ষে দিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। যদি ঔষধ চক্ষে ধরে, তবেই চক্ষু পীড়িত। না ধরিলেই সুস্থ। এই ঔষধ বারমাস চক্ষে দিলে, চক্ষু ভাল থাকে, চশমার আবশ্যক হয় না। চক্ষু লাল হওয়া, পিচুটী-পড়া, জলপড়া, চুলকান চক্ষু আটরা থাকা, বেদনা প্রভৃতি চক্ষের তরুণ পীড়া ২৪ ঘণ্টার আরোগ্য হয়। ছানি, কুসি, বা, কমদেখা, দূরদৃষ্টি কম হওয়া, স্বাককানা প্রভৃতি পুরাতন পীড়া শীঘ্র ভাল হয়। বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয়।

এরারুট।

অদ্বৈত মাত্র, বিত্ত ও টটকা, শিশু ও রোগীর উত্তম বলকারক পণ্য, মূল্য প্রতি কোটা তিন আনা।

ডাঃ বি, কে, চৌধুরী এণ্ড সন্স। বাসন্তী ডিস্‌পেন্সরী, হিমাইতপুর, পাবনা।



ডঃ এইচ, এল, বাটলিওয়ালার সন্ম কোং লিঃ

Use Batliwalla's Ague Mixture Freely On Kala-Azar, Malaria Influenza, and Jungle Fevers &c.,

কালাজ্বরে বাটলিওয়ালার এগু মিক্চার ব্যবহার করিবেন ।

বাটলিওয়ালার “এগু মিক্চার”—ইনফ্লুয়েন্সা, ম্যালেরিয়া এবং সর্ববিধ জ্বরের জন্য ।

বাটলিওয়ালার “এগু পিলস”—ইনফ্লুয়েন্সা, ম্যালেরিয়া এবং সর্ববিধ জ্বরের জন্য ।

বাটলিওয়ালার “বাল অমৃত”—হৃদয়, অঙ্গাদিগ্রস্ত ও ক্রম শিশু এবং শীর্ণকার বয়স লোকদিগের জন্য বলকারক ।

বাটলিওয়ালার (কিওর অনু) “বার”—মাথাব্যথা, সর্ববিধ বেদনা, জ্বাশূল, কটিব্যথা এবং বুকের বেদনার জন্য ।

বাটলিওয়ালার “জায়েরিয়া (কলেরল) মিক্চার”—ওলাউঠা, উদরাময় ও বমি প্রভৃতি রোগের জন্য ।

বাটলিওয়ালার “আসল কুইনাইন ট্যাবলেট”—১ গ্রেণ ও ২ গ্রেণ ওজনের বড়ি ১০০টা, প্রতি শিশি ।

বাটলিওয়ালার “টনিক পিলস”—বিবর্ণ মুখাবয়ব বিশিষ্ট, দায়বিক দৌর্বল্যযুক্ত ও রক্তহীন লোকের

বাটলিওয়ালার “ইথ পাউডার”—দাঁতগুলিকে সুন্দররূপে পরিষ্কার ও সুগন্ধ করে ।

Tele. Address—Cawashapur,
Bombay.

সায়ানি রোড,
Agents wanted everywhere.

কালেক্টর রোড, পোঃ
বোম্বাই ১৪নং

সূর্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক ।

২৯ নং ক্যানিং স্ট্রীট, (মূর্গীহাটা) কলিকাতা ।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য ব্যবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও
ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি । ভিত্তর নানা প্রকার এটলাস, যোব,
মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট
পরিমাণে পাওয়া যায় ।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া
থাকি, সাধারণ ক্রেতাদিগকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয় । পত্র লিখিলে
পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায় । নাথ ও ঠিকানা
স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন ।

দেখুন !

অতি সুলভে আমরা যাত্রা ও
থিয়েটারের পরচুলা ঠাকুরদের চামর
এক অন্যান্য নানাপ্রকার জিনিষ বাহা
আপনার আবশ্যক জানাইলে
নাঠাইয়া দিতে পারি অনুসন্ধান করুন।

এস পি চাটার্জী এণ্ড সন্স,
২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,
C/o Manager,
"Businessman."



প্রত্যেক দূরশীকে

অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিত্তহীন ঐশ্বর্য না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল
হয় না। আমাদের সমস্ত ঐশ্বর্য বিত্তহীন—টাকা, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ঐশ্বর্য
প্রস্তুতকারক বোরামিক টাকেমের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতিমান
ডাক্তার ইউনান এম, ডি ; ; মে, এন, বোম এম ডি, প্রভৃতি প্রেসিডেন্ট
চিকিৎসকগণ আমাদের ঐশ্বর্যের বিত্তহীনতার জন্যই আমাদের ঐশ্বর্য
ব্যবহা করেন। সুলভে পরসং বাচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাচেন না—
এইটাই দুঃখ। আমাদের বাসায়টিচার ১০ ; ১—১২ প্রতি ছাদ ১০,
৩০ ক্রম পর্যন্ত ১০। স্থানান্তরিত। বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,
হোমিওপ্যাথিক কমিউন,

১০ নং হ্যারিশন রোড, কলকাতা ১৫ অংশন, ফ্রান্স—৪৫ নং ওয়েলসলি স্ট্রীট, কলিকাতা

(Published Annually)

THE

London Directory

with provincial & foreign Sections,
enables traders to communicate direct with
MANUFACTURERS & DEALERS

in London and in the Provincial Towns and Industrial Centres of the United
Kingdom and the Continent of Europe. The names, addresses and other
details are classified under more than 2,000 trade headings, including

EXPORT MERCHANTS

with detailed particulars of the Goods shipped and the Colonial and Foreign
Markets supplied ;

STEAMSHIP LINES

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate
Sailings.

One-inch BUSINESS CARDS of Firms desiring to extend their connections,
or Trade Cards of

DEALERS SEEKING AGENCIES

can be printed at a cost of £ 1. 10. 0. for each trade heading under which
they are inserted. Larger advertisements from £ 2 to £ 16.

A copy of the directory will be sent by parcel post for £ 3 nett cash with
order.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,

25, Abchurch Lane, London, E. C. 4

ENGLAND.

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertake
for all British and Continental goods
including Books and Stationery,
Boots, Shoes and Leather,
Chemicals and Druggists' Sundries,
China, Earthenware and Glassware,
Cycles, Motor Cars and Accessories,
Drapery, Millinery and piece Goods,
Fancy Goods and perfumery,
Hardware, Machinery and Metals,
Jewellery, Plate and Watches,
Photographic and Optical Goods,
Provisions and Oilmen's Stores,
etc., etc.

Commission 2½% to 5%.

Trade accounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Cases from £10 upwards.

Consignments of Produce Sold on Acc

WILLIAM WILSON & SONS

(Established 1844)

25, Abchurch Lane, London.

Everything of Music.

সর্বপ্রকার সঙ্গীত যন্ত্রের বিপুল সমাবেশ ! হারমোনিয়ম, ক্লুট, বাঁসী, এসরাজ, ক্লানেট, বেয়ালা এবং সুন্দর সুন্দর গানের রেকর্ড, পিন প্রভৃতি।

নূতন ডিস্কের রেকর্ড এবং “দাতাকর্ণ” পালার রেকর্ড শ্রবণযোগ্য।

মকঃস্বরের অর্ডার অতি তৎপরতার সহিত সযত্নে প্রেরিত হয়।

এন, বি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

১ সি, বেণ্টিক ফ্রীট, মার্কেটাইল বিল্ডিং—কলিকাতা।

Telegraphic address

“Chandi Flut”

টেলিফোন নং ৫৩৭৫, কলিকাতা।

টং-কিওর।

অধিকাংশ লোককেই শীতের প্রারম্ভ হইতে মুখের ভিতরে ও মাড়িতে ঘা, জিহ্বা কাটা, দাঁতের গোড়ার ঘা, ইত্যাদি রোগের জন্য আহার, নিদ্রা ভোগ করিতে হয়—আবার কেহ কেহ চিরকাল এই রোগে ভুগিয়া থাকেন। আমাদের দেশীয় ঔষধ্য উপাদানে ঔষধি “টং-কিওর” ব্যবহারে সদ্য সদ্য উপকার পাইবেন, আহার করিতে সমর্থ হইবেন এবং নিশ্চয় ২৩ দিন ব্যবহারে আরোগ্য হইবেন। প্রয়োগে কোন কষ্ট নাই। ইহাতে শরীরের হানিকর পদার্থ নাই। ইহা বড় বড় ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রমাণিত। মূল্য প্রতি শিশি ১০, তিন শিশি ২০, ডজন ২০, মাসিক ০ শিশি হইতে ১২ শিশি ১০।

প্রাপ্তিস্থান—

সোল এজেন্ট—বি, এন, রায়,

৬২ নং জয়নারায়ণ বাবু ও আনন্দ দত্তের লেন, বুকট, হাওড়া।

অতি আবশ্যকীয়

পুস্তক।

বেকাঙ্কর উপায়—

মূলধন না থাকিলে বিজ্ঞান সময়ে অর্থোপার্জনের নানা উপায় ইহাতে আছে। মূল্য ১০/০ মাত্র।

হোমিওঃ টাইফয়েড চিকিৎসা—

সরল বাঙ্গালা ভাষায় রিপোর্টরী সমেৎ এমন পুস্তক ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য ১ টাকা। হোমিওপ্যাথিক কলেজের ছাত্রগণ সুবিধা দরে পাইবেন।

কাজের লোক পুস্তক বিভাগ,

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুদাজার, কলিকাতা।

নিশ্চয় এইবারে

১৯০৯ হইতে ১৯২৫ পর্য্যন্ত ১৭ ভলিউম

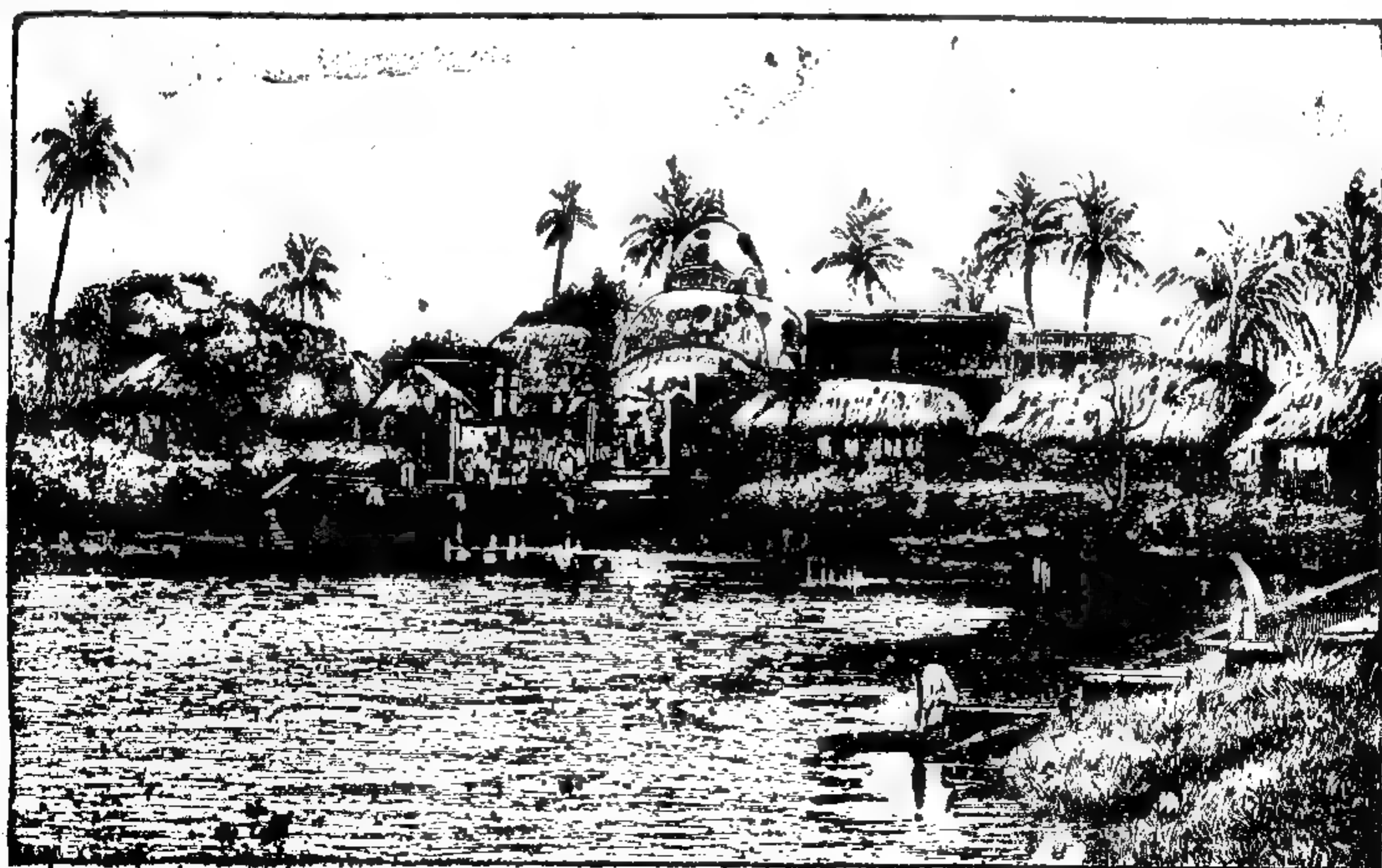
কাজের লোক

শেষ হইতে চলিল—অতিমূলভে

বিক্রয় হইতেছে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

ম্যানেজার “কাজের লোক”।





আসমুদ্র ভারতে সকল মহিলাই কেশরঞ্জন মাখেন

কারণ—ইহাতে কেশ কৃষ্ণিত, কোমল ও মন্থন হয়। কটা চুল কৃষ্ণবর্ণ হয়। কিছু দিন ব্যবহারে কেশের আলিতা বা টাঁকরোগ আরাম হয়।

কারণ—চুল উঠিয়া গেলে, মাথার ঢাক পড়িলে, অকাটা চুল পাকিলে, চুল বিকৃত ও বিবর্ণ হইলে, “কেশরঞ্জন” ব্যবহারে এ সব ত্রুটি দূরীভূত হয়।

কারণ—ইহা অত্যধিক অধ্যয়ন, অধিক চিন্তা, সর্কবিধ শিরঃপীড়া, মস্তক-ঘর্ষণ, প্রকৃতি উপসর্গে অমোঘ প্রতিকারক। ইহার অনোমত স্তম্ভে চিত্তের প্রকৃতি ও মানসিক অবলাদ নিদ্রিত হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১ এক-টাকা মাত্র; প্যাকিং ও ডাকমাতুল সাত আনা।

উপায় থাকিতে নিরাশ হন কেন??

যদি আপনার শরীরে উপদংশ অথবা পারদ-বিষ সংক্রামিত হইয়া থাকে, গারে ঘাতে ও পায়ে চাকা চাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,—ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে এ কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন, তবে আমাদের লিখুন,—আমরা আপনাকে “বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়” পাঠাইয়া দিব। ইহার ব্যবহারে আপনি নিঃসন্দেহভাবে ও অল্প ব্যয়ে এই ভয়ানক রোগের ভীষণ কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। উপদংশ ও পারদ-মুক্তিতে “বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়” মন্ত্রশক্তির স্থায় কার্য্য করে।

প্রতি শিশির মূল্য ২, চট টাকা. প্যাকিং ও ডাকমাতুল ৮০ তের আনা।

কলিকাতা নপোলিওন সেন এণ্ড কোং লিমিটেড,

আনুর্ধ্বনীয় ষ্টেশনের ২৮/১ ও ১২ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং স্মায়েলার ছারপোকা ও কীট নষ্টকরকার ওষধ

কিটিংস পাউডারে

মসা মাছি ছারপোকা মরে।

দিলে বিছানায়

মুহূর্ত্তেকে সুখ-শয্যা হয় ॥

লগুনে প্রস্তুত, সকল ডাক্তারখানায় ও নিম্ন ঠিকানায় পাওয়া যায়।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

মহানগর লেন, কলিকাতা।

THE BUSINESSMAN.

বার্ষিক মূল্য সত্তাক
২১০ টাকা

হুজুর্জি মোহর

Edited by S. P. Chatterjee.

Office—2, Rajendra Dutt Lane, Bowbazar Calcutta.

২১শ বর্ষ.
২য় সংখ্যা।

New Series
February, 1927.

Vol. 21
No 2.

জা
র
ম
ল
ী
না
র
দ
র
র
ম
ম

পাওয়া যায়

পাওয়া যায়

শানমেটো। SANMETTO.



এই পুরুষ জনসাধারণের মূল এবং জনস্বাস্থ্যের ব্যবহার্য পীড়া নিবারক
সর্বশ্রেষ্ঠ বলকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেটোই ব্যবহার্য করে। **কিডনি (Kidney and Bladder)** ব্যবহার্য পীড়ার প্রতিকারে ভীষণ যন্ত্রনার বন্ধ মিশ্রিত প্রস্রাব বা ক্রিয়াবিহীন প্রস্রাব নিষেধক হিসাবে শয়ান রোগের শয্যা মূত্রে মিশ্রিত, ব্যস্তিক বা মেহঘটিত যে কোন পীড়ার অকাল বর্জ্য করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন যন্ত্রের বলবিধান করিতে শানমেটোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

আমি: আমি কোন নেশার জিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নিরীহে ব্যবহার্য। প্রতি গৃহেই শানমেটো থাক। উচিত প্রত্যেক শিশুর মুহুর্তে ব্যবহার্য থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৩/০ সকল ডাক্তারখানার পাওয়া যায়।

আমরাই শানমেটোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকেটের উপরে দেখিয়া লইবেন।
১০০ চেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক, ইউ.এস.এ।
ON. CHEM. CO. 59 and 61 Barrow Street New York U.S.A.

সুরমা

সুকেশী না হইলে রমণী সুরমা হইতে পারে না। আর সুরমা ব্যবহার না করিলেও সুকেশী হইতে পারে না। সুরমার বিশেষত্ব—সৌরভে স্নিগ্ধ-কোমল—সুতরাং শিরঃপীড়ায় এবং মানসিক পীড়ায় ইহা অপরিহার্য, সুরমা সহজেই কেশমূলে প্রবেশ করিয়া কেশ বর্জনের সাহায্য করে, মস্তিষ্ক শীতল করে, কেশ দৃঢ় করে, কেশদ্রু আরোপা করে, সুতরাং সুরমাই আদর্শ কেশ-তৈল, বড় এক শিশির মূল্য দা, ডাকমাণ্ডলাদি ১০০।

কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ গুপ্ত,

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়,

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

স্ত্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ এলিট্রিস কর্ডিয়ান রাইও ALETRIS CORDIAL RIO

যাবতীয় স্ত্রীরোগ যথা বাধক, অতিরিক্ত, এবং বেতপ্রবণ, অস্বাভাবিক হোবানিত স্তবৎসা হোবানির প্রভু সমস্ত জনতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবহা করেন, কারণ স্ত্রীরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্বলকর উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে তৎস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী বালিকাগণের ইহা একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রচারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ানের কৃতকাব্যতা দেখিয়া প্রচারকগণ জ্ঞান করিতেছে। ক্রয়ের সময় সেবনের উপর Rio Chemical Company, New York City U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৩৫০ আনা মাত্র।

রাইও কেমিক্যাল কোং,
১৮৭০ সালে স্থাপিত।
৭৯ ব্যারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্র্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

২১শ বর্ষ।

New Series.

নব পর্যায়।

Vol. XXI.

২য় সংখ্যা।

FEBRUARY.

কেবল্যারী।

No. 2.

(১)

ভাবিয়া দেখিলে মানব জীবনটা কেবলই যেন সংযোগ আর বিয়োগের লীলাভূমি মাত্র। অগ্রে সংযোগ, পশ্চাৎ বিয়োগ, অগ্রে মিলন, পশ্চাৎ বিচ্ছেদ, অগ্রে প্রাপ্তি পশ্চাৎ ত্যাগ। আরও দেখ, সংযোগ অপেক্ষা বিয়োগের দিকটাই বেশী স্পষ্ট। মিলন হইলেই বিচ্ছেদ অনিবার্য—প্রাপ্তি ঘটিলেই ত্যাগ অবশ্যস্বাবী। কিন্তু সেই মিলন বা সেই প্রাপ্তি যে ঘটবেই, এরূপ স্থিরতা কিছুই নাই; “সৌভাগ্য সম্পদ আমার অন্তরে লুক্কায়িত হইবেই” এমন কথা জোর করিয়া কে বলিতে পারে? ইহা কিন্তু স্থির যে ভাগ্যপুণে সৌভাগ্য সম্পদ যদি কখন লাভ করি, একদিন না একদিন

তাহা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেই।

এই সংযোগ বিয়োগের সূত্র ধরিয়াই মানবজীবনে সুখ দুঃখের উৎপত্তি হইতেছে। মিলনে বা প্রাপ্তিতে সুখের উদ্ভব এবং দুঃখের উৎপত্তি বিচ্ছেদ বা ত্যাগের সময়। সংযোগ বা মিলনের সুখ দুই দিনের সুখ—“গোনাগিনের” সুখ। সেই স্বল্পকাল ব্যাপী সুখের মাঝে বিস্তৃত আবার কত! তাহাতে পলকে প্রলয় সংঘটিত হইতে পারে—মনে সদাই আশঙ্কা হয়—“এই বুঝি হারাইলাম!” কারণ আমাদের বিলক্ষণ বোধ আছে যে, যাহা আইসে তাহা একদিন যাইবেই—যেখানে আগম সেইখানেই অপগম—যেখানে জন্ম, সেইখানেই মৃত্যু—যেখানে সৃষ্টি, সেইখানেই লয়। ইহার অশ্রুতা

কুতূহলি হয় নাই। অপর দিকে বিয়োগ বা বিচ্ছেদের দুঃখ যেন অনন্তকাল স্থায়ী; যাহা একবার যায়—তাহাকে আর ত কখন ফিরিয়া আসিতে দেখা যায় না। ধন, ঘোবন, মান, সুদিন, সৌভাগ্য একবার গত হইলে আর ত সে সকল কখন ফিরিয়া আইসে না। পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, দারা, স্ত্রী যাহাকেই একবার সংসারের মাঝে হারাইয়া ফেলি, তাহাকে পুনরায় ত ফিরিয়া পাইবার প্রত্যাশা করিতে পারি না! এই যে নিজের কমনীয় কলেশ্বর, যাহারা পারিপাট্য ও সুখ-স্বচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য এত প্রয়াস এত প্রাণপাত পরিশ্রম—তাহাকেও ত একদিন অনন্ত-কালের জন্য স্বপ্নের কোলে পরিত্যাগ করিতেই হইবে!

পুরাতন “কাজের লোক” শেব হইতে চলিল, তৎপন্ন লউন।

সংসারের সর্ববস্তুর বিয়োগই যখন চরম পরিণতি—বিচ্ছেদই যখন নিয়তির অপরিহার্য বিধান—ত্যাগই যখন এখানকার মূলমন্ত্র, তখন ত্যাগ বা বৈরাগ্যও কি নিখিল মানবজাতির একমাত্র ধর্ম নহে? জন্মাবধি এই ত্যাগ শিকাই আমাদের জীবন পঠনের সম্পূর্ণ উপযোগী শিক্ষা হওয়া উচিত।

ক্রেতার ভয়ে আমরা সহজে পরিশ্রম করিতে চাই না, কিন্তু কর্মহীন মানব-জীবনের তুল্য ক্রেতাদায়ক আর কিছু আছে কি? পরিশ্রমের দ্বারা স্বাধীনতাব শক্তি বৃদ্ধি হেতু মন সর্বদা প্রকৃত থাকে; কিন্তু আলস্যের বশীভূত হইয়া পড়িলে শরীর ও মন নিশ্বেজ হইয়া বিনা কারণে নরকযন্ত্রণা অসহ্য করাইতে থাকে। আলস্যের মুখ্য কারণ আত্মশক্তিতে বিশ্বাসহীনতা। কার্য উপস্থিত হইলে “ইহা আমার কর্ম নহে”, ইহা আমার দ্বারা হইবে না” ইত্যাদি কথনে যাহারা অভ্যস্ত, তাহারাই প্রায় আলস্যের বশীভূত হইয়া থাকে। কিন্তু আপনার ক্ষমতার উপর যাহার অটুট বিশ্বাস, তিনি কখনও জীবনের মহাশূন্য সময়কে বৃথা অপব্যয়িত হইতে দেন না। মানুষে যাহা করিয়াছে, আমি কেন তাহা পারিব না? ইহাই সর্বকারণে জীবনের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। আলস্যের দ্বারা একদিকে যেমন কর্মশক্তি লোপ পাইতে থাকে, সেইরূপ অপর দিকে চিত্ত পাপের বিলাসকুঞ্জে পরিণত হইয়া উঠে। এইরূপে জীবনের

শক্তি ও উদ্বেগ হইতে অন্তিম পদ হইয়া মানুষের জীবন সমাপ্তি হইয়া যায়।

“This mournful truth is
everywhere Confessed,
Slow rises worth by poverty
depressed.”

কয়েক প্রকার সুগতি ভেদজন্ম আছে, যাহাদিগকে নিষ্পেষিত না করিলে তাহাদের কোন সদগতি বাহির হয় না। দারিদ্র্যের দ্বারা নিপীড়িত না হইলে তদ্রূপ অনেক ব্যক্তির গুণরাশি বিকশিত হয় না। সবল ও সাহসী পুরুষ অভাবের ভিতর দিয়াই উন্নতির সোপান গড়িয়া তোলেন।

দীন দরিদ্রকে দয়া করিবার সময় নিজের Superiorityর ভাব দেখান কখনই কর্তব্য নহে; তাহাতে দয়ার পাত্রকে তাহার আপন চক্ষে নিতান্তই হেয় প্রতিপন্ন করিয়া দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে নিজের দাস্তিকতারও প্রদর্শন দেওয়া হয়। দয়া প্রকাশ এরূপভাবে করা উচিত, যাহাতে দ্বন্দ্বী না বৃদ্ধিতে পারে যে সে যথার্থই হীন এবং অপরের দয়ার উপর নির্ভর ব্যতীত তাহার পত্যস্তর নাই। তাহার হৃৎকের কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাহাকে সাহস দেওয়া ও তাহার আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিবার চেষ্টা করাই যথার্থই হিতৈষিতা।

শ্রীপকানন সিংহ।

কেমন করিয়া মানুষ অধঃপাতে যায়?

যখন জীবনের সুসময় থাকে, সুখ ভিন্ন দুঃখ বলিয়া যে কিছু আছে, তাহা যখন মানুষ চিন্তাও করে না সেই সময় বড় বিষম সময়—সেই সুখের দিনে মানুষ চরিত্রের যত কিছু সৌন্দর্য্যময় গুণরাশি, যাহাদিগের সহাবহার দ্বারা সে এত বড়—এত উন্নত হইতে পারিয়াছিল, সেই গুণগুলির দিকে আর তেমন মনোযোগ দেয় না। একে একে সেই গুণগুলি যথা-যোগা মনোযোগ এবং প্রয়োগের অভাবে ক্ষয় হইতে অন্তর্হিত হইতে থাকে। সুখের সময় মানুষ তাহা বুঝিতেই পারে না। ঠিক এই সময় হইতেই মানুষের অধঃপতনের সূত্রপাত হইতে থাকে। এই জন্তই প্রত্যেক লোকের ভবিষ্যৎ চিন্তা করা এবং ভবিষ্যতের জন্ত সতর্ক হইয়া জীবন যাপন করার আবশ্যকতা অপরিহার্য। প্রায়ই প্রতি নিমিত্তই দেখা যায়, সুখের সুদিনের সময় এই ভবিষ্যৎ চিন্তায় কথা অবস্থাপন্ন লোককে কেহ স্মরণ করাইয়া দিলেও সাবধান হইতে পারেন না, বরং অসন্তুষ্ট হইয়া পড়েন। শেষে অভাবের অতলগর্ভে পতিত হইয়া কত কষ্টোপার্জিত সুনাম এবং যশোরাশি ডুবাইয়া দিয়া লোক চক্ষে হস্তাস্পদ হইয়া উঠিতে হয়। তখন পূর্ব পসার বজায় করিতে যাইয়া সর্বস্ব হারাইয়া সর্বশাস্ত হইয়া বসেন, তখন সংসারের প্রত্যেক লোকের সহিত বাক বিতণ্ডা, বচসা হইতে থাকে, সংসার হইতে শাস্তি সুখ চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিতে

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

বাধ্য হয়। সেই যে সময়, সেই সময়ে প্রত্যেক লোকেরই সাবধান হইয়া চলা উচিত। ছুঃখের দিনের কথা মনে থাকে না তাহারই পরিণাম এই অসাবধানতা।

সেই ক্ষুঃ মিতাচার অভ্যাস করিতে হয়, তাহার ক্ষুঃ সাবধান হইতে হয়। আহার বিহারে, পোষাক পরিচ্ছদে, ব্যয়ে অপব্যয়ে মিতাচার অবলম্বনীয়। নচেৎ ভবিষ্যতে মনস্তাপ সহ করা অবশ্যস্বাবী। কত শত অবস্থাপন্ন অর্থশালী লোককে এমন দুর্দশায় পড়িতে দেখিয়াছি যে, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। এমন দুর্দিনের ক্ষুঃ অবস্থা কেহ আশা করে না, করা উচিতও নয়। প্রত্যেক কাজ ও প্রত্যেক বিষয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া যদি চলা যায়, তবে এমনটা ঘটিতে পারে না।

মানুষ তাহার জীবনে অন্ততঃ লক্ষ টাকা উপার্জন করে, তাহা অসম্ভব নয়। কিন্তু সঞ্চয়ের অভাবে সে তাহা দেখিতেও পায় না বড় আয়, তবু ব্যয় করিয়া যাইলে ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারময় হইবে, তাহা বিচিত্র ব্যাপার নয়—তাহা অবশ্যস্বাবী।

অপব্যয় বাদ দিলে লংসার চালাইতে বড় বেশী ব্যয় হয় না, উপার্জনের উদ্ভূত অনেক অংশ থাকিয়া যায়, সেই অল্প অল্প সঞ্চয় দ্বারাই বহু অর্থ সঞ্চিত হয়। যাহারা সঞ্চয়ী, তাহার। অনর্থক অপব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন, এই শ্রেণীর লোকই ভবিষ্যৎ সুখে কাটাইয়া সন্তান সন্ততির জন্য কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন। এই শ্রেণীর লোকই বহু সংকার্ষ্যে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া অমর কীৰ্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন তাহাদের সেই আড়ম্বরশূন্য জীবন বাস্তবিক

কি সুখের? তাই আমরা বলি, সুখের দিনে ছুঃখের কথা বিস্মৃত হইও না, অধঃপতন হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সূক্ষ্মরূপে প্রস্তুত হও।

সুখের পর ছুঃখ, ছুঃখের পর সুখ, পূর্বিমার জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর পর অমানিশার সূচীভেদে আজকার অবশ্যস্বাবী। তৎক্ষণ প্রাজ্ঞগণই সতর্ক হয়েন এবং হওয়াই উচিত।

কদাচ অল্পকরণ প্রিয় হইতে নাই। এই অল্পকরণ প্রিয়তার অন্তঃ মাছুষ অধঃপাতে যায়। অপরের চালচলন আচার ব্যবহার অল্পকরণ করিতে যাইয়াই অমিতাচারী হইয়া উঠিতে হয়। আমি কি, আমার প্রকৃত অবস্থা কি, আমার কত আয়, আমার কত ব্যয় করা উচিত, এইগুলি সুখের সময় হিসাব করিয়া দেখিতে আমি তুলিয়া যাই, সেইজন্যই আমার ভবিষ্যৎ তমসাক্ষর হয়। একথা অতি সত্য যে দরিদ্র হওয়া অপেক্ষা কৃপণ হওয়া ভাল। ভবিষ্যৎ চিন্তা কর—মনে রাখিতে হইবে যে, এমন দিন চিরকালই যাইবে না।

সম্পাদক।

আমাদের দেশ।

—:—

বাংলার মোট জমির পরিমাণ ১৬,১৪, ৭২,৪৭৪ বিঘা, চাষ জমির পরিমাণ ৭,০২, ২৬,৩০০ বিঘা, চাষের উপযুক্ত পতিত জমি ১,৭৪,৪৮৮ বিঘা, বন জঙ্গল ১,২৮,০৮, ৫০৩ বিঘা। মোট সহর ১৩৫টি। এক আনা সহরে বাস করে ৮২৫২৫টি, ১১ আনা লোক গ্রামে বাস করে।

জনসংখ্যা—হিন্দু ২ কোটি ৮ লক্ষ মুসলমান ২ কোটি ৫০ লক্ষ, শতকরা ৯০ জন বাংলার কথা বলে। হিন্দু শিক্ষিত শতকরা ১৪.১৫, মুসলমান শিক্ষিত শতকরা ৫.৭৫।

হাজার করা—হিন্দু জন্ম হার ২৩.২, মৃত্যুহার ২৪.৬০। মুসলমান জন্ম হার ৩২.৬ মৃত্যুহার ২৪.৮০। মোট জন্ম ৩২.২, মোট মৃত্যু ৩০.২।

পূর্বে ছিল—সোণার বাংলা
বাবলখী—বাতহা—সুখী।
আজ হয়েছে কালান বাংলা
হতভী—পরমুখাপেকী—ছুঃখী।

পল্লীসমাজগুলি এক একটা ক্ষুঃ ক্ষুঃ গণতন্ত্র বিশেষ। প্রত্যেক অভাবই তাহার। নিজেদের মধ্যেই মিটাইয়া লইত; বলিতে গেলে একেবারেই পরমুখাপেকী ছিল না।

বাংলার পল্লীগুলি যেমন গোছাল, তেমনি সুখী এবং সামাজিক শাসনে সুনিয়ন্ত্রিত। লোকেরা বেশ সুস্থ সবল, অভাব বলে যে কোন জিনিস আছে, তা মনে হয় না—
পর্তুগীজ পরিব্রাজক।

১৯০৩—অবধি নীলের চাষে ভারতে প্রায় ১১ কোটি টাকা বিদেশ হইতে আসিত।

১৭১৪ হইতে ১৮১৪ অবধি গড়ে ভারত-বর্ষ হইতে ১৬ কোটি টাকার কাপড় ও ১২ কোটি টাকার রেশম বিদেশে রপ্তানী হইত।

১৮৭৫ সালে ভারতে ২৫৪টি চিনির কারখানায় ২১ কোটি মণ চিনি হইত। ১৯২৫ সালে ভারতে ৫৭টি চিনির কারখানা তাতে ৮ কোটি মণ চিনি হয়।

আর কেন? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

গত বৎসর আমরা ২৭ কোটি টাকার চিনি কিনিয়াছি—বাবলবী ভারতকে ডিয়ারী করিল কে?

ভারতবর্ষের মসলিন গ্রীস ও রোমের অতি আদরের জিনিস—প্রিন্থ পু: পু: ২০০

রোমের রাজারী ভারতের মসলিন পরে গৌরব অমূল্য করতেন।

—কিলাউসি পু: পু: ১৫০

বাংলার অবস্থা।

চাতে, কাজ নাই, পেটে ভাত নাই, পরণে কাপড় নাই, ঘরে শিল্প নাই, বিদেশীর জিনিষে চলে ঘর।

গেল তা'র নীলের চাষ—তুলার ব্যবসা

চিনির কারখানা।

বাংলার লক্ষী বাঁধা ছিল চরখার সূতা, তখন বাংলার বুকে ঘরে ঘরে চরখা ও টেকো ছিল।

১৮১৪ সালে কলিকাতা বন্দর হইতে ২১০ কোটি টাকার কাপড় বিলাতে চালান হয়। ঠিক একশত বৎসর পরে ১৯১৪ সালে বিলাত থেকে ৩৪ কোটি টাকার কাপড় কলিকাতা বন্দরে আসিয়াছে।

১৮৩৬ সালে বিখ্যাত ডাঃ উন সাহেব লিখিতেছেন, টাকার সূতা কাটা ও মসলীন তৈয়ারী পূর্বের মতই চলিতেছে এবং আমার মনে হয়, ইউরোপীয় শিক্ষা ও নিপুণতা বখনও ইহাদের সমকক্ষ নহে।

১৮৪০ খৃঃাব্দে জেমস টেলার লিখিতেছেন—১৮ হইতে ৩০ বৎসর পর্যন্ত হিন্দু স্ত্রীলোকেরাই সব চেয়ে ভাল সূতা কাটিতে পারেন। এই কার্যে যাহারা খুব নিপুণ, তাহারা এক টাকার ওজনের তুলায়

প্রায় ৪ মাইল বা ততোধিক সূতা কাটিতে পারেন।

আজকাল আমরা গড়ে ৬৬ কোটি টাকার বিলাতী কাপড় কিনি। ঘরে আছে কি? কি দিয়ে কিনি? পেটের খাবার বিক্রি ক'রেই ত পরণের কাপড় কিনছি।

গত বৎসর আমরা ৩৫ কোটি টাকার চাল বিক্রি করেছি এবং ১০ কোটি টাকার ডাল বিক্রি করেছি।

গত বৎসর আমরা ১০ কোটি টাকার গম বিক্রি করেছি এবং ৮ কোটি টাকার চিনাবাদাম বিক্রি করেছি।

প্রতি মিনিটে ভারতবর্ষ হইতে—
১০০ শত মণ চাল, ৫০ মণ চিনের বাদাম,
৬৫ মণ গম, ৫০ মণ মসুর ডাল, ৫০ মণ অরহর ডাল, বিদেশে চালান যায়।

ভারতে ভীষণ মৃত্যু হার।

	১৯০৫	১৯১৫	১৯২৫
ইংলণ্ড	১২'৫	১৭'২	১১'২
আমেরিকা	১৭'৫	১৪'৪	৮'৮
ভারতবর্ষ	৩১'৬	৩৪'১	৩২'৪
বাংলাদেশ	৩২'৫	৩৪'২	৩১'০

বাংলাদেশে প্রতিদিন ২০০০ লোক ম্যালেরিয়ায় মরিতেছে।

প্রতি বৎসর বাংলাদেশে ২০ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক ১০ লক্ষ লোক মারা যায়।

প্রতি সেকেন্ডে ৭ মণ খৈল ও ১০ মণ তৈল বীজ বিদেশে যায়।

বাংলাদেশে প্রতিদিন ৮১৬টি শিশু মারা যায় এবং প্রতি ঘণ্টায় ৮টি মা প্রসব-সংক্রান্ত ব্যাধিতে যান।

প্রতি বৎসর ৫ লাখ গরু এবং প্রতি সেকেন্ডে ৭-মণ হাড় বিদেশে যায়।

একবার চোখ খোল—আমাদের দুর্দশা দেখ—আর জগতের দিকে তাকাও।

১৯২৫ শতকরা	জন্মহার	মৃত্যুহার	শিশু মৃত্যু	গড় আয়	জনপ্রতি	
শিক্ষিতের হার	(হাজার করা)	(হাজার করা)	(হাজার করা)		দৈনিক আয়	
ইংলণ্ড	২৩'৫	২২'২	১০'৮	৭৫	৫১'২	৬৫০
আমেরিকা	২৫'৪	২২'৪	৮'৮	৬৮	৫৭	১৪১/০
জাপান	২৭'৮	২৪'২	১৭'২	১০৫	৪৭	৪১৮/০
ভারত	৫'২	৩২'২	৩২'৪	২৭৫	২২'৭	১/১০
বাংলা	২'৭	৩১'২	৩১'২	২১৩	২৪'১	৮/১০

দেশে আজ বাহ্য নেই,—শিক্ষা নেই—অর্থ নেই—তাইত ডাবি ১৫০ শত বৎসর পর আমাদের রইল কি?

স্বাধীনতা নিন্দোগী

দেশবন্ধু পল্লী সংস্কার ধনভাণ্ডার।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর হউন।

মিনতি ।

অপ মোঘার ঠেলিয়া আমার
অন্দর পথে চলিও,
শিশির সিক্ত শিথিল নিথরে
চপল চমক হাসিও ;
আকুল আবেশ অচল শয়ানে
দাও শিহরণ লহর পরাণে,
পথ-ভরা পলি চরণে ঠেলিয়ে
স্বরূপ সাগরে ভাবিও ।
আসার আশা-নিরাশ আসনে
এস আশাময় আসার বিধানে,
আপন-বাসে আপন-পাশে
আপনে জড়িয়ে ধরিও ।
ঐশ্বর্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ।

বীর বালক ।

ক্যাবিনবয় হইতে এডমিরাল ।

অনেক অতীত দিনের কথা, একবার ইংরাজ এবং উচ্চ জাতির মধ্যে ভয়ানক নৌ-যুদ্ধ চলিতেছিল । এডমিরাল নাববোরো পতাকাবাহী (Flag ship) জাহাজের অধিনায়ক । ঘোর যুদ্ধ চলিতেছে, এমন সময় পতাকাবাহী জাহাজ খানি শত্রু পক্ষের নিকটবর্তী হইয়া প্রায় চতুর্দিকে শত্রুপক্ষীয় রণতরীগুলি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িল । দেখিতে দেখিতে জাহাজ-খানির ২টি মাস্তুল শত্রুপক্ষের গোলায় কোথায় উড়িয়া গেল ।

এডমিরাল দেখিলেন, যদি তিনি এই ভীষণ সময়ে কোনরূপে সরিয়া পড়িতে না পারেন, তাহা হইলে সকলেই বিনষ্ট হইবে ।

অনেক ঘুরে তাঁহাদের রক্ষিত (রিজার্ভ) সৈন্তের জাহাজ অবস্থান করিতেছিল বটে, কিন্তু এই আকস্মিক বিপদবারতা জাপনের কোন সুবিধাই ছিল না । এখন যেমন প্রত্যেক রণতরীতে বে-তার টেলিগ্রাফের যন্ত্র আছে, সেকালে তেমন কোন উপায় ছিল না, কিন্তু জাহাজের যে ধারে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহার বিপরীত দিকে কোন সৈনিক যদি সত্বর দিয়া রিজার্ভ সৈন্ত দলে সংবাদ দিতে পারে, তাহা হইলে, রক্ষার যদি কোন উপায় হয় । কিন্তু এই সময় উচ্চ জাহাজ হইতে এমন প্রচণ্ড বিক্রমের সহিত গোলা বর্ষণ হইতে লাগিল যে পরাজয় প্রায় নিশ্চিত হইয়া উঠিল ।

এডমিরাল নাববোরো একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিয়া সৈন্তদ্বিগকে আহ্বান করিলেন, কে আজ এমন বীর আছে, যে ব্রিটিশের গৌরব রক্ষার জন্য সত্বর দিয়া রক্ষিত সৈন্তের জাহাজে যাইয়া সংবাদ দিতে পার, এক মুহূর্ত্ত মাত্র নষ্ট করিবার আর সময় নাই ।

এই আহ্বানে ১২ জন বীর স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া এই ভীষণ কার্যে আত্মোৎসর্গের দণ্ডায়মান হইল । এই দ্বাদশ জন সৈন্তের মধ্যে একটা ক্যাবিনবয়—সে বালক । এডমিরাল বিস্মিত নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বালক এই ভীষণ দুর্ভয় কার্যে তুমি কি করিবে ?”

বালক সম্মিত মুখে উত্তর করিল মহামায়া এডমিরাল ! আমিও সত্বর দিতে জানি আমি যদি সত্বর দিতে দিতে সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হই, তাহা হইলেও আমার পরিবারে একজন সৈনিকের জীবন রক্ষা

হইতে পারে, সে প্রাণপণে আমার দেশের জন্য অস্ত্রতঃ বিচক্ষণ যুদ্ধ করিয়া শত্রু সৈন্ত কম করিয়া আমার জন্মভূমির গৌরব রক্ষা করিতেও সমর্থ হইবে—আমি সামান্য ক্যাবিনবয় মাত্র ।

এডমিরাল বালকের কথায় মুগ্ধ হইলেন কিন্তু তথাপি ইতঃস্তত করিতে লাগিলেন । কিন্তু বালক ইতিমধ্যে অভিবাদন করিয়া নিমেষের মধ্যে সমুদ্রবক্ষে স্বাপ্ন প্রদান করিল, জাহাজের অপরাপর সৈন্তগণ এই অসীম সাহসের ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িল । পতাকাবাহী রণতরী যায় যায় । শত শত সৈন্ত শত্রুর ভীষণ গোলা বর্ষণের প্রভাবে জাহাজের ডেকের উপর শায়িত হইতে লাগিল কিন্তু তথাপি ইংরাজ সৈন্তগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল । এইরূপ যুদ্ধ চলিতেছে, এমন সময় সহসা উচ্চদের জাহাজ অতি ভীষণভাবে অগ্নিদিক হইতে আক্রান্ত হইল । ইংরাজদের রক্ষিত সৈন্তের তরি ক্রাণশিপি রক্ষার জন্য উপস্থিত হইতে পারিয়াছিল । স্বর্ঘ্যাস্তের পূর্বেই উচ্চদের রণতরি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, তাহার সম্পূর্ণরূপে পরাকৃত হইল । যুদ্ধে শেষে এডমিরাল নাববোরো দেখিলেন, সেই ক্যাবিনবয় এডমিরালের সম্মুখে অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, “মাননীয় এডমিরাল ! আমি আমার কর্তব্য পালনে সক্ষম হইয়াছিলাম” ।

এডমিরাল বলিলেন বালক, আজকার বিজয় গৌরব তোমারই প্রাপ্য, আমি তোমাকে তোমার নিজের একখানি পতাকাবাহী জাহাজের অধিনায়ক হইতে দেখিবার জন্য জীবিত রহিয়াছি ।

পুরাতন “কাঁজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন ।

বলা বাহুল্য, অদূর ভবিষ্যতে এই বালক এডমিরালের পদে বসিত হইয়াছিল, তাঁহার নাম ক্লাড ডেমুনি শোভেল। ইংলণ্ডের তৎকালীন রাজা তাঁহাকে “নাইট” উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। যে জাতির মধ্যে এমন কর্তব্য পরায়ণ সাহসী বালক জন্মে, সে জাতি যে সমাগর্য্য পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে, ইহা বিচিৎ্র কথা নয়। ভারতের অতিত ইতিহাসেও এমন বালকের অমর কীর্তির দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না, মহাভারতে রাজস্থানে এইরূপ বীর বালকের বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। আর সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। *

Business Talks, কাজ কর্মের কথা।

যখন কারবার মন্দা হয়ে আসে, তখন উন্নতির জন্য প্রস্তুত হ'তে হয়, সে সময় বিজ্ঞাপন বন্ধ কর্তে নাই।

বিজ্ঞাপনে সুন্দর চিত্রের রক দেওয়া খুব ভাল, বিজ্ঞাপন চিত্তাকর্ষক না করে পড়বে কটা লোকে ?

“Persistent effort is sure to be crowned with Success” ক্রমাগত ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টা নিশ্চয়ই সফল হয়। বিজ্ঞাপন ব্যবসায় উন্নতি সাধনের অপরিহার্য্য পন্থা। এ পন্থা ছেড়ে

* ইংরাজী হইতে অনুবাদিত।

অন্য পন্থায় বিশেষ সুবিধা হয় না, এনি মনে রাখতে হবে।

দোকান হতে যত প্যাকেজ বাহিরে যায়, তার প্রত্যেকটার ভিতরে এক একটা নূতন জিনিসের বিজ্ঞাপন দিতে হয়, তার দ্বারা কাজ হয়। অনেক বিজ্ঞাপন দিলে সুবিধা হয় না, কারণ পাঠকের অমানোযোগ হয়। অনেক জিনিসের বিজ্ঞাপন পড়ে মাথা গুলিয়ে যেয়ে কোনটারই গ্রাহক হ'তে পারে না, কাজ নষ্ট হয়ে যায়।

অনেক লোকেই জিনিস সত্য পেন্ডে চায়, জিনিসের দাম সত্য করলে অনেক গ্রাহক পাওয়া যায়। এদিকে নজর রাখতে হয়। “A fair price makes business and freinds. To get business and to keep business requires business-like advertising.”

কার্য্যকরী বিজ্ঞাপন দ্বারাই কাজ পাওয়া যেতে ও কারবার স্থায়ী হতে পারে।

বিজ্ঞাপন না দিলে তুমি অন্ধকারে কোথায় পড়ে থাকবে, তোমার কেউ সন্ধানই পাবে না। কেবল পথিকের মুখের পানে তাকিয়ে আশা নৈরাশ্রের সঙ্গে যুঝে কত দিন টিকে থাকতে পার ? এটা একবারও মনে হয় না ?

দেখচো কি ? জগতের খেঁটে-সভ্য দেশের সমস্ত ব্যবসায়ীই বিজ্ঞাপনের

সাহায্যে এগিয়ে পড়চে, আর তুমি বিজ্ঞাপন না দিয়ে কেবল দোকান সাজিয়ে বসে থেকেই কিস্তি মাং কব্বার আশা রাখ ? একবার ভেবে দেখ।

জিনিস বিক্রি হয় তার গুণে একথা খুবই ঠিক বটে কিন্তু জগদ্ব্যাপী লোক সে গুণের কথা, সুবিধার কথা, দামের কথা, কোথায় পাওয়া যায় জানবে কি ক'রে ? বিজ্ঞাপনই এখানে একমাত্র পন্থা নয় কি ? জাব—বোঝ।

বাক্সালায়

মাদক দ্রব্যের প্রচলন।

সরকারী রিপোর্ট।

বাক্সালাদেশে মাদকদ্রব্য প্রচলন সম্বন্ধে বাক্সালা সরকারের আবগারী বিভাগের ১৯-২৫/২৬ সনের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। এই রিপোর্টে দেখা যায় যে, এই বিভাগ হইতে ১৯২৫/২৬ সনে গভর্ণমেন্টের মোট রাজস্ব পূর্ব বৎসর হইতে ১২ লক্ষ ২০ হাজার ৫০০ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কথাটা অন্য ভাবে বলিলে বলা যায় যে, বাক্সালা দেশের লোক ঐ বৎসরে পূর্ব বৎসর অপেক্ষা মদ গাঁজা আকিম ইত্যাদি বাবদ ১২ লক্ষ ২০ হাজার ৫০০ টাকা অধিক খরচ করিয়াছে।

আলোচ্য সনে গভর্ণমেন্ট, দেশে বাহাতে মাদক দ্রব্যের প্রচলন হ্রাস পায়, তৎসম্বন্ধে যে সমস্ত চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার একটা লম্বা তালিকা দিয়াছেন। কিন্তু এই তালিকার

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

মধ্যে এমন কোন ব্যবস্থা দেখা গেল না, যার দ্বারা বুঝা যাইতে পারে যে, গভর্ণমেন্ট মাদকদ্রব্য প্রচলন হ্রাস করিবার জন্য আন্তরিকভাবে ইচ্ছুক।

গভর্ণমেন্ট বলিতেছেন যে, জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার ফলে লোকে বাহাতে উহা কম ব্যবহার করে, তৎসঙ্গে তাঁহারা গাঁজা চরস আফিম ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু উহা সত্ত্বেও অনেক জিনিষেরই কাটতি পূর্ব বৎসর হইতে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নিম্নে কোন্ জিনিষের প্রচলন কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা প্রদত্ত হইল—

জিনিষ	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬
দেশীয় মদ	৬০২৬৫৩	৬৩২:৫১ গ্যালন
তাড়ি	৭১২৬১১	৮৮৪৮২২ টাকা
বিলাতী মদ	৩৭৩০৩	৩৭৭৬৭ গ্যালন
বিয়ার	৩৯১৭১১	৪০১-৪২ "
গাঁজা	১৭২৬ মণ ৩৯ সের ১৭৮৬ মণ ৩৩ সের	
চরস	৬৫ মণ ৩ সের ৬২ মণ ১৭ সের।	

বাকালাদেশে ১৯২৫-২৬ সনে মোট

১২৮৭ মণ ১০ সের আফিম বিক্রয় হইয়াছে। রিপোর্টে ১৯২৪-২৫ সনের হিসাব দেওয়া হয় নাই। সুতরাং আফিমের প্রচলন বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে, তাহা বুঝা গেল না।

মাদক দ্রব্যের প্রচলন বৃদ্ধির গভর্ণমেন্ট কি প্রকারে সহায়তা করিয়াছেন, নিম্নের তালিকা হইতে তাহা বুঝা যাইবে। এই তালিকায় ১৯২৪-২৫ সনের তুলনায় গভর্ণমেন্ট ১৯২৫-২৬ সনে কি ভাবে লাইসেন্স বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা দেখান হইল—

	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬
বিলাতী মদ	১৪০৪	১৬২৩
গাঁজা	১২০১	১২১৫
তাড়ি	৩১১	৩১৮
চরস	৩১	৩৫
আফিম	৮৪৬	৮৬১

গভর্ণমেন্ট উচ্চ ইংরাজী ও মধ্য ইংরাজী বিভাগের উপরেই দুই শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকে মাদক দ্রব্যের অপকারিতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখাইবার কষ্ট স্বীকার না করিয়া যদি লাইসেন্সের সংখ্যা কমাইয়া দিতেন, তাহা হইলেই বোধ হয় মাদক দ্রব্যের কাটতি না বাড়িয়া কমিত।

এদেশে মাদকদ্রব্য প্রচলন হ্রাস করিবার জন্য যে সকল আন্দোলন হইতেছে, তৎসম্পর্কে রিপোর্টে জলপাইগুড়ি মিশনারী প্রভৃতি স্থানের মিশনারীদের প্রশংসা করা হইয়াছে, কিন্তু কংগ্রেস ও কাউন্সিল প্রভৃতিতে মাদকদ্রব্য বন্ধ করিবার জন্য গভর্ণমেন্টকে যে কতবার বলা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে রিপোর্টে একটী কথাও নাই। মিশনারীরা শাসকগণের স্বত্বাতি বলিয়াই কি তাঁহাদের প্রতি এই পক্ষপাতিত্ব দেখান হইয়াছে?

উপসংহারে বাকালার সরকার প্রতি বৎসর আবগারী বিভাগ হইতে কত রাজস্ব পাইয়া থাকেন, তাহা আমরা উদ্ধৃত করিলাম—

১৯২১-২২	১৮৩৫.৮২৬/০ টাকা
১৯২২-২৩	২০১১৭.০০ "
১৯২৩-২৪	২০২৬০.৭৫ "
১৯২৪-২৫	২১৫৫০৪৪০ "
১৯২৫-২৬	২২৮৪৪.০০/০ "

১৯১৪-২৫ সনে বাকালার দেশের প্রতি লোকের গড়ে ১০/৪ পাই নেশার জন্ত খরচ হইত, ১৯২৫-২৬ সনে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১০/২ পাই দাঁড়াইয়াছে; ১৯২৪-২৫ সনে মোট আবগারী সংক্রান্ত অপরাধ ৬১৯৮ জন গ্রেপ্তার ও ৫৮১৬ জন দণ্ডিত হয়। এই সংখ্যা ১৯২৫-২৬ সনে যথাক্রমে ৬২৮২ এবং

৫২৮২তে দাঁড়াইয়াছে। আমরা যে প্রশ্নঃ সত্য হইতেছি, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

সত্যীঃ।

টোটকা-সংগ্রহ

বেরি বেরি রোগের ঔষধ।

নিম্নলিখিত পাচনটি শুষ্ক অথচ টাইকা গাছড়া দ্বারা প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ সেবন করাইয়া আমার বাটীর জলোকদের এবং ১৮নং কৈপুহুর লেন, শিবপুর (হাওড়া) নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপদ সাক্তাল মহাশয়ের পরিবারবর্গের সকলের বেরিবেরি রোগ তিন দিনে আরাম হইয়াছে। দ্রব্যগুলির গুণ আশ্চর্যজনক। যেত পুনর্বার ১ তোলা, অর্জুন ছাল ১ তোলা, গুঠ ১ তোলা, হরীতকী ১ তোলা, নিমছাল ১ তোলা। এই কয়টি দ্রব্য বেড়ের জলে পিচ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইতে হইবে। প্রাতে ১ ছটাক ও সন্ধ্যায় ১ ছটাক খালি পেটে ১০ বিন্দু মধুর সহিত রোগীকে খাইতে দিবেন। আর থাকিলে উহার সহিত আধ তোলা চিরাতা দিতে হইবে। কুলা কমিয়া গেলে আরও কিছু দিন, উহা অপেক্ষা কম মাত্রায় সেবন করা আবশ্যক। শ্রীমানিনী কুমার মুখোপাধ্যায়, বলাগড় পোঃ বেলা হুগলি।

হিতবাদী।

আগুণে পোড়ান অব্যর্থ টোটকা। কোনও স্থান পুড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ ২১১টী ইঁস বা মূর্গীর ডিম ভাঙ্গিয়া উহার যেতাংশ ও তাহার সহিত ১০।১২ গ্রেণ সোহাগার ধৈ এর গুড়া বা বোরিক এসিড উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া দহ স্থানে

আর কেয় ? পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

লাগাইয়া, তুলা দিয়া বাঁধিয়া দিলে, তৎক্ষণাৎ
শার উপশম হইবে এবং ইহাতে কিছুতেই
ফোস্কা হইবে না। ইহা বহু পরীক্ষিত।
চিকিৎসা-প্রকাশ।

জলাতনের প্রতিকার।

শৃগাল কুকুর প্রভৃতি ক্রিপ্ত জন্তুতে দংশন
করিলেই “মাইলম্” নামক এক প্রকার ফল
সেবন করিতে হয়। এই বহু পরীক্ষিত ফল
রীতিমত সেবন করিলে কিছুতেই জলাতন
রোগে আক্রমণ করিতে পারে না। ইহার
কৃত্রিম তলাতল রোগেব প্রেষ্ঠ প্রতিষেধক
মহোষম আজ পর্যন্তও বাহির হইয়াছে কি
সন্দেহ। সবলেরই ইহা সংগ্রহ করিয়া
রাখা দরকার, কারণ বিপদ কাহারও অপেক্ষা
করেনা। এই ফল সূর্যোদয়ের পূর্বে
সামান্য জল সহ পেষণ করিয়া সেবন করিতে
হয়। ইহা সেবনের সময় এক সপ্তাহ নিরামিষ
খাইতে হয়। মাছ, মাংসের পরিবর্তে ঐ
সপ্তাহে ছদ্ম, ঘি খাইতে হইবে। এই
ফলের অল্প নাম “মরিয়ম্” “মাইলম্”
“মাইল্যা আম,” “মাইল্যা” ও “মাইলম্”।
এ অঞ্চলেও এই গাছ আছে। গাছগুলি
দেখিতে কতকটা আমগাছের মত। ফল-
গুলি কাঁচা অবস্থায় দেখিতে অনেকটা জল-
পাইয়ের মত। শীত ঋতুর শেষ ভাগেই
গাছে ফল পাওয়া যায়। আমাদের এ অঞ্চলে
সকলেই ইহাকে “মাইলম্” বলে। আর
একটা বিশেষত্ব এই যে যখন গাছে ফুল দেখা
দেয়, তখন কোনও কুকুর বা শৃগাল ঐ
গাছের তলায় যাইতে সাহস করে না। ফল-
গুলি ভালরূপে রোজে শুকাইয়া পরে মধুতে

ভিজাইয়া রাখিলে ৫:৭ বৎসরেরও ইহার গুণ
নষ্ট হয় না। কাঁচপায়ে রাখিলেই ভাল হয়,
কারণ ফলগুলি কিছু অম্ল। যদি কাহারও
দরকার থাকে, অল্পগ্রহ করিয়া জানাইলে
কিছু ফল সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে চেষ্টা
করিব।

শ্রীভুবনমোহন অধিকারী।

পোঃ দালালবাজার, (নোয়াখালি)

আমাদের এদেশে এই গাছ দেখিয়াছি
বলিয়া বোধ হয় না, লেখক যদি দয়া করিয়া
২৫টা ফল পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে
এদেশে আছে কিনা ঠিক করা যায়।

কাঃ সঃ

ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ।

মেয়েরা মজুর, দোকানদার, মৎস্য
বিক্রেতা বা যে কোন ভাবের কার্যাই করুক
না কেন, বস্ত্রীদের পোষাক পরিচ্ছদ এবং
শরীর সজ্জাদা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে।
তাহারা কাণে এক প্রকার মূল্যবান ফুল
এবং পায়ে চটি পরে—যে চটির বর্তমানে
কলিকাতায় খুব চলন।

মল-মূত্র ত্যাগ করিয়া বর্মাবাসীরা জল
ব্যবহার করে না। পায়েখানায় যাইবার
সময় তাহারা বাঁশের কাটি বা আর কিছু
হাতে লইয়া যায়।

যে গামছা দ্বারা তাহারা হাত পা ও
শরীর মুছবে, তাহা দ্বারা কখনই তাহারা মুখ
মুছবে না। মুখ মুছবার জন্য তাহাদের
পৃথক ক্রমাস আছে। ভারতীয়েরা একই
গামছা দ্বারা হাত পা শরীর ও মুখ মোছে,
বলিয়া তাহাদিগকে বর্মীরা উপহাস করে।
বর্মীরা মাথায় লম্বা চুল রাখে, কিন্তু আধুনিক
যুবকেরা চুল কাটিয়া ফেলিতেছে। তাহাদের
চুল কাটাইবার খরচ ১০ আনা হইতে এক
টাকা। ক্ষৌরকার হিন্দুস্থানী অথবা নোয়া-
খালী বা চট্টগ্রাম-নিবাসী।

পূর্বে বর্মীরা পায়ের হাটুর উপর হইতে
উপরের দিকে কোমর পর্যন্ত সমস্তটা উজ্জী
দ্বারা লম্বা পাতা জন্ত প্রভৃতি আঁকিয়া
চিত্রিত করিত। ১৩১৪ বৎসর বয়স হইলেই
ওস্তাদ লাগাইয়া এই কার্য সম্পন্ন করা
হইত। তাহাতে বালকের শরীর ফুলিয়া
দ্বিগুণ হইত। বয়স্ক ব্যক্তিদের হাটুর উপরে
কাপড় উঠিলেই সমস্ত উরু কাল রঙে চিত্রিত
দেখা যায়। কিন্তু বর্তমান যুবকেরা এই
প্রথা পরিত্যাগ করিতেছে।

আপনি তৎপর হউন

কাজের লোকের গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হইয়া বার্ষিক ২৥০ টাকা এবং
উপহার পুস্তকের দরুন মাত্র ১৥০ আনা ও ডাক মাশুল ১০ আনা মোট ৩৥০
টাকা পাঠাইয়া দিলে একখানি ও মূল্যের স্বরূপে গ্রন্থ উপহার স্বরূপ
পাইবেন। এই নিয়ম কেবল নূতন গ্রাহকদের জন্য। হাতে হাতে
লইলে ডাক মাশুলের ব্যয় কম পড়িবে।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর হউন।

ইহারা রীতিমত জান করে, কিন্তু কিছুতেই বর্ণধারীরা মাথা কলের নীচে ডুবাইবে না।

আমোদ প্রমোদ।

আমাদের দেশে যেকোন কোথায়ও যাত্রাগান হইলে দূর হইতে লোক আসিয়া তাহাতে উৎসাহের সহিত যোগ দেয়—ব্রহ্মদেশে এক প্রকার আমোদ আছে, তাহাতে বহুদূর হইতে দর্শক আসিয়া যোগ দিয়া থাকে সে আমোদের নাম “পোয়ে”। কিছু অর্থ সঞ্চিত হইলে “পোয়ে” প্রদর্শন করা বর্ণীদের বড়ই গৌরবের বিষয়। ইহাতে বাজোক্ত, নাচ গান, এবং হাত্তোক্ষপক ও বিজ্ঞপাক অভিনয় হয়। অভিনেতার সত্যর মধ্যেই পোষাক পরে ও পোষাক ছাড়ে। পোয়েতে প্রেমের খেলায় অনেক সময় অঙ্গীলতার মাজা ছাড়াইয়া যায়। এই উৎসবে স্ত্রী পুরুষ সকলেই যোগদান করে। সময়ে সময়ে যিপ্রহরের পর আরম্ভ হইলে রাজ্য প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে তাহা শেষ হয়। অন্ন মৃত্যু, বিবাহ কর্ণবেধ, উকীদান প্রভৃতি যে কোন উপলক্ষেই পোয়ের বন্দোবস্ত হয়। যাহারা দূর হইতে আসিয়া পোয়েতে যোগদান করে, তাহারা বসিবার আসন পর্যন্ত নিয়া আসে। তবে ভক্ত বিশিষ্ট লোকদের বেলা ব্যবস্থা পৃথক।

জাতি বিভাগ।

ভারতবর্ষের স্তায় ব্রহ্মদেশে আধ্যাত্মিক বাস নাই। ব্রহ্মের অধিবাসীরা মানবজাতির মজলীয় শাখাভুক্ত। তাহাদের শরীরের গঠন সুন্দর, কিন্তু মুখশ্রী সুন্দর বলা যাইতে পারে না। তাহাদের গুণদেশের অস্থি উচ্চ—

নাসিকা চেপ্টা এবং হ্রস্ব। চক্ষু ক্ষুদ্র এবং অপ্রস্ফুটিত। হং পরিষ্কার।

ব্রহ্মদেশে বর্ণা ব্যতীত আরও কয়েকটি জাতি বাস করে, যথা—শান, কারেন, কাচিন, চীন, এবং অন্যান্য পার্শ্বজাতি।

শান, কাচিন প্রভৃতি জাতির ভাষা, পরিচ্ছদ এবং আচার্য ব্যবহার পরস্পর পৃথক। কাচিনদের প্রত্যেকের হাতে এক হাতের বেশী লম্বা এক একখানা দা থাকে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহাদের সহিত প্রায়ই ব্যাঘ্র প্রভৃতি বস্ত্র পশুর সাক্ষাৎকার ঘটে। তাহাদের হাত হইতে এড়াইবার জন্য ঐরূপ দা রাখা প্রয়োজন।

ধর্ম।

ব্রহ্মদেশের প্রধান ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম। বর্ণা-দের পুরোহিত বা ধর্মযাজকের নাম “ফুজী”। ফুজীরা অবিবাহিত থাকে এবং মৃগ ও মস্তক সম্পূর্ণ যুগুন করে, এবং গৈরিক বসন পরিধান করে। বর্ণীরা ফুজীদিগকে অত্যন্ত সম্মান করে। প্রত্যেক গ্রামে এক বা ততোধিক আশ্রম আছে—তাহার নাম “ফুজীচাউ” বা ফুজীদের মঠ—ফুজীরা তথায় বাস করে। ফুজীরা রন্ধন করিয়া খায় না। প্রাতে হাতে হাঁড়ী লইয়া মাটির দিকে চাহিয়া আন্তে আন্তে তাহারা রাস্তায় বাহির হয় এবং ধর্মপ্রাণ বর্ণধারীরা তাহাদের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির প্রভৃতি আনিয়া ঐ হাঁড়িতে দেয়। ফুজীকে আজীবন ফুজী থাকিতে হইবে এমন কথা নাই। সে ইচ্ছা করিলে যখন ইচ্ছা “চাউ” পরিত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্যধর্ম অবলম্বন করিতে পারে। কোন বর্ণীর ছেলেকে “ফুজী” করিতে হইলে যে উৎসব হয়, তাহা বিবাহের উৎসব হইতে

অনেক বেশী। ফুজীরা ধর্মচর্চায় এবং তাল-পায়ে গ্রন্থাদি লিখিয়া কালান্তিপাত করে।

প্রাথমিক শিক্ষা।

ফুজীদের ধর্মালোচনা ব্যতীত আর একটি কর্তব্য আছে—তাহা বিনা বেতনে গ্রামের বালক বালিকাদের শিক্ষা বিধান করা। প্রত্যেক বালককে এই “চাউ” এ আসিতে হয় এবং লেখাপড়া শেখ করিয়া বাড়ী যাইতে হয়। এই প্রথা থাকায় ব্রহ্মদেশে নিরক্ষর লোক নাই বলিলেও চলে। ঐ শিশুদের জন্তও “চাউ” এ রাস্তার ব্যবস্থা নাই। প্রাতে শিশুরা তারবাসের মতন বাঁশ কাঁধে করিয়া রাস্তার বাহির হয়—ঐ বাঁশের সঙ্গে খুলান খালার মত প্রকাণ্ড বাসন এবং তছপরি বা ডির পায়ে ৩৭ টা বাটি থাকে। একটা ছেলে ঘণ্টা বাজাইয়া অগ্রে চলে। অমনি গৃহস্থেরা তাহাদের বন্ধন করা ভাত ব্যঞ্জন আনিয়া উহাদিগকে দেয়। তাহাতেই তাহাদের চলিয়া যায়।

ফুজী একবেলা ভোজন করে। বেলা ১২টার পরে সমস্ত দিবসরাজি তাহার ভোজন নিষেধ।

ব্রহ্মবাদী।

বেকার এবং হিতসাধনমণ্ডলী।

১৯১৭ সালে বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী একটি শিল্প বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, এই মণ্ডলী হতে এ পর্যন্ত ২৪৭ জন ছাত্র শিল্প-শিক্ষা পাইয়া বাহির হয়ে গেছে। স্থলে শেখান হ, ভামা কাপড়ের কাট ছাঁট, যটোগ্রাফি,

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

সেলাই বুনন, পুস্তক বাধাই ইত্যাদি। বর্তমানে বই বাঁধার কাজ শিকা দেওয়া হয়ে থাকে। এই কাজটা শিকা কর্তে মাহিনা লাগে না। দপ্তরীর ও বই বাঁধাই কাজ মুসলমানদের একচেটে ব্যবসা। কোন হিন্দু বই বাঁধাইয়ের কাজ শিখেছেন, এমন দেখা যায় না। এই কাজ হিন্দু বেকার যুবকগণ শিকা লাভ করলে কতি কি? কাজে বেশ পরস্রাও আছে। যারা উপরোক্ত কাজ শিকা কর্তে চান, তাঁরা ৭০নং আমহাট্ট স্ট্রীটে অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করলে সমস্ত সংবাদ জ্ঞাত হতে পারেন। আমরা জানি, যারা এই ফুল হতে বেরিয়ে গেছেন, তাঁরা ছপয়সা বেশ স্বাধীন ভাবে উপার্জন কর্তে পারছেন। পারবারই কথা। শুধু চাকরীর আশায় হা প্রত্যাশা করে জীবনের গোনা দিন কয়টা কুরাইয়ে দিলে বেকার সমস্যা বাড়বে বই কমবে না। স্বাবলম্বী হবার দেশের ছেলেদের আসক্তি কৈ?

Agriculture.

কৃষি কথা।

ইক্ষুর চাষ।

ইক্ষু গাছ ধান্যাদি গাছের পর্যায়ভুক্ত উদ্ভিদ। আমাদের দেশের আবাল বৃদ্ধ বণিতা ইক্ষু চিনিতে পারেন, সুতরাং ইক্ষুর আকার প্রকার সম্বন্ধে কিছু অধিক বলিবার আবশ্যক হয় না।

এদেশের লোক ইক্ষুর কাণ্ড চিবাইয়া রস খায়, ইক্ষুরসে গুড়, চিনি, প্রভৃতি হয়।

এই ইক্ষুর সচরাচর ফুল হইতে দেখা যায় না। কিন্তু কোন কোন সময় ফুল একটা গাছে ধানের শিশের মত ফুল হইতে দেখা যায়। এই ফুল সম্বন্ধে এদেশের লোকের নিকট একটা কুসংস্কারের কথাও শুনা যায়। বাঁশের ফুল হইলে, ওল ফুগাইলে যেমন লোকে অমঙ্গলের আশঙ্কা করে, ইক্ষু সম্বন্ধেও লোকের সেইরূপই ধারণা আছে।

কেহ কেহ বলেন যে, আখের ডগা কাটিয়া লইয়া তাহা হইতেই আখ চাষ করা হয়, এইজন্য ইহার ফুল হয় না। তাহাও হইতে পারে।

আবার আখের ফুল হইবার বয়সের পূর্বেই হয়ত ইক্ষু কাটিয়া কেলা হয় বলিয়া হয়তো ইহার ফুল দেখা যায় না। আখের ফুল দুইটা প্রকার ভেদ আছে। এক প্রকার কোমল স্বক বিশিষ্ট, অন্য প্রকার কঠিন স্বকের। যাহাদের কোমল স্বক, তাহাই মাজুখে চিবাইয়া খাইতে পারে। শামসাদা প্রভৃতি কোমল স্বক বিশিষ্ট বলিয়া লোকে ইহা খাতে করিয়া ছাড়াইয়া খায়। কাজলী, কুতাই, চীনে বোখাই, মরিমাস প্রভৃতি অধুনা নানা প্রকারের ইক্ষুর চাষ এদেশে হইতেছে। অনেকে বলেন যে, কোমল স্বক বিশিষ্ট ইক্ষুর গুড় স্বাদুর হইলেও ইহাতে উই, চিত্তেরোগ প্রভৃতি জন্মে। শৃগাল, বন্যশূকর ইহা খাইতে ভালবাসে, যেহেতু কোমল বলিয়া চিবাইতে সুবিধা হয়, চোরেও চুরি করে।

এইজন্য এইরূপ ইক্ষুর চাষ বাড়ীর নিকটে করিলে সদাসর্বদা দেখাশুনার সুবিধা হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে এমনও দেখা যায়, ইক্ষুক্ষেতের ধারে ধারে কঠিন আখের

চারা পুতিয়া ভিতরে কোমল স্বক বিশিষ্ট ইক্ষুর আবাদ করা হইয়া থাকে। তাহার কারণ, শৃগাল প্রভৃতি জন্তুগণ প্রথমেই সম্মুখে যাহা পায়, তাহাই আগে খাইবার চেষ্টা করে। প্রথমে শক্ত ইক্ষু দেখিলে যখন চিবাইয়া সুবিধা করিতে না পারে তখন অন্য ক্ষেত্রে চলিয়া যায়।

ইক্ষুচাষের জমী।

ইক্ষুর চাষের জমি মেটেল এবং বেলে মাটি বিশিষ্ট উভয় প্রকার ক্ষেত্রেই হইতে পারে। বেলে মাটিতে উই পোকের অধিক উপজব হইবার সম্ভাবনা। জলাশয়ের নিকটবর্তী ভূমিই আখ চাষের পক্ষে প্রশস্ত স্থান কেননা ইক্ষুতে অনেক বার সেচ দিবার দরকার হয়।

ইক্ষুর ক্ষেত্রে সার দিতে হয় এবং অনেকবার জল সেচন করিতে হয়। জমীকে উত্তম করিয়া কর্ষণ করিয়া তাহার সহিত একবার সার দিয়া আর একবার কর্ষণ করিয়া দিতে হয় এবং বাকী সার কর্ষিত জমির উপর ছড়াইয়া দিলে বেশ ভাল হয়। ইক্ষু ক্ষেত্রে রেড়ী এবং সরিসার খোলই উৎকৃষ্ট সার। কিন্তু অনেকে এবং গবর্ণমেন্ট কৃষি ক্ষেত্রের পরীক্ষকগণও বলেন যে, রেড়ীর খোল দিলে উইয়ের উপজব হইতে পারে। আমাদের দেশে ছাই গোবর গোয়াল কৌড়া, পশু পক্ষীর বিষ্ঠা প্রভৃতি ও ইক্ষু ক্ষেত্রে দেওয়া হইয়া থাকে কিন্তু সচরাচর ঠৈইল সারই অধিক পরিমাণ ব্যবহৃত হইতেছে। আখের ডগা, গোটা গাছ, এবং পল্লা বসান হইয়া থাকে। এদেশে

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।



আখের বীজ হইতে কমাচিত ইক্ষুর চাষ করা হইয়া থাকে। ডগাই প্রায় সর্বত্র প্রচলিত বলিলেও অত্যাতি হয়না। আখের ডগা গুলি প্রায় ১ হাত লম্বা—২০৪টি পাব বা গাঁট থাকে মাত্র। যখন ইক্ষুর শাল বসাইয়া ইক্ষুর গুড় প্রস্তুত করা হয়, তখন সকলেই দেখিয়াছেন, ডগা গুলি কাটিয়া বাদ দিয়া ইক্ষু কাণ্ডগুলিই লওয়া হইয়া থাকে। এই ডগা গুলিকেই ১ হাত পাঁচ পোয়া আন্দাজ লম্বা রাখিয়া সমান করিয়া কাটিয়া লওয়া হয়। তাহার পর পুতুরের গাবায় বা জলের ধারে সাজাইয়া গোড়ায় সামান্ত মাটি দিয়া ছায়াযুক্ত স্থানে রাখা হইয়া থাকে। কিছুদিন এইভাবে থাকিলে এই ডগা গুলিতে শিকড় বাহির হয়। এই ডগাই ইক্ষু ক্ষেত্রে তুলিয়া লইয়া যাইয়া বসান হয়।

কৃষকেরা আপনাদের আবশ্যকীয় চারা লইয়া যাহা বাকী থাকে, তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলে। কৃষি ক্ষেত্রে এক হাত—পাঁচ পোয়া অন্তর অন্তর এক একটা চারা ৩৪ আঙ্গুল গভীর গর্ত করিয়া সারি বাধিয়া বসান হয়। ২টা সারির মধ্যে সমান্তরাল ভাবে অন্ততঃ ১ হইতে ১৫ হাত ব্যবধান থাকিলে ভাল হয়। ক্রমে চারা গুলি সতেজ এবং বড়

হইতে আরম্ভ করিলেই কোদালী দ্বারা মাটি তুলিয়া গোড়ায় দিয়া বা তেলি বাধিয়া দেওয়া হয়।

গোটা আখ রোপন করিতে হইলে ডারি লালল দ্বারা গভীর কর্ণের আবশ্যক হইয়া থাকে। তাহাতে বোধ হয়, ব্যয় পরিশ্রম অনেক বলিয়া এদেশের চাষিরা তাহা করে না।

আর এক প্রকারের চাষ হয়, তাহা আখ কাটিয়া লইবার পর যে গোড়া জমিতে থাকিয়া যায়, তাহা হইতে নূতন কেঁড়ী প্রস্তুত হইয়া উঠে বলিয়া ইহাকে গড়া বলে। এই রূপে একই জমিতে ৩৪ বৎসর ইক্ষু উৎপন্ন করা হয়। আজ কাল এইরূপ চাষই বেশী হইতেছে। এইরূপ গোড়ার চাষে জমিতে অধিক সার দিতে হয় না। প্রতিবৎসর ডগা বসাইবার যে খরচ হয়, তাহা বাঁচিয়া যায়। বেড়া যেমন ক্ষেত্রে থাকে তাহার সামান্ত সংস্কার করিয়া লইলেই চলিয়া যায়। ইহার একটা অসুবিধা ক্ষেত্রে কৃষাদি নিড়াইয়া নির্মূল করা কঠিন হয়।

ইক্ষু ক্ষেত্রে ইক্ষু বসাইবার পূর্বেই সার দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার পর ইহার গোড়া খুঁড়িয়া মাটি দেওয়া, নিড়াইয়া দেওয়া এবং

জলের আবশ্যক হইলেই সেচনের কাজ করিতে হয় মাত্র।

ইক্ষুর অনেক বিপদ আছে। বড় হইলে ইক্ষু মাটিতে শুইয়া পড়িলে সে ইক্ষুর গুড় কম হয়। তাহা নিবারণ জন্য ২ সারির ইক্ষুর পাতায় পাতায় জোড় বাঁধিয়া দিলে সহজে পড়ে না। কেহ কেহ বলেন যে, আখ ক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে জলের নালা থাকে, তাহার ধারে ধারে রেড়ীর গাছ দিয়া তাহার সহিত বাধিয়া দিলে ইক্ষু পড়িয়া যাইতে পারে না। শাদশাড়া প্রভৃতি জাতীর গাছ ২৫ হাত লম্বা হয়। আবার চীনা বোকাই, আখ ১২১৪ হাত লম্বা হইতেও দেখা যায়।

ইক্ষু ক্ষেত্রে চতুর্দিকে শক্ত বেড়া দিতে হয়। যেন গরু বাছুরে গাছ নষ্ট না করে। ইক্ষুর গাছ বিলম্বে বড় হয়, সেই জন্য ইক্ষু ক্ষেত্রে আগে পাসে জনার, পুঁই, শসা তরমুজ প্রভৃতির চারাও বসান যাইতে পারে।

ইক্ষুর চাষের পক্ষে শনগাছের কাঁচা সার নাকি ভাল। শন বুনিয়া চারা উঠিলে তাহা লালল দিয়া চাষিয়া ভাজাইয়া দিতে হয় এবং মাটির সহিত মিসাইয়া দিতে হয়। এইসব ইক্ষুর পক্ষে হিতকর। এই উদ্দেশ্যে আখের ক্ষেত্রে কুড়ি বা কুলখা কলাইয়ের চাষ করা হইয়া থাকে। ইক্ষুর রোগ সযত্নে আগামী বাবে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

এই ইক্ষু চাষ সযত্নে আমরা যতটুকু তথ্য কৃষকদের নিকট সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিলাম। যদি এসম্বন্ধে কোন উন্নতপ্রণালী কেহ আমাদের লিখিয়া পাঠান, তাহা হইলে আমরা সাদরে তাহা “কাজের লোকে” প্রকাশ করিব এবং লেখকের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

সম্পাদক।

ঝরা ফুল।

(শ্রীঅমিয় কুমার মিত্র)

(১)

বর্ষা-দিনের সকাল। আকাশ মেঘে ঢাকা, টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তার হাঁটুভ'র কাদা জমেছে। একাদিক্রমে তিন দিন ধরে সূর্য্য দেবের দর্শন না পাওয়ায় সমস্ত পৃথিবী যেন ব্যথায় স্নান হ'য়ে কাঁদছে।

একখানি আরাম কেমারার ওপর দেহ ভার এলিয়ে প্রকৃতির এই ক্রন্দনী মূর্তির দিকে তাকিয়ে অমল চুপটি করে বসেছিল। সে প্রকৃতির পূজারী অর্থাৎ সরল ভাবায় আমরা যাকে বলি কবি। কাজেই এহেন দিনে তার মনোবাজ্য যে ভাবের প্রবাহ প্রবল বেগে বইছে—এ বিষয়ে সন্দেহ কবুবার কিছু নেই।

অমলের পিতা কোন পল্লীগ্রামের জমিদার। অমল তাঁর একমাত্র ছেলে। সে কলকাতার কোন এক বেসরকারী কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক। টাকার খাতিরে সে এই কাজ নেয়নি, নিছক কর্মহীন ভাবে বৈচিত্র্যহীন জীবন কাটানো অসহ্য হওয়ায় সে এই কাজটি স্বীকার করে প্রায় এক বছর হ'তে চলে, কলকাতায় বাস করছে। বৃষ্টির বেগ ক্রমেই বাড়তে লাগল; সঙ্গে সঙ্গে কাজল কালো মেঘে আকাশও ছেয়ে এল। কলকাতার একতলা, দোতলা বাড়ীগুলো আগেই অন্ধকার হ'য়ে এসেছিল, এখন সেই অন্ধকার এত ঘন হ'য়ে এল যে, আলো না জাললে সেই সব

বাড়ীগুলির কাজকর্ম সম্পূর্ণ অচল হ'য়ে উ

রাস্তা সম্পূর্ণ নির্জন—শুধু তার বৃকের ওপর মস্তভালে বৃষ্টির রিনি-বিনি।

সহসা অমলের চোখ পড়লো, দূরে কালো মতন কি একটা যেন এগিয়ে আসছে তার উপর। এমন দিনে এমনি সময় মাহুদ যে হাজার প্রয়োজনেও ঘর ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াতে পারে—একথা অমলের সম্পূর্ণ অবিখ্যাত বলে বোধ হ'ল। কোন একটা জন্তু টক্ক হ'বে এই ভেবে সে আলস্তের হাই তুলে একটা সিগার ধরালো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ঘোড়ার গাড়ীর চাকার আওয়াজে চোখ তুলে চেয়ে সে দেখলে যে যাকে সে জন্তু কিংবা “কিছু একটা যাহোক” বলে ভেবেছিল, সেটা সত্যিই একটা খার্ডক্রাস পাকী গাড়ী। গাড়ীটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে। অর্ডাশন-পুট শীর্ণ ঘোড়াটি এমনি ধীর মন্থর গতিতে ধীরে ধীরে চলেছে, যেন আর এক পনের মধ্যেই সে ইহলীলা সাক্ষ্য করবে।

অমলের বাড়ীর ঠিক সামনে এসেই হঠাৎ গাড়ীটা থেমে গেল এবং পরক্ষণেই দেখা গেল, ঘোড়াটা পা হড়কে মুখ খুঁড়ে রাস্তার ওপর পড়ে গেছে। হঠাৎ গাড়ীর সামনেটা নীচু হ'য়ে যাওয়ায় কোচম্যানও হমড়ী খেয়ে পেই পড়ন্ত ঘোড়ার পিঠের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। আর সেই জানুলা বন্ধ গাড়ীর ভিতর থেকে মিশ্রিত আতঙ্কধ্বনি শুনা যাচ্ছে।

বর্ণনা করিতে যতক্ষণ লাগলো, এই ঘটনাটি ঘটতে কিছু তার শতাংশের একাংশও লাগল না।

এইরূপ অপ্রত্যাশিত ঘটনায় অভিভূত হ'য়ে অমল মুহূর্তের জন্য কিং-কর্তব্য বিমুত হ'য়ে পড়লো। কিন্তু পরক্ষণেই কোচম্যানও আরোহী দলের অবস্থা উপলব্ধি করে সে তিন লাফে সিঁড়ি পার হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো।

বৃষ্টি এখনও প্রবল বেগে ঝরছে।

(ক্রমশঃ)

ভীষনাগ

বড়বাজার শাখা

ফোন নং ২১৭৫

প্রসিদ্ধ সন্দেশ বিক্রেতা

৩নং ওয়েলিংটন স্ট্রীট কলিকাতা।

ভবানীপুর শাখা

ফোন নং সাউথ ১১৫৫

বিবাহে, বৃহৎ ভোজ কাজে, তত্ত্বে ভীষনাগের সন্দেশ না দিলে অঙ্গ হীন হয়, ইহা সহরে মফঃস্বলে কে না জানে? নূতন কথা নয়। অর্ডার পাইবামাত্র যত বড় অর্ডারই হউক, তৎক্ষণাৎ সরবরাহ করা যায়।

ফোন নং বড়বাজার ১৪৬৫

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর হউন।

আঠার পেন্স টাকার মূল্য নির্ধারণ ফলে চাষীদের মহা অনিষ্ট সম্ভাবনা।

সকলেই জ্ঞাত আছেন, গত মহাযুদ্ধের পূর্বকাল পর্যন্ত এক সভ্যদেশের (যদি মজার) মূল্য ১৫ টাকা আইন অনুসারে ধার্য করা ছিল। ২৪০ পেন্স এক সভ্যদেশ হয়; সুতরাং ১ টাকা (২৪০ + ১৫) ১৬ পেন্সের সমান ছিল। এই হিসাবে যুদ্ধের পূর্বকাল পর্যন্ত লণ্ডন নগরের সহিত টাকা পয়সার বিনিময় চলিত। যে সমস্ত কৃষিজাত কাঁচামাল ইউরোপে রপ্তানি হইত, উহার বিক্রয় লক্ষ প্রত্যেক সভ্যদেশ মূল্যের বিনিময়ে ভারতীয় কৃষক ১৫ টাকা হিসাবে মূল্য পাইত। অধুনা গবর্ণমেন্ট আইন করিয়া ১ আঠার পেন্সের সমান করিয়াছেন, ফলে ইউরোপে বিক্রীত জ্বায়ের প্রত্যেক সভ্যদেশ মূল্যের বিনিময়ে কৃষক ১৩৭/০ পাইতেছে।

অজ্ঞানলোক মনে করে, ব্যাঙ্কের দোষেই আমরা এইরূপ ঠকিয়া যাই। ১৫ টাকার স্থলে ১৩৭/০ পাইতেছি, কারণ ব্যাঙ্কের কারবার হচ্ছে টাকা পয়সার বিনিময় (Exchange) করা। কিন্তু এ ধারণা ভুল। এইরূপ কারবার ব্যাঙ্ক শুধু 'মধ্যস্থ' (middle man) ভিন্ন অপর কিছুই নহে। একটা উদাহরণ দিতেছি। মনে করুন, রাজারাম ইউরোপে পাট রপ্তানী করিয়াছেন, তদুপায় ১০০০ পাউণ্ড তাহার নামে লণ্ডনে জমা রহিয়াছে। জগৎনারায়ণ লণ্ডন হইতে মোটর গাড়ী আনিয়াছিল, তাহার দাম

১০০০ পাউণ্ড বিলাতে (লণ্ডনে) দিতে হইবে।

রাজারাম ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমার প্রাপ্য হাজার পাউণ্ড লণ্ডন হইতে আনিয়া দিতে হইবে।

জগৎনারায়ণ তাহার ব্যাঙ্কারকে বলিলেন, 'মোটরের দাম হাজার পাউণ্ড আমি বিলাতে পাঠাইতে চাই।

রাজারাম হাজার পাউণ্ড দেশে আনিতে চান; জগৎনারায়ণ হাজার পাউণ্ড বিলাতে পাঠাইতে চান।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, জগৎনারায়ণকে বলিলেন, বেশতো, হাজার পাউণ্ডের মূল্য যে টাকা হয় (equivalent in Rupees) আমাকে দিন; জগৎনারায়ণ টাকা দিলে, ঐ টাকাটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সরাসরি বিলাতে না পাঠাইয়া রাজারামকে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজারামের নিকট হইতে বিলাতে তাহার পাটের দাম হাজার পাউণ্ড বাহার হেফাজতে আছে, তাহার নামে লিখাইয়া লইলেন যে, উক্ত হাজার পা: ঐ ব্যাঙ্কে দিন। তদনুসারে ব্যাঙ্কের লণ্ডন অফিস রাজারামের পাটের দাম হাজার পাউণ্ড আদায় করিয়া জগৎনারায়ণের মোটরের দাম স্বরূপ ঐ হাজার পাউণ্ড দিয়া দিলেন। এই কাজের জন্য রাজারাম ও জগৎনারায়ণ উভয়ের নিকট হইতেই কিছু কিছু কমিশন পাইল। উভয়েরই কাজ হইয়া গেল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঘেধানকার টাকা সেখানেই থাকিল। রাজারামের লণ্ডন এজেন্টের হাতে যে হাজার পা: জমা ছিল, তাহা ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় জগৎনারায়ণের এজেন্টের (পাওনা দারের) হাতে গেল। এরূপই

কারবারকেই বিনিময় Exchange transactions বলে। এক কথায় রাজারামের পাটের সহিত জগৎনারায়ণের মোটরের বিনিময় হইল।

একশ্রেণি বিবেচ্য বিষয়, জগৎনারায়ণ মোটরের দাম কত টাকা ব্যাঙ্কে দিবে? কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, ব্যাঙ্ক সেই টাকাটাই পাটের দাম স্বরূপ রাজারামের হাতে দিয়েছে। যুদ্ধের পূর্বেকার গবর্ণমেন্ট নির্দিষ্ট হার ১৬ পেন্স ১ টাকার সমান করিলে মোটরের দাম ১৫০০০ টাকা হয়। রাজারাম পাটের দাম ১৫০০০ টাকা পাইবে। ব্যাঙ্ক উভয়েরই নিকট হইতেই কিছু কিছু কমিশন লইবে। অধুনা গবর্ণমেন্ট নির্দিষ্ট হার ১৩ পেন্স টাকা ধরিলে জগৎনারায়ণ মোটরের দাম ১৩, ৬০০ টাকা দিবেন, রাজারাম পাটের দাম স্বরূপ ঐ টাকাটাই পাইবেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এক্ষেত্রে রেটের পরিবর্তনে ব্যাঙ্কের কোন হানি নাই বা ক্ষতি বৃদ্ধিও নাই। রাজারাম পাটের মালিক; এক্ষেত্রে তাহার প্রাপ্য প্রতি হাজার পাউণ্ডের দরুন তিনি ৬১৬৭ টাকা কম পাইয়াছেন, জগৎনারায়ণ মোটরের আমদানি কারক। তাহার ১৩৬৭ টাকা কম দিতে হইয়াছে। ব্যাঙ্ক স্বাধা কমিশন উভয় স্থলেই পাইবেই, ইউরোপে বা আমেরিকার মালের রপ্তানীকারক কম টাকা পাইয়াছে; আর এ স্থলে আমদানি কারকের লাভ হইবেক বা টাকা বাঁচিবেই। রপ্তানি বাণিজ্যে কার স্বার্থ? সকলেই জানেন, ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। ভারত হইতে বৎসরে ৩৫০ কোটি টাকার মাল রপ্তানি হয়। ইহার অধিকাংশই কৃষিজাত।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

এই সমস্ত মাল বিদেশে বিক্রয় হয়, তন্মূল্য টাকা আনা পাইয়ে পরিবর্তিত করিতে হয়। আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি ১০ পেন্সের স্থলে ১৮ পেন্সে টাকা ধরিলে, এই সমস্ত ব্যবসার মূল্য প্রতি হাজার পাউণ্ডে ১৬৬৭ টাকা কম পাওয়া যাইবে সুতরাং কতি হয়। একতিটা কার? কৃষকের। এই টাকাটা কৃষকই কম পাইবে। ইহাতে লাভ হইবে ধনী ব্যক্তির। যাহাদের বিদেশ হইতে মোটর গাড়ী, ধনি বাবুর মূল্যবান বিলাস জব্য প্রভৃতি আমদানী করিতে হয়। এই লাভ কি উপায়ে হইবে, তাহাও দেখিয়াছেন।

জগৎ নারায়ণ মটরগাড়ীর যে দাম দিতেছেন, ব্যাঙ্কারের হাত দিয়া উহাই রাজারাম পাটের দাম বাবদ পাইয়া থাকেন। সুতরাং পাটই বোঝা যাইতেছে, গবর্ণমেন্টের এই হার পরিবর্তনের ফলে গরীব কৃষকের মুখের গ্রাস কি ভাবে অপরের হাতে চলিয়া যাইতেছে। ইহাতে লাভ হইবে, যাহারা বিদেশী জব্য ব্যবহার করেন, সাধারণতঃ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি গণ। শোনা যায়, সে কালে ডাকাতেও বড় লোকের বাড়ী ডাকাটী করিত, আর সেই অর্থে পরিবকে সাহায্য করিত। আর এখন দেখিতেছি কি অবস্থা? আমাদের দেশের মত দরিদ্র কণগ্রন্থ কৃষক অপভে কোথায় ও নাই। গবর্ণমেন্টের এই বিনিময়ের হার পরিবর্তন করার ফলে সেই কৃষকেরই জ্ঞাত্য প্রাপ্য মূল্যের কতকটা অংশ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। এবং ইহার বেশীর ভাগ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ—যাহারা মোটর গাড়ী, হীরা, মূল্যবান বেশমী বস্ত্রাদি বিদেশী

জব্য ও বিলাস জব্য ব্যবহার করেন তাহাদের পকেটে যাইতেছে?

কৃষকের সর্বনাশ।

গবর্ণমেন্ট এই হার পরিবর্তন সম্বন্ধন করিতে যাইয়া বলেন, জিনিষ পত্রের দাম অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছে। সাধারণ লোকের দিক হইতে দেখিলে এই দাম কমাইবার চেষ্টা হওয়া দরকার। আর এইরূপ হার পরিবর্তন, জিনিষ পত্রের দাম কমাইবার একটা বিশেষ উপায়। গবর্ণমেন্ট এ ক্ষেত্রে তুলিয়া যাইতেছেন যে, এই ভাবে মূল্য কমাইতে গেলে লোকসান হয়—জিনিষ পত্র উৎপাদন কারী ও কৃষকের। মূল্য কমাইতে চেষ্টা করা কর্তব্য ধরিয়া লইলেও তাহা অধিকসংখ্যক লোকের অধিকতর সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া করাই কর্তব্য নয় কি? এ আমরা কি দেখিতেছি? আদম জমারীর রিপোর্টে দেখা যায় প্রায় ২২ কোটি লোক এদেশে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কৃষিকার্যের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। অর্থাৎ শতকরা ৭২.৭০ জন লোকেই কৃষিজীবী। কৃষকেরাই এদেশে সর্বাপেক্ষা গরীব তাহাও সর্বজন বিদিত। সুতরাং অবশিষ্ট শতকরা ২৭.২৮ জন লোকের জন্য দাম কমাইতে গিয়া দেশের প্রায় বার আনা লোকের সমুহ অনিষ্ট করা হয় না কি? এই শেবোক্ত শ্রেণীর ২৭.২৮ জনের ভিতর অবস্থাপন্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী গণ্য করা হয়।

লোক জনের মাহিনা পত্রের হার বাড়িয়া গিয়াছে এ কথা সকলেই বলেন। কৃষকের পূর্বে যাহারা ১০০ টাকা পাইত, তাহারা এখন

১৫০ হইতে ২২০ টাকা পায়। এই হিসাবে কৃষকের ও কৃষকের পূর্বকার ১০০ টাকা আয় বর্তমান অন্ততঃ ১৮০ টাকা হওয়া উচিত। বিশেষতঃ এই আয় বধন নিতান্ত অনিশ্চিত। বেশী পাওয়া দূরের কথা, ইহাও প্রায়ই পায় না। গবর্ণমেন্টের সংগৃহীত হিসাব পত্রের এই কথা জানা যায় যে, কৃষকের পূর্বের ১০০ টাকা স্থলে বর্তমানে ১৮০ টাকা আয় হইবে। কৃষিজাত জিনিষ পত্রের যে মূল্য হওয়া উচিত, কৃষকেরা গড়ে তদপেক্ষা অনেক কম মূল্য পায়। এই আয়েরও নিশ্চয়তা মোটেই নাই। কোন বৎসর বহুত বস্ত্রায় সমুদয় শস্ত নষ্ট হইয়া গেল। তখন মহাজনের দোরে মাথা বাঁধা দেওয়া ছাড়া বাচিয়া থাকিবার আর উপায়ান্তর থাকে না। কোন বৎসর হয়ত বোল আনা শস্ত পাওয়া গেলেও পৃথিবীর অসংখ্য অংশেও জলিয়া হওয়ার ফলে শস্তাদি এত কম দামে বিক্রী হইল, যে খরচা পোষানই দায় হইল—লাভ ত দূরের কথা। বাৎসরিক শত ২৩ বৎসর যাবৎ চিনি ও কোন কোন শস্তে এইরূপ হইয়াছে। পাট আর তুলার বাজারেও এই কথা। বাজার অতি মন্দ যাইতেছে। কৃষকের খরচা ত পোষাইবেই না, বরং অণু গ্রন্থ হইতে হইবে। (এবার সেরাজগঞ্জ ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে অনেক স্থলে, খরচা পোষায় নাই, সেইজন্য অনেকে জমির পাট কাটে নাই। ১৮ পেন্সে টাকার দাম দ্বিগুণ করার কৃষকদের আরও দুর্গতির কারণ হইল। ইহাতে শতকরা ১২.৫ টাকা শুধু শুধু লোকসান যাইতেছে।

তুলার চাষে অর্থাৎ কাহার ও কাহার ও মতে শতকরা ১২.৫ টাকা লোকসান খুব

আর কেন? পুরাতন “কাজের লোক” শেব হইতে চলিল, তৎপর লউন।

বেশী নয় এরূপ মনে হইতে পারে। কিন্তু এই শত করা ১২০ টাকা খরচা বাদে নেট লাভের অংশ হইতে বাদ যাইবে না? বিক্রয় নেট টাকার (gross price) ১২৫ অংশ। মনে করুন, তুলার বাজার দর আছে ২৮০০ টাকা। ১৮ পেন্সে টাকা ধরিলে ইহার দাম ২১ পাউণ্ড হয়। ১৬ পেন্সে টাকা ধরিলে, এই ২১ পাউণ্ডে ৩১৫ টাকা পাওয়া যাইত। ইহাতেই কুবক ৩৫০ টাকা বেশী পাইত। এই ৩১৫ টাকাই কুবকের লাভ নহে। এই টাকা হইতে সারের দাম, বীজের দাম, চাষের গরুর খোরাকি, গরু যরিয়া গেলে পুনরায় গরু কেনার খরচা ও যোগাইতে হয়। আগাছা তোলা, তুলা সংগ্রহ করা ইত্যাদির অন্ত মজুর খরচা দিতে হয়। সমস্ত পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়। এই সমস্ত মিটাইয়া যদি কিছু থাকে, তাহাকে লাভ বলা যায়। প্রতি খাতি তুলার এই সমস্ত খরচা একুনে ৩০০০ টাকা ধরিলে, এবং ৩৫০০ টাকা তুলার দাম পাইলে যেমন (১৯২৬ সনের এপ্রিল মাসে ছিল) তুলার প্রতি তুলার খাতি ৫০০ টাকা লাভ হইল বলা যায়। এই লাভ হইতে সরকারের খাজনা, মহাজনের সুদ দিয়া ও সম্ভবতঃ কাপড় চোপড় কিনিবার অন্তও কিছু অবশিষ্ট থাকে। ১৬ পেন্সে টাকার দাম ধরিলে, আজ কুবক ৩১৫ টাকা পাইতে পারে। ৩০০০ টাকা আত্মমানিক ব্যয় ধরিলে ১৫০০ লাভ লাভ থাকে। ইহা হইতে সরকারের খাজনা দিয়া মহাজনের সম্পূর্ণ সুদ দিবারও হয় ত সংস্থান থাকে না। এইরূপে দেনা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিবে। কিন্তু এই ৩১৫০ টাকা ও কুবক পাইতেছে না। ১৮ পেন্সে

টাকা হইলে মাত্র ২৮০০ টাকা পায়। ফলে কুবকের মাত্র শতকরা ১২৪০ লোকসান হইল না, তাহার প্রাপ্য লাভের ঘোল আনাই লোকসান। উপরন্তু প্রতি খাতিতে ২০০ টাকা কম দাম পাইতেছে। সুতরাং এই ২০০ টাকা ধন করিয়া তাহার পরিবার প্রতি পালন করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত সরকারের খাজনা বা পূর্বের কণের সুদও চাই। মহাজন লোক ভাল হইলে, হয় ত আরও কিছু দিন ধার দিতে পারে। কিন্তু সেই বা কত দিন। তার পরে কুবকের ধনে প্রাণে বিনষ্ট হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না।

অধিকাংশ কুবকের জমি ধন দ্বারা মহাজনের হাতে বাধা। জমীর বার্ষিক আয়ের উপর জমির মূল্য নির্ভর করে। সুতরাং শস্যের মূল্য কম হইয়া গেলে, জমির দামও সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যাইবে। জমির দাম কম হইলে, মহাজন সাহস করিয়া বেশী দিন টাকা কেনিয়া রাখিবে না। কিন্তু কুবকের হাতে টাকা কোথায় হইতে আসিবে? তাহার ন্যায্য খরচই জমির কসলের দাম হইতে উঠে না। সুতরাং মাথলা মকদ্দমা অনিবার্য। পরিশেষে কুবক জমি হইতে উচ্ছেদ হইয়া, ঘরবাড়ী জমি জমা শূন্য দিন মজুরে পরিণত হইবে।

এইরূপ হার পরিবর্তনের ফলে যে হাজার হাজার কুবকের সর্বনাশ হইবে, তাহা গবর্ণ-মেন্ট দেখিয়াও দেখিতেছেন না। বাহাতে এই ধ্বংস লীলা কার্যে পরিণত না হয়, কুবকের হিতকাজী সকল ব্যক্তিরই কি তাহা দেখা উচিত নয়?

৪৫ কোটি টাকা ক্ষতি

নৃত্যধিক সিকি ভাগ লোকের স্ববিস্বাহার জন্ত দেশের বার আনা লোককে যে ক্ষতি স্বীকার করিতে বলা হইতেছে, তাহার পরিমাণ নিতান্ত অল্প নয়। এক তুলার, কখাই ধরা থাক। বৎসরের ৬০ লক্ষ গাট তুলা উৎপন্ন হয়। ৩৫ লক্ষ গাট বিদেশে রপ্তানি হয়, অবশিষ্ট দেশে ব্যবহৃত হয়। গত বৎসর তুলার বাজার ভাল ছিল, মূল্য ৪০০০ টাকার কাছাকাছি ছিল। ১৮ পেন্সে টাকা ধরিলে প্রতি খাতিতে ৫০০ টাকা এবং প্রতি গাটে প্রায় ২৫/ টাকা লোকসান পড়ে। সুতরাং ৩৫ লক্ষ গাট রপ্তানি তুলার পৌঁছে নয় কোটি টাকা একমাত্র তুলার চাবীদের লোকসান।

এতব্যতীত তুলার বাজারও দাম রপ্তানি কারকেরা বাহা দিতে রাজী হয়, দেশে ও সেই দামেই বিক্রী হয়। সুতরাং অবশিষ্ট ২৫ লক্ষ গাটেও আরও সওয়া ছয় কোটি টাকা চাবীর লোকসান।

১৮ পেন্সে টাকার মূল্য নির্দেশ করায় ফলে একমাত্র তুলার চাবীদের এক বৎসরে (১৯২৫/২৬ সালে) ২৫ কোটি টাকা লোকসান বড় ওকতর কথা।

এই সমস্ত শতের কিয়দংশও রপ্তানি হয়, তাহারও দর রপ্তানির দর অনুসারেই নির্ধারিত হয়। বৎসরে প্রায় ৩৬০ কোটি টাকার কৃষিজাত জব্যাদি রপ্তানি হয়। ১৮ পেন্সে টাকা ধরিলে, ইহাতে ৪০।৪৫ কোটি টাকা লোকসান। আর এদেশে যে পরিমাণ জিনিস ব্যবহৃত হয়, তাহা নিশ্চয়ই রপ্তানির পরিমাণ অপেক্ষা অধিক—

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

অন্যতঃ সমান ধরিলে ও আরও ৪০।৪৫ কোটি চাষীর লোকসান।

ভারতের চাষীর অবস্থা কি এতই ভাল যে তাহারা বৎসরে ৮০।২০ কোটি টাকা লোকসান দিতে সমর্থ?

এইরূপে কৃষক সম্প্রদায় কি একবারে নিঃশ্ব হইয়া পড়িবে না। তাহাদের বর্তমান দুর্ভাগ্য কি আরও ভয়ঙ্কর হইবে না?

কিন্তু এ সমস্ত কিসের ফল করা হইতেছে, গবর্ণমেন্ট বলেন, ইহাতে তাহাদের যে টাকা বিলাতে পাঠাতে হয় তাহাতে ৪।৫ কোটি টাকা সাশ্রয় হইবে। গবর্ণমেন্টের যদি এই ৪।৫ কোটি টাকা নিতান্তই প্রয়োজন হয়, প্রকাশ্যে টাকা ধরিয়া কেন লওয়া হয় না? এই ভাবে এক্স চেঞ্জারেট (বিনিময়ের হার) পরিবর্তন করিয়া গরীব কৃষকের দশ গুণ ক্ষতি করিয়া সঙ্গে সঙ্গে এই কৃষিজাত অর্থের বাহাদের কোন দাবী নাই, তাহাদের পেট ভরাইবার কি প্রয়োজন?*

নকল স্বত আমদানী—১৯২৫ সালে সমগ্র ভারতে ৩ কোটি ৩ লক্ষ মণ নকল স্বত আমদানী হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৩৫ মণ কলিকাতায় আমদানী হইয়াছে। ইহাতে গবর্ণমেন্টের প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে।

অদ্ভুত আবিষ্কার—লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজের রাতিওলজিষ্ট মিঃ ফ্রেডারিক মেলভিলী শারীরিক অঙ্গ চকল অবস্থায় কটো তুলিবার নিমিত্ত এক আশ্চর্যজনক বৈজ্ঞানিক দল আবিষ্কার করিয়াছেন। এমন কি হৃদয়ের স্পন্দনও তাহাতে প্রতীয়মান হইবে।

পাখুরিয়া কয়লা খোলা জায়গায় পড়িয়া থাকিলে ক্রমেই উহার তাপ প্রদান শক্তি কমিয়া যায়, কিন্তু একমুঠা কাপড় বাটা সোডা সালিন জলে মিশাইয়া কয়লায় ছিটাইয়া দিলে বহু দিন উহা তাজা থাকে।

উষ্ণ লবণাক্ত জলে ডিজাইয়া রাখিয়া নূতন টুথব্রাস ব্যবহার করিলে উহা অনেক দিন টেকে এবং ভাল থাকে।

ভাগ্যফল—বিহার দিগম্বরনে প্রকাশ—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, পাটনা জজকোর্টের সেরেস্তাদার বাবু বলদেবজী বর্ধন করাসী দেশের লটারি হইতে ১৫০০০ পাউণ্ড প্রায় একলক্ষ আনি হাজার টাকা পাইয়াছে।

বার কোটি টাকা ঘোতুক—সিদ্ধার সেলাই কলের প্রধান অধ্যক্ষের কন্যা কুমারী মার্জেরী বরোনের বিবাহ গত ৪ঠা ডিসেম্বর হইয়াছে। এই বিবাহে কন্যাকে ৮০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ১২ কোটি টাকা ঘোতুক দেওয়া হইয়াছে।

* Indian Currency League Pamphlet No 2 By B. F. Madon.

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর হউন।

কাজের লোক আফিস।

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৩।এ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

কাজের লোক, কলিকাতা ।

খোকসিনা অদ্বিতীয় বৈদ্যতিক বেদনানাশক মালিস

• • • যে কোন প্রকারের বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক “খোকসিনা” ২৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, কাঁঠের অসহ্য ছুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

কষ্ট পাইবেন না

ইহা হারী কলপ্রদ। সজিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ষবিদ্যুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আশু কলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৫০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ভি; পি স্বতন্ত্র। সর্বত্র এজেন্ট চাই।

এস, পি, চাটাজ্জী এণ্ড সন্স,

খোকসিনা কার্যাগার এ-৭

ষ্টোর—মলসী, জেলা বর্ধমান।

কলিকাতা আফিস—

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার



ঘোষ এণ্ড সন্স, জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চশমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬৮১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, হেড্‌ আফিস ও কারখানা, ৭৮৮১ নং হ্যারিসন রোড।

শিনি সোনার প্রস্তুত চিকরী, চেন, পার্শী ও ইহুদী মাকড়ী, কানকুল, নাককুল ইত্যাদি অতি সুন্দর সহন্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ঘোড়কাদি দিবার গত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর বস্তা “বন্ধে মাতরম্” “সুখে থাক” ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম রুব, টাইম্পিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয় ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

ডাক্তার চৌধুরীর

সর্ব প্রকার চক্ষু রোগের মহৌষধ।

আইরিণ।

চক্ষু পীড়িত কিনা এই ঔষধ এক কোটা চক্ষে দিনেই তাহা বৃত্তিতে পারা যায়। যদি ঔষধ চক্ষে ধরে, তবেই চক্ষু পীড়িত। না ধরিলেই সুস্থ। এই ঔষধ বারমাস চক্ষে দিনে, চক্ষু ভাল থাকে, চশমার আবশ্যক হয় না। চক্ষু লাল হওয়া, পিচুচী-পড়া, জলপড়া, চুলকান চক্ষু আঁচিয়া থাকা, বেদনা প্রভৃতি চক্ষের তরুণ পীড়া ২৪ ঘণ্টার আরোগ্য হয়। ছানি, কুলি, বা, কামদেবা, দূরদৃষ্টি কম হওয়া, রাতকানা প্রভৃতি পুরাতন পীড়া শীঘ্র ভাল হয়। বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয়।

এয়ারলট।

অবেশ ভাত, বিতল ও টাটকা, শিত ও রোগীর উত্তম বলকারক পণ্য, মূল্য প্রতি কোটা তিন আনা।

ডাঃ বি, কে, চৌধুরী এণ্ড সন্স। বাসন্তী ডিস্‌পেন্সারী, ছিমাইতপুর, পাবনা।



কাজের লোক, কলিকাতা ।

অস্বস্ত: সমান খরিদ
চাষীর লোকের

ডঃ এইচ, এল, বাটলিওয়ালা সন্স কোং লিঃ

Use Batliwalla's Ague Mixture Freely On Kala-Azar, Malaria Influenza, and Jungle Fevers &c.,

কালাজ্বরে বাটলিওয়ালার এগু মিক্চার ব্যবহার করিবেন ।

বাটলিওয়ালার "এগু মিক্চার"—ইনফ্লুয়েন্জা, ম্যালেরিয়া ওক সর্দিবধ আরের জন্য ।

বাটলিওয়ালার "এগু পিলস"—ইনফ্লুয়েন্জা, ম্যালেরিয়া এবং সর্দিবধ আরের জন্য ।

বাটলিওয়ালার "বাল অমৃত"—দুর্বল, অবলাদগ্ৰস্ত ও ক্রয় শিশু এবং শীর্ণকার বয়স লোকদিগের জন্য বলকারক ।

বাটলিওয়ালার (কিওর অমৃত) "বাম"—মাথাব্যথা, সর্দিবধ বেদনা, আয়ুশল, কটিব্যত এবং বুকের বেদনার জন্য ।

বাটলিওয়ালার "ডায়েরিয়া (কলেরা) মিক্চার"—ওলাউঠা, উদরাময় ও বমি প্রভৃতি রোগের জন্য ।

বাটলিওয়ালার "আসন কুইনাইন ট্যাবলেট"—১ গ্রেণ ও ২ গ্রেণ ওজনের বড়ি ১০০টি, প্রতি শিশি ।

বাটলিওয়ালার "টনিক পিলস"—বিবর্ণ মুখাবয়ব বিশিষ্ট, স্নায়বিক দৌর্বল্যযুক্ত ও রক্তহীন লোকের

বাটলিওয়ালার "ইপ পাউডার"—দীর্ঘকালিক হৃৎকম্পে পরিষ্কার ও হৃদিত করে ।

Tele. Address—Cawashapur,
Bombay.

সায়ানি রোড,
Agents wanted everywhere.

কাডেল রোড, পোঃ
বোম্বাই ১৪৭

সূর্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক ।

২৯ নং ক্যানিং স্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা ।

১। আমরা ছুল পাঠ্য ব্যবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও
ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি । তন্মিন্ন নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব,
মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট অধিক
পরিমাণে পাওয়া যায় ।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া
থাকি, সাধারণ ক্রেতাপণকেও অধিক কমিশন দেওয়া হয় । পত্র লিখিলে
পুস্তক ভি, পি, ডাকে ক্রিয়া রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায় । নাথ ও ঠিকানা
স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন ।

দেখুন!

অতি সুলভে আমরা যাত্রা ও
থিয়েটারের পরচুলা ঠাকুরদের চামর
এক অন্যান্য নানাপ্রকার জিনিষ বাহা
আপনার আবশ্যক জানাইলে
পাঠাইয়া দিতে পারি অনুসন্ধান করুন।

এস পি চার্টার্ড এণ্ড সন্স,
২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,
C/o Manager,
"Businessman."



প্রত্যেক দূরশীকে

অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিত্তহীন ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য
হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিত্তহীন—টাকা, আমেরিকা
প্রস্তুতকারক বোয়ালিক টাকেশের নিকট হইতে আন
ডাক্তার ইউনান এম, ডি ; ; মে, এন, যোষ এম ডি, প্রভৃতি
চিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিত্তহীনতার জন্যই আমাদের ঔষধ
ব্যবহা করেন। সুলভে পরসা বাচিত পারে, কিন্তু রোগী বাচে না—
এইটাই হুঃখ। আমাদের ষালাইটিংচার ১/০ ; ১—১২ প্রতি ড্রাম ১০,
৩০ গ্রাম পর্যন্ত ১/০। স্থান্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,
হোমিওপ্যাথিক কমিটন,

১০ নং হ্যাটশন রোড, কলকাতা টিট অংশন, দাকঃ—৪৫ নং ওয়েলসলি টিট, কলিকাতা

(Published Annually)
THE

London Directory

with provincial & foreign Sections,
enables traders to communicate direct with
MANUFACTURERS & DEALERS

in London and in the Provincial Towns and Industrial Centres of the United
Kingdom and the Continent of Europe. The names, addresses and other
details are classified under more than 2,000 trade headings, including

EXPORT MERCHANTS

with detailed particulars of the Goods shipped and the Colonial and Foreign
Markets supplied ;

STEAMSHIP LINES

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate
Sailings.

One-inch BUSINESS CARDS of Firms desiring to extend their connections,
or Trade Cards of

DEALERS SEEKING AGENCIES

can be printed at a cost of £ 1. 10. 0. for each trade heading under which
they are inserted. Larger advertisements from £ 2 to £ 16.

A copy of the directory will be sent by parcel post for £ 2 nett cash with
order.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,
25, Abchurch Lane, London. E. C. 4
ENGLAND.

Business established in 1814.

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertake
for all British and Continental goods
including Books and Stationery,
Boots, Shoes and Leather,
Chemicals and Druggists' Sundries,
China, Earthenware and Glassware,
Cycles, Motor Cars and Accessories,
Drapery, Millinery and piece Goods,
Fancy Goods and perfumery,
Hardware, Machinery and Metals,
Jewellery, Plate and Watches,
Photographic and Optical Goods,
Provisions and Oilmen's Stores,
etc., etc.

Commission 2½% to 5%.

Trade accounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Cases from £10 upwards.

Consignments of Produce Sold on Acc

WILLIAM WILSON & SONS

(Established 1844)
25, Abchurch Lane, London.

কাজের লোক, কলিকাতা।

বিস্তৃত: সমস্ত
চাষীর লোক

Everything of Music.

কি প্রকার সঙ্গীত যন্ত্রের বিপুল সমাবেশ! হারমোনিয়ম, ক্রুট, বাঁদী, এসব্রাজ, ক্রানেট, বেয়ালা
এই সুন্দর সুন্দর গানের রেকর্ড, পিন প্রভৃতি।

নূতন ডিসেস্বরের রেকর্ড এবং “দাতাকর্ণ” পালার রেকর্ড প্রবণযোগ্য।

মকঃস্বলের অর্ডার অতি তৎপরতার সহিত সময়ে প্রেরিত হয়।

এন, বি, সেন এণ্ড বাদাস,

১ সি, বেণ্টিক্র ফ্রীট, যার্কেষ্টাইল বিল্ডিং—কলিকাতা।

Telegraphic address

“Ohandi Flut”

টেলিফোন নং ৫৩৭৫, কলিকাতা।

টং-কিওর।

অধিকাংশ লোকেই শীতের প্রারম্ভ হইতে যুগের
ভিতরে ও মাড়িতে ঘা, জিহ্বা কাটা, দাঁতের গোড়ার ঘা,
ইত্যাদি রোগের জ্বালায় আহার, নিদ্রা তাপ করিতে
হয়—আবার কেহ কেহ চিরকাল এই রোগে ভুগিয়া
থাকেন। আমাদের দেশীয় তৈষজ্য উপাদানে তৈয়ারি
“টং-কিওর” ব্যবহারে সদ্য সদ্য উপকার পাইবেন, আহার
করিতে সমর্থ হইবেন এবং নিশ্চয় ২৩ দিন ব্যবহারে
আরোগ্য হইবেন। প্রয়োগে কোন কষ্ট নাই। ইহাতে
শরীরের হানিকর পদার্থ নাই। ইহা বড় বড় ডাক্তার
দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রমাণিত। মূল্য প্রতি শিশি ১০, তিন
শিশি ১৮, ডজন ২০, মাত্রল ৩ শিশি হইতে ১২ শিশি ১৮।

প্রাপ্তিমান—

গোল এজেন্ট—বি, এন, রায়,

৫ নং কলনারায়ণ বাবু ও আনন্দ দত্তের সেন, বুকট, হাওড়া।

অতি আবশ্যকীয়

পুস্তক।

বেকারের উপায়—

মূলধন না থাকিলে বিশ্রাম সময়ে অর্থোপার্জননের নানা
উপায় ইহাতে আছে। মূল্য ১৮০ মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা—

সরল বাঙ্গালা ভাষায় রিপোর্টরী সমেৎ এমন পুস্তক ইতিপূর্বে
প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য ১ টাকা। হোমিওপ্যাথিক
কলেজের ছাত্রগণ সুবিধা দরে পাইবেন।

কাজের লোক পুস্তক বিভাগ,

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহাদুর, কলিকাতা।

নিশ্চয় এইবারে

১৯০৯ হইতে ১৯২৫ পর্য্যন্ত ১৭ ভলিউম
কাজের লোক

শেষ হইতে চলিল—অতিমূলভে
বিক্রয় হইতেছে ।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন
ম্যানেজার “কাজের লোক” ।



শ্রী শ্রী তারকেশ্বর মন্দির ।



আসমুদ্র ভারতে সকল মহিলাই কেশরঞ্জন মাখেন

কারণ—ইহাতে কেশ কৃষ্ণিত, কোমল ও মৃদু হয়। কটা চুল কৃকবর্ণ হয়। কিছু দিন ব্যবহারে কেশের আলিত্য বী টাকরোগ আরাম হয়।

কারণ—চুল উঠিয়া গেলে, মাথার টাক পড়িলে, অকাণ্ড চুল পাকিলে, চুল বিকৃত ও বিবর্ণ হইলে, “কেশরঞ্জন” ব্যবহারে এ-সব ভয়ঙ্কর দুরীভূত হয়।

কারণ—ইহা অত্যধিক অধ্যয়ন, অধিক চিন্তা, সর্ববিধ শিরঃপীড়া, মস্তক-ঘর্ষণ, প্রভৃতি উপসর্গে অমৌষ প্রতিকারক। ইহার মনোমদ লুগন্ধে চিত্তের প্রকলতা ও মানসিক অবসাদ বিদূষিত হয়।

মূল্য প্রতি শিলি ১২ এক টাকা মাত্র; প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল সাত আনা।

উপায় থাকিতে নিরাশ হন কেন??

যদি আপনার শরীরে উপদংশ অথবা পারদ-বিষ সংক্রামিত হইয়া থাকে, গায়ে ঘাড়ে ও পায়ে ঢাকা ঢাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,—ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে এ কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন, তবে আমাদেরকে লিখুন,—আমরা আপনাকে “বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়” পাঠাইয়া দিব। ইহার ব্যবহারে আপনি নিঃসন্দেহভাবে ও অল্প ব্যয়ে এই ভয়ানক রোগের ভীষণ কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। উপদংশ ও পারদ-বিক্রান্তিতে “বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়” মৃদুশক্তির স্থায় কার্য করে।

প্রতি শিলির মূল্য ২২ ছই টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল ৮০ তের আনা।

কবিরাজ নপেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড.

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮/১ ও ১২ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিংস ইনসেক্ট পাউডার
ছারপোকা ও কীট নষ্টকরকারী ঔষধ

কিটিংস পাউডারে

মস। মাছি ছারপোকা মরে।

দিলে বিছানায়

মুহূর্ত্তেকে সুখ-শয্যা হয় ॥

লগ্নে প্রস্তুত, সকল ডাক্তারখানায় ও নিম্ন ঠিকানায় পাওয়া যায়।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

বোনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

THE BUSINESSMAN.

বার্ষিক মূল্য সডাক
২০০ টাকা



Edited by S. P. Chatterjee.

Office—2, Rajendra Dutt Lane, Bowbazar Calcutta.

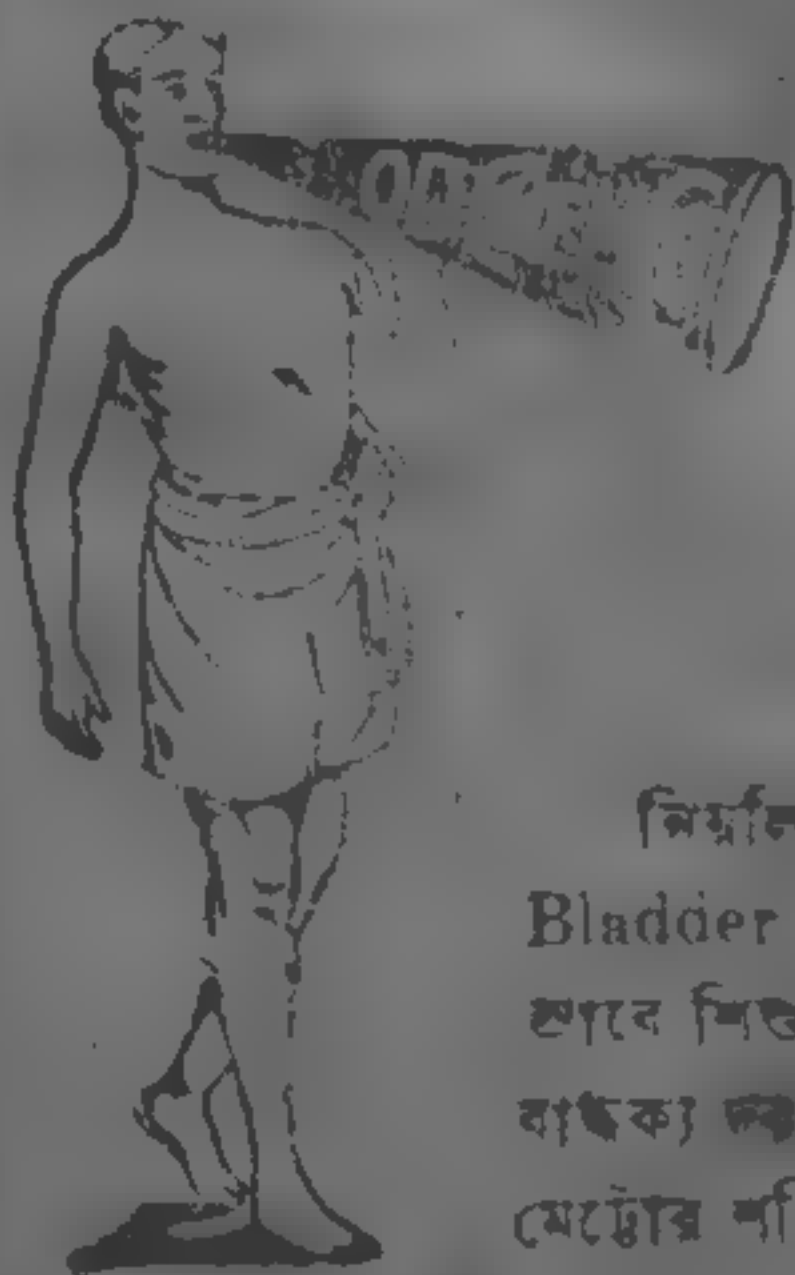
২১শ বর্ষ,
১৯২৭।

New Series
March, 1927.

নতুন সংস্করণ
মার্চ, ১৯২৭।

Vol. 21
No 3.

জাহাঙ্গীর মোহর
নতুন
পাওয়া যায়
জাহাঙ্গীর মোহর



শানমেটো ! SA METTO.

স্ত্রী পুরুষ ও বালক বাগিকাগণের যুগ্ম এবং জরনবয়সের ব্যবহার পীড়া নিবারক
সকলপ্রকার বলকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেটোই ব্যবস্থা করেন। যুগ্মযন্ত্রের (Kidney and Bladder) ব্যবহার পীড়ার প্রস্তাবকালে ভীষণ যন্ত্রনার বন্ধ মিশ্রিত প্রস্রাব বা অস্রাবের প্রবেশিত ও বালকগণের শয্যা যুগ্মে অস্বাভাবিক, যান্ত্রিক বা মেহগতিতে যে কোন পীড়ার অকাল বাছক্য বন্ধ করিয়া ঘোবন স্থাপন করিতে এবং যুগ্ম ও জরন বয়সের বলবিধান করিতে শানমেটোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

আকিং আমি কোন নেসার ভিনিষ নাই বালক, বৃদ্ধ সকলেই নিশ্চিন্তে ব্যবহার্য। প্রতি গৃহেই শানমেটো থাকা উচিত প্রত্যেক শিশুর সজ্জিত ব্যবস্থাপত্র থাকে। মূল্য প্রতি শিলি ৩/০ সকল ডাক্তারখানার পাওয়া যায়।

আমরাই শানমেটোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকেট উপরে দেখিয়া লইবেন।

৷ড চেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক, ইউ. এস. এ।

OD. CHEM. CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A



সুখেশী না হইলে রমণী সুখমা হইতে পারে না। আর সুখমা ব্যবহার না করিলেও সুখেশী হইতে পারে না। সুখমার বিশেষত্ব—সৌরভে স্নিগ্ধ-কোনল—সুতরাং শিরঃপীড়ায় এবং মানসিক পীড়ায় ইহা অপরিহার্য, সুখমা সহজেই কেশমূলে প্রবেশ করিয়া কেশ বর্জনের সাহায্য করে, মস্তিষ্ক শীতল করে, কেশ দৃঢ় করে, কেশবৃদ্ধ আরোপণ করে, সুতরাং সুখমাই আদর্শ কেশ তৈল, বড় এক শিশির মূল্য ৮০, ডাকমাণ্ডলাদি ১০/০।

কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ গুপ্ত,

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়,

১৯১২ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

স্ত্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ
এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও
ALETRIS CORDIAL RIO

ব্যবহার্য স্ত্রীরাগে বলা বাধক, অতিরিক্ত, এবং যেতপ্রদর, স্ত্রীরাগে দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির প্রকৃত সমস্ত জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্ত্রীরাগের একমাত্র উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্বলতার উপসর্গ বিদূরিত করিয়া আঁচরে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী বালিকাগণের ইহা একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিম্নে তিনবার প্রত্যহ সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রস্তুত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্যতা দেখিয়া প্রচারকগণ আল করিতেছে। ক্রয়ের সময় লেবেলের উপর Rio Chemical Company, New York City U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৮০ আনা মাত্র।

রাইও কেমিক্যাল কোং,
১৮৭০ সালে স্থাপিত।
১২ ব্যারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্র্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

২১শ বর্ষ।

New Series.

নব পর্যায়।

Vol. XVII.

৩য় সংখ্যা।

MARCH 1927.

মার্চ ১৯২৭।

No. III.

বিবিধ তথ্য-সংগ্রহ।

মোহিনী মিল

কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলস পরলোকগত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মোহিনীমোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের কৃতিত্বের জগত নিদর্শন। মোহিনী বাবু রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এই মিলের প্রতিষ্ঠা করেন। এই মিলে স্বল্পমূল্যনির্ধারিত বস্ত্র প্রস্তুত হয়। কাঁটার বস্ত্র বিলাসিগণ সাগ্রহে এই সকল বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন। গত ৩১শে ডিসেম্বর যে বৎসর শেষ হইয়াছে,

তাহাতে কোম্পানির ৮২,৫১১ টাকা নিটু লভ্য হইয়াছে। গত বৎসর বস্ত্র শিল্পকে বিবিধ প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। মজুরের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি শ্রুতি ও বস্ত্র পাতিব মূল্য এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক ব্যয় বৃদ্ধি এবং বস্ত্রাদির মূল্য হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও কোম্পানির এরূপ সাফল্য লাভ বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। কোম্পানি লভ্যাংশ হইতে রিজার্ভ কং ৪০০০০ টাকা জমা করিয়াছেন। রিজার্ভকণ্ডের উন্নয়ন যে কোম্পানির স্বার্থ ও ভবিষ্য উন্নতি নির্ভর করে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাঝেই ইহা অবগত আছেন। এই বৎসর মিলের

কার্য্যের প্রসার আরো বৃদ্ধি হইবে বলিয়া অংশীদারগণকে লভ্যাংশ বিতরণ করা সম্ভবপর হয় নাই।

টেলিফোন কর্পোরেশন।

বেঙ্গল টেলিফোন কর্পোরেশনের বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশ, ডাকের সংখ্যা অল্পসারে মূল্য নির্দ্ধারণের নিয়ম প্রবর্তিত হওয়া অবধি কাজের অনেকটা সুবিধা হইয়াছে। ইহার পূর্বে অনেকেই নিশ্চয়োজ্ঞানীয় কথা লইয়াও শুধু শুধু টেলিফোন ব্যবহার করিত। অনেক সময়েই এই সকল কাজে খবর বহনে টেলিফোন ব্যাপৃত থাকায় অনেক কাজের খবরও

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

পাইতে বিলম্ব হইত। গত ২০শে জুন কর্পোরেশনের বর্ষ শেষ হইয়াছে। এই বৎসর ৪৭১৬২১ টাকা লাভ হইয়াছে এবং সাধারণ অংশ সমূহের উপর শতকরা ৬ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হইবে, স্থির হইয়াছে। পুলিশ কমিশনার এবং কায়ার ব্রিগেডের প্রধান কার্যকারক তাঁহাদের বার্ষিক রিপোর্টে বিগত দাবাহাজার সময়ে টেলিফোন কর্পোরেশনের কার্যতৎপরতার কথা উল্লেখ করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

জয়েন্টস্টক কোম্পানী

১৯১৯—২০ সাল হইতে—১৯২৫—২৬

সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে যে সকল জয়েন্টস্টক কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ও মূলধনের পরিমাণ নিয়ে প্রদত্ত হইল :—

রেজিষ্টারীকৃত কোম্পানির সংখ্যা	মূলধন কোটি টাকা হিসাবে	
১৯১৯—২০	২৪৮	২৮১
১৯২০—২১	১০৩৯	১৪৮
১৯২১—২২	৭১৭	৮১
১৯২২—২৩	৪২৬	৩৪
১৯২৩—২৪	৪৩২	২৬
১৯২৪—২৫	৪১১	২১
১৯২৫—২৬	৪৭৩	৩০

রোমে নূতন সহর নির্মাণ।

ইতালীর রাষ্ট্রনেতা মুসোলিনি রোমের সর্বত্রই বিচিত্র সংস্কার সাধন পূর্বক মধ্য-যুগের রোমকে বর্তমান যুগের অভিনব

প্রদানে প্রয়াসী হইয়াছেন। সম্ভ্রতি তিনি এডেন্টাইন পাহাড়ে রোমক শিল্পীনিগের বাসের জন্ত ২০ হাজার বর্গ মীটার পরিমিত স্থানে একটি আদর্শ সহর নির্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই নূতন সহরে ছোট ছোট মনোরম আবাস ভবন সমূহ নির্মিত হইবে। প্রত্যেক শিল্পীকেই একটি বাড়ী, একটি দোকান জুয়াড়ির প্রদর্শন স্থান, এবং কারখানা গৃহ দেওয়া হইবে। কেবল স্বর্ণ ও রৌপ্য অলঙ্কার নির্মাতা, এবং কাঠের আসবাবপত্র ইত্যাদি ও কাচের জিনিস নির্মাতা শিল্পীগণই এই সকল বাড়ীতে বাস করিতে পারিবে। প্রধান মন্ত্রী এই কল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন।

চা

১৯২৫-২৬ সালে ভারতবর্ষে ৩৬ কোটি ৩৫ লক্ষ ৭ হাজার পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছিল, এতদ্ব্যতীত পূর্ব বৎসরের শেষে ৪৭ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড চা উদ্ভূত হইয়াছিল। একতমধ্যে ৩৩ কোটি ৮২ লক্ষ ১৫ হাজার পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানি হওয়ার বর্ষশেষে প্রায় ৪ কোটি ৭ লক্ষ পাউণ্ড অবশিষ্ট ছিল। বিদেশে ভারতীয় চায়ের রপ্তানি ক্রমশঃই বাড়িতেছে। ১৯২৫ সালে ৪৩৩৮ একর ভূমিতে চায়ের চাষ হইয়াছিল। এ দেশে যে সকল চা-বাগান আছে, তাহাদের মূলধন ৪৩ কোটি টাকার কম হইবে না, তন্মধ্যে এই দেশে রেজিষ্টারীকৃত কোম্পানি সমূহের মূলধন মোটামুটি প্রায় ১১ কোটি টাকা। সাধারণতঃ কোম্পানিসমূহ অংশীদারকে প্রচুর পরিমাণে লভ্যাংশ বিতরণ করিয়া

থাকে। অবশ্য সকল চা কোম্পানিই যে একই হারে লভ্যাংশ দিতে পারে, তাহা নহে। কোন কোন কোম্পানি শতকরা ১৫০ টাকা হইতে ৩০০ টাকা পর্যন্ত লভ্যাংশ দিয়া থাকে।

ম্যালেরিয়া

বাংলার শ্রামল সমতলক্ষেত্র ম্যালেরিয়ার লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এই রাক্ষসীর বিষম্বাসে বাংলার কত চিরানন্দময় পুষ্পাশ্রমিত পল্লীভবন অশানের তায় বিজ্ঞন ও ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, কে তাহা নির্ঘ করিবে। ম্যালেরিয়ার মহাবিষ জাতির অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে জাতির ধ্বংস সাধন করিতেছে। যদি অচিরে এদেশ হইতে ম্যালেরিয়ার বিষবৃক্ষ উন্মূলিত না হয়, তবে এই দেশে যে কি ভীষণ ধ্বংসলীলার অভিনয় হইবে, তাহা ভাবিতেও হৃদয় কম্পিত হয়। ইহা বঙ্গনা কিংবা ভাবুকতা নহে, বাস্তব-তত্ত্বের বাস্তব চিত্র সম্মুখে রাখিয়াই আমরা এ কথা বলিতেছি। জন্ম বিধু নামক এক জন লেখক ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে চেম্বার্স জার্নালে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিয়াছেন, ম্যালেরিয়া গ্রীক সভ্যতার বিনাশ সাধন করিয়াছে। গ্রীকগণ যখন উন্নতির সর্বোচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তখন গ্রীকবীর ও গ্রীক বণিকেরা যুদ্ধ, দেশজয় ও বাণিজ্য ব্যাপদেশে এসিয়া ও আফ্রিকার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিতেন। তাঁহারা ঐ সকল দেশ হইতে দাস দাসী কিনিয়া আনিতেন এবং নিজেরাও ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হইয়া দেশে প্রত্যাগমন

আর কেন? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

করিতেন। কালক্রমে মশককুল ম্যালেরিয়ার বীজ দেশের সর্বত্র বিস্তার করার ফলে আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই ম্যালেরিয়ার কবলে পতিত হইয়াছিল, একটি প্রাণীও ইহার প্রকোপ হইতে অব্যাহতি পায় নাই।

বর্তমান যুগেও ক্রিয়ায় মশক দমন ও ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বনের কথা হইয়াছিল, তাহা কার্যে পরিণত না হওয়ার ক্রম জাতি দিন দিন দুঃখ দুর্দশা ও অধঃপতনের অভল তলে নিমজ্জিত হইতেছে। ম্যালেরিয়ার ধ্বংস ক্রিয়া এক দিনে সম্পন্ন না হইলেও ইহার জায় দেহ-মন ক্ষয়কারী বিষ আর নাই।

এই মহাশত্রুকে বিতাড়িত করিবার জন্য আমাদের দেশে এ পর্যন্ত যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহাতে কোন ফল হয় নাই বলিলেও অত্যাধিক হয় না। জাতীয় চেষ্টার ফলে ম্যালেরিয়া ও পীতজ্বর ইটালি ও আমেরিকা হইতে নির্মূলিত হইয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত উপায় সমূহের প্রয়োগ দ্বারা পানামা খালের প্রমিক-গণ এই সকল ব্যাধির প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইয়াছে, বাংলার কোটি কোটি দরিদ্র নিরন্ন পল্লীবাসীকে ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর ভীষণ কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্যও এই সকল উপায় অবলম্বিত হইতে পারে।

সম্প্রতি বঙ্গীয় গভর্ণমেন্ট ম্যালেরিয়া নিবারণকল্পে পার্লিক হেলথ বিভাগে ৮০০০ টাকা দিয়াছেন। ইউনিয়ন বোর্ড সমূহের সহযোগে এই কার্য অকুণ্ঠিত হইবে। কিন্তু যে সকল স্থানে ইউনিয়ন বোর্ড নাই, তথায় তথায় স্বাস্থ্য সমিতি সমূহের নিকটে

টাকা অর্পিত হইবে। প্রত্যেক সমিতিতেই গভর্ণমেন্ট ৩০০ টাকা, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ২০০ টাকা এবং ইউনিয়ন বোর্ড ১০০ টাকা হিসাবে দিতেছেন। যেখানে ইউনিয়ন বোর্ড নাই, তথায় গভর্ণমেন্ট ১০০ টাকা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ৫০ টাকা ও গ্রামা স্বাস্থ্য সমিতি ৫০ টাকা দিবেন। পার্লিক হেলথ বিভাগ মিউনিসিপালিটির অন্তর্ভুক্ত স্থানসমূহে বিশেষ ভাবে প্রচার কার্য চালাইবার আয়োজন করিতেছেন। সম্প্রতি ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি সমূহের প্রতিষ্ঠার জন্য এই বিভাগ হইতে ককনগর মিউনিসিপালিটির কর্তৃপক্ষ হস্তে ১১০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। শুনা যায়, কোন কোন মিউনিসিপালিটি নিজেরই কার্যপদ্ধতি স্থির করিয়া লইবেন এবং তাহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য বজেটে প্রচুর টাকা বরাদ্দ করিবেন। ল্যান্ডার্স সহযোগে প্রদত্ত বক্তৃতা ও পল্লীবাসিগণের চিত্ত আকৃষ্ট করিতেছে। এই সকল বক্তৃতা আরো বিশেষ ভাবে প্রচারের জন্য স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে নিজব্যয়ে সিনেমা জর করা হইতেছে। অসমারস্ত ভাষায় ভবতু।

চট্টগ্রাম বিভাগের বয়ন শিল্প।

চট্টগ্রাম বিভাগের কোন জিলায় তাঁত সহযোগে বস্ত্রবয়নকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা কত, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

জিলা	পুরুষ	স্ত্রী	মোট লোক সংখ্যা
ত্রিপুরা	৩২০৩১	৩৮৪৭৩	৭০৫০৪
নোয়াখালি	২৮৬৪৬	২৭২২৪	৫৫৮৭০
চট্টগ্রাম	১৭৩৭০	১৮৫৭১	৩৫৯৩১

চট্টগ্রাম বিভাগের কুটীর শিল্প সমূহের মধ্যে বস্ত্রশিল্পই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। ত্রিপুরার ময়নামতীর ছিট ও লাড়ি, নোয়াখালীর গামছা, মশারির কাপড় প্রভৃতি এবং চট্টগ্রামের খন্দর ইত্যাদি সর্বত্রই বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে। বদেশী আন্দোলনের ফলে স্বত্বকর্তন ও বস্ত্র বয়ন শিল্প বহুল প্রসার লাভ করিয়াছে। অভয় আশ্রম, বাদিপ্রতিষ্ঠান ও প্রবর্তক সভা প্রভৃতির প্রেরণায় সহস্র সহস্র নরনারী স্বত্বকর্তন ও বস্ত্রবয়নে আত্মনিয়োগ করিয়াছে এবং প্রতি মাসে সহস্র সহস্র টাকা মূল্যের সূতা ও কাপড় বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু বস্ত্রশিল্পের আরও প্রকৃত পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক। চট্টগ্রাম বিভাগে বস্ত্রশিল্পের উৎকর্ষ সাধনের বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা ও পার্শ্ববর্তী চট্টগ্রামে প্রচুর পরিমাণ কার্পাসতুলা উৎপন্ন হয়। চট্টগ্রাম বিভাগের শিল্পীগণ অল্লায়াসে ও স্বল্পমূল্যে তুলা সংগ্রহ করিয়া স্বত্বকর্তন ও কর্তিত সূত্র সহযোগে বস্ত্র বয়ন করিয়া বস্ত্রশিল্পের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারে।

শিল্পশিক্ষার বৃদ্ধি।

ইংলণ্ডে কার্পাসবস্ত্ররঞ্জন ও সাবান নির্মাণ বিভাগ শিক্ষার জন্য গভর্ণমেন্ট যথাক্রমে শ্রীবৃদ্ধ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এস, সি এবং শিশির কুমার ঘোষ বি, এস, সি কে বৃত্তি দান করিয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেকে বার্ষিক ২০০ পাউণ্ড বৃত্তি ও ৪০ পাউণ্ড বোনাস্ পাইবেন। শিশির কুমারকে

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর হউন।

এতদ্ব্যতীত ৫০ পাউণ্ড প্রিমিয়ামও দেওয়া
হইবে।

অভয় আশ্রমে খন্দর।

শ্রীমদ্র—কুমিল্লা অভয় আশ্রমের
শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী ‘ফরওয়ার্ড’ পত্রে
লিখিয়াছেন যে, গত কাছাড়ারী হইতে
সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অভয় আশ্রমের অন্তর্গত
বহন কেন্দ্রসমূহে ১১১৭৭৯ টাকা মূল্যের
খন্দর প্রস্তুত হইয়াছে এবং এই কয় মাসে
২৪৬১৩ টাকা মূল্যের খন্দর বিক্রীত
হইয়াছে। অভয় আশ্রমের কর্মীগণ জিপুরা,
নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ও ঢাকা জেলার বিভিন্ন
স্থানে ৮টি খাদি নির্মাণ কেন্দ্র এবং বাংলার
১১টি জিলার ২১টি স্থানে বিক্রয়কেন্দ্র
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কলিকাতাস্থিত
আশ্রমের দোকানে মাসে গড়ে ৫০০
টাকার খন্দর বিক্রয় হইয়া থাকে।

সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত দুগ্ধ বিক্রয় সমিতি।

সমবায় সমিতি সমূহের ক্ষুদ্রপূর্ণ
রেজিষ্টার মিঃ ডনোভন ও বর্তমান
রেজিষ্টার কায় জে, এম, মিত্র বাহাদুর
একদিন বারাসতে গিয়াছিলেন। পথে
একগ্রামে তাঁহাদের একজন মুসলমানের
সহিত দেখা হইল। মুসলমানটির মুখে এক
ঘোরতর নৈরাশ্র ও নিকরসাহের ভাব
ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে তাঁহাদিগকে
বলিল যে, তাহাদের এক বিবাহ উপলক্ষে

গোয়ালারা দই দিতে অস্বীকার করায় তাহারা
গোয়ালাদিগকে বর্জন (boycot) করিয়াছে,
এবং নিজেরাই দুধের ব্যবসায় করিবার জন্ত
চেঁটা করিতেছে। কিন্তু তাহারা কিছুতেই
গোয়ালাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছে না।
তাহাদের কেবল কতিপয় হইতেছে, কিন্তু তবু
জিনের বশবর্তী হইয়া তাহারা তখনও দুধের
কারবার করিতেছে।

মিঃ ডনোভন ও মিত্র বাহাদুর ঐ
মুসলমানের কথা শুনিয়া কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে
মাঠের উপর দিয়া দুই মাইল পথ হাঁটিয়া
তাহার গ্রামে গেলেন। তাহারা ঐ গ্রামে
সমবায় পদ্ধতিতে দুগ্ধ বিক্রয়ের বন্দোবস্ত
করিবার উদ্দেশ্যে একটি সমবায় সমিতি গঠন
করিলেন, সমিতি রেজিষ্টারি হইল, কিন্তু
প্রথম অবস্থায় দিনে ১৫ কি ২০ সেরের বেশী
দুগ্ধ পাওয়া গেল না।

গোয়ালারা ইতিপূর্বে দুধের ব্যবসাতে
খুব লাভ করিত। তাহারা গরুর মালিকের
নিকট হইতে প্রতিমণ (৫০ সের) ৬০ টাকা
দরে অর্থাৎ প্রতিসের দুই আনা দরে কিনিত।
সমবায় সমিতি প্রতিমণ ৭০ টাকা কিনা
আরো বেশী মূল্যে কিনিতে লাগিল।
তারপর গোয়ালারা বাশের উপর আঁক
কাটিয়া যে হিসাব রাখিত, তাহাতেও গরুর
মালিকেরা খুবই প্রতারিত হইত। সমবায়
সমিতি পাসবহি রাখিবার প্রথা প্রবর্তিত
করিল। এইরূপে গরুর মালিকদের এবং
সমিতিরও বেশ লাভ হইতে লাগিল, আর
এই লাভ দিন দিনই বাড়িতে লাগিল।
গরুর মালিকেরা বিনা বজাটে পূর্বাণেকা
অধিক লাভ হইতেছে দেখিয়া সজ্জবক ভাবে
সমবায় সমিতি গঠন করিল। এইরূপে

গোয়ালাদিগকে বর্জন করিবার ফলে সমবায়
সমিতির সৃষ্টি হইল।

কালক্রমে অনেকগুলি দুগ্ধবিক্রয় সমিতির
সমবায়ে সম্মিলনীর (union) সৃষ্টি হইল।
প্রথমে সম্মিলনীর কতকটা কতি হইতেছিল।
কিন্তু সতর্কতা সহকারে কাজ করার ফলে
ক্রমে ক্রমে তাহাদের লাভ হইতে লাগিল।
১৯১২-২০ সালে সম্মিলনীর আয় ২১৭৩
টাকা পর্যন্ত হইল। ১৯২৪-২৫ সালে লাভের
পরিমাণ ২০১৪৬ টাকা হইল। ১৯১৭
সালের ৩০শে জুনের পূর্বে মাত্র ৪১০ টাকা
মূল্যের দুগ্ধ বিক্রয় হইয়াছিল। ১৯২৪-২৫
সালে সম্মিলনীর সদস্য সংখ্যা ২৪৬৮ ছিল এবং
প্রতিদিন ৩২মণ দুধের ঘোগাড় হইত।

সমবায় সমিতির প্রভাবে গোয়ালারা
বিতাড়িত হইয়াছে। ফলে গরুর মালিকেরাই
সমস্ত লাভ পাইতেছে। তাহাদের এতদিন
দুধের ব্যবসায়ের দিকে বড় একটা ঝোঁক
ছিল না। এখন তাহারা এই ব্যবসায় বেশ
লাভজনক দেখিয়া আরো বেশী গরু
রাখিতেছে। তাহাদের কয়েকজন মিলিয়া
পুনা হইতে মণ্টগোমারি বাঁড় আমদানি
করিয়াছে। অভিজ্ঞতার ফলে গরুর মালিকেরা
ইহাও বুঝিতে পারিয়াছে যে, গরুকে ভাল
খাওয়াইলে পরিণামে বেশ লাভই হয়।
সম্মিলনীর মূলধন ১৯২০-২১ সালে ৫০০৫৪
টাকা ছিল। ১৯২৪-২৫ সালে ৭৫৬৩৪
টাকা হইয়াছে। পরন্তু ১৯২৫ বহুবাজার
স্ট্রীটে সম্মিলনীর যে বাড়ী ও ঘরাদি আছে,
তাহার মূল্যও প্রায় ১২০০০০ টাকা
হইবে।

(২০শে নবেম্বর তারিখের মিউনিসিপাল
গেজেটে প্রকাশিত ডাঃ সুনন্দ্রীমোহন দাসের
লিখিত প্রবন্ধ হইতে সংকলিত।)

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাঁজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

ছাত্রের স্বাস্থ্য।

কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের একটি ছাত্র-মঙ্গল সমিতি আছে। সমিতি এবার ১৯০০ ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া জ্ঞাত হইয়াছেন যে, প্রত্যেক ৩ জন ছাত্রের মধ্যে দুই জনের স্বাস্থ্য খারাপ। এই সত্য তথ্যটি আমরা সকলেই জানি ও দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু ইহার প্রতিকারের দিকে আমরা সকলেই উদাসীন। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে বুঝি যে ছাত্রগণ অধিক অধ্যয়ন করিয়া বা আহারের অপ্রাচুর্য্যের জন্য যে এইরূপ দুর্বল এবং দুঃস্থ্যপ্রায় হইতেছে, তাহা নহে। নৈতিক অবনতিই যে ছাত্রগণের স্বাস্থ্যাবনতির একটি মূখ্য কারণ, তাহা সুনিশ্চিত। ক্রমাগত নাটক নভেল পড়িয়া, থিয়েটার ব্যায়কোপ দেখিয়া অধিকাংশ ছাত্রেরই চিত্ত কলুষিত হইয়াছে, এই শ্রেণীর ছাত্রগণেরই অবস্থা মন্দ। ইহার প্রতিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বা মিউনিসিপালিটির দ্বারা হইবার সম্ভাবনা কম। কারণ যে রোগে এই শ্রেণীর বালকগণ ভুগিয়াছে হইতেছে, তাহা চরিত্রের উন্নতি দ্বারা—সংযম দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে। ছেলে খায় পরে ভাল, আর ক্রমাগত যে শুধাইয়া যায়, ইহার মধ্যে অবশ্যই একটা শুভ কারণ বর্তমান। সেই কারণ বিদূরিত করিবার উপায় আত্মীয় স্বজনের দ্বারাই হইতে পারে। কুৎসিৎ পুস্তকাদি পাঠ, অসৎ সহবাস, উচ্ছিন্নতা পারিণাম এইগুলি অস্বীয়মতি—অপরিণামজনী বালকগণকে অসঙ্কোচে বুড়াইয়া দিয়া সংযমী হইবার জন্য শিক্ষা দিতে দিতে তবে তাহাদের স্বাস্থ্যোন্নতির আশা করা সম্ভব

হইবে, নচেৎ নহে। যে সকল বালক এখনও যৌবনোন্মুখ হয় নাই, তাহাদিগকে এখন হইতে সামলাইয়া বিলাসিতা বর্জিত ভাবে শিক্ষা দান এবং লালন পালন করিতে হইবে। যে সকল বালক গুরুগৃহে আধ্যাত্মিক ভাবে থাকিয়া বিত্তা শিক্ষা করিত, তাহাদের সামান্য আহায়ে আড়ম্বর শূন্য জীবনে কি সুন্দর স্বাস্থ্যের আদর্শই না দেখা যাইত। তেমন ছেলে এখন শত করা একজনও দেখা যায় না। অথচ সেই সকল বালকের মেধাশক্তি শারিরিক বলবীৰ্য্য কেমন করিয়া অক্ষয় থাকিত? শুধু সংযমের জন্য।

পাঁচবৎসরের বা তাহাপেকা কম বয়স হইতেই আমরা আহ্লাদ করিয়া ছেলেকে বাবু সাজাইয়া দিই, এসেল সাবান মাখাই, সৌধিন আমা জুতা পরাইয়া নবকার্ত্তিক করিয়া তুলি, তাহার পর ছেলে বড় হইয়া যখন বিলাসিতার পরিণাম কার্যগুলি আরম্ভ করিয়া দেয়, তখন কি আর সে বাগ মানে? ক্রমেই দেখা যায়, উঠতি বয়সে দিবা দুইপুট যুবক হইবে, না কোথার কঠাসার হইয়া যাইতেছে। ছেলের পেটে হজম হয় না, রাতে ভাল নিদ্রা হয়না, দশ হাত মোড়িলে হাঁপ লাগে, চক্ষু কোটর পড়, কিছুতে ঠেসান না দিয়া কোমর সোজা করিয়া বসিবার শক্তি হীন, কেহ কেহ দৃষ্টি শক্তিও হীন, পরিশ্রমে কাতর, ছেলে পড়া শুনা করিয়া পিতার সর্ব্বত্র ব্যয় করিয়া শেষে অকর্ম্ম হইয়া বসিয়া থাকে। অনেকেই জিহ্ব বৎসর অতিক্রম করিবার পূর্বেই প্রায় ভবলীলা সাজ করিয়া চলিয়া যায়।

এখানকার ছেলের অমনেকই ২ মাইল হাঁটিতে পারে না, দশ সের জিনিষ বহিয়া লইয়া যাইবার শক্তি নাই, অধিকাংশ ছেলের স্বত্বশক্তি এত দুর্বল যে, কেমন করিয়া তাহারা পরীক্ষায় পাশ হইয়া আইসে, তাবিধা আশ্চর্য্য হইতে হয়। সেকালের টোলের ছাত্রগণ যুদ্ধবোধ পানিনীর ভায় ব্যাকরণের ন্যায়ের, শ্রুতির সমস্ত শ্লোক ও ব্যাখ্যা অনর্গল মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারে। ইহা শুধু আড়ম্বরশূন্য জীবন এবং সংযমের ফল বই আর কিছুই নহে। সে কালের ন্যায় এখন আর আমরা ছেলের দিকে তেমন দৃষ্টি রাখি না—রাখিতে তুলিয়া গিয়াছি। ছেলে দিগকে বেওয়ারিশের ন্যায় স্বাধীনভাবে যথেষ্টচারী হইতে আমরা এক প্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছি বলিলে অত্যাক্তি হয় না। যেনে, হোটলে বোড়িংএ ছেলেরা থাকে, বখা ইচ্ছা যায়, বাহা ইচ্ছা তাহা খায়, কে তাহার খপরই বা রাখে?

অতিরিক্ত অধ্যয়ন করিয়া মাতুষ এমন ভাবে মরে, এমন কোন প্রমাণ নাই। তাহা হইলে টুলো ছাত্রগণ মহামহোপাধ্যায়াদি হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারিতেন না। তবে কেন এখনকার ছেলের এমন শোচনীয় অবস্থা হয়? এই প্রশ্নের এবং সংযমের অভাবে। কে এমন মহাপুরুষ আছেন, যিনি আমাদের ছেলেদিকে আবার সেই সেকালের প্রশ্রয় এবং সংযম শিক্ষা দিয়া রক্ষা করিয়া ধন হইতে পারেন? বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যেক বিভাগে নীতিশিক্ষা এবং স্বাস্থ্যশিক্ষার ব্যবস্থা করিলে অনেকটা মঙ্গল সাধন করিতে পারেন। মিউনিসিপালিটি হইতে কুৎসিৎ

ভোজনাগার সমূহে ছাত্রদের গতিবিধির সংকোচ করিয়া অনেক কিছু করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু আয় কমানের ভয়ে হয়তো ইহারা তেমন কিছু করিতে অগ্রসর হইবেন না।

দেশে সভা সমিতি ইত্যাদি অনেক আছে বটে, কিন্তু তাহার ভিতর কর্মী কৈ যে দেশের কাজ হইবে? এদেশের আগাগোড়াই ফাঁকির চাব আবাদ, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া পাশ্চাত্যের অনুকরণে উপরতী দেফাকা ছরস্ত রাখিলেই দেশের কাজ মিটিয়া গেল, নামও বাহির হইল, সেনিকেন্ড যে কিছু না হইল এমন নয়। ছেলেদের স্বাস্থ্য লইয়া আন্দোলন করিলে কি হইবে? প্রতিবাদের বোধ হয় উপায় নাই। যেহেতু এখনকার ছেলেকে উপদেশ দিয়া মাহুষ করা একটা অসাধ্য কাজের মধ্যেই গণ্য, এত নৈতিক অবনতিই ঘটিয়াছে। চায়ের আড্ডায় চা খাওয়া, রেষ্টুরে মাংস, চপ, কাটলেট্ গেলা অতি অনিষ্টকর, ইহা তাঁহাদের কর্তৃপক্ষগণ, দেশের ভাঙার কবিরাজগণ অনেক বুঝাইয়া বলিতেছেন, ছেলেরা তাহা ইংলিসাই উড়াইয় দেয়—দেশ যে মরণের দিকেই ছুটিয়াছে।

[গল্প]

ঝরাফুল ।

শ্রী অমিয়কুমার মিত্র ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর ।)

অমল দৌড়ে গিয়ে প্রথমেই টেনে তুললে বেচারী কোচম্যানকে। হুমড়ী খেয়ে পড়ায় তার সামনের দাঁতগুলি ভেঙে গেছে, আর অনর্গল ধারায় তাই থেকে রক্ত বরছে।

তারপরেই গাড়ীর দরজাটা খুলে সে উল্টেদিক বুলে—গাড়ীতে কে আছেন? চট করে নেমে পড়ন। অন্ধকার—গাড়ীর ভিতরটা ভাল দেখা যাচ্ছে না। সেই অস্পষ্ট আলোয় গাড়ীর ভিতর দৃষ্টি চালিয়ে অমলের মনে হ'ল, এক অভিজ্ঞতা নারী-মূর্তিকে কোনরকমে ধরে' এক বৃদ্ধ বসে আছেন। বাইরে দাঁড়িয়েও অমল বেশ বুঝতে পারলে ভয়ে সেই বৃদ্ধের দেহ বড়ো হাওয়ার দোলা শুকনো ঝাল পাতার মতই কাপছে।

অমলের সুউচ্চ আহ্বানে বৃদ্ধটি সেই নারী-মূর্তিকে ধরে কোনরকমে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লেন। অমল আকুল বাড়িয়ে তার বাড়ীর দরজাটা নির্দেশ করে বৃদ্ধের দিকে চেয়ে বললে—আপনারা ওইখানে দাঁড়ান, আপনাদের জিনিসগুলো নামিয়ে দি।

গাড়ীর মধ্যে যে জিনিসগুলি ছিল, অমল কিশোরসে সেগুলি নামিয়ে নিলে। কোচ-ম্যান ততক্ষণে আপনাকে একটু সামলে নিয়েছে। সে ঘোড়াটাকে তুলতে লাগলো।

বৃষ্টি তখনো প্রবল বেগে বরছে।

পরের দিনের সকাল বেলা।

দীপ্ত সূর্যালোকে চারদিক ঝলমল করছে। আকাশ নির্ঘেব—পশ্চিম দিগন্তের কোলের কাছে শুধু শুভ্র বলাকায় মত দু একটা মেঘের টুকরো ছড়ানো। গত তিনদিন ধরে অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টির ফলে রাস্তার চালু অংশে যে জল জমেছিল, প্রভাতের দীপ্ত সূর্যালোকে সেই জলরাশিকে দেখে মনে হচ্ছে যেন পাত্রভরা গলানো রূপা টলমল করছে।

দুই শুভ্র পালকের ওপর দেহভার এলিয়ে নীমিলিত নেত্রা একটি মেয়ে শুয়ে আছেন। মেয়েটি জেপে না নিজা যাচ্ছেন, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ পরে সেই ঘরের মোটা ভারী প্রদীপ সরিয়ে অমল ও আর একটি প্রোট ভল্ললোক ঘরে প্রবেশ করলেন। এই প্রোটটিই এই মেয়েটির পিতা। হঠাৎ অমলের বাড়ী এঁরা কেমন করে এলেন, সে কথা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

প্রোটটির নাম সুধীন বাবু। ইনি বিপ্লবীক। এই কল্যাণী ও একটি পুত্র ব্যতীত ইহার আর কেউ নাই। পুত্রটি কি এক কাজ শিখবার উদ্দেশ্যে বছর পাঁচ পূর্বে আশ্বানী রওনা হয়েছিল; সম্প্রতি কিছুদিন হ'ল সংবাদ পাওয়া গেছে, সে নাকি দেখানেই এক করাসী মহিলার পাণিগ্রহণ করেছে এবং মতঃপর স্থায়ী ভাবে সেখানেই বাস করবার সংকল্প করেছে। সুধীন বাবু হপলীতে থাকেন এবং সেখানকার স্থানীয় উকীল। মেয়েটি কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের বোলপুর-শান্তি নিকেতনে থেকে পড়া শুনা করে।

সম্প্রতি কি একটা ছুটি পাওয়ায় এঁরা কলকাতায় বেড়াতে এসেছিলেন।

সুধীন বাবু বস্তার শয্যার ওপর বসে তার মাথায় হাত রেখে মুহূর্তের ডাকলেন—বেণু মা! মেয়েটি চোখ মেলে। অর্ধ-হীন দৃষ্টিতে সে পিতার দিকে তাকালো। সে যেন বোধ-শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

কিছুক্ষণ পিতার দিকে তাকিয়ে একে একে সমস্ত কথা বেণুর মনে পড়ল। সে

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

বিছানা থেকে উঠতে গেল কিন্তু অত্যধিক দুর্বলতায় সে উঠতে পারলে না। মাথা ঘুরে বালিশের ওপর পড়েই হটাৎ সে সখিৎ হারালো।

স্থান বাবু ব্যস্ত হয়ে মেয়ের মাথাটি কোলের ওপর তুলে নিয়ে তাঁর চাদর দিয়ে মুছাত্তুরা মেয়েকে বাতাস করতে লাগলেন। অমল একটু অভিভূত হয়ে পড়ল—পরক্ষণেই জলের সন্ধানে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে

(২)

পদ্মনাথ চৌধুরী একজন তরুণ চিত্র-শিল্পী। বালীগঞ্জ অঞ্চলের এক ছবির মত সুন্দর বাগান বাড়ীতে সে বাস করে। ভারী সৌখীন ধরনের মানুষ। এখনও সে বিবাহ করেনি। দেশ ভ্রমণ করা তার একটা মনো নেশা। তার এট ২৩ বছরের জীবনের অধিকাংশ ভাগই সে ভ্রমণ করে কাটিয়েছে।

এই পদ্মনাথ অমলের বাল্য-বন্ধু।

বিকেলবেলা। অস্ত সূর্যের রক্তাভ-মাখানো ডুয়িং কমে এক দোলানো চেয়ারে বসে পদ্মনাথ উদাস সুরে বাঁশী বাজাচ্ছে। ঘরের একধারে একটা পিয়ানো। আর একধারে লেখবার জন্তে ১২টা খোপাওয়ালা একটা দামী টেবিল। সামনে প্রকাণ্ড একটা আয়না। আয়নার ঠিক সামনেই একটা খুব লম্বা ধরনের ইজি চেয়ার পাতা। ইজি চেয়ারের ডান ধারে একটা ছোট বুক সেক্স। কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথ, শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের রচনা দিয়ে সেলটি করা। আয়নার ঠিক সামনের দেয়ালে

মর্মর স্বপ্ন ভাজমহলের একটা সুপ্রকাণ্ড চিত্র ঝুলছে।

পদ্মনাথ আপন মনেই বাঁশী বাজিয়ে চলেছে, এমন সময় অমলের আগমন সংবাদ নিয়ে ভূত্যা এসে ঘরে প্রবেশ করলে। অমল পদ্মনাথের সর্ব-প্রিয় বন্ধু, সুতরাং অন্তর্জনের মত তাকে আর বাইরের অন্তর্জনের মত বাইরের অপেক্ষা-গৃহে অপেক্ষা করতে হ'ত না। ভূত্যা প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই পদ্মার আড়ালে-অমলের অমল আনন দেখা গেল।

(ক্রমশঃ)

Household Preparation.

গার্হস্থ্য প্রস্তুত প্রণালী।

আদার মোরকা।

যে সকল মোরকা নিরেট অর্থাৎ Solid জিনিষে প্রস্তুত হয় এবং অনেকদিন শিশি বা বোতলের মধ্যে রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহাকে ইংরাজীতে বলে মার্শেলড্। আদা, আনারস, আমলকী প্রভৃতির মোরকা এই প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত। আজ আমরা আদার মোরকা কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় তাহা বলিতেছি।

কি কি জিনিষের দরকার।

চিনির রস বা সীরাপ।

কাঁচা আদা	১১ সের
কালজামের কচিপাতা	১ ছটাক
পাথুরে চূণ	১ ছটাক
গোলাপ জল ওজনে	১ তোলা
ছোট এলাচ চূর্ণ ওজনে	১ আনা
কপূর ওজনে	আধ আনা
দারুচিনি চূর্ণ ওজনে	আধ আনা

এই গুলি প্রথমে ধোয়াড় করিয়া লইতে হইবে।

তাহার পর প্রথমে আদাগুলিকে চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া লইবে এবং একটা বাঁশের বাতার ছুঁচলো মুখদক কাটি প্রস্তুত করিয়া তাহা দ্বারা ঐ আদার চাকুতি গুলিকে ফুঁড়িয়া ফুঁড়িয়া তাহাদের গায়ে ছিদ্র করিয়া দিবে। উপরে যে পাথুরে চূণের কথা বলিয়াছি, সেই চূণ একটা মুক্তিকার মালসায় জল দিলে যখন সেই চূণ ফুটিয়া যাইবে, তাহাকে ছির ভাবে রাখিয়া দিলে জলীয় অংশ উপরে উঠিবে। তাহাতে কেলিয়া ৩৪ দিন রাখিয়া দিবে। তাহার পর আদার চাকুতিগুলি তাহা হইতে তুলিয়া লইয়া বারবার শীতল জলে ধোত করিয়া একেবারে চূণশূন্য করিয়া লইতে হইবে। তাহার পর কাচ কালজামের পাতা গুলিকে উত্তমরূপে ছেঁচিয়া বা বাটিয়া লইয়া পূর্বোক্ত আদার চাকুতি গুলির সহিত দুই দের জল দিয়া আওণে চড়াইয়া সিদ্ধ করিবে। উত্তমরূপ সিদ্ধ হইয়া যাইলে আদার কুচিগুলি ছাকিয়া তুলিয়া লইয়া পুনরায় শীতল জলে বারবার ধোত

আর কেন ? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

করিয়া লইতে হইবে, এবং জল
করিয়া ঘাইবার ভয় কিছুকণ রাখিয়া দিবে।

তাহার পর ১ তার বহু চিনির রস
প্রস্তুত করিয়া লইয়া গরম থাকিতে থাকিতে
আদার কুচিগুলি তাহাতে ঢালিয়া দিবে
এবং এইরূপ অবস্থায় সেদিন কোন পাত্রে
ঢাকা দিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। পরদিন
সেই চিনির রস হইতে আদা গুলি তুলিয়া
লইয়া শুষ্ক রসটাকে পুনরায় আগুনে
চড়াইবে এবং যখন কুটিতে থাকিবে,
তখন পুনরায় আদার কুচিগুলি ঐ
কুটিতে রসে ছাড়িয়া দিবে। ক্রমে
যখন দেখিবে যে, রস ঘন হইয়া আসিতেছে,
এবং পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যে আদার মধ্যে
রস প্রবেশ করিয়া মিষ্ট হইয়াছে, তখন আগুন
হটতে নামাইয়া একটু সামান্য ঠাণ্ডা হইলে
তাহাতে ছোট এলাচ চূর্ণ, দারুচিনিচূর্ণ এবং
কর্পূর দিয়া একবার কাচী দ্বারা নাড়া চাড়া
করিয়া দিয়া ঠাণ্ডা হইতে দিবে। বেশ ঠাণ্ডা
হইলে তাহার পর বোতলে কর্কষক
করিয়া রাখিয়া দিবে। ইহা অতি সুখরোচক,
পরিপাক শক্তি বর্দ্ধক, কৃধাকারক।

গরম থাকিতে থাকিতে যদি কোন
জিনিসে ঢাকা দেওয়া যায়, তাহা হইলে
অল্প দিনেই ভাপসে যায়, ইহা স্মরণ রাখা
উচিত।

সম্পাদক।

সংপ্রসঙ্গ।

লেখক—শ্রীপকানন সিংহ।

স্বষ্টিকর্তা জনস্বত্বকে সর্বোংশে পরিপূর্ণ
ও নিত্য প্রতিশীল রাখিবার জন্য বাহাকে

যে কার্যে নিয়োজিত রাখিয়াছেন, সেই
কর্মক্ষেত্রে তিতর সে অপরের অপেক্ষা
কোন মতেই উচ্চ বা নীচ নহে। বিশ্ব-
ব্যাপারে বিধি নির্ধারিত কার্য সম্পাদনে
মানুষও যন্ত্রপ উপযোগী, কীট পতঙ্গাদি ক্ষুদ্র
প্রাণী নিচরও তাহাদের নিজ নিজ সীমানার
ভিতর তুল্যরূপেই উপযোগী। মানুষ কিন্তু
সকল বস্তু বা প্রাণীকে তাহাদের আপন
গভীর বাহিরে টানিয়া আনিয়া নিজের
কৃত্রিম মানদণ্ডের দ্বারা বিচার করিতে
অভ্যস্ত; তাই যেখানে সেখানে ছোট্ট বড়
বিষয় প্রভেদ বাধাইয়া দেয়।

পিরামিড নিরুক্তমিতে অবস্থিত হইলেও
লোকে তাকে পিরামিড নামেই আখ্যাত
করিয়া থাকে; নিরুক্তমিতে অবস্থান হেতু
তাহার গৌরব নৃচক নামের কোনই বতায়
হয় না। বামন যদি হিমালয়ের সর্বোচ্চ
শিখরেও আরোহণ করে, তথাপি লোকচক্ষে
সে যে বামন, সেই বামনই থাকিয়া যায়।
বড় হইবার মত গুণ বাহার ভিতর আছে,
সে সকল প্রকার অবস্থাস্থের ভিতর
চিরকাল বড় থাকিবে কিন্তু বাহার ভিতর
সেগুণ নাই কোন প্রকার বাহ্য
পরিবর্তনের দ্বারা সে কখন বড়র পদবী
লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

শত্রুর ছিন্ন অশেষণ করিবার সত্তত
প্রয়াস অপেক্ষা বরং তোমার মিত্রকে
বিশেষ ভাবে চিনিবার চেষ্টা কর। বহু-
ক্ষেত্রে শত্রুর দ্বারা অনিষ্ট অপেক্ষা ইষ্টই
সাধিত হইয়া থাকে। শত্রুর সহিত
প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানব মাজেরই একদিকে যেমন
শক্তি সকারের আগ্রহ দেখা যায় অতদিকে
তেমন আত্মপক্ষে যে সমস্ত ত্রুটি বা গলদ
থাকে, সর্বদা সাবধানতা হেতু সে সমস্ত
সংশোধিত হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং

শত্রুও প্রকারান্তরে মিত্রতুল্য হিতকারী
হইয়া থাকায়। কিন্তু বিষকৃত পরোমুখ
বন্ধুর দ্বারাই লক্ষ লক্ষ নর নারীর সর্বনাশ
সাধিত হইয়া থাকে।

বিজ্ঞানের সাধারণ অর্থ কর্ম হইতে
বিরতি। কিন্তু প্রকৃত কাজেরলোক
বিজ্ঞানের অর্থ ভিন্ন ভাবে বুঝিয়া থাকেন;
তাহার নিকট এককার্য পরিহার পূর্বক
তদপেক্ষা লঘুতর কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ
করার নাম বিজ্ঞান। বাহাকে বেশীর ভাগ
দৈনিক জীবন করিতে হয়, অবসর সময়ে তিনি
মস্তিষ্ক পরিচালনার কার্যে চিত্ত নিয়োগ
করিবেন। নিত্য কর্ম হইতে বিরাম কালে
অতিক্রমিত বিজ্ঞান, সঙ্গীতবিজ্ঞান, অন্তর্বিধ
শিল্প বা সাহিত্যানুশীলনায় সময় অতিবাহিত
করা সম্ভব নহে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ
রাখা কর্তব্য যে, বিজ্ঞান সময়ের কার্য্য
লঘুতর এবং বিশিষ্টরূপে চিত্তাকর্ষক ও আনন্দ
দায়ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। বহু খ্যাতনামা
উচ্চপদস্থ পুরুষসিংহ দায়িত্ব পূর্ণ দৈনন্দিন
কর্তব্যের মধ্যে অবসর সময়ে কত লোক-
হিতকর কর্মের দ্বারা নিজেদের কীর্তিভূক্ত
প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

যখন একটা তারি রকমের বিপদ
আপত্তি হয়, তখন তাহার কাছে ছোট
খাট ছুঃখ ওলা যেন কোথায় অস্তিত্ব হইয়া
যায়। আমাদের অধিকাংশ ছুঃখই একান্ত
ভিত্তিহীন এবং বোধ হয় মনের অজুতা
বশতই আমরা সেই সকল ছুঃখকে হৃদয়ে
পোষণ করিতে থাকি। চেষ্টা করিয়া
সুখকর চিন্তার দ্বারা কুসংস্কারোৎপন্ন এই
সকল ছুঃখকে কি অন্তর হইতে দূরীভূত
করিতে পারা যায় না?

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর হউন!

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট

রুজভেল্টের একটি বাণী।

মানুষের কোন কার্যে উন্নতি লাভ সম্বন্ধে তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "Progress is accomplished by the man who does things, not by the man who talks about how things ought to be." উন্নতিকামী হইলে প্রকৃত যে মানুষ কাজ করে অর্থাৎ প্রকৃত কর্মী তাহারই সিদ্ধিলাভ অবশ্যস্বাভাবিক। আর যে লোক কেবল কাজ এই বাক্যে হওয়া উচিত ইত্যাদি বলিয়া কেবল কথাই পসরা লইয়া বেসাৎ করিয়া বেড়ায়, তাহার কখনও উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। এই শ্রেনীর লোক অবিলম্বেই লোকসমাজে গরপসার হইয়া পড়ে সুতরাং তেমন লোকের নিজের উন্নতির পথ তো সংকীর্ণ হইয়াই থাকে, অপিচ দেশের বা দেশের কাহারও সেই প্রকৃতির লোক দ্বারা হিতসাধন হওয়া সম্ভবও হইয়া উঠে না। কিন্তু পরিতাপ! আমাদের এই দেশে কাজ এইরূপ হওয়া উচিত, এইরূপ সমালোচকের এবং নাগকের সংখ্যাই বিস্তর। প্রকৃত কর্মী সেইজন্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই আমরা দেখিতে পাই যে এ দেশের কোন কাজও সুসম্পন্ন হয় না কেবল জল্পনা বল্পনা পরামর্শ প্রস্তাব আর সমর্থনেই সমস্ত অব্যবসায় ও সময় নষ্ট হইয়া যায়। কাজে কিছু হয় না। এই রোগগুলির প্রতিকার হইলে হয়তো দেশটার ভাল হইতে পারে।

নীতিবাক্য।

কঠিনী পুস্তিকা বাল্য পরহস্তঃ পতাং পতা।

ইতি নীতিবাক্যঃ কঠিনী (কলম) পুস্তিকা,

(পুঁথি পুস্তকাদি) আর বাল্য (জী)

এই তিনটি পরের হাতে গেলেই মাটা হুতরাং এই তিনটি যাতে পরের হাতে না পড়ে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ তজ্জন্ত সর্বদাই সতর্ক থাকিবেন।

"উৎসেগ কলহ কণ্ডুঃ সেবা মানেচ বর্জতে।"

চিন্তা, বিবাদ, আর চুলকান যতই করা যায়, ততই বাড়িয়া যায়। চিন্তার অন্ত নাই, বিবাদ যত করা যায় ততই ছুতন আকারে বাড়িয়াই যায়, আর চুলকানি হইলে যতই চুলকান যায়, তত চুলকাইতে ইচ্ছা করে। সুতরাং জোর করিয়াই এই তিনটি কর্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিবার চেষ্টা করিলেই আপদ চুকিয়া যায়।

অপকারেণু মায়াঃ চিন্তরেণু কদাচন।

অয়মেব পরিব্যক্তি কুল জাতা ইবক্ষম।

যে ব্যক্তি পরের অপকার করে, তাহার বিনাশের জন্য কোন উপায় চিন্তার আবশ্যক হয় না। সেই পরাপকারী ব্যক্তি নদী কুল জাত বৃক্ষের ভায় আপনিই পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়।

SOUND REASONING.

মূল্যবান যুক্তির

আবশ্যকতা।

ব্যবসায়ের উন্নতি করিবার জন্য অনেক কিছু উপাদানের আবশ্যক, তাহার মধ্যে সারবান যুক্তি একটি আকর্ষণীয় উপাদান। ভাল ক্যানভাসার বা দালাল এই দেশে তেমন নাই, সকলেই চাকরী চাকরী করিয়াই আকুল, এই স্বাধীন পন্থা অবলম্বনের জন্য কাহাকেও প্রয়াসী দেখা যায় না। এই ক্যানভাসিং শিক্ষা দিবার জন্য আমরা ১৯০৯ এবং ১০ সালে "কাজের লোকে" Art of Canvassing নামক প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা এবং ইহার গুঢ় রহস্যগুলি শিক্ষা দান করিয়াছিলাম। বেকারগণের তাহা পরম বন্ধু এবং সহায়ক। হুঃখের বিষয়, এদেশের শিক্ষাভিমানী যুবকগণ চাকরীর অভাবে দারুণ মনোকষ্ট ভোগ করিলেও বাজলা ভাষায় লিখিত বলিয়া পাঠও করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

কেনা বেচায় "Sound reasoning" সারবান যুক্তিবাদ একটা বড় আবশ্যকীয় উপকরণ।

একজন আমেরিকান ক্যানভাসার আমাকে বলিয়াছিলেন, সারবান যুক্তি দ্বারা ক্রেতাকে আকর্ষণ করা যায়। জিনিষ ভাল, দাম সুলভ সবই ভাল। কিন্তু বিক্রেতা বা Salesman এমন কতকগুলি অসার যুক্তি দেখাইয়া ক্রেতাকে বুঝাইতে লাগিলেন, যাহা দ্বারা ক্রেতা সংশয়াপন্ন হইয়া না ক্রয় করিয়াই প্রস্থান করিল। তিনি বলিয়াছিলেন "All men who are not idiots can be influenced by sound reasoning. Fools have no mind,

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

therefore there is nothing to be influenced. All others can be influenced by sound reasoning, there is no doubt of it" পাকা সারবান যুক্তি দ্বারা নির্কোষ ব্যক্তিত্ব সকলকেই আয়ত্বাধীন করা যায়। যাহারা নির্কোষ, তাহাদের মনই নাই, স্তব্ধতা তাহাদিগকে আয়ত্বাধীন করা যায় না। তাহা ব্যক্তিত্ব আর সকলকেই সারবান যুক্তি দ্বারা ক্রেতা করা যাইতে পারে, তাহাতে কোন সংশয়ই নাই।

আমাদের দেশে ক্যানভাসিং শিকার জন্ত কেন বেকার যুবকগণ অগ্রসর হইয়া অনায়াসে স্বাধীন জীবিকার পন্থা অবলম্বন করেন না? ব্যবসায় বাণিজ্যে মূলধনের অভাব বলিয়া অনেকে চাকরীর পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু চাকরীতো দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে, এদিকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াও ব্যবহারজীবীগণ কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, অনেক যুবক এই ক্যানভাসিং দ্বারা জীবিকা অর্জন করিতে পারেন, ইহাতে মূল ধনের আবশ্যক নাই, কার্যিক পরিশ্রম দ্বারা যেখানে সেখানে এই কার্য চলিতে পারে। ১৯০৯ এবং ১৯১০ সালের 'কাজেরলোক' হইতে এই কার্য শিক্ষা করিতে পারেন। লেখক এই কার্যদ্বারা যথেষ্ট উপার্জন করিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন। যাক, আমরা বলিতেছিলাম, সারবান যুক্তিবাদ প্রত্যেক ব্যবসায়ের প্রত্যেক বিজ্ঞাপনের একটা বড় আবশ্যকীয় বিষয়। বিজ্ঞাপনে Sound reasoning না দেখাইতে পারিলে দূরের ক্রেতাপণকে

হতবৃত্ত করা যায় না, দোকানের দ্বারারা "Saleman" বিক্রেতা, তাঁহারাও বিক্রয় দ্রব্য সম্বন্ধে সারবান যুক্তি দেখাইতে না পারিলে ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে পারেন। এই যুক্তি দেখাইবার শক্তি বিক্রয় দ্রব্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ না করিতে পারিলে সম্ভবপর হইতে পারে না। সেইজন্য যে জিনিস বিক্রয় করিতে হইবে, তাহার বস্তুগত গুণ, ব্যবহারের আবশ্যকতা এবং সুবিধা সম্বন্ধে যত অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়, ততই যুক্তি দেখাইবার সুবিধা হয়। এই যুক্তি দেখাইবার শক্তি যে ক্যানভাসার অর্জন করিতে পারেন, তিনিই অবিলম্বে উন্নতি করিতে পারেন এবং সর্বত্র সমাদৃত হইয়া থাকেন। আমার যুক্তি প্রদর্শনে এখন আর লোকে আস্থা স্থাপন করে না, ইহা অবশ্যই স্মরণ রাখা কর্তব্য।

টাকার মূল্য

১৮ পেন্সের কথা।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, টাকার মূল্য ১৮ পেন্স বাহাতে না নির্ধারিত হয়, তৎক্ষণাৎ অনেক আন্দোলন হইতেছিল এবং এখনও হইতেছে। আমাদের "কাজেরলোকে" ক্রেতাদারী সংখ্যার টাকার মূল্য ১৬ পেন্সের পরিবর্তে ১৮ পেন্স ধার্য হইলে এদেশের কৃষকগণের যে কিরূপ অনিষ্ট হইবে, তাহা পাঠ করিয়াছিলেন। সে দিন কাউন্সিলে গবর্ণমেন্টের পক্ষে ভোট অধিক হওয়ায় টাকার মূল্য ১৮ পেন্সই ধার্য হইয়া গিয়াছে।

হাডুডু খেলার

পুণরুত্থান।



বহুকাল পূর্বে হইতে বঙ্গ এমনি কি সমগ্র ভারতবর্ষেই এই খেলার প্রচলন ছিল, এবং অনেক স্থলে এখনও আছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের অনেক খেলা এদেশে প্রচলন হইয়াছে। যথা ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, প্রভৃতি। এই সকল খেলা বায় সাপেক্ষ, ইহার সাজসরঞ্জাম ক্রয় করিতে অনেক অর্থের আবশ্যক হয়, কিন্তু আমাদের সেকালের হাডুডু খেলায় কোন ব্যয়ই নাই বলিলে হয়। সামান্ত একটু সমতল ভূমিখণ্ড পাইলেই হাডুডু খেলা চলে এবং আপামর সাধারণে তাহাতে বোগ দিয়া শক্তি চর্চা এবং আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট খেলা অপেক্ষা শারিরীক শক্তি চর্চার উপাদানরূপে কোন অংশেই ইহা নিকটে প্রেণীর খেলা নহে, তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র, বরং ইহাতে খেলোয়াড়ের বিপদ কম। কিন্তু এই

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর হউন।

খেলার পল্লীগ্রামে ঘেরাপ প্রচলন ছিল, সহরে সেরূপ ছিল না। সম্প্রতি ইহা কলিকাতার স্তায় সহরেও আদৃত হইয়াছে দেখিয়া বাস্তবিক আমরা আনন্দ লাভ করিতেছি। এই বৎসর মার্চ মাসে কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্রতিদিন ৫টার সময় প্রতিদ্বন্দী খেলা হইতেছে এবং ফুটবল ও ক্রিকেট ইত্যাদি পাশ্চাত্য খেলায় ঘেরাপ লোক সমাগম ও দর্শকের সমাবেশ হইয়া থাকে, সেইরূপই জনতা হইতেছে। বর্তমান চন্দননগর, বালী, উত্তরপাড়া চুঁচড়া প্রভৃতি স্থানের খেলোয়াড়েরা এইখানে আসিয়া হাড়ডুডু খেলিয়া বাইতেছে। আমাদের এই জাতীয় খেলার পুনঃপ্রচলন এবং অধ্যক্ষানের জন্ত লোকের উৎসাহ এবং আনন্দ দেখিয়া বুঝা যায় যে, সহরবাসীগণ এই খেলার আদর করিতে অভ্যস্ত হইতেছেন। পূর্বে এই হাড়ডুডু খেলা বেশ সুনিয়ন্ত্রিত ছিল না, প্রতিদ্বন্দীগণ নানাপ্রকার অস্তায় করিত, কেহ কেহ তজ্জন্ত আহত হইতেন, উভয় পক্ষে বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া যাইত, মধ্যস্থ থাকিত না যে মিটাইয়া দেয়। সুনিয়ন্ত্রিত খেলার প্রচলন জন্ত আমরা বহুবাজার বঙ্গবাণী পাঠশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ, বি, এ, মহাশয়কে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। ইনিই এই খেলার উৎসাহদাতা, এবং কলিকাতা সহরে সুনিয়মিত ভাবে প্রচলনের প্রথম প্রবর্তক। বহুবাজারে বহুদিন হইতে বঙ্গবাণী পাঠশালা নামক একটি বিদ্যাপীঠ আছে। স্বর্গীয় চাকচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই পাঠশালার প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যাপক ছিলেন।

এই পাঠশালাটি আমাদের ছেলেদিগকে জাতীয়ভাবে ও জাতীয় প্রণালীতে শিক্ষা প্রদানের প্রতিষ্ঠান, সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত, শিল্প এবং কলাবিজ্ঞা চর্চার উৎসাহ দানই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। ইহার সহিত একটি ছাত্রসমিতি আছে, এই ছাত্রসমিতি হইতেই হাড়ডুডু খেলার প্রথম প্রচলন এবং উদ্ভাবন আরম্ভ হইয়া এক্ষণে সহরের নানা পল্লীতে ইহার প্রচলন হইয়াছে। নারায়ণ বাবু তাঁহার স্বর্গীয় পিতার স্মৃতি রক্ষার জন্ত একখানি মূল্যবান স্মৃতিফলক উৎসর্গ করিয়াছেন, এবং বঙ্গবাণী পাঠশালা সংশ্লিষ্ট ছাত্রসমিতি হইতে ৮ খানি রৌপ্য পদক দেওয়া হইয়া থাকে। প্রকাশ্য সভায় বহুজনতার সম্মুখে এই গৌরব জনক পুরস্কার বিতরিত হইয়া থাকে। বাহাতে সুনিয়মে পক্ষপাতশূন্য ভাবে খেলা হয় এবং তাহার সুবিধা হয়, তজ্জন্ত বঙ্গবাণী পাঠশালার অধ্যক্ষ নারায়ণ বাবু একখানি সচিব হাড়

ডুডু খেলার পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ছাত্র সমিতির নানা কার্যে সাহায্য পরামর্শ এবং উপদেশ প্রদানের জন্ত মজ্ঞনাসভা গঠিত হইয়াছে এবং তাহাতে কলিকাতা সহরের পশ্চিমাঞ্চল ব্যক্তিগণ নির্বাচিত হইয়া যোগদান করিয়াছেন। এখন হাড়ডুডু খেলার জন্ত রামগোপাল স্মৃতি ফলক, বটকুটে পাল স্মৃতি ফলক প্রভৃতি অনেকগুলি স্মৃতি-ফলকের প্রচলন হইয়া খেলোয়াড়গণের উৎসাহ বর্দ্ধন করা হইতেছে।

বিভাগলের ছাত্রগণের প্রত্যেক তিন জনের মধ্যে ২ জনের স্বাস্থ্য ভাল নয়। এই জাতীয় খেলার প্রচলনে ছাত্রগণের এবং দেশের ছেলেদের শারিরীক উন্নতি সাধন হইতে পারিবে এরূপ আশা করা যায়। খেলার নিয়মাবলী সম্বলিত সচিব পুস্তক “ছাত্র সমিতির” সভাপতির নিকট ১নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার হইতে পাওয়া যাইবে।



পূর্ব বৎসরের চাকচন্দ্র স্মৃতি ফলকের চিত্র।

আর কেন ? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

খড়গসিং বাহাদুরের উক্তি।

সংবাদপত্র পাঠকগণ বোধ হয় সকলেই কলিকাতার মিশনরীর মাড়য়ারী হত্যার বিষয় অবগত আছেন।

গত ২২ শে মার্চ হীরালাল আগরওয়ালার হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত খড়গসিং বাহাদুর হাইকোর্টের সেনন বিচারপতির সম্মুখে নিম্নলিখিত প্রকার উক্তি করিয়াছে,—

“যুক্তপ্রদেশের দেৱাছন সহরে এক গুর্খা পরিবারে আমার জন্ম হয়। তথায় আমি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমি ইন্টার মিডিয়েট কমান্ড পরীক্ষায় প্রথম হই; গত বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমি বি, কম পরীক্ষায় প্রথম হইয়া উপাধি লাভ করিয়াছি।

আমি কলিকাতাস্থিত গুর্খা এসোসিয়েশনের অণারারী সেক্রেটারী ছিলাম, এই হত্যা কার্য দ্বারা আমি সর্বসাধারণের সমক্ষে মাতৃ জাতির প্রতি আমাদের কি কর্তব্য তাহা বলিবার সুযোগ পাইয়াছি।

বীভৎস কাহিনী

রাজকুমারীসম্পর্কিত ঘটনা যখন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইল, তখন গুর্খা সমিতির সেক্রেটারী স্বরূপ আমি তৎসম্বন্ধে অস্থগ্ধান করি। আমি বালিকার নিকট হইতে ক্রমশঃ যে বীভৎস, শোচনীয় লজ্জাজনক ও ভীষণ কাহিনী শুনিলাম, তাহাতে এখনও আমি ঘুমের মধ্যে চমকিয়া উঠি—আত্ম-সংবরণ করা আমার পক্ষে কঠিন হয়।

ধনী দুর্বৃত্তের দল

সর্বসাধারণের অবগতির নিমিত্ত আমি এই মাত্র প্রকাশ করিতেছি যে, কলিকাতা ও অপরস্থলে একদল ধনী দুর্বৃত্ত লোক আছে। সমাজে তাহারা উচ্চস্থানে, তাহারা সকলের সম্মান পায়; কেহ তাহাদিগকে সম্মেহ করে না,—তাহারা এই হীরালালের সহকারী, আমরা তাহাদিগকে ভালরূপে জানি। শীঘ্রই এমনদিন আসিবে, যখন আমাদের সম্মুখদায়ের প্রতিহিংসা তাহাদের উপর প্রচণ্ড বেগে পতিত হইবে। তখন তাহাদের নাম সকলে জানিতে পারিবে।

কেন হত্যা করিলাম

(১) বালিকা রাজকুমারীকে বল-পূর্বক অপহরণ ও তাহার উপর অত্যাচার (২) বালিকার সহিত আমার দূর জাতাভগ্নী সম্বন্ধ,—বিশেষতঃ নেপালের রাজবংশের সহিত বালিকার সম্বন্ধ—(৩) হীরালালের প্রকাশ্যভাবে নেপালীদিগকে নিন্দাবাদ। প্রধানতঃ এই তিন কারণে আমি হীরালালকে হত্যা করিয়াছি। হীরালাল মনে করিয়াছিল অর্থের প্রভাবে সে রক্ষা পাইবে। কিন্তু তাহা হইল না। অর্থ অনেক পাপ ঢাকিয়া রাবিত্তে পারে, কিন্তু জীবন রক্ষা করিতে পারে না।

রাজকুমারীকে রোগশয্যায় যত্নপায় কাতর অবস্থায় দেখিয়া আমি ব্যথিত হইয়া ছিলাম। আমি তাহাকে ঔষধ, পথ্য ও সান্তনা দিয়াছিলাম।

হীরালালের মিথ্যা উক্তি

হীরালাল বলিয়াছে, আমি তাহার নিকট একলাখ টাকা চাহিয়াছিলাম। একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমার নামে কলক প্রচার করিবার জন্তই সে এই মিথ্যা কথা বলিয়াছে আমি হীরালালের বাড়ী জানি না; তাহাকে ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে হত্যা করিবার পূর্বে কখনও দেখি নাই।

নৈতিক কর্তব্য

হীরালালকে হত্যা করিয়া আমি নৈতিক ও সামাজিক কর্তব্য পালন করিয়াছি। দুঃস্থের দমনই যে রাজবিধির উদ্দেশ্য, আমি তাহার সহায়তা করিয়াছি। নারীর মর্যাদা ও সতীত্ব রক্ষা যদি ধর্মাত্মগত ও বিধিসম্মত হয়, তবে আমি অগ্রায় কিছুই করি নাই। আমি সমাজকে জানাইয়া দিলাম, এই জায়-বান ইংরাজ রাজত্বে, এত বড় সত্য সমাজ, সুবহু নগরীর মধ্যে কি ঘণিত পাপ অস্তিত্ব হইতেছে। বাহারা জায়, ধর্ম, শান্তি ও সুশাসনের গর্ভ করেন, তাহাদের চক্ষু উন্মীলিত হউক।

মৃত্যুদণ্ডে ভয় নাই

যদি আপনারা মনে করেন, আমার মাতা ভগ্নীর সম্মান রক্ষা করায় আমার অপরাধ হইয়াছে, যদি আপনারা মনে করেন নারী জাতিকে নিগৃহীতা লাঞ্ছিতা ও অপমানিতা দেখিয়া আমার নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকাই শ্রেয়ঃ ছিল,—যদি আপনারা মনে করেন, নারীর অবমাননাকারী হীরালাল অপেক্ষা নারীর রক্ষাকারী আমি সমাজে থাকিবার অধিকতর উপযুক্ত নহি—যদি

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

আপনারা মনে করেন, একটি নারী নিগ্রহ-কারী দুর্ভাগ্য ধরা পৃষ্ঠ হইতে বিচুরিত করিয়া আমি সমাজের উপকার করি নাই—তবে আমি নির্ভয়ে যত্নাদও গ্রহণ করিবার জন্ত প্রস্তুত হইলাম। আমি সেই দিনের অপেক্ষায় আছি,—যেদিন আমি স্বর্গে বাইয়া প্রার্থনা করিব, 'হে ভগবান, পৃথিবীতে এমন রাজার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা কর, যেন তাহাতে নারীর সমতত্ত্ব পুরুষে রক্ষা করে—যেন নারী মহাশক্তির অংশ স্বরূপ দেবীজ্ঞানে পূজিত—আর পাপিষ্ঠ দুর্ভাগ্যেরা ভয়ে নিরস্তর কম্পমান হয়।

হাইকোর্টের বিচারে খড়্গা সিংহ বাহাদুরের ৮ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। আইনের চক্ষে তাহার দণ্ড হউক, কিন্তু খড়্গা সিংহের শিক্ষা প্রকৃতই তাহাকে মনুষ্যত্ব লাভে সমর্থ করিয়াছে। বাঙ্গলার নানাস্থানে প্রতিদিনই দুর্বৃত্তগণের হাতে মাতৃস্বরূপিনী নারীগণের লাঞ্ছনা হইতেছে।

বাঙ্গলার গবাদি পশুর দুর্দশা।

বাঙ্গলার গবাদি পশুর অতিশয় দুর্দশা, বাঙ্গলার গো-চারণের মাঠ নাই—গ্রামে গ্রামে খোঁয়াড়, খোঁয়াড়ের রক্ষকগণ কারণেই হউক বা বিনা কারণেই হউক, গরু ধরিয়া আনিলে এক আনা করিয়া পয়সা দেয়, সেই লোভে নিম্ন শ্রেণীর লোকের গরু ধরিয়া খোঁয়াড়ে আনিয়া দেওয়া একটা ব্যবসার মধ্যে দাঁড়াইয়া পড়াইয়াছে। কলে প্রত্যেক গরু খোঁয়াড়ে

আসিলেই গৃহস্থকে পাঁচ জনা পয়সা লাগে, গরীব গৃহস্থ ভয়ে গরু ছাড়িতে পারে না অথচ গোচারণের মাঠ না থাকায় গরু মাঠেও খাইতে পায় না। এই গ্রীষ্মকালে মাঠের সমস্ত তৃণাদি শুক হইয়া যায়, খাল, বিল, পুকুর জলশূন্য, খড়ের কাহন ২০-২২ টাক, গৃহস্থ ঘরে গরুকে বসাইয়া খাওয়াইতে পারে না। কাজেই গরুগুলি কড়ালসার হইয়া যায়। বাঙ্গলার কৃষির উন্নতি এই গরুর উপর নির্ভর করে, সেই গরু গাড়ীর এই দুর্দশা নিত্য। মাঠে কসল বুনিলে গরু তখন মাঠেও খাইতে পায় না। লোকে পতিত ভাঙ্গা ডহর কাটাইয়া জমী করিয়া গো-চারণের মাঠ আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে—কিন্তু এত করিয়াও মাল্লের পেট ও ধনাকান্দা পরিপূর্ণ হইতেছে না।

দুর্ভিক্ষ পীড়িত, অনাহারক্লিষ্ট গরুগুলি এইরূপেই অকালে ভবলীলা সাজ করিতেছে ওদিকে গো-বধও নিত্য বর্দ্ধিত হইতেছে।

ভারতের নানা স্থানে রাজকীয় কৃষি কমিশন দেশের কৃষি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন, তাহারা গোচারণের মাঠ এবং গবাদি পশুর দুর্দশা সম্বন্ধে অবহিত হইয়া কিছু করিয়া যাইলে কমিশনের উদ্দেশ্য সার্থক হইবে। বর্তমান, বাকুড়া বীরভূম প্রভৃতি জেলার এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে বৎসরের সকল সময়েই গরু বাছুরের দুর্দশার সীমা থাকে না। এই কীর্ণ দুর্ভিক্ষ অর্ন্তভুক্ত গরু দ্বারা কৃষির যে কোন উন্নতিই সাধিত হইতে পারে না তাহা প্রাধান্যযোগ্য। প্রত্যেক গ্রামে কিছু কিছু পতিত জমী গরু চরাইবার জন্ত সর্বসম্মত ব্যবস্থা করিয়া দিলে কৃষির

প্রধান আবশ্যকীয় গরুগুলি রক্ষা পাইতে পারে। দেশের নেতাগণ কাউন্সিলের যেশ্বরগণ এই নিরীহ গো জাতীর রক্ষা কল্পে মনোযোগ প্রদান করিলে দেশ ধন্য হয়। কে এমন মহাপুরুষ আছেন যিনি এই মহৎ কার্যের জন্ত অগ্রগী হইয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিবেন?

গ্রামের জিনিষ রপ্তানী হইয়া বাহির হইয়া যাইলে তাহা দ্বারা গ্রামের স্বাধীনতা নষ্ট হইবারই কথা। গ্রামের বাহাদুরের অবস্থা ভাল, তেমন দশজনের মূলধন একত্র করিয়া সমবায় প্রতিষ্ঠান করিলে গ্রামের অভাবের সময় সঞ্চিত ধান বিচালী দ্বারা গ্রামেরই উপকার হইতে পারে, ইহা পল্লীবাসী জানে না—সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ইহার জন্ত ছাত্রাভিযান প্রদর্শন দ্বারা সমবায়ের হিতকারিতা সম্বন্ধে প্রচার কার্য হইলে সমূহ উপকার সাধিত হইতে পারে। কৃষকগণ তাহা হইলে বুঝিতে পারে। গ্রামে গ্রামে মাড়োয়ারী মহাজনগণের লোকজন আড়তদারগণের দালালগণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া গ্রামের শস্তাদি আহরণ করিয়া বিদেশে চালান করিয়া দেয়, কোন গ্রামেই পর্যাপ্ত কিছু থাকে না। এইরূপে কৃষক এবং তাহার গরু অনাহারে অর্ন্তভুক্ত অবস্থায় আস্তে আস্তে মৃত্যুতে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। গরুর প্রধান খাদ্য বিচালী—খড়। গ্রামের বিচালী গ্রামে থাকিলে তাহা দ্বারা গরুগুলি কোন প্রকারে বাঁচিতে পারে, কিন্তু তাহা হইতে পায় না। প্রত্যেক গ্রাম হইতে ধান বাড়াইয়ের পর বিচালী খড় রেলযোগে নানাস্থানে রপ্তানী হইয়া চলিয়া যায়। এদেশের কৃষকের মত দুর্দশা অন্য কোন দেশেই নাই।

পুরাতন “কাজের লোক” শেব হইতে চলিল, তৎপর লউন।

নূতন হোমিওপ্যাথিক মাসিক।

কলিকাতা বরাহনগর ৮নং ভিক্টোরিয়া
রোড, হোমিওপ্যাথিক সার্ভিং সোসাইটি
(ইণ্ডিয়া) হইতে "হোমিওপ্যাথি পরিচারক"
নামে একখানি সম্পূর্ণ অভিনব প্রকারের
হোমিওপ্যাথিক মাসিকপত্র বাহির হইতেছে,
আমরা তাহার অগ্রদূত পত্র পাইয়াছি।
ইহাতে হোমিওপ্যাথির ইতিহাস, সরল
অর্গানন্ ব্যাখ্যা, মেটরিয়াম মেটিকা, কেমন
করিয়া তাহা পাঠ করিতে হয়, চিকিৎসা

বিজ্ঞান, প্রাচীন পীড়াত্ত্ব প্রভৃতি অসংখ্য
জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ থাকিবে। প্রকাশকগণ,
বলিতেছেন, এরূপ হোমিওপ্যাথিক মাসিক
পত্র ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই।
ডাঃ আর, সি, নাগ রেগুলার হোমিওপ্যাথিক
কলেজের প্রিন্সিপাল সম্পাদকত্বের ভার গ্রহণ
করিয়াছেন। ষাঠার চৈত্র মাসেই গ্রাহক
হইবেন, তাহার ৩ টাকা স্থলে ২।০ টাকায়
পাইবেন।

শ্রেষ্ঠ বলশালী।

হারমান কাল গর্ভার নামক এক
বলশালী যুবক সস্ত্রতি লওনে আসিয়াছেন।

তাঁহাকে যিনি পরাভব করিতে পারিবেন,
তাঁহাকে তিনি এক হাজার পাউণ্ড দিবেন
বলিয়া সংবাদপত্রে প্রচার করিয়াছেন।
তিনি সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া একটি পুল
(Gangway) কে কাঁধে করিয়া তুলিয়া
ধরিতে পারেন, আবার ঐ পুলের উপর দিয়া
৭ জন লোককে চাপাইয়া একটি মোটরকার
(সর্বমুদ্র ওজন ২। টন বা ৬৭ মণ) চলিয়া
যাইবার কালীন তিনি উহা মাথায় ধরিয়া
রাখেন। এইরূপ আশ্চর্য্য ক্রমতার পরিচয়
এ পর্যন্ত আর কেহই দেখায় নাই।

বিনা মূল্যে

যদি নীরোগ জীবন যাপন করিতে চান,
তবে অর্ড আনার ট্যাম্প সহ আবেদন করিয়া
উপদংশ খোস পাঁচড়া কতাদির প্রতিকার
লাভ করুন। ইহাদের সকল প্রকার রোগ
নিবারণে সাহায্য পাইবেন।

ডাঃ কে, চক্রবর্তী।

সংসদ পোঃ, পাবনা।

ভীমনাগ

বড়বাজার শাখা

ফোন নং ২১৭৫

প্রসিদ্ধ সন্দেশ বিক্রেতা

৩নং ওয়েলিংটন স্ট্রীট কলিকাতা।

ভবানীপুর শাখা

ফোন নং সাউথ ১১৫৫

বিবাহে, বৃহৎ ভোজ কাজে, তথ্যে ভীম নাগের সন্দেশ না দিলে অজ হীন হয়, ইহা
সহরে মফঃস্বলে কে না জানে? নূতন কথা নয়। অর্ডার পাইবামাত্র যত বড় অর্ডারই
হউক, তৎক্ষণাৎ সরবরাহ করা যায়।
ফোন নং বড়বাজার ১৪৬৫

কাজের লোক আফিস।

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৪।এ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, নিউ সরস্বতী থ্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

খোকসিনা অদ্বিতীয় বৈদ্যাতিক বেদনানাশক মালিস

• • • যে কোন প্রকারের বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক “খোকসিনা” ২৪ ঘণ্টা মালিস করিলেই অসহ্য ব্যথা বিদূরিত হইবে। কটবাত, বাতের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য দুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

করু পাইবেন না

ইহা হারী কলপ্রদ। সজিত শোশিটকে জলীয় বর্ণবিশুদ্ধ আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আত্ম কলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ১০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ভি; পি বস্ত্র। সর্বত্র এজেন্ট চাই।

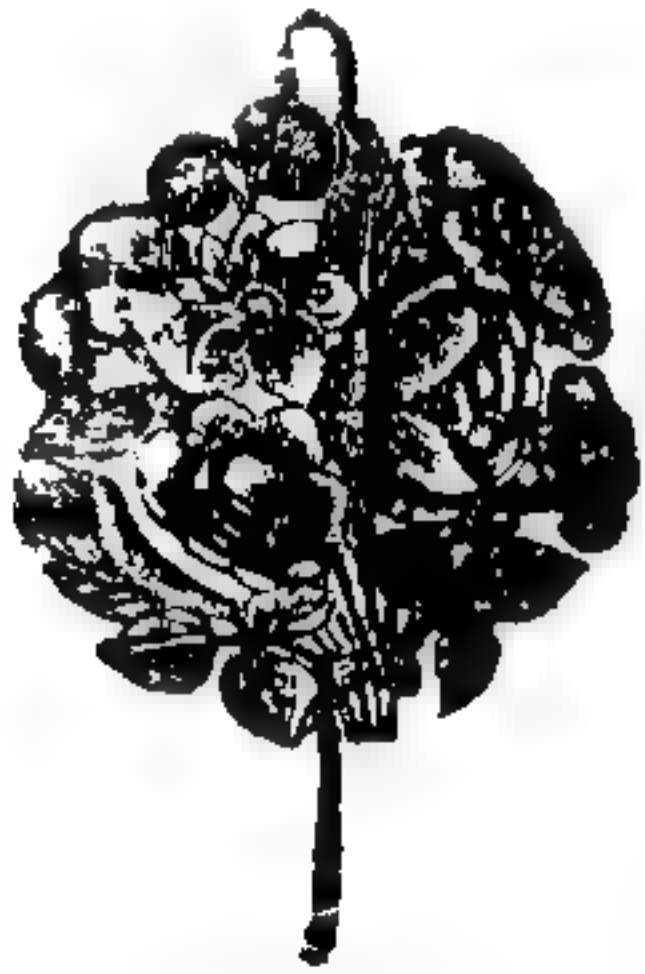
এস, পি, চাটার্জী এণ্ড সন্স,

কলিকাতা আফিস—

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার

খোকসিনা কার্যালয় এবং

টোল—পলসী, জেলা বর্ধমান।



ঘোষ এণ্ড সন্স, জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চসমা বিক্রেতা,

কলিকাতা নং ২০২৭।

১৬১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, হেড্‌ আফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হ্যারিসন রোড।

মিনি সোনার প্রস্তুত চিকনী, চেন, পার্শী ও ইহরী মাকড়ী, কানকুল, নাককুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যৌতুকাদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর বর্ণা “বন্দে মাতরম্” “সুখে থাক ইত্যাদি লেখা ড্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম রুক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চসমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীর ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাঠিবেন।

ডাক্তার চৌধুরীর

সর্ব প্রকার চক্ষু রোগের মহৌষধ।

আইরিণ।

চক্ষু পীড়িত কিনা এই ঔষধ এক ফোটা চক্ষে দিলেই তাহা সুস্থিতে পারা যায়। যদি ঔষধ চক্ষে ধরে, তবেই চক্ষু পীড়িত। না ধরিলেই সুস্থ। এই ঔষধ বারমাস চক্ষে দিলে, চক্ষু ভাল থাকে, চশমার আবশ্যক হয় না। চক্ষু লাগ হওয়া, পিচুটি-পড়া, জলপড়া, চুলকান চক্ষু আটিয়া থাকা, বেদনা প্রভৃতি চক্ষের তরুণ পীড়া ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য হয়। ছানি, ফুলি, ঝা, কমদেখা, দূরদৃষ্টি কম হওয়া, ব্রাতকানা প্রভৃতি পুরাতন পীড়া শীঘ্র ভাল হয়। বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয়।

এরাকট।

ফলেশ জাত, বিত্ত ও টাটকা, শিশু ও রোগীর উত্তম বলকারক পথ্য, মূল্য প্রতি কোটা তিন আনা।

ডাঃ বি, কে, চৌধুরী এণ্ড সন্স। বাসন্তী ডিসপেন্সারী, হিমাইতপুর, পাবনা।



ডঃ এইচ, এল. বাটলিওয়ালার সন্মুখ কোং লিঃ

Use Batliwalla's Ague Mixture Freely On Kala-Azar, Malaria Influenza, and Jungle Fevers &c.,

কালাজ্বরে বাটলিওয়ালার এগু মিক্চার ব্যবহার করিবেন ।

বাটলিওয়ালার "এগু মিক্চার"—ইনফ্লুয়েন্সা, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য জ্বরের জন্য ।

বাটলিওয়ালার "এগু পিলস"—ইনফ্লুয়েন্সা, ম্যালেরিয়া এবং সর্দির জন্য ।

বাটলিওয়ালার "বাল অম্ল"—হৃদয়, শ্বাসনালী ও ক্রুর পিত্ত এবং শীর্ণকার ব্যক্তি লোকসমূহের জন্য ।

বাটলিওয়ালার (কিওর অম্ল) "বাল"—মাথাব্যথা, সর্দি, গলাব্যথা, জ্বর, কটকট এবং বৃক্কের বেদনার জন্য ।

বাটলিওয়ালার "ডায়েরিয়া (কলেরা) মিক্চার"—ওলাউরা, উদরাময় ও বমি প্রভৃতি রোগের জন্য ।

বাটলিওয়ালার "আলগ কুইনাইন ট্যাবলেট"—১ গ্রেন ও ২ গ্রেন ওষুধের বড় ১০০ টি, প্রতি পিল ।

বাটলিওয়ালার "টনিক পিলস"—বিষম সুখাবস্থা বিশিষ্ট, স্নায়বিক ঘোরলম্বুত ও রক্তহীন লোকের

বাটলিওয়ালার "ইথ পাউডার"—শীতলকালে শ্বাসনালীতে পরিষ্কার ও শুষ্ক করে ।

Tele. Address—Cawashapur,
Bombay.

সাধানি রোড,
Agents wanted everywhere.

কাডেল রোড, পোঃ
বোম্বাই ১৪নং

সূর্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক ।

২৯ নং ক্যানিং স্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা ।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য বাবতীর ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত পুস্তক ও
বাংলা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি । ভবিষ্যৎ নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব,
মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট
পরিমাণে পাওয়া যায় ।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীগণকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া
থাকি, সাধারণ ক্রেতাপণকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয় । পত্র লিখিলে
পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে প্যাকে পাঠান যায় । নাম ও ঠিকানা
স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন ।

দেখুন!

অতি স্বল্পে আমরা বাত্মা ও
বিদ্যেটারের পরচুলা ঠাকুরদের চামর
এবং অন্যান্য নানাপ্রকার জিনিষ বাহা
আপনার আবশ্যক জানাইলে
পাঠাইয়া দিতে পারি অনুসন্ধান করুন।

এস পি চাট্‌জী এণ্ড সন্স,
২নং বাক্সেজ দস্তের লেন,
C/o Manager,
"Businessman."



প্রত্যেক দূরশীকে

অবশ্যই তাবিতে হইবে, যে বিত্ত উৎস না হইলে চিকিৎসাকাব্য সফল
হয় না। আমাদের সমস্ত উৎস বিত্ত — টাটকা, আমেরিকার এসিড এবং
প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাকেনের নিকট হইতে আনীত। ব্যাভনামা
ডাক্তার ইউনান এর, ডি; ; মে, এন, বোর এর ডি, প্রভৃতি এসিড
চিকিৎসকগণ আমাদের উৎসের বিত্ততার জন্যই আমাদের উৎস
ব্যবহা করেন। সুলভে পরমা বাচি ত পারে, কিন্তু যোগী বাচে না—
এইটাই তঃঃ আমাদের বাসারটিংচার ১০; ১—১২ প্রতি ড্রাম ১০,
৩০ ড্রাম পর্যন্ত ১০। মূল্যতালিকা নিম্নলিখিত পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কমিউন,

৩০ নং হ্যাট্‌সন রোড, কলকাতা টিট এংলন, ডাকঃ—৪৪ নং কয়েলেনলি টিট, কলিকাতা।

(Published Annually)

THE

London Directory

with provincial & foreign Sections,
enables traders to communicate direct with

MANUFACTURERS & DEALERS

in London and in the Provincial Towns and Industrial Centres of the United
Kingdom and the Continent of Europe. The names, addresses and other
details are classified under more than 2,000 trade headings, including

EXPORT MERCHANTS

with detailed particulars of the Goods shipped and the Colonial and Foreign
Markets supplied;

STEAMSHIP LINES

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate
Sailings.

One-inch BUSINESS CARDS of Firms desiring to extend their connections,
or Trade Cards of

DEALERS SEEKING AGENCIES

can be printed at a cost of £ 1. 10. 0. for each trade heading under which
they are inserted. Larger advertisements from £2 to £16.

A copy of the directory will be sent by parcel post for £2 nett cash with
order.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,

25, Abchurch Lane, London, E. C. 4

ENGLAND.

Business established in 1814.

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertake
for all British and Continental goods
including Books and Stationery,
Boots, Shoes and Leather,
Chemicals and Druggists' Sundries,
China, Earthenware and Glassware,
Cycles, Motor Cars and Accessories,
Drapery, Millinery and piece Goods,
Fancy Goods and perfumery,
Hardware, Machinery and Metals,
Jewellery, Plate and Watches,
Photographic and Optical Goods,
Provisions and Ollmen's Stores,
etc., etc.

Commission 2½% to 5%.

Trade discounts allowed.

Special Quotations on Demand.

Sample Cases from £10 upwards.

Consignments of Produce sold on A

WILLIAM WILSON & SONS

(Established 1844)

15, Abchurch Lane, London.

Everything of Music.

সর্বপ্রকার সঙ্গীত যন্ত্রের বিপুল সমাবেশ ! হারমোনিয়ম, ফ্লুট, বাঁদী, এসবাজ, ক্রানেট, বেয়ালা এবং সুন্দর সুন্দর গানের রেকর্ড, পিন প্রভৃতি।

নূতন নূতন রেকর্ড এবং “দাতাকর্ণ” পাসার রেকর্ড শ্রবণযোগ্য।

মকঃস্বলের অর্ডার অতি তৎপরতার সহিত সম্বন্ধে প্রেরিত হয়।

এন, বি, সেন এণ্ড বাদাস,

১ সি, বেষ্টিক ফ্রীট, মার্কেটাইল বিল্ডিং = কলিকাতা।

Telegraphic address

“Chandi Flut”

টেলিফোন নং ৫৩৭৫, কলিকাতা।

গ্লোব্ ফাউন্টেন পেন্

হাওেল দিয়া মোটা, সোণালী নিপ্, আপনা আপনি কালী গ্রহণ করে (Self filling) সুন্দর লেখা হয়, কালী কাড়িতে হয় না, একবার কালী দিয়া ৩৪ দিন লেখা হইবে। অস্ত্রেশিরার প্রভুত, ক্রীপ্ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট সোণালী গিল্টি করা। মূল্য ৩০ টাকা, ভিগি স্বতন্ত্র। ডজন ৩৬০ টাকা। ইতিপূর্বে এত সুন্দর ফাউন্টেন পেন্ এখানে আগে নাই। “কাজের লোকের” গ্রাহকগণ ৩ মূল্যে পাইবেন। সম্ভ্রান্তজনক না হইলে মূল্য ফেরৎ। খুব ভাল জিনিষ।

ম্যানেজার, কাজের লোক,

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,

বহুবাজার, কলিকাতা।

অতি আবশ্যকীয়

পুস্তক ।

বেকারের উপায়—

মূলধন না থাকিলে বিপ্রায় সময়ে অর্থোপার্জন নানা উপায় ইহাতে আছে। মূল্য ১০/- মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক টাইকয়েড চিকিৎসা—

সবর বাঙ্গালা ভাষায় রিপোর্টরী সংগ্ৰহ এমন পুস্তক ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য ১/- টাকা। হোমিওপ্যাথিক কলেজের ছাত্রগণ সুবিধা দরে পাইবেন।

কাজের লোক পুস্তক বিভাগ,

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

নিশ্চয় এইবারে

১৯০৯ হইতে ১৯২৫ পর্য্যন্ত ১৭ ভলিউম
কাজের লোক

শেষ হইতে চলিল—অতিমূলভে
বিক্রয় হইতেছে ।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন
ম্যানেজার “কাজের লোক” ।



শ্রী শ্রী তারকেশ্বর মন্দির ।



আসমুদ্র ভারতে সকল মহিলাই কেশরঞ্জন মাখেন

কারণ—ইহাতে কেশ কৃষ্ণিত, কোমল ও মসৃণ হয়। কটা চুল কৃষ্ণবর্ণ হয়। কিছু দিন ব্যবহারে কেশের আলিতা বা টাকরোগ আরম্ভ হয়।

স্বাস্থ্য—চুল উঠিয়া গেলে, মাথায় টাক পড়িলে, তকা ২ চুল পাকিলে, চুল বিকৃত ও বিবর্ণ হইলে, “কেশরঞ্জন” ব্যবহারে এ সব দুঃস্থ অবস্থা দূরীভূত হয়।

কারণ—ইহা অত্যধিক অধ্যয়ন, অধিক চিন্তা, সর্ববিধ শিরঃপীড়া, মস্তক-ঘর্ষণ, প্রভৃতি উপসর্গে অমোঘ প্রতিকারক। ইহার মনোমদ সুগন্ধে চিত্তের প্রকৃষ্টতা ও মানসিক অবসাদ বিদূরিত হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১২ এক টাকা মাত্র; প্যাকিং ও ডাকমাস্তুল সাত আনা।

উপায় থাকিতে নিরাশ হন কেন??

যদি আপনার শরীরে উপদংশ অথবা পারদ-বিষ সংক্রামিত হইয়া থাকে, গায়ে ছাতে ও পায়ে চাকা চাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,—ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে এ কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন, তবে আমাদেরকে লিখুন,—আমরা আপনাকে “বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়” পাঠাইয়া দিব। ইহার ব্যবহারে আপনি নিঃদোষভাবে ও অল্প ব্যয়ে এই ভয়ানক রোগের ভীষণ কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। উপদংশ ও পারদ-বিক্রান্তে “বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়” মন্ত্রগতির পায় কাঁচা করে।

প্রতি শিশির মূল্য ২২ দুই টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাস্তুল ৮০ তের আনা।

কবিরাজ নরেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড,

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮১ ও ১২ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের ছারপোকাও কীটনষ্টকরকার ওষধ

কিটিংস পাউডারে

যসা মাছি ছারপোকা মরে।

দিলে বিছানায়

মুহূর্ত্তেকে সুখ-শয্যা হয় ॥

লগুনে প্রস্তুত, সকল ডাক্তারখানায় ও নিম্ন ঠিকানায় পাওয়া যায়।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

বোনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

THE BUSINESSMAN.

বার্ষিক খুলা সড়াক
২১০ টাকা

உயிர் தாது அம்மா

Office—2, Rajendra Dutt Lane, Bowbazar Calcutta.

200 年 10 月

୨୩ ମେ ୧୯୩୩ ।

New Series.

April, 1927.

ਸੁਭਨ ਸਦਾ ਭਰਨ ।

এপ্রিল, ১৯২৭।

Vol. 20

No 4.

শান্মেটো।
SANMETTO.

শ্রী পুরুষ ও বালক বালিকাগণের সুখ এবং জননযন্ত্রে ভারতীয় শীফা নিবাসিক
সকলশ্রেষ্ঠ বনকারী ওষধ ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেট্রোই ব্যবস্থা করেন। ইত্যস্তের (Kidney and Bladder) দাবতীর পীড়ার প্রস্তাবকালে ভীষণ যন্ত্রনার বক্ত নিখিত প্রস্তাব বা অন্যবিধ ভাবে শিত ও বালকগণের শয্যা মুক্তে মায়বিক, যান্ত্রিক বা মেছটিতে যে কোন পীড়ার অকাল বার্তিকা দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মুক্ত ও জনন যন্ত্রের বলবিধান করিতে শান-মেট্রোর শক্তি অসাধারণ অভুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

আজি: আমি কোন নেসার জিনিষ নাই বলক, বরু সকলেরই নিকিষে ব্যবহার্য। প্রতি গৃহেই শানমেটো থাক। উচিত প্রত্যেক শিশির নিকিষ ব্যবস্থাপত্র থাকে। যা প্রতি শিশি ৩০০ মকল ডাক্তারখানার পাওয়া বার।
আমরাই শানমেটোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকেজ উপরে দেখিয়া গঠিবেন।

[illegible]

OD. CHEM. CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A.

**ଆ
ବ
ସ
ନୀ
କ**

ମୁଦ୍ରିତ
ପାଠ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ

**ଉ
ଚ୍ଚ
ବି
ଦ୍ୟାଳୟ**



সুকেশী না হইলে রমণী সুরমা হইতে পারে না। আর সুরমা ব্যবহার না করিলেও সুকেশী হইতে পারে না। সুরমার বিশেষত্ব—সৌরভে স্নিগ্ধ-কোমল—সুতরাং শিরঃপীড়ায় এবং মানসিক পীড়ায় ইহা অপরিহার্য, সুরমা সহজেই কেশমূলে প্রবেশ করিয়া কেশ বর্দ্ধনের সাহায্য করে, মস্তিষ্ক শীতল করে, কেশ দৃঢ় করে, কেশদ্রু আরোপণ করে, সুতরাং সুরমাই আদর্শ কেশ-তৈল, বড় এক শিশির মূল্য দাও, ডাকমা শুলাহি ৪৮/০।

কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ গুপ্ত,

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়,

১৯১২ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

স্ত্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ

এলিট্রিস কর্ডিয়ান রাইও

ALETRIS CORDIAL RIO

ব্যবহার্য স্ত্রীরোগে বর্ধা বাধক, অতিবল, এবং ক্ষেতপ্রদর, জরায়ু পোষণনিত মৃতবৎসা মোক্ষাদির অন্য সমস্ত জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্ত্রীরোগের একমাত্র উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্বলকর উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে তৎস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যোবনোন্মুখ বালিকাগণের ইহা একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রচারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ানের কৃতকার্যতা দেখিয়া প্রতারকগণ জাল করিতেছে। ক্রয়ের সময় সেবেলের উপর Rio Chemical Company, New York City U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৩৫০ আনা মাত্র।

রাইও কেমিক্যাল কোং,
১৮৭০ সালে স্থাপিত।
৭২ ব্যারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গাহ'স্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

২১শ বর্ষ।

New Series.

নব পর্যায়।

Vol. XVII.

৪র্থ সংখ্যা।

APRIL, 1927.

এপ্রিল, ১৯২৭।

No. IV.

বর্ষ শেষ।

দেখিতে দেখিতে জীবনের আবার একটা বর্ষ শেষ হইল, ১৯২৬ সাল কালের অনন্ত গর্ভে বিলীন হইয়া গেল। কেবল রাখিয়া গেল দুঃখ, লজ্জনা গঞ্জনার স্মৃতিটুকু। ১৯২৬ সাল অনেক কিছু ছুঁটনার স্মৃতিই হিন্দুর হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছে। সমগ্র ভারত জুড়িয়া সাম্প্রদায়িক বিবাদ, হিন্দুর ধর্মকর্মের পদে পদে বাধা, অসহায় নারীর উপর পাষাণদের অত্যাচার, কত শত নিরীহ ব্যক্তির শোণিতধারা ভারতের বক্ষস্থল কলঙ্কিত করিয়াছে। বিনা বিচারে দেশের বহু সন্তান কারাবদ্ধ, কেহ বলিতে পারে না যে, ১৯২৬ সালে শান্তিতে অতিবাহিত করিয়াছেন। ১৯২৬ সালে ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থা

বরাবরই ধারাপ গিয়াছে, চুরি ডাকাতি বাড়িয়াছে, অপধাত মৃত্যু অনেক ঘটিয়াছে, হিন্দু মুসলমানের মনোস্তর চরম সীমায় উঠিয়াছে, গবর্ণমেন্ট শান্তি সংস্থাপনে সক্ষম হইতে পারেন নাই। বর্ষ চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার স্মৃতি মুছিয়া গেল না। আর গেল জীবনের একটা বৎসর, এই বর্ষ আসে, সময় হইলেই চলিয়া যায়, কিন্তু শুধু যায় না—মানব জীবনের কিছু কিছু অপহরণ করিয়া চলিয়া যায়।

Years following years

Steal something every day,

At last they steal us

From ourselves away.

—Pope

বর্ষের পর বর্ষ আসে এবং আমাদের কিছু কিছু অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে

যাইতে শেষে আমাদেরকেও অপহরণ করিয়া কোন অজানা দেশে চলিয়া যায়। জীবন ফুরাইয়া যায়।

বর্ষ শেষে আমরা কাজ কারবারের হিসাব নিকাশ করি, লাভ লোকসান খতাইয়া দেখি, কিন্তু জীবনের লাভ লোকসান খতাইয়া দেখিতে অভ্যস্ত নই। এই একবর্ষ আমরা কি করিলাম? জীবনের লাভ—মহৎ কার্য; কেননা সং এবং মহৎ কার্য দ্বারা জীবন অমর স্মৃতি রক্ষা করিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু এই মরজগতে তাহার কীর্তি তাহাকে অমর করিয়া রাখে। আমরা কয়জনে জীবনের সেইরূপ কর্ম দ্বারা বর্ষের স্মৃতিরক্ষা করিতে পারিয়াছি? বৎসরের এক একটা দিন জীবন-ইতিহাসের এক একটা পৃষ্ঠা, সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এমন কিছু করিয়া স্মৃতি

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

রক্ষা করিয়া যাইতে পারিয়াছি, যাহা
দ্বারা জীবনের উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে
বলা যায়? যদি তাহা না পারিয়া থাকি,
তাহা হইলে জীবনের একটি বর্ষ ব্যর্থ
গিয়াছে, এই জীবন ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠা
অপূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে, এ জন্ত ভাবি কৈ?

এই একবর্ষ যদি আমরা শুধু অসার
আত্মস্থখে জীবনের গনা দিন না
কাটাইতাম, যদি দেশের, দেশের কথা চিন্তা
করিয়া যথাসাধ্য উন্নতির চেষ্টা করিতাম,
তাহা হইলেই জীবন ধন্য এবং সার্থক
হইত। যাহারা কেবল আপনারই সুখ
দুঃখের জন্য চিন্তনিয়োজিত করিয়া রাখিতে
সততই যত্ববান, তাহারা কখনও
দেশের বা দেশের কাজ করিতে পারে না।
তাহারা কোন অমর স্মৃতিও রাখিয়া যাইতে
পারে না। জীবন শেষ হইলেই দুদিনে
তাহাদের স্মৃতি মানব হৃদয় হইতে মুছিয়া
যায়। জীবন ব্যর্থ হয়। সেইজন্য মানব
জীবনকে অমরত্ব দিতে হইলে প্রতিদিন
এমন কিছু করা উচিত, যাহা দেশের এবং
দেশের স্মৃতি পটে চির অঙ্কিত থাকিয়া যায়।
এই যে “এমন কিছু করা” ইহা পরার্থে
করিলেই স্থায়ী লাভ করিতে পারে।

এস প্রিয় পাঠক পাঠিকা! আমরা
নববর্ষকে অভিনন্দিত করি, আমাদের এই
নববর্ষ শুভ হউক, ভগবানের নিকট
প্রার্থনা করি, দেশে শান্তি স্থাপিত হোক,
আমাদের নৈতিক উন্নতি হউক, আমাদের
দেশ ধনধান্য পূর্ণ হোক।

বর্ষ বিদায়।

হে বর্ষ! যাও তবে—

সময় নাহিক যদি আর।

শান্ত তুমি শ্রেষ্ঠ সবাংকার

লহ সখা লহ নমস্কার।

নাহিক তুলনা পীড়ন যাতনা

অভাব অশান্তি নীরবে;—

রোগ শোক তাপ কত যে সহেছ

এখনও কত সহিবে।

কত হাসি কান্না কত সুখ দুঃখ

সকলই বন্ধে করিয়া;—

চলেছ পুলকে কোথা কোন লোকে

সংসারে স্মৃতি রাখিয়া।

অনেক সহেছ এখনও সহিবে

এমন সহিষ্ণু কে আছে আর!

জীবের কষ্ট সকল যন্ত্রণা

নিয়ে যাও সখা সঙ্কেতে তোমার।

হৃদয়ে হৃদয়ে দিয়ে যাও শান্তি

চির মধুময়-হর্ষ!

স্বাস্থ্য শক্তি ভক্তি মুক্তি

প্রীতি-সুখ-সুখা-স্পর্শ!!

অকাল মৃত্যু নিয়ে যাও সাথে

দিয়ে যাও দীর্ঘ আয়ু।

মলিন চিত্ত কর পবিত্র

জাগিয়ে অলস স্নায়ু।

দুর্কল প্রাণে উৎসাহ দাও

সবে দাও সম দৃষ্টি!

কর শত্রু পূর্ণ সকল ক্ষেত্র

সময়ে দাওহে বৃষ্টি।

তবে যাও সখা শত অহুরোধে

রবে না ত তুমি আর!

কি বা আছে বল কি দিব হে তোমা

লহ সখা নমস্কার।

শ্রীশ্রীপতি মুখোপাধ্যায়

অর্থ এবং অর্থের ব্যবহার।

মানুষ মাত্রেই উপার্জনের প্রয়াসী।
অর্থই তাহার প্রাণ, অর্থই তাহার শক্তি,
অর্থই তাহার ধর্মকর্ম সমস্ত। অর্থ ব্যতীত
তাহার কিছু চলে না। এইটাই হইল ক্রব
সত্য।

কিন্তু এই অর্থের দ্বারা ধর্মের ব্যাঘাত
হয়, এমন বিরোধী মতও যে না শুনা যায়
এমন নয়। কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন,
অর্থনামর্জনে দুঃখ মর্জিতানাশ রক্ষণে।

নাশে দুঃখ ব্যয়ে দুঃখ বিপর্যয়

দুঃখ ভাজনম্।

অর্থাৎ অর্থ অর্জনে দুঃখ, রক্ষণে দুঃখ,
নাশে দুঃখ, ব্যয়ে দুঃখ, এমন দুঃখ ভাজন
অর্থকে ধিক। অর্থ সম্বন্ধে কোন কোন
পণ্ডিতের এই মত। কামিনী কান্ধন যে
ধর্মের অন্তরায়, একথা অনেক মহাত্মাই
ব্যক্ত করিয়াছেন।

শুধু তাহাই নহে, অনেকের অভিমত
যে অর্থ মনুষ্যত্ব নাশের একটি নিকট
উপাদান। কথাটা যে নিতান্ত ভিত্তিহীন
অসার, তাহাও বলা যায় না, কারণ অর্থ
মানুষকে মদগর্ভী, পরস্বাপহারী, নিষ্ঠুর
করিয়া তুলে। আবার এই অর্থ দ্বারা
কত শত সংকার্য্য, ধর্মপ্রতিষ্ঠান, কত
মনুষ্যত্বজনক কার্য্যও সমাধা হয়, ইহা কে না
জানে। একজন ইয়োরোপীয়ান পণ্ডিত
বলিয়াছেন, “Money is a good
servant but a bad master” অর্থ
একটি ভাল ভৃত্য বটে কিন্তু যদি সেই
অর্থ প্রভুত্বের পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে,
তাহা হইলে যত প্রকার ঘণ্য মনুষ্যত্বহীন
কার্য্য সে করাইয়া লইয়া লোক ও সমাজ

আর কেন? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতেছিল, তৎপর লউন।

চক্ষে হেয় করিয়া তুলিতে পারে—অর্থ তখন সমতান। অপর পক্ষে আমাদের ত্যাগী ঋষিগণও বলেন, অর্থ না থাকিলে ধর্ম রক্ষা করা কঠিন। মনুষ্যত্ব এবং যাবতীয় সদগুণ বিকাশের মূলই হইল অর্থ। অর্থই মানব জীবনের শক্তি—এই অর্থের জন্তই জগতের সমস্ত বস্তুমান থাকে। অর্থ না থাকিলে এই সংসারটা একেবারে অসার হইয়া দাঁড়াইত, এমন কি অচল হইত। কেননা এই অর্থোপার্জন জন্ত মানুষ কর্ম করিতে, পরিশ্রম করিতে বাধ্য, এই অর্থের দ্বারা জগতের যাবতীয় ব্যবসায় বাণিজ্য চলিয়া থাকে, জগত সজীব থাকে। অর্থের আবশ্যকতা পদে পদে, অর্থ ব্যতীত এক মুহূর্তও চলিতে পারে না।

বাল্মীকি বলিয়াছেন :—

অর্থোভ্যাহু প্রবুদ্ধতঃ

সংবুদ্ধতঃ স্তব্ধতঃ।

ক্রিয়াঃ সর্বাঃ প্রবর্তন্তে

পর্বতেভ্য ইবা পগাঃ।

অর্থাৎ যেমন পর্বত হইতে নদী সমূহ বহির্গত হইয়া সমতল ভূখণ্ডের অশেষ হিতসাধন করে, সেইরূপ দিকদিগন্তের অর্থ উপার্জিত হইয়া ধর্মক্রিয়া প্রবর্তিত হয়।

মহর্ষি বাল্মীকী আরও বলিয়াছেন;—

যন্তার্থা ধর্ম কামার্থা স্তুত

সর্ব প্রদক্ষিণম্।

অধনে নার্য কামেন নার্য শক্যং

বিচিহ্নতাঃ।

অর্থাৎ যাহার অর্থ আছে, তাহারই ধর্ম এবং কামনার প্রয়োজন; এবং সমস্তই তাহার কামনার অমূল, অর্থাৎ ভিত্তি নির্ধন

ব্যক্তি পুরুষকার ব্যতীত অর্থ লাভ করিতে কখনই সমর্থ হয় না।

যে ব্যক্তি নির্ধন, তাহার ধর্ম কর্ম, কামনা কোনটাই সুসিদ্ধ হইতে পারে না।

বেকন একজন জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত, তিনি বলিয়াছেন, যাহারা অর্থের নিন্দা করে, তাহাদের বাক্যে বিশ্বাস করিও না, কারণ যাহারা অর্থোপার্জনে অক্ষম, এই শ্রেনীর লোকেই অর্থের নিন্দা করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারাই আবার যদি কোন উপায়ে বা দৈবক্রমে প্রচুর অর্থ লাভে সমর্থ হয়, তখন অর্থের উপাসক হইয়া ভূয়োদীপ্তি করিয়া আপনাকে ধন্য বিবেচনা করিয়া থাকে। অর্থ ব্যতীত সংসার চলে না, মনুষ্যত্ব বিকাশের অবসরও পাওয়া যায় না।

টাকা জিনিসটায় কাহারও অকুচা নাই। টাকা সংসার সমুদ্রের ধ্রুবতারা, জীবন যুদ্ধের প্রধান উপকরণ, বিপদের বন্ধু, ধর্মের প্রধান সহায়ক। যাহার টাকা নাই, তাহার কিছুই নাই। এই টাকার জন্ত লোকে কাণ্ডাক্ষত যম সদৃশ কামানের মুখে বুক পাতিয়া দাঁড়ায়, উত্তাল তরঙ্গায়িত মহাসাগরের বক্ষে ভাসিয়া বেড়ায়, দুর্গম খনিগর্ভে প্রবেশ করে, টাকার জন্ত লোকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলে, মক্ভূমিতে পণ্যসম্ভার লইয়া বিচরণ করে। টাকার অভাবে লোকে আরও কত কি করে। টাকার অভাবেই মানুষ ভীষণ ভীষণ কাণ্ড করিয়া বসে। অর্থের অভাবে লোকে অকালে জীবন বিসর্জন করে, প্রাণসম প্রিয় আত্মীয় স্বজনকে কালগ্রাসে পতিত হইতে

দেখিয়াও কোন প্রতিকার করিতে পারে না। এই অর্থের অভাবে মানুষের যাবতীয় সদগুণাবলী নিস্প্রভ হইয়া জনসমাজের হেয় হইয়া দাঁড়ায়। তাহা হইলে দেখ দেখি, অর্থশালী ব্যক্তি স্বর্গার পাত্র কি দারিদ্র্য-পীড়িত তথা কথিত ধার্মিক অধিক দয়ার পাত্র?

জগতের তাবৎ বস্তুই হিতকর এবং অহিতকর—কেবল ব্যবহারের দোষে। ভেষজ মাত্রই বিষ, এই বিষের প্রয়োগে রোগ আরোগ্য হইয়া জীবন রক্ষা হয়, আবার অপব্যবহারে জীবন নষ্টও হইয়া থাকে। অর্থের যখন আমরা সদ্যবহার করি, তখন আমরা অর্থের প্রভু, তাহা দ্বারা যাহা ইচ্ছা করাইয়া লইয়া সুখে জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকি, কিন্তু যখন অর্থ মানুষের প্রভু হইয়া দাঁড়ায় এবং অর্থ পিপাসা মিটাইবার জন্ত যাহা তাহা অপকর্ম করাইয়া লয়, তখনই ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক সর্বনাশ ঘটাইয়া মানুষকে রাক্ষস করিয়া তুলে।

অর্থ ভগবানের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের একটি অপরিহার্য উপদান। এই সংসারে মানবগণ একত্রে সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিয়া পরস্পরকে সাহায্য করিয়া সুখে বসবাস করিবে, এই তাঁহার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত অর্থ অতি আবশ্যকীয় সামগ্রী। অর্থের অভাবে যখন মানুষ অকর্মণ্য হইয়া পড়ে, তখন ঐশ্বর্য উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া পড়ে, তখন ঐশ্বর্যও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়।

সেই জন্ত ধনকুবের বার্ষিক বলিয়া-
ছিলেন—সাবধান, অর্থ বিশ্বাসী ভৃত্য বটে,

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর হউন।

কিন্তু অর্থ যদি তোমার প্রভু হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে এমন ভয়ানক প্রভু আর নাই আনিবে।

মানুষ মাঝেই অভাবের দাসত্ব করিতে চায় না—তাই সে অর্থ উপার্জনের প্রয়াসী। এই উপার্জিত অর্থ যখন পরার্থ ভুলিয়া স্বার্থের লক্ষ্যে প্রধাবিত হইবার চেষ্টা করে, তখনই অর্থের অদ্ব্যবহার হয়, এবং অর্থ সেই দুর্বলতার জন্তই মানুষের ঘাড়ে চাপিয়া বসে এবং প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু উপার্জিত অর্থের নিত্যন্ত অসুরক্ষিত ভক্তের জায় না হইয়া তাহা দ্বারা অনহিতকর পরার্থ রক্ষায় যত্নবান হইলে তখন অর্থ প্রকৃতই বিশ্বাসী ভৃত্যের জায়ই কার্য্য করিয়া যায়।

অর্থের আর একটা ভয়ানক গুণ আছে—সেটা ঐ অর্থেরই দুর্দম পিপাসা, এটি যে মহান হৃদয় সংবরণ করিতে সমর্থ হয়, তিনিই যত্ন, নচেৎ এই অর্থের পিপাসা মিটাইতে ঘাইয়া কতলোক অপরের সর্বস্ব অপহরণ করে, কখনও কখনও নিজেরও সর্বস্ব হারাইয়া পথের ভিক্ষারী হইয়া দাঁড়ায় এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

আর একটা কথা, প্রচুর অর্থশালী ব্যক্তিই যে সুখ শান্তি ভোগ করিতে পায়, তাহাও ঠিক নহে।

অর্থের সন্ধ্যা হইলে আত্মার তৃপ্তি হয়। সে তৃপ্তি অনির্বচনীয় শান্তি। এই শান্তি উপভোগের জন্য অর্থ উপার্জন করা বাঞ্ছনীয়। কেননা তাহাতে ইহলৌকিক সুখ তো হয়ই, পারলৌকিক সুখের পথও প্রশস্ত থাকে।

জন অ্যাষ্টর, একজন আমেরিকার ধন কুবের। তিনি একদিন রেলওয়ের থার্ড ক্লাস গাড়ীতে যাইতে ছিলেন, তিনি ধনকুবের হইলেও বিলাসিতার বা বহুভাঙাড়ের পক্ষপাতী ছিলেন না, সেইজন্য তিনি রেলের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে সাধারণ লোকের জায়ই যাতায়াত করিতেন। একদিন তিনি এইরূপে গাড়ীতে যাইতেছেন, একটা ষ্টেশনে দুইজন শ্রমজীবী সেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিল এবং উভয়ে কথোপকথন করিয়া যাইতে লাগিল। কথা প্রসঙ্গে একজন অপরকে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ভাই, জন্ম জন্মকব আষ্টরের সমস্ত সম্পত্তির কাজের তত্ত্বাবধারণ করিবার জন্য যদি তোমাকে মাসিক ২৫ কি ২০ হক ডলার দিতে চায়, তাহা হইলে তুমি তাহা করিতে স্বীকার কর কিনা?

অপর ব্যক্তি একটু হাসিয়া বলিল “কখনই না”

১ম ব্যক্তি। কেন? আষ্টর নিজের সমস্ত কার্য্যই নিজে দেখেন এবং বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন, তিনি নিজের জন্য ঐ টাকাটা পাইয়া থাকেন।

২য় ব্যক্তি। তা হোক, আষ্টরের মত দয়ার পাত্র—এত অসুখী বোধ হয় জগতে কেহ নাই।

১ম। কেন—কেন?

২য় ব্যক্তি। দাখ, মানুষের যত অর্থই উপার্জন করুক, তাহার আবশ্যক মিটিয়া গেলে বাকী সমস্তই পরের জন্য। সে অর্থ যত কঠোর ব্যবস্থায় রক্ষা করা হউক না কেন, একদিন তাহা সাধারণের কার্ধ্যে

লাগিবেই। আষ্টর কেবল সাধারণের ধন-রক্ষক মাত্র। আষ্টর যাহা খায়, যাহা পরে তাহার বেশী সে কিছু করিতে পারে না তাহারপর তাহার সম্পত্তি অপরের উপভোগ্য হইবেই। আষ্টর তাহার কঠোর পরিশ্রমের জন্য ভগ্নবাহ্য, এক মুহূর্তও সে শান্তিতে নাই, এই যে প্রচুর অর্থ উপার্জনের পিপাসা ইহা মিটিবার নয়, কখনও মিটে না। বন্ধু! আষ্টর ধনী বলিয়া কি তুমি তাহাকে সুখী মনে কর?

পাশেই আষ্টর বসিয়া ছিলেন, সমস্ত শুনিলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বাস্তবিকই তাই—প্রচুর অর্থ মানুষকে সুখ শান্তি দিতে পারে না। আমার মনে হয়, আমাপেক্ষা এই শ্রমজীবী দিন মজুরগণ সুখী, কারণ ইহাদের আকাঙ্ক্ষার একটা সীমা আছে, হৃদয়ে সন্তোষ আছে, আমার বিষয় পিপাসার শান্তি নাই, আমি কোথায় চলিয়াছি?

উপসংহারে একটা কথা বলা আবশ্যক, অর্থ অবশ্য উপার্জন করিতে হইবে—যথেষ্ট উপার্জন করিলেও কতি নাই, কিন্তু তাহা সংকার্ধ্যে—পরার্থে—দেশের হিতে ব্যয় করিলেই হৃদয়ের তৃপ্তি, শান্তি সুখ পাওয়া যায় এবং এই মর জগতে অক্ষয়কীর্তি ও স্মৃতি রাখিয়া অমর নাম রক্ষা করা যদি যায়, তবেই অর্থের সাধকতা হয়। এদেশেরও বহু অর্থশালী ব্যক্তি এইরূপেও অর্থের সাধকতা এবং অমর নাম রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

সম্পাদক

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

Mail Order Business

OR

Shopping by post.

ডাকে কেনা বেচা।

(পূর্ক প্রকাশিতের পর)

(সর্ব-স্বত্ব সংরক্ষিত)

ইতিপূর্বে আমি নাম সংগ্রহের কথা, সাবাদ পত্রে বিজ্ঞাপনের কয়েকটা নমুনা দিয়ে ছিলাম, পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ থাকতে পারে। এই বারে কেমন করে কাজ আরম্ভ করতে হবে, তারি একটা আভাস দিতে চাই। মেল অর্ডার কাজের অনেক রহস্যই বলবার আছে, সেগুলি ক্রমে ক্রমে না বলে গোলমাল হয়ে যেতে পারে, সেইজন্য অল্পরোধ, ভাল করে বোঝবার জন্যে পাঠককে ঐখ্যের সহিত পাঠ করে বিষয়টা পরিষ্কার স্বকম বুঝতে হবে।

HOW TO START.

কেমন করে আরম্ভ কর্তে হবে।

মনে করা গেল, আপনি লেটার হেড, পোষ্টকার্ড, এবং অন্যান্য সরঞ্জাম সমস্ত ঠিক ঠাক করে কাজে লাগবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন। আপনি ২।৪ খানা মাসিক পত্রে, সাপ্তাহিক পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। ২।৪ দিনের মধ্যে আপনি কিছু অর্ডারও পেলেন। আপনি সার্কুলার বা পোষ্ট কার্ডও কিছু কিছু পাঠিয়েছেন এবং যা' দিকে পাঠিয়েছেন, তাদের নামের একটা তালিকাও রেখেছেন। সেই সকল সার্কুলার এবং পোষ্টকার্ড হতেও ২.৪ টা অর্ডার পেলেন। আমরা ধরে

নিলাম, আপনার ইকে ঘড়ি, হিট্রিরিয়ার ঔষধ, পুস্তক, রবারটাম্প ইত্যাদি রেখেছেন এবং তার সার্কুলারও প্রস্তুত করেছেন।

আপনার ঘড়ির বিজ্ঞাপন হতে অর্ডার এল। সেই অর্ডার গুলির মাল পাঠাতে হবে। আপনি ঘড়িটা সুন্দররূপে প্যাক করে পাঠাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। এই মাল পাঠাবার সঙ্গে একখানি পত্র লিখতে হয়, সেটার নাম ইন্ডয়েস Invoice বা চালান। অল্প মাল বা কেবল একটা ঘড়ীই যদি যায়, তাহলে বড় ইন্ডয়েস দেবার আবশ্যক নাই, একখানা ছাপান পোষ্টকার্ড দিলেই চলবে। একটা নমুনা নীচে দিলাম যথা।—

To

.....
.....

Dear Sir,

Your Valued letter of—
1927 ordering for a watch is just received with thanks. We have despatched to-day per V. P. (জিনিসের নাম) which we hope will reach you safely and give you satisfaction in every respect. We know it will, because we have confidence on all our articles which we select very carefully for our customers.

Please pay the amount of V. P. to your local Post office and take delivery of the Parcel,

MEMO.

1. Nickelled Ry. watch—4-8-0
Postage and V. P.—0-8-0
Registration Fee.—0-2-0

Rs. 5-2-0

V. P. Form পোষ্ট অফিস হইতে বিনা মূল্যে পাওয়া যায়। কেমন করে সেই করম পূরণ কর্তে হয়, তা একজন অভিজ্ঞ লোকের নিকট জেনে নিতে হয়। এই করম পূর্ণ করে ঐ পার্শ্বলের বাক্সের সঙ্গে বেঁধে দিতে হয়। পোষ্টাফিসে যেখানে পার্শ্বল করা হয়, সেই জানালার নিকট দিলেই সেই window বা জানালার বাবু ওজন করে বলে দেন, কত টিকিট লাগবে। তারপর টিকিট এঁটে আবার সেই জানালায় দিলেই তিনি পার্শ্বল টিকিট দেন বা নিজেই লাগিয়ে দিয়ে পার্শ্বল করে একটা রসিদ আপনাকে দেবেন। সেই রসিদখানি অর্ডার বা ফাইলে অর্ডারের চিঠির সঙ্গে এঁটে রেখে দিতে হয়। তাহার কারণ, যদি পোষ্টে পার্শ্বল খোওয়া যায় বা হারিয়ে যায়, তাহলে পার্শ্বলটার জন্যে পোষ্টাফিসের সঙ্গে লেখালেখি করে তা উদ্ধার কর্তে হলে ঐ রসিদও তার নথরের দরকার হবে। এইজন্যে রসিদ যত্ন করে রাখতে হবে। পূর্বে বলেছি, প্রত্যেক চিঠির Invoice বা চালানের নকল বা copy রাখতে হয়। একখানা চালান বই order book রাখতে হয়। ভাল কাজ চলে সেই বইয়ের পাতা গুলি ছাপিয়ে নিয়ে বই বান্ধিয়ে নিতে হয়, তাহলে কাজের সুবিধা হয়। সেই খাতা

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

খানার নিম্নলিখিত হেডিং গুলি অতি অবশ্য থাকা চাই। যথা—

হেডিংগুলি বাহ্যতেই হউক বা ইংরাজীতে হউক তাতে কতি নাই। যথা :—

- ১। অর্ডারের ক্রমিক নম্বর।
- ২। অর্ডার পাইবার তারিখ।
- ৩। অর্ডার কারীর নাম ও ঠিকানা।
- ৪। জিনিসের তালিকা।
- ৫। জিনিসগুলির কেনা দাম।
- ৬। ফারমের লাভ।
- ৭। ভিপি, প্যাকিং খরচ।
- ৮। মোট ভিপি কত।
- ৯। নেট লাভ।
- ১০। নেট কতি।
- ১১। মন্তব্য (এই ঘরে ফেরৎ হইলে লিখিতে হইবে (retused) টাকা নিরাপদে পৌঁছাইলে লিখিতে হইবে recived.

এক শীট কাগজে উপরোক্ত হেডিংগুলি দিয়া ছাপাইয়া খাতা বাক্সিয়ে নিতে হয়। এই খাতা খুললেই লাভ, লোকসান, কেনা দাম, খরচ সব চক্ষু দিলেই দেখতে পাওয়া যাবে।

(ক্রমশঃ)

স্বাস্থ্য ও চরিত্র।

সকল কাগজেই আজ কাল স্বাস্থ্যের, বিশেষ ছেলেদের স্বাস্থ্যের কথা আলোচিত হচ্ছে, কারণ—

বিভাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য ও চরিত্রের [প্রতি দৃষ্টি] রাখা সকলেরই উচিত। যাতে স্বাস্থ্য বজায় থাকে, চরিত্র ভাল থাকে, সেই

সমস্ত কর্মসূচীতে অবশ্য কর্তব্য। যদি স্বাস্থ্য ভাল না থাকে, শরীরে রোগ প্রবেশ করে, শক্তি, শান্তি, আয়ু দিন দিন হ্রাস করে, তাহলে কেউ কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করতে পারবে না। উন্নতি লাভ করতে হ'লে, জা'নতে হবে,—শি'খতে হবে,—“কি করলে শরীর নিরোগ হই সবল হয়।” এই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই আহায়ে বিহারে শয়নে সকল কার্যে শাস্ত্র নিবেদনের বিধি ব্যবস্থা আছে। স্বাস্থ্যের জন্যই আচার, নিষ্ঠা, সমুদ্রচান। যিনি এই সমস্ত না মেনে খেচ্ছাচার নিয়ে চলেন, তাঁর স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, শরীর ক্রমশঃ দুর্বল অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, পরমায়ু হ্রাস হয়। অতএব সর্বাঙ্গে জানা দরকার, “কোথায় কি নিবেদন আছে। তারপর সেই সমস্ত নিবেদন স্বাক্ষর প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে পালন করা উচিত।

আজ যে বাচ্চাদের বিরাট বৃক্কে কাল-জ্বর, বসন্ত, কলেরা, অজীর্ণ, অম্ব, রক্তদৃষ্টি, দুষ্টিহীনতা, অকাল বার্ধক্য প্রভৃতি কঠিন রোগ দিন দিন আধিপত্য বিস্তার করছে—অকাল মৃত্যুমুখে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সেটা রোগের গুণ না মানবের দোষ অথবা দুর্বলতা? মানুষ যদি স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম পালন করে শক্তিশালী হয়, রোগ প্রবেশের ছিদ্র—অবসর না দেয়, তাহলে কি রোগ এত পশার বৃষ্টি করতে পারে? তখনও এই সমস্ত রোগ ছিল, এই দেশ, এই জল, এই বায়ু ছিল। কিন্তু তুলনায় রোগ হীনবীৰ্য ছিল। ছিল কি না তাই একবার ভেবে দেখার দরকার। অপবিত্র পায়ে দোকানে পথে ঘাটে চা সবরত প্রভৃতি খাদ্য গ্রহণ, হোটেল, যেসে রোগীর হস্তের

অন্ন গ্রহণ, যেখানে সেখানে যার হাতের পান জল খাওয়া, উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ, অজ্ঞানিত কলুষিত কি চাকরের দ্বারা বাসন মাজান, কাপড় কাচান প্রভৃতি সংসারের দায়িত্ব কার্য সম্পাদন, বিত্তক গব্য ঘূতের পরিবর্তে ভেজিটেরল প্রোডাক্ট, খাঁটি দুধের পরিবর্তে শুদ্ধজল অথবা হরলিক প্রভৃতি ছিল কি? ছিল কি কলের চাল, কলের তেল, কলের হুন, কয়লার আঁচে রান্না ইত্যাদি। যা ছিল না তা তফাৎ করা দরকার। এ সমস্তর ভেতরও যদি কোন দোষ না থাকে, তাহলে আরও ভেবে দেখ, কেন স্বাস্থ্য ভগ্ন হচ্ছে—অকালে মৃত্যু বা'ড়ছে? অবিলম্বে সেই সমস্ত কারণ দূর করা দরকার। আজ শুধু স্বাস্থ্যের শত্রু ম্যালেরিয়া নয় এবং ম্যালেরিয়ার হেতু মশা নয়; আরও অনেক আছে। আর যদি মশাই একমাত্র হেতু হয়, তবে কেন এত মশা হয়, তা' নির্দেশ কর এবং তা' দূর কর। এইরূপে কেন দিয়ে স্বাস্থ্যের শত্রু আবিষ্কার কর এবং তাকে ধ্বংস কর।

যাহারা বিবাহিত, তাঁদের আরও বেশী সাবধানে ও সংযমে থাকতে হবে। সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি পিতা মাতাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। বাহাতে হঠাৎ বালিষ্ঠ ও নীরোগ সন্তান লাভ করেন, সেই সমস্ত নিয়ম পালন করতে হবে। আজ যে বাচ্চাদের ঘরে ঘরে অকাল মৃত্যু দেখা যাচ্ছে, তার জন্য পিতা মাতাও অনেকটা দায়ী। শরীরের রক্ত যা'তে বিত্তক ও পবিত্র থাকে এবং সেই রক্ত যা'তে শক্তিশালী হয়, তা'ই সাধন করতে হবে। স্ত্রী পুরুষ সকলকেই কঠোর নিয়ম

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপন্ন হউন।

পালন ক'রতে হবে। স্বাস্থ্যের জন্য নিয়মিত কয়েকটা নিয়ম পালন ক'রতে হবে। সকল কর্মের পূর্বেই ঈশ্বর চিন্তা ও কর্মফল ঈশ্বর চরণে অর্পণ করিতে হবে। অরুণোদয়ের পূর্বে গাত্রোত্তান ও মুক্তবায়ু সেবন, ব্যায়াম, শৌচাদি ক্রিয়া, বকুল, বেল, নিম, যে কোন একটীর দ্বারা দস্ত ধাবন অথবা আয়ুর্কেন্দ্রোক্ত চূর্ণ ব্যবহার কর্তে হবে। নখে ও সর্বগাত্রে উত্তমরূপে তৈল মর্দন করতঃ অবগাহন ঘান, ত্রিসঙ্খ্যা ঈশ্বরোপাসনা, নানাবিধ ফল জলধাবন, টেকির চালের সুসিদ্ধ অন্ন ও শাক, সুজিনি, ডাল ডালনা সকল রকম তরকারি নিত্য ভক্ষণ। কারণ তরকারি আহার ও ঔষধ দুইই। মাছ ও মাংসের সঙ্গে দুধ খাওয়া উচিত নয় বরং বৈকালে দুধ খাওয়া ভাল। প্রত্যেকের অন্ততঃ আধনের খাঁটি দুধ খাওয়া উচিত। ভাতের সঙ্গে নিত্য খাঁটি গব্যদুগ্ধ খাওয়া উচিত। শাস্ত্রে আছে ঋণং কৃত্বা স্তুতং পিবেৎ। কারণ গব্যদুগ্ধ মহোপকারী ও দারিদ্র নাশক। ঘরের তৈরী পবিত্র খাদ্য পবিত্রভাবে খাওয়া উচিত। দোকানের কিছু খাওয়া উচিত নয়। রাত্রে লুচি পরটা, যাহার যা' অভিক্রটি। লোভে গুরুপাক জ্বা খাওয়া উচিত নয়। নিত্য সুপক কাঁটালি কলা ২টা ও আমলকী ১টা ও হরিতকী ১টা খাওয়া উচিত। হরিতকী ঋতু অনুসারে ও অনুপান বিশেষে বারমাস সেবন করিলে স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হয়। কারণ কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে, সহসা কোনও রোগ আক্রমণ করিতে পারে না।

খাদ্য জ্বা খাইবার সময় বামদিকের দ্বাশে চিবাইয়া খাইতে হয়। শমনের নিয়ম প্রথমে চিং হইয়া কিছুক্ষণ পরে বামপার্শ্বে ফিরিয়া ঘুমাইতে হয়। ইহাতে শীঘ্র হজম হয়। এই সমস্ত কার্য্য প্রতিদিন একই সময়ে করা উচিত;—অনিয়মে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। একাদশী, অমাবস্তা, পূর্ণিমা করা এবং পাঁজীতে নিত্য যা নিষেধ ক'রছে তা' বর্জন করা খুবই উচিত। নিত্য কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা দরকার। যাহাতে কৃদা বৃদ্ধি হয়, হজম শক্তি বৃদ্ধি হয় সেইরূপ জ্বা খাওয়া উচিত। কৃদা পিপাসার সময়ে চা খাওয়া উচিত নয়। যে যেমন খায়, তার সেইরূপ পরিশ্রম করা উচিত। শরীরের শক্তি কোন রকমে নষ্ট না হয়, সেইরূপভাবে থাকা দরকার। স্বাস্থ্য ভাল রা'খতে হলে ঐ সমস্ত নিয়ম পালন করা খুবই উচিত অধিকন্তু চরিত্র ভাল রা'খতে হবে। তা' না হলে সব ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। কাজেই চরিত্রের জন্ত ত্যাগ নিষ্ঠা, ধর্ম, সত্য ও সংযম পালন ক'রতে হবে। পাপ, অজ্ঞান, অধর্ম অবিচার দূর ক'রতে হবে। চরিত্রের জন্ত কোন রকম নেশা করা উচিত নয়। অসন, বিলাস, কুচিন্তা ত্যাগ করা উচিত। চরিত্রের বন্ধু—সৎসঙ্গ, সংগ্রহ পাঠ, সমালোচনা ও সহপদে গ্রহণ। আত্মীয় হোক, আর পর হোক, জীলোকের মুখের দিকে তাকান উচিত নয়। অশ্লীল ছবি দেখা উচিত নয়। অশ্লীল প্রসঙ্গ ঘূণাই অসৎ যা' কিছু চরিত্রের জন্ত ত্যাগ ক'রতে হবে। মনে রা'খতে হবে চরিত্র ভাল না থাকলে স্বাস্থ্য ভাল থাকবে না। স্বাস্থ্য ও চরিত্রের জন্ত সংযম ও নিয়ম পালন

ক'রতেই হবে। অন্যথায় শরীর নষ্ট হবে, কোনও প্রকার উন্নতি হবে না।

আজ সকলে উন্নতিলাভ ক'রতে চায়, শান্তি চায়, কিন্তু তার আগে লাভ ক'রতে হবে স্বাস্থ্য ও চরিত্র। স্বাস্থ্য ও চরিত্র যে বজায় রা'খতে পারে, সেই জগতে শ্রেষ্ঠ ও ধন্য; তার অসাধ্য কিছু থাকে না।

শ্রীহরীপতি মুখোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

অর্থনীতি ও অর্থ ব্যবহার।

স্বর্গীয় নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি এল, প্রণীত অর্থনীতি ও অর্থ ব্যবহার নামক পুস্তকখানির নূতন প্রণালী অনুসারে পরিবর্তিত ও সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত সংস্করণ বাহির হইয়াছে, দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। এইরূপ ভীষণ অর্থ-সমস্যার দিনে এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবু প্রবোধ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় দেশের যে এক মহৎ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তৎকৃত তাঁহাকে, সর্বাঙ্গতঃ করণে ধন্যবাদ দিতেছি। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, তৎকৃত অর্থনীতি শাস্ত্রে এরূপ সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত, অথচ নিত্য প্রয়োজনীয় পুস্তক বাজারে আর নাই। আশা করি পুস্তকখানি সর্বত্র সমভাবে আদৃত ও অবশ্য পাঠ্যপুস্তকরূপে পরিগণিত হইবে। উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

আর কেন? পুরাতন "কাঁজের লোক" শেষ হইতেচলিল, তৎপর লেখক।

জান কি? খোঁজ রাখ কি?

প্রতি মিনিটে

ভারতবর্ষ হইতে

১০০ মন চাউল।

৬৫ „ গম।

৫০ „ মুহুর ডাল।

৫০ „ অড়হর ডাল।

৫০ „ চিনে বাদাম।

বিদেশে চালান যায়।

যে দিন থেকে এই রপ্তানি শুরু হয়েছে,
সে দিন থেকেই চাল, ডাল, তেলের দর
চড়চড় করে বেড়ে চলেছে।

প্রমাণ.....?

কলিকাতার বাজার দর—প্রতি টাকায়।

	চাল	আটা	সরিষার তৈল
	মণ—সের	মণ—সের	মণ—সের
১৭৩৮ সাল	২—৩০	২—২০	০—১২
১৭৫০ „	২—১০	২—১০	০—১০
১৭৫৮ „	১—১০	১—৩৪	০—৮½
১৭৮২ „	১—৫	১—৫৪	২—৭
১৮২৫ „	০—৩০	০—৬২	০—৬
১৮৫৪ „	০—১৫	০—১৮	০—৫
১৮৮০ „	০—১২	০—১১	০—৪½
১৯২৫ „	০—০৫	০—৪½	০—১½

বিদেশীর হাতে সব ভার দিয়ে আতি যে উপবাসে দিন কাটাচ্ছে

প্রতিকার কি?*

চাই স্বাধীনতা.....চাই শাসন ও পরিচালনের ক্ষমতা!!

সেই ক্ষমতা লাভ করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য!!

কংগ্রেসকে সাহায্য কর!!

* জাতীয় সপ্তাহ উপলক্ষে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি ১১৩/১১ নং হারিসন রোড
হইতে শ্রীযুক্ত মোহন দাস গুপ্ত সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসরস্বতী প্রেস ১নং
রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত হয়ে বিতরিত হয়েছিল।

বিনা মূল্যে

যদি নীরোগ জীবন যাপন করিতে চান,
তবে অর্ধ আনার ট্যাপ্প সহ আবেদন করিয়া
উপকরণ খোস পাঁচড়া কতাদির প্রতিকার
লাভ করুন। ইহাদের সকল প্রকার রোগ
নিবারণে সাহায্য পাইবেন।

ডাঃ কে, চক্রবর্তী।

সংসদ পোঃ, গাবনা।

ভীষনাগ

বড়বাজার শাখা

ফোন নং ২১৭৫

প্রসিদ্ধ সন্দেশ বিক্রেতা

৬নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ভবানীপুর শাখা

ফোন নং সাউথ ১১৫৫

বিবাহে, বৃহৎ ভোজ কাজে, তবে ভীষনাগের সন্দেশ না দিলে অঙ্গ হীন হয়, ইহা
সহরে মফঃস্বলে কে না জানে? নূতন কথা নয়। অর্ডার পাইবামাত্র যত বড় অর্ডারই
হউক, তৎক্ষণাৎ সরবরাহ করা যায়।

ফোন নং বড়বাজার ৪৬৫১

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

Home Industries.

গাহ'স্থ-শিম্পশিকা।

LIQUID DENTIFRICE.

দাঁতের মণ্ডন প্রস্তুতের অনেক ফর্মুলা "কাজের লোকে" প্রকাশিত হ'য়েছে কেমন করে, তরল দস্ত-ধাবন প্রস্তুত কর্তে হয়, আজ তাই বলছি।

প্রস্তুত প্রণালী।

White Castile Soap	2 oz.
Rectified Spirit	8 oz.
Distilled Water	8 oz.
Lemon Oil	10 Drops.
Cinamon Oil	10 "
Liquid Cochinil perfume	যতটুকু আবশ্যক।

প্রথমে ক্যাষ্টাইল সাবানটাকে ছুরি দ্বারা টাচিয়া ডিস্টিল্ড বা পরিশ্রুত জলে মূহ উত্তাপে গলাইয়া ফেলিয়া একটি পরিষ্কার কাচ পাত্রে রাখিয়া দাও, তাহার পর অল্প ১টা কাচপাত্রে সুগন্ধ তৈলগুলি রেকটিফায়েড স্পিরিট দ্বারা গলাইয়া ফেলিয়া সাবানের সহিত মিশাইয়া দিয়া অনেকক্ষণ কাঁকরাইয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া ফেল। তাহার পর উহার রং করবার জন্য কোচিনীল লিকুইড যতটুকু দিলে মনোমত রং হতে পারে, তাহা দিয়া পুনরায় কাঁকরাইয়া কাঁকরাইয়া তাহার পর শিশিতে পুরে লেবেলাদি দিয়া বাজারে বিক্রয়ের জন্য দেওয়া যেতে পারে। পড়তা অনুসারে মূল্য স্থির করে নিতে হবে। উপরোক্ত সমস্ত জিনিষ বাজারে ভাস্তার খানায় পাওয়া যেতে পারে।

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না'ক তুমি।"

—:—

সারা ভারতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা-লাভের জন্য আন্দোলন চলিতেছে, অথচ ভারত যে অর্থনৈতিক হিসাবেও কিরূপ পরাধীন, সে বিষয়ে আমাদের নেতাদিগের বিশেষ লক্ষ্য নাই। আজ যদি আমরা স্বাধীনতা লাভ করি, তাহা হইলেও যে আমরা সামান্য ও নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য কিরূপ বিদেশীদের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিব এবং নিয়ত আমরা যে কত অপ্রয়োজনীয় অভাবের সৃষ্টি করিতেছি, তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব। আজ ভারতবাসীর গৃহে অন্ন নাই, পরণে বস্ত্র নাই; গৃহে আনন্দ নাই, প্রত্যেক জিনিষটির জন্য তাহাকে বিদেশীর দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়, অথচ দেড়শত বৎসর পূর্বে এই ভারতের বস্ত্রশিল্প ছিল পৃথিবীর সম্পদ, ভারতবাসীর গৃহে ছিল প্রচুর অন্ন, ভারত ছিল স্বাবলম্বী—স্বাতন্ত্র্য—স্বধী।

১৮১৪ সালের স্বাবলম্বী ভারত।

১৮১৪ সাল ও তাহার পূর্বে ভারতবর্ষ তাহার নিজের সকল প্রয়োজনীয় অভাব মিটাইয়াও বহু জিনিষ বিদেশে রপ্তানী করিয়া বিদেশ হইতে স্বর্ণ ইত্যাদি লইয়া আসিত। তৎসময়ে ভারতের রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে বস্ত্র, চিনি ও মশলাদি ছিল প্রধান। ১৮১৪ সালে ভারতবর্ষ ১৬ কোটি টাকার বস্ত্র ও ১৫৥০ লক্ষ টাকার চিনি, ১২ কোটি টাকার রেশম বিদেশে রপ্তানী করিয়াছিল।

একশত বৎসর পরে

আর ১৯১৪ সালে এই ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে ৬৬ কোটি টাকার কাপড়, ৪ কোটি টাকার চিনি, ৩ কোটি টাকার রেশমী বস্ত্র ও ১৥০ কোটি টাকার দেশী মশলা আমদানী করিয়াছে। আজ গৃহের প্রদীপ জ্বালাইবার জন্যও ভারতবর্ষ পরমুখাপেক্ষী। স্বাবলম্বী ভারতকে ভিখারী করিল কে?

পরাধীন ভারত।

কোন কোন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভারত বিদেশ হইতে আমদানী করে ও ১৯২৫-২৬ সালে ভারত ঐ দ্রব্যের জন্য কত টাকা দিয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

বস্ত্র	৬৫ কোটি	৬৭ লক্ষ	টাকা
চিনি	১৫	৮৩	" "
কেরোসিন তৈল	৫	১৭	" "
লবণ	১	৪	" "
দেশলাই		১৩৥০	" "
মশলা	৩	২৮	" "

আজ যদি হঠাৎ কোন কারণে ঐ সকল দ্রব্যের আমদানী বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে ভারতবাসীর উপায় হইবে কি?

এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষ যে বিদেশ হইতে কত অপ্রয়োজনীয় জিনিষ আমদানী করিয়া ঘরের লক্ষী বিদেশীদের হস্তে তুলিয়া দিতেছে ও ঐ সকল দ্রব্যের আমদানী যে দিন দিন কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা ১৮১৪ ও ১৯২৫-২৬ সালের তালিকা দৃষ্টে দেখা যাইবে।

১৯১৪ সালের তালিকা ও মূল্য।

মোটর গাড়ী	১কোটি	১৩ লক্ষ	টাকা
মটর সাইকেল		১০	" "
মোটর বাস		৬	" "
মস্ত ইত্যাদি	২	২	" "

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

কাচের চুড়ি	২১	"	"
কৃত্রিম মুক্তা ইত্যাদি	২৪	"	"
সিগারেট	৫০	"	"
তামাক	৮	"	"
সাবান	৬১	"	"
বাদ্যযন্ত্র	৪	"	"
বিস্কুট	৩৭	"	"
পেটেন্ট ফুড	৩৮	"	"
জমাট দুধ	৩২	"	"
মনোহারী দ্রব্য	৫৭	"	"
কাঠের খেলনা	৪০	"	"
অঙ্গুরাগ (এসেন্স, পেমেটম প্রভৃতি)			

২০ লক্ষ টাকা

তিনে রক্ষিত খাদ্যদ্রব্য ৫০ " "

১৯২৫—২৬ সালের তালিকা

মোটর গাড়ী	২ কোটি ৮২	লক্ষ	টাকা
মোটর সাইকেল	১০	"	"
মোটর বাস	৮৮	"	"
মুগ ইত্যাদি	৩	"	"
কাচের চুড়ি	১	"	"
কৃত্রিম মুক্তা	৩৬	"	"
সিগারেট	১	"	"
তামাক	৫৪	"	"
সাবান	৪৮	"	"
বাদ্যযন্ত্র	২৩	"	"
বিস্কুট	৪১	"	"
পেটেন্ট ফুড	৮৮	"	"
জমাট দুধ	৬৫	"	"
মনোহারী দ্রব্য	৮৮	"	"
কাঠের খেলনা	৫৪	"	"
অঙ্গুরাগ	৫০	"	"
তিনে রক্ষিত দ্রব্য ১	২৩	"	"
উপরোক্ত দুইটা তালিকা	হইতে	শাই	ই

বুঝা যাইতেছে, উল্লিখিত দ্রব্যাদির আম-
দানী বৃদ্ধি করিয়া এই পরাধীন ভারতবাসী
কিভাবে অপ্রয়োজনীয় অভাব বৃদ্ধি করি-
তেছে। যে দেশের লোকের দৈনিক আর
ছয় পয়সা মাত্র, যে দেশে প্রতি মিনিটে ২টি
নরনারী ও ৪টি শিশু স্বেচ্ছিকতার অভাবে
মারা যায়, যে দেশে অর্থের অভাবে শিক্ষি-
তের সংখ্যা মাত্র শতকরা ৫ জন, যে দেশে
পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে গড় আয়ু মাত্র ২৪
বৎসর,—সেই দেশের কি এই প্রকারে বিনা
প্রয়োজনে অর্থনষ্ট হওয়া উচিত?—উদ্ধৃত

Household Information s. গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

এক সের কেরোসিন তৈলের সহিত
অর্দ্ধ ছটাক লবণ মিশ্রিত করিলে তাহার
আলোক অতি উজ্জ্বল হয় এবং তাহা হইতে
ধূম নির্গত হয় না।

রন্ধনের মসলা বায়ুরোধক Airtight
তিনের কোটায় রাখিলে ভাল থাকে এবং
ইহাদের গন্ধ অবিকৃত থাকে।

রেশমের কাপড় কাচিবার সময় জলের
সহিত সামান্য লবণ মিশাইলে সাদা এবং
রঙীন রেশমের রংও উজ্জ্বলতা অবিকৃত
থাকে।

স্মেলিং সল্ট নিজে করিয়া লইতে
হইলে একটা গ্লাসপাউ শিশিতে কয়েক
টুকরা আমোনিয়া দিয়া তাহাতে কয়েক
ফোঁটা বা এক ড্রাম আন্ধার অডিকলম
ঢালিয়া দিয়া কর্ক বন্ধ করিয়া রাখিয়া

দিলেই হইল। স্মেলিং সল্ট (Smelling
salt) মাখা ধরিলে হিষ্টিরিয়ার ফিট্ হইলে
শিশির ছিপিটা একটু আলুগা করিয়া আত্মান
লইলে উপকার হয়।

উত্তের জলে কিছুকাল পরিকৃত লৌহ
কেলিয়া রাখিলে লৌহটা জামার মত হইয়া
যায়।

মার্কেল প্রস্তর আসিডে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।
গ্লিসারিন এবং কর্পর একত্র মিশাইয়া
পাত্রে মাখিলে মশা ধরে না।

মাজেন্টারে শংখ্যাবিষ থাকে, সুতরাং
ইহা বিষাক্ত পদার্থ।

ক্রাইসোফেনিক আসিড দাদে দিলে
কাপড়ে লাগিলে দাগ হয়, কিন্তু কলোডিয়াম
দিলে সে রং উঠিয়া যায়।

ফটকিরি দিয়া জল পরিষ্কার করিলে যদি
জল খাইতে বিশ্বাস বোধ হয়, তাহা হইলে
জলে একটু সোডা দিলে সে দোষ কাটিয়া
যায়।

রৌপ্য সর্বাপেক্ষা বিদ্যুৎ এবং উত্তাপ
পরিচালক।

যক্ষ্মা রোগের স্লেমা শুক হইয়া ধুলিমাৎ
হইলেও ইহা হইতে ইহার বিষ নষ্ট হয় না।

ফুলের সৌরভেও বায়ু পরিকৃত হয়।
কিন্তু শয়নকক্ষে কদাচ রাখিতে নাই, তাহা
স্বাস্থ্য হানিকর।

গটা পার্টা ক্লোরোকরমে সম্পূর্ণ জ্ব
হইয়া যায়।

কার্বনেট অফ মেগনেসিয়া বালকগণের
দস্ত মার্জনের জন্য বেশ উপযোগী।

পোড়া ঘাঘের চিকিৎসা—কাষ্ট্যারিস
কিমা আর্টিকা ইউরেন্স ১ ড্রাম ৪ আউন্স
গরম জলের সহিত মিশাইয়া কিংবা ক্রিয়ো-

আর কেন? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতেছিল, তৎপর লউন।

জোট ১ ড্রাম এক পাইন্ট জলের সহিত মিশাইয়া পীড়িত স্থান ধোত করিলে বিশেষ উপকার হয়। তুলা দিয়া পীড়িত স্থান সর্বদা আবৃত রাখা উচিত যেন বাতাস না লাগিতে পারে। এ্যালকোহল ফোকা উঠিবার পূর্বে ব্যবহার করিলে শীঘ্রই উপশম হয়। বাই-কার্বনেট অব সোডা পুড়িবারাত্র পীড়িত স্থানে বাধিয়া রাখিলে শীঘ্রই জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হইয়া ক্ষত আরোগ্য হয়।

মুক্তিযোগ সংগ্রহ।

সর্পদংশনের ঔষধ।

- ১। সর্প অথবা দ্বিপু শৃগাল ও কুকুরে দংশন করিলে দষ্ট ব্যক্তিকে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত খাওয়াইবে, ঘৃতে বিষের ক্রিয়া নষ্ট করে।
- ২। আফুলা বেলের শিকড় ২৫টা গোল-মরিচের সহিত বাটিয়া খাওয়াইবে। ৩। জ্রোণপুষ্প অর্থাৎ দণ্ডকলসের শিকড় ২৫টা গোলমরিচের সহিত বাটিয়া সেবন করাইবে।
- ৪। মনসা শিজের অর্থাৎ পাতা শিজের পাতা ছেঁচিয়া উহার রস সেবন করাইবে। সেবনে অশক্ত হইলে উক্ত পাতার রস রোগীর নাক অথবা কাণ দ্বারা শরীরের ভিতর প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিবে। ৫। আস্ত মুরগীর ডিম সর্পাদিদষ্ট স্থানে স্পর্শ করাইলে দেখিবে যে, ঐ ডিম বিষ টানিয়া কাল রং হইয়াছে। পুনরায় ঐ ডিমটা ছাড়িয়া আর একটা ডিম ধরিলে ঐটিও যদি কাল হয়, তবে যে পর্যন্ত ডিমের কোন ব্যত্যয় না ঘটে, সে পর্যন্ত উক্ত ডিম পুনঃ পুনঃ এক একটা করিয়া ধরিবে। এইটা বিশেষ পরীক্ষিত এবং আশ্চর্যকলপ্রদ

মহৌষধ। বলা বাহুল্য যে সর্পাদিতে দংশন করিলেই দষ্ট স্থানের উপর তাগা দিয়া বাধিতে হইবে। (হিতবাদী)

বাংলা গবর্ণমেন্টের শিক্ষা বিভাগ।

১৯২৫-২৬ সালের বিবরণ।

বাংলার শিক্ষাবিভাগের ১৯২৫-২৬ সালের বার্ষিক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, এই বিভাগের আর্থিক অবস্থা গত কয়েক বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে সন্তোষজনক। কয়েকটা সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক মঞ্জুরী টাকা অর্জনকরিত করা হইয়াছে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা হইয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আলোচ্যবর্ষে বিশেষ কিছু করা হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার এবং সেকেন্ডারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি চালনায় উন্নতিবিধান করার কথা ছিল, অর্থাভাবে তাহা হইয়া উঠে নাই।

এই বৎসরে কোন শিক্ষামন্ত্রী ছিল না। কাজেই সমগ্র বৎসর এই বিভাগ গবর্ণরের শাসন পরিষদের একজন সদস্যের কর্তৃত্বাধীন ছিল।

প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করার উদ্দেশ্যে একটি “এডুকেশন সেস” বসাইবার কথা উঠে। পাঁচটি কেন্দ্রে সমবেত হইয়া সরকারী প্রতিনিধি এবং বিশেষজ্ঞগণ এই বিষয় আলোচনা করেন। প্রচারিত “সেস”

সম্পর্কে বিরুদ্ধ সমালোচনা হইলেও সকলে তাহার প্রতিবাদ করেন নাই, এই বিষয়ে ব্যাপক উপায় অবলম্বনের কথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন।

আলোচ্যবর্ষে প্রদেশের সর্বত্র পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত পাঠ্য পদ্ধতি মন্ত্রণামুখে প্রবর্তন করা হয়। সরকারী সাহায্যকৃত হাইস্কুল সমূহের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি এবং অন্যান্য উন্নতির জন্য প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ২০০০০ টাকা প্রদান করা হইয়াছে। অর্থাভাবে জন্ত গত কয়েকবৎসর কাল পাঠশালার শিক্ষকদের শিক্ষা বৃত্তি বদ্ধ ছিল। এই বৎসর কিঞ্চিৎ বৃদ্ধিত মাত্রায় তাহা প্রদান করা হইয়াছে। ফলে অনেক শিক্ষক শিক্ষাগ্রহণের জন্ত গমন করিয়াছেন।

বে-সরকারী স্কুল ও কলেজসমূহে এবৎসর একটু বৃদ্ধিত হারে ছাত্রবেতন আদায় হইয়াছে। এতদ্বিন্ন সরকার হইতেও একটু বেশী মাত্রায় সাহায্য দান করা হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে বর্ধিত বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক অবস্থা এই বৎসর একটু ভাল। টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বার্ষিক ব্যয়ের জন্ত সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা প্রদান করা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও এই ভাবেই দেওয়া হইবে। ফলে টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অনাটন আর থাকিবে না। শারীরিক ব্যায়ামচর্চার উপকারিতা ক্রমেই স্কুলকলেজের ছাত্রগণ উপলব্ধি করিতেছেন। ফলে ব্যায়াম এবং ব্রতীবালক আন্দোলনের উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

বেঙ্গল ক্রাশনাল ব্যাঙ্ক

বেঙ্গল ক্রাশনাল ব্যাঙ্ক স্বদেশী যুগের প্রতিষ্ঠিত একটি গৌরবজনক প্রতিষ্ঠান ছিল সেটি আজ কয়েকদিন বন্ধ হইয়া যাওয়ার বাতলার মাথা হেঁট হইয়া গিয়াছে। কেমন করিয়া ব্যাঙ্কটি ফেল হইল, ডিরেক্টরবোর্ডের বিবরণ পাঠ করিলেই পাঠকগণ অবগত হইতে পারিবেন। সেইজন্য নিম্নে বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম।

ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে

ডিরেক্টর বোর্ডের বিবরণ

বেঙ্গল ক্রাশনাল ব্যাঙ্ক গত ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ৫০ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়; তন্মধ্যে ১৫ লক্ষ ২ হাজার ৩ শত টাকার সেয়ার গৃহীত ও ৮ লক্ষ ৫ হাজার ৪ শত ৮৭ টাকা আদায় হয়। প্রায় ৭ বৎসর কাল ব্যাঙ্কের কাজ চলিবার পর গোলযোগ আরম্ভ হয় এবং তাহার ফলে ডিরেক্টর বোর্ডের পরিবর্তন হয় ও ত্রীযুত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী বোর্ডের চেয়ারম্যান হইলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের স্থায়ী ও চলন্তী আমানতের পরিমাণ প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা হইয়াছিল, কিন্তু ঐ সকল গোলযোগ ও মামলা মোকদ্দমার ফলে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ভিসেস্বর মাসে উহার পরিমাণ কমিয়া মাত্র ২ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকায় দাঁড়ায়। তাহার পর গোলযোগ মিটিয়া গেলে ব্যাঙ্কের কাজ স্বাভাবিক চলিতে থাকে এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে আমানতের পরিমাণ বাড়িয়া প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা হয়।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এলায়েন্স

ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইলে ব্যাঙ্কের কারবারের লোকের মনে শঙ্কার উদ্ভব হয় এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল হইতে ৪ দিন যাবৎ আমানতকারীরা টাকা উঠাইয়া লইতে থাকেন, সেই সময় আমানতকারীদিগকে প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে হইয়াছিল। ইহার জন্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক হইতে ১০ লক্ষ টাকা ধার করিতে হইয়াছিল এবং অবশিষ্ট টাকা ব্যাঙ্কের নিজ তহবিল হইতে দেওয়া হইয়াছিল।

আমানতকারীগণ কর্তৃক এই টাকা তুলিয়া লইবার পর কয়েক মাস যাবৎ ব্যাঙ্ক টাকা জমা খুব মন্দ পতিকে চলে। টাকার অভাবে ডিরেক্টরগণ নানা অস্থবিধার পতিত হইলেন এবং সাধারণ ব্যবসা বাণিজ্যের বাজার পড়িয়া যাওয়ার আগাম টাকা আদায়ও শক্ত হইয়া পড়ে। ফলে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ডিরেক্টরগণ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক হইতে আরও ১০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। তাহার পর ব্যাঙ্কের অবস্থা উন্নত হইতে আরম্ভ হয় এবং আমানতকারীগণ আসিতে থাকেন, কিন্তু ব্যাঙ্কের পূর্ব আর্থিক অবস্থা ফিরিয়া আইসে নাই। ফলে গত এপ্রিল মাসে আমানতকারীগণ বহু টাকা এককালে তুলিয়া লইতে আসিলে ব্যাঙ্ক তাহা দিতে অসমর্থ হয়।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আমানতের পরিমাণ টাকা তুলার পরিমাণ হইতে প্রায় ১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা বেশী ছিল। ফেব্রুয়ারী মাসে আমানতের পরিমাণ টাকা উঠাইয়া লওয়ার পরিমাণ হইতে ৮০ হাজার টাকা বেশী ছিল। মার্চ

মাসে টাকা উঠানর পরিমাণ আমানত অপেক্ষা ১৪ হাজার টাকা বেশী হয় এবং এপ্রিল মাসে টাকা উঠানর পরিমাণ আমানত অপেক্ষা ৬ লক্ষ ২২ হাজার টাকা বেশী হয়। ইহা বাতীত আরও ৪ লক্ষ টাকা উঠাইয়া লইবার জন্য দাবী পাওয়া যায়।

গত ২৩শে এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হয়, সেই সপ্তাহে ব্যাঙ্কে খুব বেশী টাকা দিতে হইয়াছিল, ইহার ফলে ব্যাঙ্কের নগদ টাকা ফুরাইয়া যায়। ডিরেক্টরগণ টাকা সংস্থানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, কিন্তু খুব কম টাকাই পাওয়া যায় এবং ২৭শে এপ্রিল সন্ধ্যার সময় দেখা যায় যে, বেশী টাকা পাওয়া না গেলে ব্যাঙ্কের কার্য চালান অসম্ভব হইবে। টাকা জোগাড়ের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সমস্তই বিফল হইল এবং ২৮শে এপ্রিল প্রাতে ডিরেক্টরগণ টাকা দেওয়া স্থগিত করিতে বাধ্য হইলেন।

১০ লক্ষ করিয়া ২ বারের ২০ লক্ষ টাকার জন্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট ২টি মর্টগেজ রাখা হয়। ঋণ পরিশোধের জন্য কতকগুলি সম্পত্তি জামীনস্বরূপ রাখা হইলেও বর্তমান ব্যাঙ্কের সমুদায় কারবার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক রাখা হয়। শেখোক্ত দলিলের সর্ব এই যে, ব্যাঙ্ক টাকা প্রদান স্থগিত করিলে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক রিসিভার নিয়োগ দ্বারা ব্যাঙ্কের কারবার গ্রহণ করিবার অধিকারী হইবেন। উক্ত সর্ব অনুসারে ২৭শে এপ্রিল অপরাহ্নে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক মেসার্স লাভলক এণ্ড লিউস নামক ফার্মের ৩ জন সদস্যকে রিসিভার নিযুক্ত করিয়া ব্যাঙ্কের দখল গ্রহণ করেন। নগদ টাকা এবং সহজে আদায় করা যায় এমন “সিকিউরিটি”

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর হউন।

অভাব ব্যাঙ্কের কাজ স্থগিতের কারণ।
ব্যাঙ্কের বর্তমান অবস্থা নিম্নলিখিতরূপ—

স্থায়ী আমানত ১১ লক্ষ ৭ হাজার ২ শত ২ টাকা ১২ আনা, চলতী হিসাব ৩০ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭ শত ১০ টাকা ১ আনা ৩ পাই; সেডিং ব্যাঙ্ক ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫ শত ৮৪ টাকা ২ আনা ৩ পাই এবং গৃহীত ঋণ ২৫ লক্ষ ৫২ হাজার ৬ শত ৮২ টাকা ১২ আনা ২ পাই; মোট ১ কোটি ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ১ শত ৮৭ টাকা ২ আনা ১০ পাই।

ব্যাঙ্ক মোট ১ কোটি ১৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ২ শত ৮০ টাকা ১৩ আনা কম পাই নানা কাজে খাটাইতেছেন। ইহার মধ্যে ৪০ লক্ষ টাকা সম্পত্তি প্রভৃতি সহজ আদায়যোগ্য সিকিউরিটিতে ফেলা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত প্রায় ১১ হাজার টাকা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান-সমূহকে ধার দেওয়া আছে। বাকী প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা বিনা জামীনে ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

ব্যাঙ্কের আয় দেনা অপেক্ষা প্রায় ১৮০ লক্ষ বেশী। ইহা ব্যতীত প্রয়োজন হইলে অংশীদারদের নিকট প্রাপ্য প্রায় ৭ লক্ষ টাকা উহার সহিত সংযুক্ত করা যাইতে পারে।

বন্ধক রাখিয়া যে সকল মহাজনের নিকট ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাঁহাদের টাকা দিয়াও সহজ আদায়যোগ্য “সিকিউরিটি” হইতে প্রায় ১৪০ লক্ষ টাকা অল্প মহাজনদের ঋণ পরিশোধার্থ থাকে। ইহার সহিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহকে যে ১১ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা বিনা জামীনে যে ৫০ লক্ষ টাকা

ধার দেওয়া হইয়াছে, তাহা এবং অংশীদারদের নিকট হইতে প্রাপ্য অনাদায়ী ৭ লক্ষ টাকা সংযুক্ত হইতে পারে অর্থাৎ এই সব বাবদে ব্যাঙ্কের প্রাপ্য প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা। বিনা জামীনে ব্যাঙ্ক যে সকল মহাজনের নিকট টাকা ধার লইয়াছেন, তাহার পরিমাণ প্রায় ৭৬ লক্ষ টাকা, সুতরাং জামীন বিহীন মহাজনদের ঋণ পরিশোধ করিয়াও ব্যাঙ্কের প্রায় ২১ লক্ষ টাকা উদ্ধৃত্ত হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ ও জামীনবিহীন খাতকদিগকে যে টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে কত টাকা আদায় হইবে, তাহা বলা সম্ভবপর নহে, তবে ডিরেক্টরগণের বিশ্বাস, অধিকাংশ টাকাই আদায় হইবে। বিশেষ সতর্কতার সহিত হিসাব করিলেও জামীনবিহীন মহাজন ও আমানতকারীগণ তাঁহাদের প্রাপ্য অঙ্কতঃ শতকরা ৫০ টাকা হিসাবেও পাইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

ব্যাঙ্কটিকে পুনর্গঠিত করিবার জন্য স্কীম রচিত হইতেছে এবং আশা করা যায় যে, মহাজন ও অংশীদারের বিবেচনার জন্য উহা শীঘ্রই তাঁহাদের নিকট উপস্থাপিত করা যাইতে পারিবে।”

আমরা আশা করি, ব্যাঙ্কটী পুনর্গঠিত হইয়া জাতীয় গৌরব রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে। তৎক্ষণাৎ চেষ্টাও হইতেছে।

আহার।

বহুদিন পূর্বে শ্রীযুক্ত শ্রীমলাল দত্ত মহাশয় পত্রান্তরে এই প্রবন্ধটী লিখিয়া ছিলেন, সে প্রায়ও বিশ বৎসরের অধিক দিনের কথা। কিন্তু বর্তমান সময়েও কথাগুলি ভাবিবার বিষয়।

আমাদের দেশের লোকের আহার এক্ষণে যতদূর নিকট হইতে পারে তাহা হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির আহারের সহিত তুলনা করিতে গেলে লজ্জা পাইতে হয়। আমাদের আহার এক্ষণে কেবল নুন আর ভাত বলিলেও অত্যাক্তি হয় না।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে আমরা যথু ভাত খাই না; ডাল, ঘি, দুধ, তরকারি, মাংস এবং মাছও খাইয়া থাকি। এ কথা সত্য, কিন্তু আমরা যে ডাইল খাই, তাহা ডাইলের জলমাত্র। সাহেব একজন আধসের ডাইল ঘন করিয়া খাইবে! আমরা আধসের ডাইলে জল মিলাইয়া ৮১০ জনে খাই। ঘৃত যাহারা খান, তাঁহারা এত অল্প খান যে, গরীব লোকে ঘেরূপ ঘৃতের ছিটা দিয়া হবিষ্কার শুদ্ধ করিয়া লয়, তাহা অপেক্ষা বড় বেশী নহে। দুধ যাহা খাই, তাহার পরিমাণ অতি অল্প এবং সাদা জল বলিলেও চলে। এই দুধে ও ঘৃতে এখন পূর্বের জায় আবাদ কি হুগন্ধ নাই। ইহার কারণ গোরুগুলি স্বচ্ছাচার ও কদাচারের জন্য খারাপ হইয়া যাইতেছে। যে দেশে মাতৃসে খাইতে পায় না, সে দেশে গোরুতে ডাল খাইতে পাইবে, কি পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে একরূপ আশা করা অজ্ঞান।

এই গেল ডাল, ঘি, দুধের কথা। ডাল তরকারী, আলু, কচু, ওল, কপি ইত্যাদি মহাবর্ষ হওয়াতে বেশী পরিমাণে খাইতে পাই না। মাংস বৎসরের মধ্যে দুই চারি দিন খাই কিনা সন্দেহ; যখন খাই তখনও অনেকটা জল ও তরকারীর সহিত মিশ্রিত করিয়া অল্প একটু মাংস পাই মাত্র।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

মাছ আমরা যে পরিমাণে খাই, তাহাকে মাছ খাওয়া না বলিলেও চলে। দুই এক টুকরা মাছ ও খানিকটা হলুদগোলা জল। অন্ত দেশের লোক আমাদের মাছ খাওয়া দেখিলে হাসে।

একজন সাহেবকে কোন বাল্যলী ডাক্তার চিকিৎসা করিতেন। ডাক্তার তাঁহাকে মাছ খাইতে বারণ করিয়াছিলেন। সাহেবের ব্যারাম কমিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এখন আমি মাছ খাইতে পারি? ডাক্তার বলিলেন—হ্যাঁ, পারেন, একটু হিসাব করিয়া খাইবেন। পরদিন ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন—সাহেব আপনি কি খাইয়াছেন? সাহেব বলিলেন, আমি দুইটা ইলিশ মাছ খাইয়াছি। ডাক্তার বলিলেন, আমি আপনাকে হিসাব করিয়া খাইতে বলিলাম, আপনি কিনা দুইটা ইলিশ মাছ খাইয়া বলিলেন; আপনার ত আজই ব্যারাম বৃদ্ধি হইবে।

কদাহারের কুকল।

দেশের লোকের আহার খারাপ ও কম হওয়ায় অনেক অনিষ্ট হইতেছে।

১। দেশের প্রায় সমুদায় লোক রুগ্ন। কি জী কি পুরুষ সকলেরই কোন না কোন রোগ আছে। দেশে ক্রমশঃ ডাক্তার কবিরাজ ও ঔষধালয়ের বৃদ্ধি হইতেছে এবং রোগ ও রোগচিকিৎসার খরচ বাড়িয়া যাইতেছে। এই সমুদয় রোগ অনেক স্থলে অনাহার, অন্নাহার, ও কদাহারজনিত। আহারে বেশী ব্যয় করিলে ঔষধে ব্যয় করিতে হইত না। আমি যত রুগ্ন লোক দেখিয়াছি, তাহাদের অনেকেরই উত্তমরূপ আহার পাইলে ব্যারাম সারিত।

২। লোকে ক্রমশঃ অরোগ্য হইতেছে। একথা সকলেই স্বীকার করেন যে এ দেশে পিতামহ হইতে পিতার আয়ুঃ কম এবং পিতার হইতে নিজের ও নিজের হইতে পুত্রের আয়ুঃ কম হইবে।

৩। আহার পরিশ্রম ও শারীরিক বল সম্বন্ধে এইরূপ—পিতা দুই বেলা এক দেয় চাউলের ভাত খাইতেন; নিজে আধ দেয়ের বেশী খাইতে পারি না; পুত্রের আহার আরও কম।

পিতা, পিতামহ ১৪ কোশ চলিতে পারিতেন; নিজে ২০ কোশের বেশী চলিতে পারেন না; ছেলে মোটেই ইটিতে চাহে না, এমন কি, পড়িবার সময় শুইয়া পড়ে, বসিয়া পড়িতে কষ্টবোধ করে। এই সকল দেখিয়া, লম্বাই বুঝা যায় যে, আমরা অর্ধগতির পথে অগ্রসর হইতেছি, অথচ বাবুদের অনেকের এখনও বিশ্বাস যে তাঁহাদের ক্রমে উন্নতি হইতেছে।

৪। লোকে ক্রমে ধর্মকায়ে হইতেছে এবং এ সম্বন্ধে লোকের কচি অন্যাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। জীলোক একপে আজ্ঞানুসৃতবাহ দীর্ঘকায় পুরুষদিগকে পছন্দ করে না। আমি, একজন গিন্নীকে তাঁহার তালগাছের মত লম্বা জামাই হইয়াছে বলিয়া আক্ষেপ করিতে শুনিয়াছি। একজন মুনসেফকে আমি বলিলাম, এ রকম বেঁটে জামাইকে মেয়ে দিলেন কেন? তিনি উত্তর করিলেন—বেঁটে মানুষই ভাল।

অনেকে বলেন জীলোক বেঁটে হওয়া ভাল; কিন্তু উন্নতিশীল ইংরাজজাতির জীলোকেরা লম্বা দেখাইবে বলিয়া উঁচু জুতা পায়ে দেয়।

একজন ইংরাজ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, গত ২৫ বৎসর মধ্যে ইংলণ্ডের বালক বালিকাগণ গড়ে পূর্বাপেক্ষা ২ ইঞ্চি বেশী লম্বা হইয়াছে। আর একজন ইংরাজ মাপিয়া দেখিয়াছেন যে রাজপুত্রেরা পূর্বাপেক্ষা ২ ইঞ্চি খাট হইয়া গিয়াছে। নদীর এক কুল ভাঙ্গে, আর এককূল গড়ে।

এদেশের লোক ধর্ম হইতে ধর্মতর হইয়া যাইতেছে দেখিয়া এক ব্যক্তি মনের কোড়ে বলিয়াছিলেন যে, এদেশে ভবিষ্যতে বেগুন তলায় হাট বসিবে।

৫। এই আতিথ্যপ্রধান ভারতভূমিতে আতিথ্যেরতার লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। গৃহস্থ নিজে যেরূপ জঘন্ড আহার করেন, তাহা অন্তকে দিতে লজ্জা বোধ হয় স্বতরাং অতিথি এড়াইবার চেষ্টা করেন।

ইংরেজ বাল্যলী এত বৎসর এক সন্ধে রহিল, অথচ তাহাদের মধ্যে সন্দাব হইল না এই বলিয়া কেহ কেহ আক্ষেপ করিয়া থাকেন। আমি যেরূপ জঘন্ড আহার করি তাহাতে একজন সাহেব আমার বাড়ীতে আসিলে তাহাকে আহার করিতে কি জল খাইতে অস্বরোধ করিতে পারি না; সন্দাব হইবে কিসে?

৬। আহারে বেশী ব্যয় না করাতে সামান্য দুভিক্ষ হইলেই পালে পালে লোক মরিতে থাকে। একখানি ইংরাজী গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম যে, ইংলণ্ডে জিনিষপত্র মর্হা হইলেও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অনাহারে মারা যাইবে না। জিনিস আক্রা হইলে যাহারা ভাল মদ খাইত, তাহারা খারাপ মদ খাইবে এবং অবাধি আরও আক্রা হইলে মদ

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

খাওয়া একে বারে বন্ধ করিবে। শ্রমাদি আরও দুর্খল্য হইলে চা খাওয়া ছাড়িয়া দিবে, পরে দুধ মাখন খাওয়া ছাড়িয়া দিবে, তাহার পর মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দিয়া কেবল কুটি আলু খাইয়া জীবনধারণ করিবে— অর্থাৎ ইংলণ্ডের মজুরদিগের যে আয় আছে, তাহাতে খুব দুর্দিনেও তাহাদের কুটির অভাব হয় না। আর এ দেশের মজুরেরা যে মজুরী পায়, তাহাতে তাহাদের নূন আর ভাত ভিন্ন আর কিছুই জোটে না, সুতরাং যখন চাউল দুর্খল্য হয়, তখন পালে পালে মরিতে থাকে। ডাল, কচী, মাছ, মাংস, দুধ ইত্যাদি ভাল খাওয়া অভ্যাস থাকিলে তাহারা কম মজুরীতে কাজ করিতে স্বীকার পাইত না, এবং বেশী পয়সা হাতে হইলে তাহা বিবাহ, শ্রাদ্ধ, ভাল কাপড়, ছাতা ইত্যাদি অনাবশ্যক বিষয়ে ব্যয় করিতে পারিত না।

অনেকের বিশ্বাস যে, আহায়ে যে খরচ করা যায় তাহা বুঝা যায়, পোষাকে খরচ করিলে তাহা কিছু দিন থাকে। কিন্তু এটি ভুল। পোষাক বেশী দিন থাকে না, কিন্তু পুষ্টিকর আহায়ে শরীরে যে রক্ত হয় তাহা পুত্র পৌত্রাদির শরীরে বর্তমান থাকে, বংশলোপ না হইলে যায় না। একটা ছেলেকে ৩০৪০ বৎসর পর্যন্ত পুষ্টিকর আহায়ে না দিলে তাহার ঔরসে যে সন্তান জন্মে, সে সন্তান দুর্বল হয়। আহারের দিকে দৃষ্টি নাই বলিয়া বাঙ্গালীর ঘরে এখন এত রক্ত ও দুর্বল সন্তান জন্মিতেছে।

এরূপ অনেক লোক আছেন, যাহারা মনে করেন যে খাওয়া ত বাহিরের লোকে দেখিতে আইসে না, সুতরাং তাহাতে বেশী

খরচ না করিয়া বাহিরের চাকচিক্যে বেশী খরচ করা উচিত। তাহাদের মনে রাখা উচিত যে, লোকের আয় অপেক্ষা বাহিরের ভড়ং বেশী করা এবং মিথ্যাকথা বলা উভয়ই তুল্য, এবং ছেনেপিলেকে খারাপ খাইতে দিয়া পোষাক গহনা ইত্যাদিতে খরচ করা অতিশয় অদূরদর্শীতার কাজ।

৭। খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথিক ডাঃ পি, সি, মজুমদারের নিকট, তাহার আমেরিকায় অবস্থিতি কালে, একজন মার্কিন মজুর, পোর্টম্যান্ট মেরামতের মজুরী ২০ টাকা কি ৩০ টাকা চায়। মজুমদার মহাশয় যে ভ্রমলোকটির বাড়ীতে ছিলেন, তাহাকে মজুর বেশী চাহিতেছে বলিতে তিনি মজুর যাহা চাহিতেছে, তাহাই দিতে বসিলেন এবং মজুর চলিয়া গেলে কহিলেন, আমরা ইহাদের সঙ্গে দর দস্তুর করি না, যাহা চায় দিই। ইগরা ভাল খাইয়া বলিষ্ঠ না থাকিলে দেশ রক্ষা করিবে কাহারো? জনসাধারণের আহায়ে নিকট করিবার হেতু হওয়া অপেক্ষা মহত্তর দোষ বাহ্য জগতে নাই। চীনদেশের মজুরেরা কম মজুরী লয় ও খারাপ খায় বলিয়া ইউনাইটেড স্টেটের গভর্ণমেন্ট তাহাদের আমেরিকায় থাকার বিরোধী। তাহারা আমেরিকায় থাকিলে আমেরিকার মজুরদিগের মজুরী ও আহায়ে খারাপ হইয়া যাইবে এবং দেশ অল্প কোন পরাক্রান্ত জাতির পদানত হইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতবর্ষের লোকেরা তথাকার ইংরাজ অধিবাসীর নিকট অতিশয় ঘৃণিত। ফুটপাথে চলিতে গেলে তাহা-দিগকে ধাক্কা দিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দেয়, তাহাদিগের গায়ে খুঁ খুঁ দেয়, গাড়ীর ভিতরে

বসিতে দেয় না, হোটেলের চুকিতে দেয় না। অবশ্য পরাক্রান্ত জাতি বলিয়া তাহারা ঘৃণিত কিন্তু তাহাদের আহায়ে জব্দ বলিয়া এই ঘৃণার বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।

একজন বাঙ্গালীর চারিটা সৰু চাউলের ভাত, একটু ঘৃত কি মাখন, একটু ডালের জল, দুই এক টুকরা ভাজি, একটু মাহ ও ঝোল, একটু টক একটু দুধ ও চিনি হইলে অতি উৎকৃষ্ট আহায়ে হইল; অথচ অন্য দেশের লোকে দুই তিন গ্রাসে যাহা যায়, তাহাতে যে সার আছে, ইহাতে তাহা নাই।

শুধু আহায়ে বিষয়ে আমাদের ছোট নজর হইয়াছে এমন নহে; অন্যান্য বিষয়েও এইরূপ। একজন বাঙ্গালী একবেলা চারিটা ভাত, অপরবেলা একটু সাগু খান, জিজ্ঞাস্য করিলে বলিবেন, আমি আজ কালি ভাল আছি। বোধ হয় গভর্ণমেন্ট তাহাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইলে তাহার পক্ষে কষ্টেই মৃত্যু হয়।—এই গেল স্বাস্থ্য সম্বন্ধে। বুদ্ধি বিজ্ঞা সম্বন্ধেও তাই। একটা লোক বি, এ, এম,এ, পাশ করিয়াছে; বাপরে এমন বুদ্ধিমান বিদ্বান ছেলে দেখি নাই—অথচ সে কোনরূপ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করে নাই, কোন নূতন যন্ত্র তৈয়ার করে নাই, টেলিগ্রাফের যন্ত্রও তৈয়ার করিতে পারে না। অর্থাৎ সে কিছুই জানে না।

২০০০০ টাকা মাইনের চাকরী হইলে কি ভেণুজী ম্যাজিস্ট্রেট হইলে সে বড় লোক—তাহার দিকে তাকাইতে ভয় হয়। গোলামের দেশে এই সকল লোককেই বড় লোক বলে।

দেশ হিতৈষিতা—বহুভাষ্য দেশের কোন উপকার হইবে না জানেন, অথচ

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর হউন।

বক্তৃতা করেন, দরখাস্ত কেহ শুনিবে না জানেন, অথচ তাহাতে সই করাইয়া বেড়ান; ইনি ভয়ানক দেশহিতৈষী, নিশান খরিয়া ষ্টেশন হইতে লইয়া আইসে।

৮। ছেলেদের ক্ষুধা নাই। কোন স্কুলের ছেলেরা ফুটবল খেলে দেখিয়া একজন নবাগত মাজিষ্ট্রেট সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে নূতন বল কিনিতে টাকা দেন এবং তাহাদের সঙ্গে খেলিবেন বলেন; অনেক দিন হইয়া গেল, সাহেব খেলিতে আসেন না। স্কুলের হেডমাষ্টার কারণ জানিতে গেলেন। সাহেব বলিলেন—ইহার ক্ষুধার সহিত খেলে না। মাংসরুটি আহারী সাহেবের ছেলেদের সঙ্গে, নূন ভাত খেগো বাঙ্গালীর ছেলের ক্ষুধা একরূপ হইবে, সাহেবের একরূপ আশা করা উচিত হয় নাই। খেলিবার ছুটির সময় অনেক ছেলে খেলে না। যে দুটি নূনভাত খাইয়া স্কুলে যায়, ২৩ ঘণ্টা পরে তাহা হজম হইয়া যায় এবং তাহার পর ক্ষুধায়, ঈশ্বর তাহাকে যে ভাষা শিখিবার জন্ত সৃষ্টি করেন নাই, সেই বিজাতীয় ভাষা শিখিবার বিজাতীয় পরিশ্রমে, শিক্ষকদিগের বিজাতীয় গালিতে, বিজাতীয় ধুলা ও দুর্গন্ধের মধ্যে বসিয়া থাকিয়া ছেলেদের শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে—খেলিবে কি? কেবল বাল্য-স্বভাব চপলতার জন্ত একটু আধটু দৌড়া-দৌড়ি করে।

কেহ কেহ বলেন, ছেলেরা মাংস রুটি খাইলে হজম করিতে পারে না। একজন দুর্বল লোক মাংস ভিন্ন আর কিছু জীর্ণ করিতে পারে না, তাহাকে কি চিরকাল মাংসই খাওয়ান হইবে, না ক্রমে ক্রমে ভাত সহাইতে হইবে? কেহ কেহ ছেলেদের ভাল খাইতে দেন না। তাহাদের নিম্নলিখিত গল্পটি মনে রাখা উচিত।

ঘোড়া সহিস।

একজন সহিস ঘোড়ার দানা চুরি করিত, কিন্তু পাছে ঘোড়াটিকে খারাপ দেখায়, এই ভয়ে তাহাকে খুব মলিত ডলিত। একদিন ঘোড়াটি বলিল “ভাই হে, তোমার যদি প্রকৃত এই ইচ্ছাই হয় যে আমার চেহারা সুন্দর হউক, তাহা হইলে মলন ডলন কমানিয়া আমার দানা চুরি না করিয়া আমাকে বেশী করিয়া দানা খাইতে দিও।”

ফলতঃ এ বিষয়ে লোকের সংস্কার পরিবর্তন হওয়া উচিত। অনেকে ছেলেদের এখন কেবল “পড় পড়” বলেন। তাহাদিগকে বলিতে হইবে ‘খা, খা; হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম কর; হাওয়ায় শুয়ে থাক; রৌদ্র রুষ্টি শীত সহ্য করিতে অভ্যাস কর’। ছেলে পিলে শক্ত বলিষ্ঠ না হইলে বংশ থাকে না।—
শ্রীশ্যামলাল দত্ত।

শিশু ভূগোল।

পণ্ডিত শ্রীযামিনী রঞ্জন দাস কর্তৃক সংকলিত এবং উত্তর ভূমি পঞ্চানন যোগাশ্রম হইতে শ্রীপরেশনাথ দাস কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১০। এই ভূগোলখানির একটু বিশেষত্ব আছে। ইহাতে অতি সরল ভাষায় ভৌগোলিক সম্বন্ধাদি তো আছেই, ইহা ব্যতিত, চট্টগ্রাম রাজসাহী, বর্ধমান, আসাম ও মনিপুর রাজ্যের অনেক জাতব্য কথা আছে। দেশের ছেলেরা দেশের তত্ত্ব জানেনা এ বড় দুঃখের কথা। পণ্ডিত মহাশয় এই ভূগোল খানিতে দেশের বহু তথ্য শিশুর হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন এবং সে প্রয়াস সফল হইয়াছে। শিশু ভূগোলের এই খানি পঞ্চম সংস্করণ, সুতরাং ইহার সম্বন্ধে অধিক বলা নিশ্চয়োজন। আমরা ভূগোলখানিকে প্রত্যেক স্কুলের কর্তৃপক্ষ দ্বারা আদৃত হইতে দেখিলে সুখী হইব। পণ্ডিত মহাশয় শিশু ভূগোলের সমস্ত আয় উত্তর ভূমি—পঞ্চানন যোগাশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়ের উন্নতি কল্পে ব্যয় করিয়া থাকেন।

কাজের লোক আফিস।

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৪।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।



দেখুন!

অতি সুলভে আমরা যাত্রা ও
থিয়েটারের পরচুলা ঠাকুরদের চামর
এবং অন্যান্য নানাপ্রকার জিনিষ যাহা
আপনার আবশ্যক জানাইলে
পাঠাইয়া দিতে পারি অমুসন্ধান করুন।

এস পি চাট্টার্জী এণ্ড সন্স,
২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,
C/o Manager,
"Businessman."



প্রত্যেক দূরশীকে

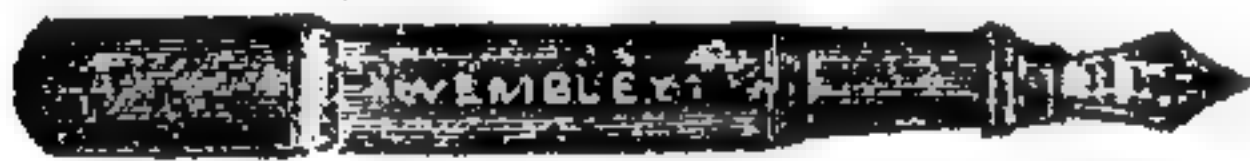
অবশ্যই তাবিতে হইবে, যে বিত্তহীন ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকাণ্ডা সফল
হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিত্তহীন—টাককা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ
প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাকলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতিমান
ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ; জে, এন, য়োব ওয় ডি, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ
চিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিত্তহীনতার জন্যই আমাদের ঔষধ
ব্যবস্থা করেন। সুলভে পরমা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—
এইটাই হুঃখ আমাদের মালারটিংচার ১০; ১—১২ প্রতি ড্রাম ১০,
৩০ ড্রাম পর্যন্ত ১০। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,
হোমিওপ্যাথিক কমিট্রি,

১০ নং হ্যারিশন রোড, কলকাতা ১১ টি অফিস, বাকিং—৩৩ নং ডব্লিউসলি ট্রিট, কলিকাতা

FREE! BEST TABLE TIMEPIECE.

Your gift is here. Don't turn elsewhere
You HAVE A JEWEL IN YOUR POCKET.



The famous "Wembly" Fountain Pen fitted with gold nib,
British make, its handsome appearance pleases and its perfect
balance gives real writing comfort, much patronized and spoken
of by the WHITE HALL EXHIBITION presided by H. M. KING GEORGE V.
We import large stock specially for the season.

Hence we dispose it of in cheapness with a prize too.

Get this for Rs. 3 (three only) with a free table Time Piece.

PLEASE NOTE We present a Table Time Piece free to the
purchaser of Wembley Fountain Pen; the Time Piece has a fine deal.
Best Lever Make, highly nickle plated; accurate Time Keeper and
warranted for three years. Obtainable from:—

The MADRAS MAIL ORDER SUPPLY CO.
Mint Buileing's, Madras.

The Wonder Camera.



New English
discovery. Takes
real Photograph.
This is the best of
its kind, covered
with Black Leath-
erette, fitted with

Meniscus lens. Time and instant,
anious shutter, guaranteed to take
good pictures $3\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$ ins, simple to
work. You do ALL yourself, Any
one can operate complete camera
with dry plates. Cemical Instruc-
tion; everything ready for imme-
diate use size $4\frac{1}{2}$ ins. long. Original
price Rs. 6. Sale price Rs. 3-8-0

Developing Chemical per Phial Rs.
2-4-0
1 dozen Dry Plates Packet Rs. 2-4-0
P. O. P. Printing Paper one Dozen
Packet Rs. 0-12-0

Apply to—
The O. M. C. Cpmpany.
(Photo Sec. 1st.)
G. T. Madras.

কাজের লোক, কলিকাতা।

Everything of Music.

সর্বপ্রকার সঙ্গীত যন্ত্রের বিপুল সমাবেশ ! হারমোনিয়ম, ফ্লুট, বাঁসী, এসরাজ, ক্রানেট, বেয়ালা
এবং সুন্দর সুন্দর গানের রেকর্ড, পিন প্রভৃতি।

নূতন নূতন রেকর্ড এবং “দাতাকর্ণ” গানের রেকর্ড শ্রবণযোগ্য।

মফঃস্বলের অর্ডার অতি তৎপরতার সহিত সম্বন্ধে প্রেরিত হয়।

এন, বি, সেন এণ্ড বাদাস,

১ সি, বেণ্টিক্র ফ্রীট, মার্কেণ্টাইল বিল্ডিং-কলিকাতা।

Telegraphic address

“Chandi Flut”

টেলিফোন নং ৫৩৭৫, কলিকাতা।

গ্লোব্‌ ফাউণ্টেন পেন্‌

হাটেল দিব্য মোটা, সোণালী নিপ্‌, আপনা আপনি কালী গ্রহণ
করে (Self filling) স্বল্পর লেখা হয়, কালী কাড়িতে হয় না,
একবার কালী দিয়া ৩৪ দিন লেখা হইবে। অস্ট্রেলিয়ার প্রস্তুত,
ক্রীপ্‌ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট সোণালী গিল্টি করা। মূল্য ৩০ টাকা,
ভিনি স্বতন্ত্র। ডজন ৩৬ টাকা। ইতিপূর্বে এত স্বল্পর
ফাউণ্টেন পেন্‌ এদেশে আসে নাই। “কাজের লোকের” গ্রাহকগণ
৩ মূল্যে পাইবেন। সম্ভোষজনক না হইলে মূল্য ফেরৎ।
ধুব ভাল জিনিস।

ম্যানেজার, কাজের লোক,

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,

বহুবাজার, কলিকাতা।

অতি আবশ্যকীয়

পুস্তক ।

বেকারের উপায়—

মূলধন না থাকিলে বিশ্রাম সময়ে অর্থোপার্জনের নানা
উপায় ইহাতে আছে। মূল্য ১৮/০ মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা—

সরল বাঙ্গালা ভাষায় রেপার্টরী সমেৎ এমন পুস্তক ইতিপূর্বে
প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য ১ টাকা। হোমিওপ্যাথিক
কলেজের ছাত্রগণ সুবিধা দরে পাইবেন।

কাজের লোক পুস্তক বিভাগ,

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

খোকসিনা অদ্বিতীয় বৈদ্যতিক বেদনানাশক মালিস

• • • যে কোন প্রকারের বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন চউক “খোকসিনা” ২৩ গার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা নিদূরিত হইবে। কটিবাত, বাডের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য ছুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্বায়ী কলপ্রদ। সর্কিত শোণিতকে জনীয় বর্ষাবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আত্ম কলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৮০ বার আনা মাত্র। এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ভিঃ পি স্বতন্ত্র। সর্বত্র এজেন্ট চাই।

এস, পি, চাটার্জী এণ্ড সন্স,

কলিকাতা অফিস—

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহবাঙ্গার

খোকসিনা কার্যালয় এং

ষ্টোর— গলসী, জেলা বর্ধমান।

ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চশমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, হেড্ অফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হ্যারিসন রোড।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিকরী, চেন, পার্শী ও ইহলী মাকড়ী, কানকুল, নাককুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ঘোড়কাপি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা “বন্ধে মাতরম্” “সুখে থাক ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম রুক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীর ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

ডাক্তার চৌধুরীর

সর্ব প্রকার চক্ষু রোগের মহৌষধ।

আইরিণ।

চক্ষু পীড়িত কিনা এই ঔষধ এক ফোটা চক্ষে দিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। যদি ঔষধ চ ধরে, তবেই চক্ষুক্ষে পীড়িত। না ধরিলেই সুস্থ। এই ঔষধ বারমাস চক্ষে দিলে, চক্ষু ভাল থাকে, চশমার আবশ্যক হয় না। চক্ষু ভাল হওয়া, পিচুটি-পড়া, জলপড়া, চুলকান চক্ষু আটিয়া থাকা, বেদনা প্রভৃতি চক্ষের তরুণ পীড়া ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য হয়। ছানি, ফুলি, ঘা, কমদেগা, দূরদৃষ্টি কম হওয়া, রাতকানা প্রভৃতি পুরাতন পীড়া শীঘ্র ভাল হয়। বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয়

এরাক্রট।

যদেশ জাত, বিগুড় ও টটকা, শিশু ও রোগীর উত্তম বলকারক পথ্য, মূল্য প্রতি কোটা তিন আনা।

ডাঃ বি, কে, চৌধুরী এণ্ড সন্স। বাসন্তী ডিস্‌পেন্সারী, হিমাইতপুর, পাবনা।



কাজের লোক, কলিকাতা ।

ডাঃ এইচ, এল, বাটলিওয়ালার সন্মুখ কোং লিঃ

Use Batliwalla's Ague Mixture Freely On Kala-Azar, Malaria Influenza, and Jungle Fevers &c.,

কালাজ্বরে বাটলিওয়ালার এগু মিক্চার ব্যবহার করিবেন ।

বাটলিওয়ালার “এগু মিক্চার”—ইনফ্লুয়েন্সা, ম্যালেরিয়া এবং সর্দিবধ জ্বরের জন্য ।

বাটলিওয়ালার “এগু পিলস”—ইনফ্লুয়েন্সা, ম্যালেরিয়া এবং সর্দিবধ জ্বরের জন্য ।

বাটলিওয়ালার “বাল অমৃত”—হৃদয়, অবসাদগ্রস্ত ও ক্রম শিশু এবং শীর্ণকায় বয়স্ক লোকদিগের জন্য বলকারক ।

বাটলিওয়ালার (কিওর অল) “বাম”—মাথাব্যথা, সর্দিবধ বেদনা, শ্বাসশূল, কটিবাত এবং বুকের বেদনার জন্য ।

বাটলিওয়ালার “ডায়েরিয়া (কলেরা) মিক্চার”—ওলাউঠা, উদরাময় ও বমি প্রভৃতি রোগের জন্য ।

বাটলিওয়ালার “আসন কুইনাইন ট্যাবলেট”—১ গ্রেণ ও ২ গ্রেণ ওজনের বড়ি ১০০টি, প্রতি পিলি ।

বাটলিওয়ালার “টনিক পিলস”—বিবর্ণ মুখাবয়ব বিশিষ্ট, স্নায়বিক ঘোঁরলাহুঁক ও রক্তহীন লোকের

বাটলিওয়ালার “টুথ পাউডার”—দাঁতগুলিকে স্বচ্ছরূপে পরিষ্কার ও মৃদু করে ।

Tele. Address—Cawashapur,
Bombay.

সায়ানি রোড,
Agents wanted everywhere.

কাডেল রোড, পোঃ
বোম্বাই ১৪মং

সূর্যাকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক ।

২২ নং ক্যানিং স্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা ।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য ব্যবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও
ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তদ্ব্যতীত নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব,
মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট
পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া
থাকি, সাধারণ ক্রেতাদিগকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে
পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা
স্মৃতি করিয়া লিখিবেন।

নিশ্চয় এইবারে

১৯০৯ হইতে ১৯২৫ পর্যন্ত ১৭ ভলিউম

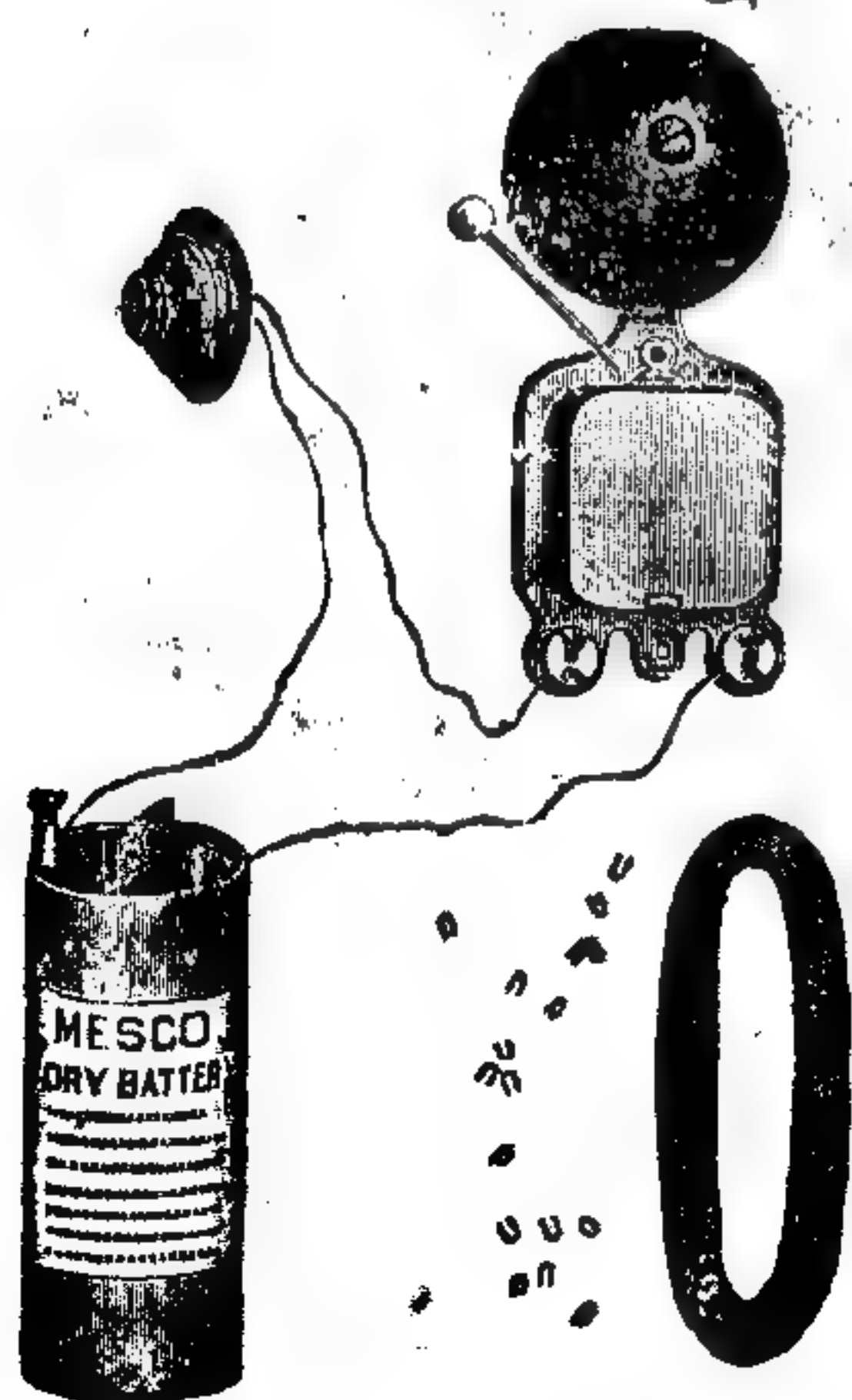
কাজের লোক

শেষ হইতে চলিল—অতিসুলভে

বিক্রয় হইতেছে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন
ম্যানেজার “কাজের লোক”।

ইলেকট্রিক কলিং বেল বা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা।



চাকর চাকরানী ডাকিতে আর রাগিয়া খুন হইতে হইবে না। প্রায় ৪২ ফুট লম্বা তার ও উৎকৃষ্ট স্থায়ী ড্রাই বাটারি—তাহা লাগাইবার হুক প্রকৃতি সমেৎ আমরা মায় ভিপি ডাকগাভল সমেৎ ৬ টাকায় আপনার বাড়ীতে ডাকে পৌছাইয়া দিব। অতিরিক্ত তার আবশ্যক হইলে তাহাও অতি সুলভ মূল্যে দেওয়া যাইবে। ইহা এখন প্রত্যেক গৃহে আবশ্যক, যেহেতুক পরস্পর প্রতিবাসীগণ এবাড়ী ওবাড়ী যোগ করিলে বিপদের সময় নিজ কল হইতে অন্য বাড়ীর লোককে সংবাদ পাঠান যাইতে পারিবে। জিতল কল হইতে নিয়তলের ও ভিতর বাড়ী হইতে বহিরাটীর দাসদাসীকে ডাকিতে পারিবেন। প্রত্যেক গ্রামে ও নগরে এজেন্ট আবশ্যক। পত্র লিখুন।

শ্রী আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়,

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

ঘরে বসিয়া উপার্জন পস্থা।

“উপার্জন পস্থা” শব্দকে জানিবার ইচ্ছা হইলে আমাদের লিখিবেন, ঘরে বসিয়া ক্রেসন করিয়া আপনি অনায়াসে মাসিক ৩০।৩৫ টাকা উপার্জন করিতে পারেন, দেখাইয়া দিব। একখানি অর্ধ আনার টিকিট পাঠাইতে হইবে মাত্র।

ম্যানেজার “কাজের লোক”।



আসমুদ্র ভারতে সকল মহিলাই কেশরঞ্জন মাথেন

কারণ—ইহাতে কেশ কৃষ্ণিত, কোমল ও মৃদু হয়। কটা চুল কৃষ্ণবর্ণ হয়। কিছু দিন ব্যবহারে কেশের আলিত্য বা টাকরোগ আরাম হয়।

কারণ—চুল উঠিয়া গেলে, মাথার টাক পড়িলে, অকপা চুল পাকিলে, চুল বিকৃত ও বিবর্ণ হইলে, “কেশরঞ্জন” ব্যবহারে এ সব দুরঙ্গ দূরীভূত হয়।

কারণ—ইহা অত্যধিক অধ্যয়ন, অধিক চিন্তা, সর্ববিধ শিরঃপীড়া, মস্তক-বর্ণন, প্রভৃতি উপসর্গে অমোঘ প্রতিকারক। ইহার মনোমধু লুগড়ে চিত্তের প্রফুল্লতা ও মানসিক অবসাদ বিদূরিত হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১ এক টাকা মাত্র; প্যাকিং ও ডাকমাসুল সাত আনা।

উপায় থাকিতে নিরাশ হন কেন?

যদি আপনার শরীরে উপদংশ অথবা পায়দ-বিষ সংক্রামিত হইয়া থাকে, গায়ে হাতে ও পায়ে ঢাকা ঢাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,—ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে এ কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন, তবে আমাদেরিগকে লিখুন,—আমরা আপনাকে “বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়” পাঠাইয়া দিব। ইহার ব্যবহারে আপনি নিশ্চেষ্টভাবে ও অল্প ব্যয়ে এই ভয়ঙ্কর রোগের ভীষণ কবল হইতে পরিজ্ঞান লাভ করিবেন। উপদংশ ও পায়দ-বিকৃতিতে “বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়” মন্ত্রণতির স্মরণ করিয়া করুন।

প্রতি শিশির মূল্য ২, ছই টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাসুল ৫০ তের আনা।

কবিরাজ নপেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড,

আনুর্কৌদীয় ঔষদালয়, ১৮১ ও ১২ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের ছারপোকাও কীট নষ্টকরবার ঔষধ

কিটিংস পাউডারে

মস। মাছি ছারপোকা মরে।

দিলে বিছানায়

মুহর্ত্তেকে সুখ-শয্যা হয় ॥

লগুনে প্রস্তুত, সকল ডাক্তারখানায় ও নিম্ন ঠিকানায় পাওয়া যায়।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

বোনফিল্ড সেন, কলিকাতা।



ডাক্তার
গোভিন্দ

জা
র
ম
লী
না

দুর্ভাগ
পাওয়া যায়

জ
র
ম
লী
না

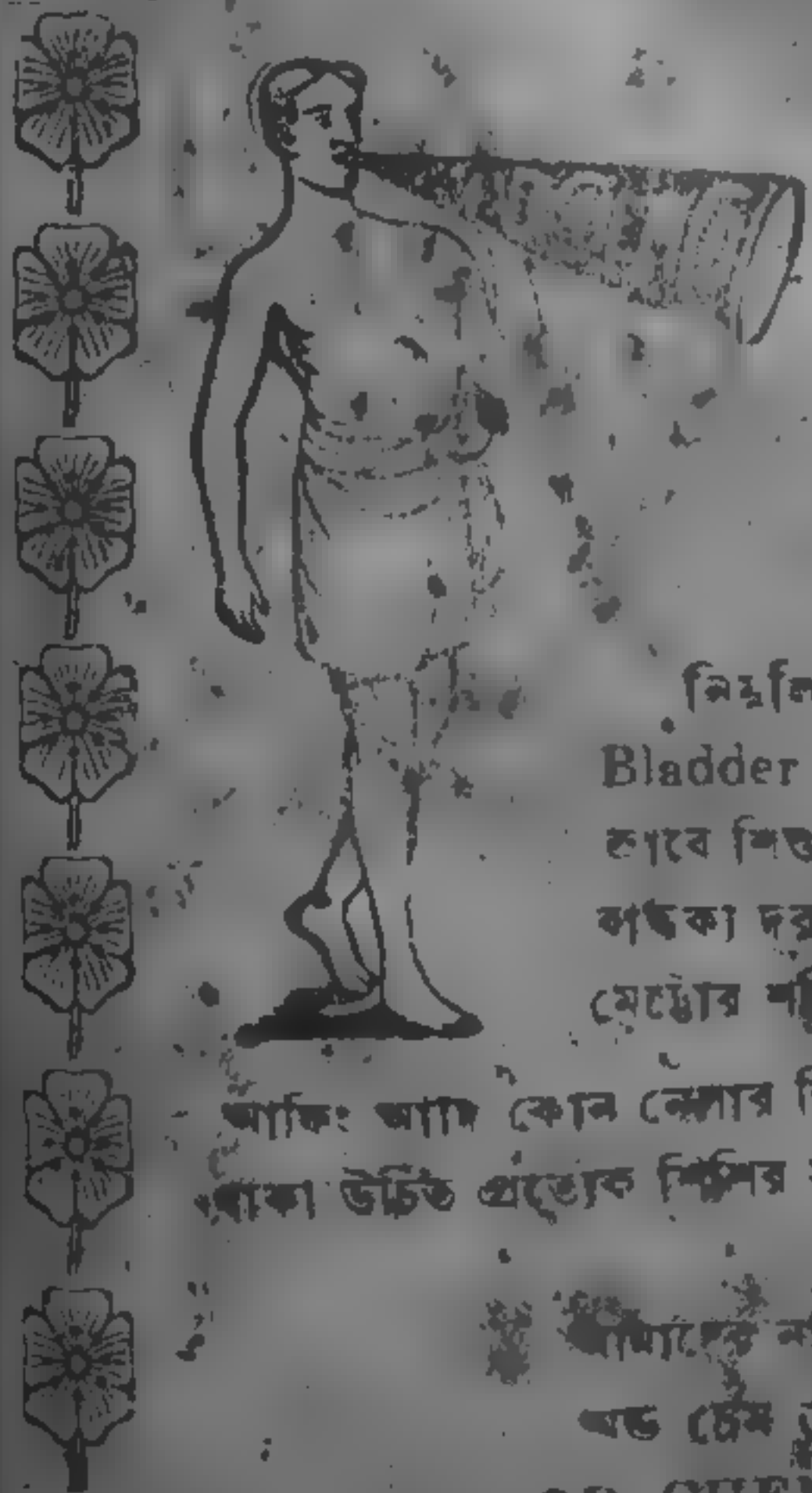
জা
র
ম
লী
না

২১শ বছর,
৫ম সংখ্যা।

New Series
May, 1927.

মূল্য সংস্করণ।
মে, ১৯২৭।

Vol. 21
No 5,



শানমেটো। SANMETTO.

শ্রী পুরুষ ও বালক বালিকাদের জন্য এবং জননযন্ত্রের যাবতীয় পীড়া নিবারক
সকলপ্রকারে বলাকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেটোই ব্যবহৃত করেন। যন্ত্রের (Kidney and Bladder) যাবতীয় পীড়ার প্রস্তাবকালে ভীষণ যন্ত্রনার বস্তু নিম্নিত প্রস্তাব বা জনাবিহীন হাবে শিত ও বালকদের শয্যা মুক্তে সার্বিক, যান্ত্রিক বা মেহঘটিত যে কোন পীড়ার অকাল লঙ্ঘন দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং জনন যন্ত্রের বলবিধান করিতে শানমেটোর শক্তি অসামান্য অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

আজি আমা কোন মেসার জিনিব নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেই নিম্নিত্রে ব্যবহার্য। প্রতি গৃহেই শানমেটো থাকা উচিত প্রত্যেক শিশুর সহিত স্মরণস্থাপন থাকে। ইহা প্রতি শিশি ৩/৪ স্কল ডাক্তারখানার পাওনা, যার আমরাই শানমেটোর একমাত্র প্রত্নতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং সাক্ষীসকল প্যাকেট উপরে দেখিয়া লইবেন।
অফিস কোম্পানি ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক, ইউ. এস. এ।
O. O. CHEM. CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A.

সুরমা

সুকেশী না হইলে রমণী সুরমা হইতে পারে না। আর সুরমা ব্যবহার না করিলেও সুকেশী হইতে পারে না। সুরমার বিশেষত্ব—মৌরভে স্নিগ্ধ-কোমল—সুতরাং শিরঃপীড়ায় এবং মানসিক পীড়ায় ইহা অপরিহার্য, সুরমা সহজেই কেশমূলে প্রবেশ করিয়া কেশ বর্দ্ধনের সাহায্য করে, মস্তিষ্ক শীতল করে, কেশ দৃঢ় করে, কেশদ্রু আরোগ্য করে, সুতরাং সুরমাই আদর্শ কেশ তৈল, বড় এক শিশির মূল্য ৮০, ডাকমাশুলাদি ১০০।

কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ গুপ্ত

আম্বুবেনদীঘ ঔষধালয়,

১৯২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

স্ত্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও ALETRIS CORDIAL RIO

বাবতীয় স্ত্রীরোগ বধা বাধক, অতিরিক্ত, এবং শ্বেতপ্রসব, জরাস্রব দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির ক্ষত সমস্ত অগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবহা করেন, কারণ স্ত্রীরোগের একমাত্র উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্বলকর উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী বালিকাগণের ইহা একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিয়মে দিনবার প্রত্যহ সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রচারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্যতা দেখিয়া প্রতারকগণ আল করিতেছে। ক্রয়ের সময় লেবেলের উপর Rio Chemical Company, New York City U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিলি ৩৮০ আনা মাত্র।

রাইও কেমিক্যাল কোং,
১৮৭০ সালে স্থাপিত।
৭৯ ব্যারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.

দেখুন!

অতি দ্রুত আমরা যাত্রা ও
পিয়েটারের পরচুলা ঠাকুরদের চামর
এবং অন্যান্য নানাপ্রকার অনিষ্ট যাহা
আপনার আবশ্যক জানাইলে
পাঠাইয়া দিতে পারি অল্পসন্ধান করুন।

এস পি চাটার্জী এণ্ড সন্স,
২নং রাভেল্ল দস্তের লেন,
C/o Manager,
"Businessman."



প্রত্যেক দূরদর্শীকে

অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিত্তহীন ঐশ্বর্য না হইলে চিকিৎসাকার্য সফল
হয় না। আমাদের সমস্ত ঐশ্বর্য বিত্তহীন—টাকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঐশ্বর্য
প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাকেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতিমান
ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ; জে, এন. যোহ ও ডি, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ
চিকিৎসকগণ আমাদের ঐশ্বর্যের বিত্তহীনতা জানাই আমাদের ঐশ্বর্য
ব্যবস্থা করেন। দ্রুত পয়সা বাচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—
আমাদের মালারিটংচার ১০; ১—১২ প্রতি ডান ১০, ৩০ ক্রম পয়সা
১০। দ্রুতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিস্টস্,

৮৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট, জংশন, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—৪৫ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

FREE! BEST TABLE TIMEPIECE.

Your gift is here

Don't turn elsewhere

YOU HAVE A JEWEL IN YOUR POCKET.



The famous "Wembley" Fountain Pen fitted with gold nib,
British make, its handsome appearance pleases and its perfect
balance gives real writing comfort, much patronized and spoken
of by the WHITE HALL EXHIBITION presided by H. M. KING GEORGE V.
We import large stock specially for the season.

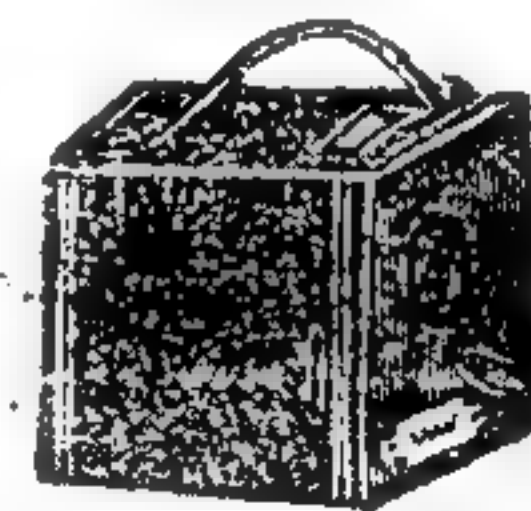
Hence we dispose it of in cheapness with a prize too.

Get this for Rs. 3 (three only) with a free table Time Piece.

PLEASE NOTE We present a Table Time Piece free to the
purchaser of Wembley Fountain Pen; the Time Piece has a fine dial.
Best Lever Make, highly nickle plated; accurate Time Keeper and
warranted for three years. Obtainable from:—

The MADRAS MAIL ORDER SUPPLY CO.
Mint Buildings, Madras.

The Wonder Camera.



New English
discovery. Takes
real Photograph.
This is the best of
its kind, covered
with Black Leath-
erette, fitted with

Meniscus lens. Time and instant-
aneous shutter, guaranteed to take
good pictures 3½x2½ ins, simple to
work. You do ALL yourself, Any
one can operate complete camera
with dry plates. Cematic Instruc-
tion; everything ready for imme-
diate use, size 4½ ins. long. Original
price Rs. 6. Sale price Rs. 3-8-0
Developing Chemical per Phial Rs.
2-4-0
1 dozen Dry Plates Packet Rs. 2-4-0
P. O. P. Printing Paper one Dozen
Packet Rs. 0-12-0

Apply to—

The O. M. C. Company.
(Photo Sec. 1st.)
G. T. Madras.

Everything of Music.

সর্বপ্রকার সঙ্গীত যন্ত্রের বিপুল সমাবেশ ! হারমোনিয়ম, ফ্লুট, বাঁসী, এসরাজ, ক্লানেট, বেঘালা এবং সুন্দর সুন্দর পানের রেকর্ড, পিন প্রভৃতি।

নূতন নূতন রেকর্ড এবং “দাতাকর্ণ” পালার রেকর্ড শ্রবণযোগ্য।

মকঃস্বলের অর্ডার অতি তৎপরতার সহিত সহজে প্রেরিত হয়।

এন, বি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

১ সি. বেটিক্র ফ্রীট, যার্কেষ্টাইল বিল্ডিং = কলিকাতা।

Telegraphic address

“Chandi Flut”

টেলিফোন নং ১৩৭৫, কলিকাতা।

গ্লোব ফাউন্টেন পেন্

হাওেল দিব্য মোটা, সোণালী নিপ্, আপনা আপনি কালী গ্রহণ করে (Self filling) সুন্দর লেখা হয়, কালী ঝাড়িতে হয় না, একবার কালী দিয়া ৩৪ দিন লেখা হইবে। অস্ট্রেলিয়ার প্রস্তুত, ক্রীপ্ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট সোণালী গিল্টি করা। মূল্য ৩০ টাকা, ভিপি স্বতন্ত্র। ডজন ৩৬ টাকা। ইতিপূর্বে এত সুন্দর ফাউন্টেন পেন্ এদেশে আসে নাই। “কাজের লোকের” গ্রাহকগণ ৩ মূল্যে পাইবেন। সন্তোষজনক না হইলে মূল্য ফেরৎ। খুব ভাল জিনিস।

ম্যানেজার, কাজের লোক,

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,

বহুবাজার, কলিকাতা।

অতি আবশ্যকীয়

পুস্তক।

বেকারের উপায়—

মূলধন না থাকিলে বিশ্রাম সময়ে অর্থোপার্জনের নানা উপায় ইহাতে আছে। মূল্য ১৮০ মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক টাইকয়েড চিকিৎসা—

সরল বাঙালি ভাষায় রিপোর্টারী সমেৎ এমন পুস্তক ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য ১ টাকা। হোমিওপ্যাথিক কলেজের ছাত্রগণ সুবিধা দরে পাইবেন।

কাজের লোক পুস্তক বিভাগ,

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

খোকসিনা অদ্বিতীয় বৈদ্যতিক বেদনানাশক মালিস

• • • যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক “খোকসিনা” ২৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা নিবৃত্ত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য ছরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্থায়ী ফলপ্রসূ। সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় ঘর্মবিশুদ্ধ আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আশু ফলপ্রসূ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৮০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ভি; পি স্বতন্ত্র। সর্বত্র এজেন্ট চাই।

এস, পি, চাটার্জী এণ্ড সন্স,

কলিকাতা অফিস—

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার

খোকসিনা কার্যালয় এবং

ষ্টোর—গলসী, জেলা বর্ধমান।



ঘোষ এণ্ড সন্স, জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চশমা বিক্রেতা,

টেলিকোন নং ২৫১৭।

১৬৮১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, হেড্ অফিস ও কারখানা, ৭৮৮১ নং হ্যারিসন রোড।
গিনি সোনার প্রস্তুত চিকনী, চেন, পাশী ও ইহুদী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর ও নতুন।
বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। বৌদ্ধকামি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা “বন্দে মাতরম্” “স্বপ্নে স্বাভা”
ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম রুক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা
আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয় ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

ডাক্তার চৌধুরীর

সর্ব প্রকার চক্ষু রোগের মহৌষধ।

আইরিণ।

চক্ষু পীড়িত কিনা এই ঔষধ এক ফোটা চক্ষে দিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। যদি ঔষধ চক্ষে ধরে, তবেই চক্ষু
পীড়িত। না ধরিলেই সুস্থ। এই ঔষধ বারমাস চক্ষে দিলে, চক্ষু ভাল থাকে, চশমার আবশ্যক হয় না। চক্ষু লাল
হওয়া, পিচুটী-পড়া, জলপড়া, চুলকান চক্ষু আটিয়া থাকা, বেদনা প্রভৃতি চক্ষের তরুণ পীড়া ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য হয়।
ছানি, ফুলি, ঘা, কদম্বা, দূরদৃষ্টি কম হওয়া, রাতকানা প্রভৃতি পুরাতন পীড়া শীঘ্র ভাল হয়। বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয়।

এরারুট।

বদেশ জাত, বিত্ত ও টাটকা, শিশু ও রোগীর উত্তম বলকারক পথ্য, মূল্য প্রতি কোটা তিন আনা।

ডাঃ বি, কে, চৌধুরী এণ্ড সন্স। বাসস্তী ডিসপেন্সরী, হিমা হিতপুর, পাবনা।



ডঃ এইচ, এল. বাটলিওয়ালার সন্মত কোং লিঃ

Use Batliwalla's Ague Mixture Freely On Kala-Azar, Malaria Influenza, and Jungle Fevers &c.,

কালাজ্বরে বাটলিওয়ালার এগু মিক্সচার ব্যবহার করিবেন।

বাটলিওয়ালার "এগু মিক্সচার"—ইনফ্লুয়েন্জা, ম্যালেরিয়া এবং সর্কবিধ জ্বরের জন্য।

বাটলিওয়ালার "এগু পিলস"—ইনফ্লুয়েন্জা, ম্যালেরিয়া এবং সর্কবিধ জ্বরের জন্য।

বাটলিওয়ালার "বাল অমৃত"—হৃদয়, শ্বাসপ্রশ্বাস ও ক্রমশঃ শিশু এবং শীর্ণকার বয়স লোকদিগের জন্য বলকারক।

বাটলিওয়ালার (কিওর অমৃত) "বাম"—মাথাধরা, সর্কবিধ বেদনা, জ্বর, কটিকা এবং বুকের বেদনার জন্য।

বাটলিওয়ালার "চারেরিয়ার (কলেরল) মিক্সচার"—ওলাউঠা, উদরাময় ও বমি প্রভৃতি রোগের জন্য।

বাটলিওয়ালার "আলপ কুইনাইন ট্যাবলেট"—১ গ্রেন ও ২ গ্রেন ওজনের বড় ১০০টা, প্রতি শিশু।

বাটলিওয়ালার "টনিক পিলস"—বিবর্ণ মুখাবয়ব বিশিষ্ট, স্নায়বিক দৌর্বল্যযুক্ত ও রক্তহীন লোকের

বাটলিওয়ালার "টুথ পাউডার"—দাঁতগুলিকে স্বচ্ছতরপে পরিষ্কার ও মৃদু করে।

Tele. Address—Cawashapur,
Bombay.

সায়ানি রোড,
Agents wanted everywhere.

কাডেল রোড, পোঃ
বোম্বাই ১৪নং

সূর্যাকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২১ নং ক্যানিং স্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য ব্যবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও
গাথ্য পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তদ্বিধা নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব,
মানচিত্র, রামায়ণ, মহাভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট
পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া
থাকি, সাধারণ ক্রেতাদিগকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে
পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা
স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

“কাজেরলোক,” মে—১৯২৭।

স্বদেশ-সেবক

শ্রীমান সুভাষচন্দ্র বসু।



গত ১৬ই মে সোমবার মুক্তিলভ করিয়াছেন।

(ফরওয়ার্ডের সৌজন্যে)

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক
সচিত্র সাহিত্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

২১শ বর্ষ।	New Series.	নব পর্যায়।	Vol. XXI.
৫ম সংখ্যা।	MAY, 1927.	মে, ১৯২৭।	No. V.

জগতে ভারতের স্থান

একবার চোখ খুলে—দেখ—বোক—দেশবিদেশের তুলনায়
আমাদের কি দুর্দশা!

		ইংলণ্ড	আমেরিকা	জাপান	ভারতবর্ষ
শিক্ষিতের হার	শতকরা	৯৩.০	৯৫.৪	৯৭.৮	৫৫.২
জন্মহার	হাজারকরা	২০.২	২২.৪	২৪.১	৭২.৭২
মৃত্যুহার	"	১০.৮	৯.৮	১৫.৩	৩২.৪
শিশু মৃত্যু	"	৬২.২	৬৪.০	১০৫.০	৫২৭৫.০
গড় আয়	বৎসর	৫০	৫৬	৪৭	২২.৯
অনাগ্রতি ধন	(Wealth)	৩৫০০	৭৬৪০	২৬৬০	২৭৮
গড়ে অনাগ্রতি আয়		৩৭/০	১৪৭/০	৪৪৮/০	মাত্র ১/১০

গত বৎসর ভারতবর্ষে প্রতি মিনিট ২৩ জন মারা গিয়াছে

প্রতি মিনিটে ৪টি শিশু মারা গিয়াছে।

কি ভীষণ অবস্থা!

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

“The world owes a living only to him who earn it and gives it only “for value received”—System.

এই জগত—যাহারা জীবিকা অর্জনে প্রকৃতই যত্নবান, কেবল তাহাদিগকেই আহাৰ্য্য দিতে বাধ্য হয় এবং তাহাদের পরিশ্রম এবং চেষ্টার মূল্য অল্পসারেই তাহা দিয়া থাকে। কিন্তু কল্পজন লোকেই বা সেরূপ ঐকান্তিকতা আছে?—বিশেষ বাজালায়? তবে বেকারের সংখ্যা না বাড়িবে কেন?

“Every man is the architect of his own fortune. A good voice and plausible manner his useful tools. প্রত্যেক লোকই তাহার অদৃষ্টরূপ সৌধ

নির্মাণের রাজমিস্ত্রির, স্থমিষ্ট স্বর এবং লোক রঞ্জক সংবাবহার এই গুলি তাহার আবশ্যকীয় যন্ত্র স্বরূপ । একজন পাশ্চাত্য কর্মবীর এবং ধনপতি উপরোক্ত কয়েকটা মাত্র কথা বলিয়া ছিলেন । এ কথা খুবই সত্য যে লোকের কথা বার্তার শ্রী এবং ভদ্রজনোচিত নম্র স্বভাব থাকিলে বহু লোকেরই জয় জয় করিতে পারে । যে লোক বহু লোকের প্রিয় হইতে পারে, সেই লোক সৌভাগ্য গড়িয়াও তুলিতে পারে ইহা অসম্ভব নয় ।

“Charm strikes the sight but merit wins the heart” মানুষের মৌলিক কন্যার জন্ত চক্ষুকে ধরিতে পারে বটে, কিন্তু মানুষের গুণ জয় জয় করিয়া থাকে এ কথা ভুলে চলবে না । অহরহ বেশ বিভ্রাস এবং মৌলিক্যের আবাদ করা অপেক্ষা চরিত্রের উৎকর্ষতা সম্পাদনে সময় নিয়োজিত করিলে লোক রঞ্জনের কমতা বৃদ্ধি হয় ইহা সুনিশ্চিত । পুজ্যপাদ বিভ্রাসাগর মহাশয় সুপুরুষ হইলেও এত লোক প্রিয় এবং আকর্ষণীয় হইতে নাও পারিতেন, যদি তাহার সং গুণাবলী না থাকিত । সুতরাং শুধু বিলাস বিভ্রমে বিভ্রাসিত্য আপনার এবং দেশের অপকর্ষতা সাধনের প্রয়াস পাইও না, নিজের চরিত্র এবং মেধা শক্তির উৎকর্ষতা সম্পাদন করিয়া নিজের, দেশের এবং দেশের কল্যাণ কর ।

শ্রীমান সুভাষ চন্দ্র বসুর মুক্তি ।

১৬ই মে সোমবার বেলা ১১টার পর বাঙ্গালার বড় আদরের সুভাষ চন্দ্র বসু বিনা সর্থে মুক্তি লাভ করিয়া তাঁহার লাভ

বারিষ্টার শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসু মহাশয়ের ভবানীপুরের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন । বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে বিনা সর্থে অব্যাহতি দিয়াছেন । তাঁহার স্বাস্থ্য এবং শরীর এতদূর ভয় হইয়াছে যে, ডাক্তারগণ লোককে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করিয়াছেন । এই মুক্তিতে বাঙ্গালার হর্ষে বিষাদ ঘটয়াছে, কারণ তাঁহার স্বাস্থ্যের জন্য প্রত্যেক লোকই উৎকণ্ঠিত হইয়াছে । ভগবান তাঁহাকে নিরাময় করুন এবং তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব কর্মশক্তি প্রদান করুন । আর কিছু দিন আগে তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিলে গবর্ণমেন্ট সমগ্র দেশের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইতেন । আমরা বাঙ্গালায় নূতন শাসনকর্তার ষ্টান্সী জ্যাকসন, মহোদয়ের এই সং কার্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । এবং সমগ্র দেশ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা এবং ভক্তি জ্ঞাপন করিতেছে । বাঙ্গালী জাতি অল্প অল্পগ্রহেই গলিয়া যায়, শত ব্যথা সে ভুলিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া উঠে । এখন আমরা আশা করিতেছি, অপরাপর রাজ বন্দীদিগের মুক্তির দিকে তিনি মনোযোগী হইয়া দেশবাসীর আশা অর্জনে সক্ষম হইবেন ।

পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী সংগ্রহ করিয়া দিলাম ।

সংক্ষিপ্ত জীবনী ।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কটকের ভূতপূর্ব উকীল সরকার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসুর ৬ষ্ঠ পুত্র । তিনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন—তাঁহার বর্তমান বয়স ৩৩ বৎসর । তিনি কটকের সরকারী স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন ও বিশ্ব বিদ্যালয়ের

মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন । তাহার পর তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে কিছুদিন পড়িয়াছিলেন । ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে স্বদেশ চার্চ কলেজে ভর্তি হইয়া তিনি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স লইয়া বি, এ, পাশ করেন । ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন ও ১৯২০ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া আই, সি, এস, হইলেন । তিনি ঐ পরীক্ষায় ইংরাজী রচনার প্রথম স্থান লাভ করিয়াছিলেন । সে সময় ভারতে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয় ও সুভাষচন্দ্র সিভিলিয়ানী চাকরী গ্রহণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন । ইংলণ্ড ত্যাগের পূর্বে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি কেমব্রিজ হইতে দর্শনে ট্রাইপস ডিগ্রি লাভ করিয়াছিলেন । ১৯২১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া তিনি কংগ্রেসের প্রচার বিভাগের সম্পাদক ও জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন । ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় । ১৯২২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মুক্তিলাভ করিয়া সুভাষচন্দ্র আবার কংগ্রেসের কার্য আরম্ভ করেন ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হইলেন । মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে তিনি বিনা বাধায় কাউন্সিলার নির্বাচিত হইয়াছিলেন ও ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল সর্বসম্মতিক্রমে কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত হইয়াছিলেন ।

তার ষ্টান্সি জ্যাকসন বাঙ্গালার বর্তমান গবর্ণর বাহাদুর স্বয়ং সুভাষ বাবুর মুক্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ছিলেন ।

সুভাষ বাবু খুবই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন, একটু একটু জ্বরও হয়, এক স্থানে তিনি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন না

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না ।

বঙ্গের স্থচিকিৎসকগণই তাঁহার জীবন রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন।

তাঁহার মুক্তির দিন ষ্টিমার ঘাটে বহু জনতা হইয়াছিল, দোকান পাট বন্ধ হইয়াছিল এবং এখনও দেশের সর্ব স্থানেই তাঁহার শাহ্মের জন্য মঙ্গল কামনা করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা এবং সভা সমিতি হইতেছে।

সুভাষ চন্দ্রের মুক্তিতে

বিলাতের "ম্যাকেষ্টার" গার্ভিয়েন এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিনা বিচারে বাল্যলার যুবকদের এইরূপ ভাবে বন্দী করায় কোন ইংরাজই স্থখী নহে। সরকারের এই পদ্ধতি অবলম্বন করায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ইংরাজ শাসন ভারতে ব্যর্থ হইয়াছে। যে রাজ্যে শাসন পদ্ধতির প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি থাকে, সেখানে এ কঠোর নিষ্পেষনের কোন প্রয়োজনই হয় না। ভারত সরকারের এখন প্রধান কর্তব্য, ভারত বাসীর সহানুভূতি ও সাহায্য লাভ করা। বৈদেশিক শাসন প্রণালীতে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। তাই ইহাই আমাদের একমাত্র পন্থা বলিয়া মনে হয়, যে ভারত যতদিন না স্বায়ত্ত শাসন পাইতেছে, ততদিন তাহার শান্তি নাই।

Useful Informations.

অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্য।

বঙ্গীয় শিল্পবিভাগ।

সরকারী ইস্তাহার।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, বঙ্গীয় শিল্পবিভাগে একজন

শিল্প ইন্জিনিয়ার নিযুক্ত করা হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় শিল্পীগণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ লইতে পারিবেন তৎক্ষণাত কোনরূপ কি দিতে হইবে না :—

(ক) ছোটখাট ফ্যাক্টরীর কল ও কারখানা বাড়ীর নক্সা তৈয়ারী।

(খ) আধুনিক কল-কক্সা ও তাহা চালাইবার উপযোগী মোটর, এঞ্জিন, বয়লার প্রভৃতি নির্মাচন ও ক্রয় করা।

(গ) আধুনিক উন্নত প্রণালী অবলম্বনে কিরূপে ফ্যাক্টরী উদ্ভূত পণ্য দ্রব্যাদির মূল্য কমান যায়।

(ঘ) চলতি কল-কক্সার যদি কিছু দোষ থাকে তাহা নির্ণয় ও সংশোধন।

(ঙ) কাঁচা মাল বা যন্ত্রের দোষে শিল্পকার্য-প্রণালীর যে সমস্ত অসুবিধা বা সমস্যা উপস্থিত হয়, তাহার সমাধান করা।

২। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে দ্রব্যোৎপাদনের ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া বাহাতে বিদেশীয় ও অন্য প্রদেশ হইতে আনীত মালের প্রতিযোগীতায় উহা বাজারে অবাধে বিক্রয় করা যাইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে উপরোক্ত বিনামূল্যে পরামর্শের ব্যবস্থা করা হইল।

৩। সাহায্যপ্রার্থীকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে :—

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইন্জিনিয়ার,

বঙ্গীয় শিল্প বিভাগ,

৪-১১এ, ক্রীষ্ণল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চরকা ও হামিল্টন—

শ্রার ড্যানিয়েল হামিলটন বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষের পল্লী জীবন হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতায় আমি এই টুকুই বলিতে পারি

যে, বর্তমান রাজস্ব ভাণ্ডার হইতে যথোপযুক্ত সাহায্য দেওয়া হইলে শুধু চরকাই নহে, তাঁতও বাম্পীয় শক্তির সহিত অনায়াসে প্রতিযোগীতা করিতে পারে। বৎসরের ৪মাস কৃষিকর্ম বন্ধ থাকায় ভারতীয় কৃষকগণ এই ৪মাস যদি চরকা ও তাঁতের কাজ করে, তাহা হইলে তাহারা বাজারের বস্ত্র অপেক্ষা সমান্তরেই বস্ত্র সমস্তার সমাধান করিতে পারিবে।"

বিদেশিনীর চরকানুরক্তি

মহাত্মা গান্ধীকে তাঁহার জটনক ইংরাজ বস্ত্র লিখিয়াছেন, সুইজারল্যান্ড দেশীয়া ৭০ বর্ষ বয়স্কা কোন বৃদ্ধা রমণী এব্যসেও সুতা কাটেন। বার্লিন বশতঃ কর্মে অক্ষম হইয়াও তিনি সমস্ত শীতকাল তাঁত বুনে ও চরকা কাটেন। অত্যন্ত ঋতুতে ক্ষেত্রে কর্ম করিয়া বে টুকু সময় পান, তাহা চরকাতেই নিযুক্ত করেন। এই চরকাই তাঁহার সমস্ত জীবনকে শান্তিময় করিয়া রাখিয়াছে।

বাল্লী বীরঙ্গণা

কলিকাতা চিংপুর অঞ্চলের ১০ নং শ্রীনাথ মুখার্জীর লেনে ডাকাইতদের উদ্ভূত অস্ত্রের মুখ হইতে ডাকাইতদের হাত হইতেই ছোরা কাড়িয়া লইয়া এবং সেই ছোরার আঘাতে ডাকাইতকে আঘাত করিয়া শ্রীবৃদ্ধ বিভূতি ভূষণ নন্দীর স্ত্রী স্বীয় স্বামীর জীবন রক্ষা করিয়াছেন। আজ প্রতি সংসারে এইরূপ বীরঙ্গণার প্রয়োজন হইয়াছে। শক্তি স্বরূপিনী জননীগণ কি আশ্চর্যবিশ্ব হইয়া গিয়াছেন।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল।—এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২৬ জন পরীক্ষার্থী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে ৮৫৮ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। এ বৎসর শতকরা প্রায় ৫৪ জন ছাত্র পাশ করিয়াছে, গত বৎসর পাশ করিয়াছিল শতকরা ৫৮ জন। বাতাসের গতি কোন্ দিকে পাঠক তাহা বুঝিয়া লউন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক ফল সাধারণতঃ জুন মাসের পূর্বে প্রকাশিত হয় না। এ বৎসর পরীক্ষার ফল কিছু পূর্বেই প্রকাশিত হইল, এক্ষণে কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদার্থ।

বন্ধকী পুত্র।

(প্রকৃত ঘটনা)

অনেক দিনের কথা বলিতেছি, জেলা মেদিনীপুরে, নিশ্চিন্তপুর মহকুমার ধর্মদাস বাবু মুনসেফী করিতেন। মৌলিক কায়স্থ, পিতার একমাত্র পুত্র। পিতা বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র পিতৃভক্ত পুত্রের উপার্জনে সংসারক্ষেত্রে সম্ভ্রান্তভাবে দিনপাত করেন। প্রতি মাসে বেতনের সমস্ত টাকা ধর্মদাস পিতার নিকটে পাঠাইয়া দেন, পিতাও মাসে মাসে পুত্রের আবশ্যিক মত সমস্ত খরচ পত্র দেন। ২ মাস হইল, পুত্র আর পিতাকে টাকাও পাঠান না, পত্রও লিখেন না; অবশ্য বধুমাতা পুত্রের নিকটেই ছিলেন। বৃদ্ধ পিতা মনক্ষোভে, অভিমানে আজ তিন দিনের পথ অতিক্রম করিয়া পুত্রের নিকট আসিয়া উপস্থিত। পরস্পর প্রণামালিঙ্গনের ও কুশলপ্রসঙ্গের পর টাকা না পাঠাইবার কারণ পিতা বিজ্ঞাসা করিলেন।

পুত্র কহিল—বাবা বন্ধকী সম্পত্তি যত দিন দায় মুক্ত না হয়, ততদিন তাহাতে সন্ধাধিকারীর ত কোন অধিকার থাকে না।

পিতা উত্তর করিলেন,—বাপু! বন্ধকী সম্পত্তি কি?—আমি তা বুঝিলাম না।

পুত্র। পিতা, বুঝিলে বোধ হয় এ সর্বনাশ ঘটত না। স্বরণ আছে কি আমাকে বন্ধক দিয়া আপনি এক দিন ৩০০০ টাকা লইয়াছিলেন। যতদিন হৃদসমেত সেই ৩০০০ টাকা পরিশোধ না করিতে পারি, ততদিন আমার অর্থ আপনার নহে। ততদিন আমি আপনার পুত্রও নহি।

পিতা। হির হও ধর্মদাস, হির হও। জোয়ার মস্তক বিকৃত হইয়াছে। ছুটি লইয়া বাটী চল; আমি তথায় বৈজ্ঞ দ্বারা চিকিৎসা করাইব।

পুত্র। চিকিৎসা পরে করাইবেন। আপাততঃ যাহা করিয়াছি শুনুন:—স্বরণ আছে কি, ১১ বৎসর পূর্বে এই নিশ্চিন্তপুরে এক নিরীহ ভদ্রলোকের কন্যার সহিত আমার বিবাহ দিয়াছিলেন। কালমাহাত্ম্যে আপনার জ্ঞায় মহাশয়েরও মস্তক বিলোড়িত হইয়াছিল। নগদ ৩০০০ টাকা লইয়া আপনার পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। আপনি জানিলেন—বিবাহ দিলেন, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেই জানিল—বিবাহ দিলেন, আমিও শুধন তাহাই বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার মস্তকে বজ্রাঘাত পড়িয়াছে। স্বতন্ত্র মহাশয় তাঁহার ভ্রাতাসন জমাজমী প্রভৃতি সমস্ত বন্ধক দিয়া সেই ৩০০০ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঋণ পরিশোধের উপায় কিছুই না পাইয়া, উত্তমর্ণের কটুক্তি অসহ্য বোধে, উদ্বন্ধনে দেহ বিসর্জন করিয়াছেন। বিধবা অল্প দিন পরে উত্তমর্ণের তাড়নায় সামান্ত কুটীর আশ্রয় করিয়া, কোন দিন অনশনে, কোন অর্জাসনে দিনপাত করিতেছিলেন। আমি সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে তাঁহার ভ্রাতাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। স্বয়ং সেই উত্তমর্ণ-

দিগের নিকটে গিয়া বন্দোবস্ত করিয়া ভ্রাতাসন তাঁহার নামে করিয়া দিয়াছি। আমার সাক্ষাৎ বরচ ও সপুত্র বিধবার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় করিয়া আমার বেতনের যাহা অবশিষ্ট থাকে, গত দুই মাস সেই সমস্ত উত্তমর্ণকে দিয়াছি। ভবিষ্যতে যত দিন ঋণ পরিশোধ না হইবে, এই নিয়মে টাকা পরিশোধ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি।

পিতা। আঃ! আবাগের বেটা! বলিস্ কি?

পুত্র। আর বলাবলি কি? প্রথমেইত বলিয়াছি যে, আমি আপনার বন্ধকী সম্পত্তি। যতদিন ঋণ পরিশোধ না হয়, এবং বিধবার সেই অপগণ্ড সন্তানের কোন একটা বন্দোবস্ত করিতে না পারি, ততদিন আমি আপনার পুত্র নহি, এবং আপনি আমার পিতা নহেন? নির্দিষ্ট কালাবসানে আপনার পুত্র আপনারই থাকিবে।

পিতা অধোমুখে নিরুত্তরে, ভগ্নহৃদয়ে, মন্মথগমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বলা বাহুল্য, ধর্মদাস প্রতিজ্ঞাপালনে বিশ্বাস হইল না।

বন্ধীয় যুবকগণ! আর উন্নত ধনলিপ্সু পিতার লোভে বশীভূত হইয়া চিরজীবন ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হইও না। পিতার পুত্র হইয়া থাক। দেশের মধ্যে গণ্য মান্য হইয়া নিজে অর্থোপার্জন করিয়া পিতা মাতাকে বঞ্চিত করিও না। এই ঘোর হৃদয়সময়ে তোমরাই একমাত্র আশা। পিতা মহাশয়েরা আজ বন্ধাদায়ে জড়িত হইয়া সভা করিতে যান, পুত্রের বিবাহ কালে কিন্তু সে কথা ভুলিয়া বসেন! আমরা ৮০০ শত বৎসর পরের জুতা মাখায় করিয়া বহিতেছি, —যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, ততদিন আমাদের এই অবস্থাই থাকিবে। কেন আর আপনাপনি ঝগড়া করিয়া মর।

আত্মবিরোধের প্রথম সোপান বিবাহে পণ
প্রথা।

বাকলার যুবকগণ! ধনলোভী পিতার
এই অপকর্ষের জন্য বাকলায় কত সংসার
স্থানে পরিণত হইতেছে জান কি? কত
কুমারী বৈধবতার শ্রায় অলস অস্বিতে
প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে? দিক ভোমাদের
শিকা গোরবে! ধর্মদানের শ্রায় পিতার
জানচক্ উন্মীলিত করিতে পার না?
উপার্জনের কষড়া নাই, খণ্ডরের সর্বশাস্ত
করিয়া নবাবী করিতে লজ্জাও হয় না?

গভর্ণমেন্টের সাহায্য—বাকলা গভর্ণ-
মেন্টের “কমিউনিক প্রকাশ দে,—গোয়েন্দা
বিভাগের অস্থায়ী সুপারিন্টেন্ডেন্ট রায়
ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বিগত
১৯২৬ সালের ২৮শে মে তারিখে আলীপুর
সেন্ট্রাল জেলের মধ্যে হাতক হস্তে নিহত
হইয়াছেন। বাকলা গভর্ণমেন্ট তাঁহার
বিধবা পত্নী ও পুত্র কন্যাকে নিম্নলিখিত
সাহায্য করিবেন—

(১) বিধবা পত্নী জীবিত থাকা পর্যন্ত
মাসিক ১০০ টাকা সাহায্য পাইবেন।

(২) ৫টা পুত্রের প্রত্যেকের বৎসর
বয়স না হওয়া পর্যন্ত মাসিক ৮০ টাকা
করিয়া সাহায্য প্রদত্ত হইবে।

(৩) ১৯২৬ সালের ২৮শে জুন তারিখে
দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ হইয়াছে, ঐ তারিখ
পর্যন্ত তাঁহাকে মাসিক ৭০ টাকা সাহায্য
এবং ৩৫০০ টাকা বিবাহ ব্যয় প্রদত্ত
হইবে।

(৪) তৃতীয় কন্যার বিবাহ না হওয়া
পর্যন্ত মাসিক ৭০ টাকা সাহায্য ও ৩৫০০
টাকা বিবাহ ব্যয় প্রদত্ত হইবে।

(৫) ভূপেন্দ্র বাবুর পব সৎকার ও
জাহাঙ্গির ব্যয় ১১২০০ টাকা গভর্ণমেন্ট
প্রদান করিবেন।

গৃহ-শিল্প।

দীপ-শলাকা।

Specially written for Businessman.

আজ আমরা এই ঐশ্বর্যহীন হতভাগা
দেশকে ঐশ্বর্যে, সম্পদে গৌরবে জাগ্রত
করিতে চাচ্ছি, কিন্তু সে প্রয়াসকে সফল
করে তুলিতে চাইলে—সে প্রয়াসকে সত্য
করে তুলিতে হলে, আমাদের নিত্য অতি
প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি গৃহে গৃহে হাতে
হাতে তৈরি করে—বাজার হ’তে না কিনে
ব্যবহার করতে হবে। একটা পরিবারে
দশজন লোক থাকলে তাদের কুড়ি খান্না
হাত যদি প্রতি রোজ ছয়টা কাজ করে
তা হ’লে হাতিয়ার অপেক্ষা হাতে বড় কম
জিনিস উৎপন্ন হয় না। এবং তাতে সে
পরিবারের ত বটেই, তা ছাড়া আত্মীয়
স্বজন ও প্রতিবাসীদেরও কিছু উপকার হ’তে
পারে, এবং তাহাতে যে নির্মল আনন্দ
পাওয়া যায়, এবং তাহাতে যে আত্মপ্রসাদ
লাভ হয়, তাহা বহুমূল্য দিয়াও পাওয়া যেতে
পারে না।

দিয়েশলাই, সাবান, কালী, খুতা,
জুতার কালী, ঐকথ, ইত্যাদি নিত্য
প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও বিলাসিতার জন্য তৈল,
এসেন্স, আলতা, ইত্যাদি বহু জিনিসই ঘরে
তৈরী করে বিশল আনন্দ উপভোগ করা
যেতে পারে। তাতে অনেক পয়সা বেঁচে
যাবে। কিন্তু বাজারে যেমন চক্চকা
ঝকঝকা নয়ন তৃপ্তিকর নেবেল আটা
জিনিসটা পারে, এতে তা হবে না। সেজন্য
মনকে একটু ঠাণ্ডে নিতে হবে।

আজ দেশলাইএর কথাটা বলবো।
প্রত্যেক গরীব পরিবারে মাসে অন্ততঃ এক
ভজন দেশলাই খরচ হয়ে থাকে। তার
নাম মাসে কমপক্ষে তিন আনা খরচেও

বৎসরে মোট দুই টাকা লাগে, আর যদি
বাজারে দেশলাই না কিনে আমরা
প্রত্যেকে ঘরে ঘরে নিজ নিজ আবস্তকাঙ্ক্ষ-
যায়ী দেশলাই তৈরি করে লই, তা হ’লে
বছরে আট আনার বেশী খরচ হয় না।
আমি তাই করি। কিরূপে প্রস্তুত করে
তা আমি ব্যবহার করি, তাই বলে দিচ্ছি।

দেশলাই প্রস্তুত করতে প্রথমেই তার
শলার কথাটাই মনে জেগে উঠে। সকলেই
সেই কথাটাই বার বার জিজ্ঞেস করে
থাকে। এই সমস্যাটা সমাধান হলেই
দেশলাই তৈরী সম্বন্ধে আর কোন সম্বন্ধ
থাকে না।

আমাদের পূর্ববঙ্গে ধানের ক্ষেতের
ধারে বর্ষার জলের স্রোত নিষ্কাশনের জন্যে
ও ক্ষেতে পলি পড়ার জন্যে ধনুচে নামক
একপ্রকার গাছের বীজ ধান বোনার সময়
রোপন করে, কোন কোন স্থলে বা এইগাছ
পূর্ব বৎসরের বীজ পড়ার জন্যেও আপনি
জন্মে থাকে। গাছগুলি প্রথমে পাটের
গাছের শ্রায় লগা হয়, ওপরে ইহাতে পাখা
প্রশাখাও হয়ে থাকে। গাছগুলি পাটের
গাছের মতই বড় হয়, কোন কোন স্থানে
তদপেক্ষা বড় ও মোটা হয়। কৃষকগণ
অগ্রহায়ণ মাসে ইহা দ্বারা জালানি কাঠ
প্রস্তুত করে ও বীজগুলি সংগ্রহ করিয়া
রাখে। এট গাছের কাঠ দ্বারা বিদেশী
দেশলাইএর শ্রায় বেশ কাঠি হাতে তৈরী
করা যায়। এগুলি বেশ সরল এবং নরম।

এই ধনুচে-গাছের কাঠ তিন কি চারি
আঙ্গুল লম্বা করে কেটে অনেকক্ষণ জলে
জিজিরে রাখে। অথবা প্রথম জলে সিদ্ধ
করে লইবে। তারপর সেগুলি ধারাল
না দিয়ে ফেড়ে তক্তার মত করবে। সেই
তক্তাগুলি ধারাল-গুপারী কাটা জাঁতিতে
শলার আকারে ফেড়ে নিবে। কাটতে

কাঠতে অনেক নষ্ট হবে, তার জন্য ভাবনা নেই। কারণ এ কাঠ যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং একটি পরিবারের এক বৎসরের জন্য ২টা মোটা কাঠ হলেই যথেষ্ট কাঠি তৈরী হ'তে পারে।

একটু বড় রকম ধারাল দশখানা জাঁতি যদি তৈরী করা যায় এবং দশজনে যদি ঐ জাঁতিতে এই কাঠি তৈরী করে, অথবা গ্রামের নিঃস্ব মহিলারা যদি এইরূপে কাঠি তৈরী ক'রে কোন একজনের নিকট বিক্রয় করে, তা হ'লে বোধ হয় একটা পল্লীতে যত কাঠির প্রয়োজন হ'তে পারে, তা যোগান যায়। এতে তাদেরও কিছু অর্থাগম হতে পারে। কলে তৈরী কাঠি অপেক্ষা ইহা অনেক সুগভ হতে পারে বলিয়া মনে হয়।

তারপর সপট-প্যারাকিন গরম ক'রে তেলের মত হ'লে তাতে ঐ কাঠিগুলি ডুবাইয়া লইবে, তার মুখে নিম্নলিখিত মসলা লাগাবে।

ক্রোয়েট অব পটাশ	৩২ ভাগ।
বাই ক্রোমেট অব পটাশ	১২ ভাগ।
অক্সাইড অব লেড্	৩২ ভাগ।
সালফেট অব এন্টিমনি	২৪ ভাগ।

সবগুলি মসলার গুঁড়া আলাদা আলাদা রেখে ক্রমে, শিরিষ আঠা, গঁদের আঠা বা গাবের আঠার সহিত মিশাইয়া কাদার মত করবে এবং কাঠির মুখে লাগাইয়া শুকাইয়া লইবে।

ঐ আঠা গুলির মধ্যে গাবের আঠা ঘরাই আমরা ভাল ফল পেয়েছি। কারণ, গাবের আঠা বর্ষায় ঘামে না এবং কাঠির মুখ হ'তে সহজে খ'সে পড়ে না। বেশ শক্ত থাকে। তা ছাড়া পূর্ববঙ্গে গাব ফলের অভাব নেই। বিনে পরসায় বনে জঙ্গলে

যথেষ্ট পাওয়া যায়, একটু কষ্ট করে পেড়ে আনা যা পরিশ্রম।

এই গাব, গাছ থেকে কাঁচা পেড়ে তার বোটা গুলি বেশ করে ফেলে দিবে। পরে কতকগুলি গাব ঢেঁকিতে কুটে—ও টিপে রস বেড় করে লইবে। এই রসে মসলা গুলি এমন ভাবে মিলাবে, যেন কাঠির মাখা ডুবালেই কাঠিতে বেশ লেগে যেতে পারে। বেশী পাতলা বা বেশী ঘন না হয়।

যদি এক সময়ে বেশী কাঠি তৈরী করা আবশ্যক হয়, তবে এই মসলাযুক্ত রস বেশী করে তৈরী করে একখানা খাল বা টিন দ্বারা প্রস্তুত কোন প্রশস্ত পাत्रে ঢাকিয়া রাখিবে।

দুখানা তাঃ অঙ্গুলী প্রস্থ ও এক হাত লম্বা তক্তার একপানিতে কাঠিগুলি ডুবে থাকতে পারে এমন ভাবে অল্প ফাঁকে ফাঁকে খাঁচ কাটবে এবং এক মুঠা কাঠি নিয়ে ঐ তক্তার উপর হাতের তালু দিয়ে ঘসে দিলেই কাঠি গুলি খাঁচে খাঁচে বসে যাবে, যেন সবগুলি কাঠিরই এক মুখ কিছু বাহির হইয়া থাকে। তারপর দ্বিতীয় তক্তাপানা ঐ কাঠি যুক্ত তক্তার উপরে দিয়ে ছদিকে বলুট যুক্ত জু দিয়ে এটে দিবে। তা হলে আর কাঠিগুলি পড়ে যাবে না এবং দেখতে ঠিক চিকণীর মত হবে। তখন ঐ মসলাযুক্ত খালে বা পাत्रে ডুবালেই সবগুলি কাঠির মুখে একবারে মসলা লেগে যাবে। তার পর জু খুলে কাঠিগুলি রৌদ্রে শুকাতে দিবে। এইরূপে এক একবারে একশ দেড়শ কাঠিতে মসলা লাগান হ'তে পারে।

এই তৈরী কাঠিগুলি মেটে ভাঁড়ে বা বাঁশের চোড়ায় মসলাযুক্ত মুখ নিচে রেখে ভাল করে ঢেকে রাখবে। এই হলো শলাই বা দেশলাই।

তারপর এমরকস্ ফফরাস বা রেড ফফরাস ও সালফেট অব এন্টিমনি সমান ভাগে কিছু বালি সহ গাবের আঠার সহিত কাদার মত ক'রে একখানা মোটা পিস্‌বোর্ড বা তক্তার উপর লাগাইয়া লইবে। এই কাগজ বা তক্তা একস্থানে বুলায়ে বা দেয়ালে এটে রাখবে।

ঐ শলা এই বোর্ডে ঘর্ষণ করলেই জলবে।

বাড়ীর নিত্য প্রয়োজনীয় কার্য এতে বেশ চলে যাবে। বর্ষায় সের্তসের্তে হবে না ও কাঠি খরচও কম হবে।

মসলাগুলি সবই কলিকাতা বটকফ পাল অথবা ঐরূপ কোন বড় ঔষধের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়, দামও বেশী নয়।

কিন্তু এতে বাক্স তৈরী হলো না বলে পকেটে রাখা বা রেল টিমারে লওয়ার সুবিধা হগো না। সুতরাং সে সুবিধে দূর করার জন্য পিচবোর্ড দিয়ে কিছু বাক্সও তৈরী করা যেতে পারে। এবং সেই বাক্সের ধারে ঘর্ষণের মসলা লাগিয়ে রাখলেই কাজ চলতে পারে।

বিদেশী দেশলাই বাক্সে ৮০ হইতে ১০০টা করে কাঠি থাকে। এইরূপ কাঠাযুক্ত বাক্সের একশ বাক্স তৈরী কর্তে আমার মাত্র ১০ আট আনা খরচ হয়েছে।

ইহা তৈরী করে বাজারে বিক্রি করে লাভ করবার আশা। ছুরাশামাজ, প্রতি-যোগীতায়, চাকচিক্যে, বাক্সে ও প্যাকিং এ ও দোকানদারকে লাভ দিয়ে বিক্রি কর্তে ও যোগান দিতে পারা যাবে না। সুতরাং সে চেষ্টা না ক'রে বরং দরিদ্রদিগকে ও গ্রামের প্রতিবাসীদিগকে দিলে যথেষ্ট লাভ হবে ও মন বেশ খুসী হবে।

আর কেন? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতেছিল, তৎপর লউন।

ঘরে ঘরে যদি সকলেই এইরূপে ইহা তৈরী করে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে তবে বিদেশী বর্জনের সার্থকতা হয় ।

ডাঃ জীবসন্তকুমার চৌধুরী ।

হিমাইতপুর, (পাবনা) ।

মহত্বের ছবি ।

গ্যালী-স্লেভ ।

কালে আগে এইরূপ একটা আইন ছিল, যে কোন যুবপুরুষ কোন অপরাধে অপরাধী হইলে তাহাকে কালের কোন একটা সমুদ্র বন্দরে পাঠাইয়া দেওয়া হইত, সে সেখানে গভর্ণমেন্টের কোন বোটে দাঁড় টানিবার কার্যে নিয়োজিত থাকিত । এইরূপে যাহারা দণ্ডিত হইত, তাহাদিগকে বলিত “Gally-Slave.”

একবার এক সুশ্রী সবলকায় যুবক সামান্য অপরাধের জন্ত এক বৎসরের জন্ত গ্যালী-স্লেভ হইয়া এক সমুদ্র বন্দরে প্রেরিত হইয়া ছিল ।

যুবক একদিন সন্ধ্যোগ পাইয়া সমুদ্র-বন্দর হইতে পলায়ন করিল । শরীরের সামর্থ ছিল, রক্ষীগণ তাহার পশ্চাদানুসরণের পূর্বে সে বহুদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিল । যুবক ক্রমাগত অনাহারে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে—তিনদিন তাহার আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই ।

একদিন রাত্তায় আসিতে আসিতে দেখিতে পাইল, একস্থানে গভর্ণমেন্টের ইজাহার টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে—

“যে কেহ পলাতক “গ্যালীস্লেভ” কে ধরিয়া মেয়রের নিকট উপস্থিত করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে ৫০ ফ্রাঙ্ক (ফ্রান্সের চলিত মুদ্রা) পুরস্কার প্রদত্ত হইবে”

যুবক তাহা পাঠ করিয়া বুকিল এ আমাকেই ধরিবার আয়োজন ।

মধ্যাহ্ন তপন আকাশের মধ্যাহ্নে প্রথর কিরণ বিতরণ করিতেছেন, ক্ষুৎ পিপাসাতুর যুবক পুনরায় মাঠের মধ্য দিয়া অতি কষ্টে অগ্রসর হইতে লাগিল, বহু দূর অগ্রসর হইয়া সে একখানি জীর্ণ কুটারের সম্মুখে উপস্থিত হইল । এক কৃষক তাহার ৩৪টা শিশুকে লইয়া নিকটস্থ এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়া বসিয়া আছে, অনতিদূরে কৃষকপত্নী তৃণান্বাদিত ক্ষেত্রে ভূমির উপর নিদ্রা যাইতেছে । যুবক যাইয়া ভক্ততা ব্যক্তক অভিবাদন করিয়া বলিল, মহাশয় । আজ তিন দিন আমি অনাহারী, পিপাসায় কষ্ট শুক প্রায়—যদি কিছু খাদ্য এবং একটু শীতল জল পান করিতে দেন, তাহা হইলে আমার জীবন রক্ষা হয় ।

কৃষক যুবকের মুখ পানে তাকাইয়া বলিলেন, আমাদের অবস্থাও তোমা চেয়েও শোচনীয় । এই বলিয়া যুবককে ইঙ্গিত করিয়া বসিতে বলিবেন এবং ত্রুণ ভাবে উঠিয়া অদূরে একটা ছোট স্রোতস্বিনী হইতে এক গ্লাস জল আনিয়া, নিজেদের কোটা হইতে ১ খণ্ড রুটী বাহির করিয়া যুবককে দিলেন, আর বলিলেন, এমনি আমার দুর্দিন যে একজন ক্ষুৎ পিপাসাতুর পথিককে আতিথা সৎকার করিবারও আজ আমার শক্তি নাই ।

যুবক সেই রুটী টুকু খাইয়া এবং জল পান করিয়া একটু সুস্থ হইল শিশু গুলি তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল ।

একটু পরে কৃষক বলিতে লাগিল;

আমাদের আজ বড় দুর্দিন, এই যে কুটার খানি দেখিতেছ, উহাতে আমরা প্রায় পাঁচ বৎসর ছিলাম । আর সামান্য কিছু জমী জমা করিয়া লইয়া আমি এবং আমার স্ত্রী আবাদ করিয়া এক রকমে দিনাতিপাত করিতেছিলাম । অবসর সময়ে আমরা দিন মজুরীও করিতাম । আজ প্রায় ২ বৎসর হইল, এক স্থানে কাজ করিতে করিতে আমার পায়ের হাটুর উপর একটা ভারি জিনিস পড়ায়—আমি প্রায় অকর্মণ্য হইয়াছি । আমরা গরীব লোক, না খাটিলে দিন যাওয়া ভার, আমার স্ত্রী পরিচর্যা করিয়া কিছু উপার্জন করিয়া কোনরূপে সংসার চালাইয়াছে বটে, কিন্তু গুরু পরিশ্রমে তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছে—সেইজন্য আমরা এই কুটার খানির ভাড়া অনেক দিনই দিতে পারি নাই, বাকী পড়িয়াছে । সেইজন্য আজ ২ দিন বাড়ীর জমীদার আমাদিগকে আমাদের কুটার হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছে এবং বাড়ীর জন্ত আমাদের যৎ সামান্য যাহা গৃহ সামগ্রী ছিল, তাহা আটকাইয়া রাখিয়াছে, আমার স্ত্রী প্রায় ১ সপ্তাহ পীড়িতা, এমন কিছু নাই যে তাহা দ্বারা শিশু গুলির জীবন রক্ষা করি । যদি আমরা কোনরূপে ২০ ফ্রাঙ্ক সংগ্রহ করিয়া বাড়ীর মালিককে দিয়া শাস্ত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে একটা উপায় হইতে পারিত কিন্তু তাহার কোন আশাই তো দেখিতে পাইতেছি না । কৃষকের চক্ষু দিয়া ২৪ কোটা উত্তম অশ্রু তাহার গণ্ড দেশ বহিয়া ভূতলে পতিত হইল । অশ্রু মুছিয়া কৃষক যুবককে দ্বিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথা হইতে আদিতেছ? যুবক ইতস্ততঃ না করিয়াই বলিল, আমি একজন পলাতক আসামী, কোন অপরাধের জন্ত আমি দণ্ডিত, গেলিস্লেভ হইয়া—গভর্ণমেন্টের এক

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর হউন ।

খানা বোটে কাজ করিতেছিল। একদিন
হযোগ পাইয়া আমি পলাইয়া আসিয়াছি।

কৃষক যেন একটু শক্তিত এবং উৎকণ্ঠিত
হইল। পলাতক কয়েদী?—

আজ্ঞা হা মহাশয়, আমার জন্ত আপনায়
কোন চিন্তা বা ভয়ের কারণ নাই কিন্তু
আপনার চুঃখের কাহিনী শুনিয়া আমি অতিশয়
কাতর হইলাম। আর আমার বোধ হয়,
আপনি আমার একটা প্রস্তাবে সম্মত হইলে
আপনার একটা প্রতিকারও হতে পারে।
কৃষক বলিল, কি বলুন, আমি হয়তো চেষ্টা
করে দেখতে পারি।

যুবক বলিল, কাজ খুব শক্ত নয়, শুধুন।
আমি পলাতক কয়েদী, রাস্তায় আসিতে
আসিতে দেখিলাম, গবর্ণমেন্ট ইন্সপেক্টর দিয়ে
ঘোষণা করিয়াছেন যে, যে কেহ আমাকে
ধরাইয়া দিতে পারিবে সে ৫০ ফ্রাঙ্ক পুরস্কার
পাইবে। আপনি যদি আমার কোমরে দড়ী
বাঁধিয়া নিকটের কোন থানায় অথবা
মেয়রের নিকট দিতে পারেন, তাহা হইলে
তৎক্ষণাৎ আপনি ৫০ ফ্রাঙ্ক পুরস্কার
পাইবেন। এই অর্থে আপনি আপনার কুটার
খানি খালি করিয়া লইয়া নিরাশ্রয়
শিশুগুলিকে রক্ষা করিতে পারেন।
“আর না”—কৃষক বাধা দিয়া বলিল—আর
আপনাকে বলিতে হইবে না, আমি দীন হীন
বলিয়া কি এতদূর আমাকে নীচাশয় মনে
কর যে, একজন অতিথিকে এইরূপে
ধরাইয়া দিয়া আমার নিজের স্বার্থের জন্ত
এতদূর করিতে পারি? আমরা অনাহারেই
মরিব।

যুবক বলিল, আমার পরিজ্ঞানের কোন
উপায় নাই, আমি একদিন ধরা পড়িবই।
অথবা কোন দিন নিজেই ধরা দিব। কিন্তু
আজ যদি আপনি উপলক্ষ যাত্র হইয়া
ধরাইয়া দেন, তাহা হইলে ঐ বিপুল শ্রম মুখ
শিশুগুলির জীবন রক্ষা হয়—তাহার পর
যখন আমি মুক্তি লাভ করিব, তখন আপনার
নিকট আসিয়া বাহাতে আপনার এই দুর্দশা
মোচন হয়—তাহা করিয়া ধন্য হইব। সুতরাং
এতে আপনার কোন দোষ হইবে না।

যুবকের অনেক যুক্তি তর্কে অবশেষে
কৃষক তাহারই কথায় বীকৃত হইল। সে
দিন কোনরূপে যৎ বিকিং আহাতি করিয়া
সেই যুক্তিতেই সকলে নিম্নিত হইয়া পড়িল।

* * *

পরদিন প্রাতঃকাল। প্রাতঃ সূর্য্য ধীরে
ধীরে পূর্ব দিক লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করিয়া
উদিত হইতেছেন, পাখীর কলবরে ইতিমধ্যেই
প্রান্তর মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

যুবক গাভোখান করিয়া কৃষককে
আগাইয়া বলিল মহাশয়! চলুন আমাকে
থানায় লইয়া চলুন, আপনি চলিতে অক্ষম
আমি আপনাকে ঝুঁকে করিয়া লইয়া যাইব
এবং থানায় নিকটে আপনি আমার কোমরের
দড়ী ধরিয়া কোনরূপে মেয়রের নিকট দিলেই
কাজ শেষ হইবে।

কৃষক ও পত্নী কান্দিয়া ফেলিল—বলিল
যুবক আমাদের সঙ্গে কমা কর, কমা কর। এ
কার্য্য আমাদের দ্বারা হওয়া অসম্ভব। যুবক

বলিল, আপনি এ জন্ত ব্যাকুল হইবেন না,
ফ্রান্সের সুদক্ষ ডিটেক্টিবের চক্ৰ এড়াইয়া
আমি নিশ্চয়ই অধিক দিন মুক্ত বায়ুতে
বিচরণ করিতে পারিব না। অথচ আমার
এই নখর দেহ দ্বারা যদি কাহারও এতটুকু
উপকার করা যায়, তাহাতে বাধা দেওয়া
আপনার কর্তব্য হইবে না। চলুন চলুন—
সময় নষ্ট করিয়া কোন ফল নাই।

যুবকের এই সকল যুক্তি দ্বারা কৃষক
নিতান্ত অনিচ্ছায় যেন মস্ত মস্তের দ্বায়
তাহার দ্বারা চালিত হইতে লাগিল। যুবক
স্বয়ং তাহার কোমরে একটা রজ্জ্ব বাঁধিয়া
কৃষকের হস্তে দিল। কৃষক পত্নী সাক্ষী লোচনে
এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া চিত্ত পুত্তলি-
কার দ্বায় যুবকের মুখের পানে তাকাইয়া
দাঁড়াইয়া রহিল।

কৃষক বলিল, এই শিশুগুলি এবং আমার
স্ত্রীকে কোথায় রাখিয়া যাই—ইহাদের
ধাইবার সংস্থান নাই, আশ্রয় নাই, ইহাদিগকে
সঙ্গে লইয়া যাইলে হয় না। যুবক বলিল
খুবই ভাল হবে।

* * *

সকলে প্রস্তুত হইয়া ধীরে ধীরে মাঠের
পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। যুবক বলিল,
কৃষককে ঝুঁকে লইয়া অগ্রগামী হইল। মাঠ
অতিক্রম করিয়া তাহার রাজপথে উঠিল।
যুবক সেই স্থানে কৃষককে ঝুঁক হইতে
নামাইয়া কৃষক পত্নীর এবং ছেলে গুলির
দিকে দেখিলেন, তাহার এখনিও ছুরে ধীরে

বিজ্ঞাপন দেখিয়া ক্রিনিস কিনিবার সময় “কাঁজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

ধীরে অগ্রসর হইতেছে। ক্ষুধায় রোগে কাতরা রমণী ছেলেগুলিকে লইয়া যেন আর হাটিতে পারিতেছে না। যুবক অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

অদূরে একখানা গাড়ী দেখা যাইতে লাগিল—গাড়ী খানা নিকটে আসিতেই যুবক জিজ্ঞাসা করিল, আমাদিগকে মেয়রের আদালতে লইয়া চল।

গাড়োয়ান বলিল, আপত্তি নাই, তবে ভাড়া দিতে পারিবে তো?

ভাড়া গবর্ণমেন্ট দিবে, আমি পলাতক আসামী—আমাকে লইয়া যাইলে তোমার ভাড়ার ভাবনা নাই।

ইতিমধ্যে কৃষক পত্নী অতি কষ্টে তাহার শিশু গুলিকে লইয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইল এবং সকলে গাড়ীতে উঠিয়া মেয়রের বিচারালয়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

মেয়রের বিচারালয়। জীর্ণ শীর্ণ কৃষক যুবকের কটীবন্ধ রজ্জু ধরিয়া কল্পিত চরণে মেয়রের সম্মুখীন হইল। যুবক নত মস্তকে দণ্ডায়মান।

মেয়র। তুমি এই পলাতক কয়েদীকে গ্রেপ্তার করিয়াছ?

কৃষক নত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল, একটা কথাও তাহার মুখ হইতে বাহির হইতে পারিল না। যুবক বলিল “হাঁ মহাশয় ইনিই আমাকে বন্দী করিয়াছেন। মেয়র বিস্মিত নয়নে একবার কৃষকের মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন ইহা কি সম্ভব? এই বলবান যুবককে তোমার স্ত্রায় বৃদ্ধ জীর্ণ শীর্ণ লোকের বন্দী করা কি সম্ভব? মেয়র বন্দীর কটোগ্রাফ আনাইয়া দেখিলেন, এই সেই পলাতক বন্দী বটে। মেয়র বলিলেন, কৃষক

সত্য ঘটনা তুমি নিশ্চয়ই গোপন করিতেছ বোধ হইতেছে।

কৃষক। হজুর সত্যই তাই, আমার দ্বারা যুবককে বন্দী করা বাস্তবিকই অসম্ভব। এই বলিয়া সে নত জাহ্নু হইয়া আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপার বর্ণন করিয়া সাক্ষরলোচনে যুবকের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিল।

মেয়র চঞ্চল হইলেন, যুবকের মহত্ব ও স্বার্থত্যাগের কথা শুনিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। একটু পরে বলিলেন—যুবক তুমি কেন পলাইয়াছিল?

যুবক নির্ভীক ভাবে বলিল, আমার স্ত্রায় বলিষ্ঠ যুবককে গেলিসেড করিয়া রাখিলে আমার জীবনটা ব্যর্থ হইয়া যায়, অবশ্য আমি অপরাধী, বন্দী অবস্থায় পলাইয়া যাইলে যে কঠোর দণ্ড হয়, তাহাও জানি। কিন্তু কণিকের উত্তেজনায় আমি এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

মেয়র তাহার অপরাধ পুস্তক আনাইয়া দেখিলেন, যুবকের দণ্ডকাল প্রায় অর্ধেকপূর্ণ হইয়াছিল। তাহার এই মহৎ স্বার্থ ত্যাগের জন্য তাহাকে মুক্তিদান করিলেন।

কৃষককে ৫০ ফ্রাঙ্ক পুরস্কার প্রদত্ত হইল। মুক্ত বায়ুতে উভয়ে বাহির হইয়া আসিয়া পরস্পরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিল এবং ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। যুবকের মুক্তিতে কৃষক পত্নীর হৃদয়ের সীমা রহিল না। যুবকের নাম ছিল রিক্স। রিক্সের আর কেহ ছিল না। সুতরাং সে কৃষকের সহিত তাহার কুটীরে যাইয়া জমীদারের নিকট কুটীর খানি খালাস করিয়া লইয়া তাহাদিগকে সেইস্থানে স্থায়ী করিয়া নিজের কাজ কর্তব্য চেষ্টায় চলিয়া গেল। কি কাষে সে নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহা জানি না, কিন্তু তাহার পরিশ্রম সর্ব অর্থ সে

সম্বাহে সম্বাহে কৃষককে পাঠাইয়া দেওয়ার কৃষকের দৈন্য দশা দূর হইয়াছিল। এই ঘটনা বহু দিনের কিন্তু যুবকের মনুষ্যত্বের এই অমর কাহিনী আজও Goden deeds নামক পুস্তকে এবং জগতের সমস্ত মহত্বের ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া রহিয়া গিয়াছে। কত যুগযুগান্তরও হয় তো চলিয়া যাইবে, এই কাহিনী তখনও অমর অক্ষয় থাকিবে।

সম্পাদক

আগে অর্জন তবে তর্জন গর্জন।

এবারকার জেলে পাড়ার সংওয়ালারা উপরের ঐ কথাটা বলেছিল। কথাটা খুবই মূল্যবান। আমরা গঠন করিব, আমরা-তত্বকে অচল করিয়া তুলিব, এ সব শুনতে বেশ। কিন্তু হাতে এমন সঙ্গতি নাই যে তার দ্বারা একটা ডালির দোকানও কর্তে শতকরা ৮০ জনেরও সাহস হয়—এ দিকে হ হ করে বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে—হজুগে মেতে আকাশ কুহুমের কল্পনা নিয়ে ঘরে হাড়ি টন্ টন্—কৈড়ে ঠন্ ঠন্ করে উঠছে, অথচ স্বরাজ স্বরাজ করে বহু ছেলে—বহু লোক রাজ-রোষে জেলে পচে মলো, কিন্তু স্বরাজ বা গঠন এ সকলের একটিও দেখতে পাওয়া গেল না। অর্থাভাব হলে—দারিদ্র্য বৃদ্ধি হলে কোন কিছু হবার নয়—এটাও মাথায় ঢুকলোনা। সেই জন্য আগে অর্জন—সঞ্চয় করে তারপর তর্জন গর্জন করে সেটা মানায়ও ভাল—হয়ও ভাল। দেশের যারা নেতা তাঁদের উপর ক্রমে যেন দেশের আস্থা

কমে যাচ্ছে, উপকথা শুনিয়ে আর কতদিন চলে? বাস্তব কিছু না হলে লোকের আস্থা থাকবে কেন? তাই যেমন করেই হউক, হুজুগ ছেড়ে দিয়ে আসলে কিছু করা দরকার হয়ে পড়েছে। আসল হচ্ছে সকলেরই কিছু অর্জনের পন্থা দেখা, তারপর গর্জন না করেই যদি না থাকা একেবারেই অসম্ভব হয়ে ওঠে, তা শেষে কল্লও চলবে।

দেশের যে এত কাপুরুষ—এত নিশ্চেষ্টতা, এর মূলে আছে আমাদের ভীষণ অর্থ কষ্ট, গড়ে সমুদয় সাধারণ লোকেই প্রায় ঐ দশা। অথচ কোন বিষয়ে সকলে সংযত না হলেও কিছু হয়ে ওঠে না। দেশকে সকলেই ভালবাসে, কিন্তু পয়সার অভাবে অন্তরের সেই দেশপ্রেমটুকু তথাকথিত মুখের স্বদেশ প্রেমে দাঁড়িয়ে যায়। কোমরের বল নাই, অর্থ নাই, দরিদ্র হলে সকল সংগুণই নষ্ট হয়ে যায়—হৃদয় দুর্বল হয়, সাহস আসে কেমন করে? সুতরাং সে লোক কাপুরুষ হতে বাধ্য হয়। তাই প্রতিদিন কিছু অর্জন কর্তে হবে, অর্জিত অর্থ সঞ্চয় করে বুকের কলিজাটা দৃঢ় কর্তে পাল্লো তবে সে সাধারণ কাজে নামতে সাহসও করবে। অর্জন এক পয়সাও নাই, আর ফাঁকা তর্জন গর্জন নেহাৎ বেমানান। রাজার রাজকর সকলে দিতে পারে না, আর অসংখ্য কল্লিত খেয়ালের ভুল লোকে চাঁদা দিতে চাইবে কেন? তাই দেশের বেকার গুলোকে আগে অর্জন কর্তে শিক্ষা দেওয়াটাই এখন মস্ত বড় কাজ, আর পুণ্যের কাজ। বনেদ আল্গা থাকলে ইমারৎ টেকে না; ছুদিনের হুজুগ পেটের জ্বালায় ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তার মানে পয়সা নাই লোকে ক্রমে বুঝতে পারে, এ কাজে ধান্দায় কোন ফল নাই—পেছিয়ে পড়ে। তাই আগে অর্জন—তারপর তর্জন গর্জন। এই সারবান

কথাটা বুকের উপর রক্তাক্তে লিখে রেখে দিতে হবে। অর্থের অভাব হলে মানুষ কাপুরুষ তো হয়ে যাবেই। হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, উৎকলবাসী বাঙ্গাল্য পয়সা লুটে নিয়ে যাচ্ছে, আর আমরা বাঙ্গালী লম্বা কোঁচা ছুলিয়ে বাবু মেজের খিয়েটার বায়কোপ দেখে আটের তারিফ করে বেড়াচ্ছি, অথচ অধিকাংশ বাঙ্গালীর ঘরে হুটী শাক অয়ের সংস্থানও নাই। সে ফাঁকা মান নিয়ে উপবাস দিয়ে মচ্ছে—আর ফুটবল খেলা নাচ গানের সমালোচনায় কি করেই জীবনের গোনা দিন কটা কাটিয়ে দিচ্ছে? এ মোহাক্কতা কতদিনে কাটবে? যাদের ঘরের পেছটান ঘুচাবার সামর্থ্য নাই, তারা আবার অগ্রসর হয়ে দেশের কাজ করবে এ কেমন করেই বা কল্পনায় আসে? এই মুহূর্ত হতে আগে প্রতিজ্ঞা করে মান অভিমান ভুলে লম্বা কোঁচা গুড়িয়ে মালকোঁচা মেয়ে যেমন করে হউক, প্রতিদিন কিছু কিছু উপার্জন করে দেখ দেখি, তোমার সাহস উৎসাহ পুরুষ সব ফিরে আসবে—আবার তুমি মানুষ হবে তখন নিশ্চয়ই তুমি দেশের দেশের কাজকর্ম করবে এবং করতে পারবে।

বিনা মূল্যে ।

যদি নীরোগ জীবন যাপন করিতে চান, তবে অর্দ্ধ আনার স্ট্যাম্প সহ আবেদন করিয়া উপদংশ খোস, পাঁচড়া কতাদির প্রতিকার লাভ করুন। ইহাতে সকল প্রকার রোগ নিরাকরণের সাহায্য পাইবেন।

ডাঃ কে, চক্রবর্তী ।

সংসদ পোঃ, পাবনা।

কুটীর শিল্প ।

কুটীর শিল্প অনেক, এই “কাজের লোকে” উপায়ও দেখিয়ে দিয়েছি অনেক। কেহ তার একটা নিয়েও কাজ করে তার সৌভাগ্য ফিরতে পারতো। দেশের অভাব অনেক, কিন্তু তা ঘুণাবার আসল প্রচেষ্টা খুব কম লোকের—নাকে কান্দলে দুঃখ বৈদ্য বুঝবে না, কর্মক্ষেত্রে ক্ষুদ্র একটা কিছু নিয়েই তাকেই ইষ্ট মন্ত্রের শ্রায় বোধ করে যে সাধনায় লাগে, তারই কিছু হয়। তেমন ঐকান্তিকতা কম জনের আছে? চরকা তাঁত কত কুটীর শিল্পের কত প্রচেষ্টাই দেখলাম, ছুদিন করেই চরকার সরঞ্জাম ছেলেদের খেলনা হলো, তাঁত আলানী কাষ্ঠ হয়ে উঠুন পুজায় লেগে গেল। এইতো দেখে আস্চি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর শিল্প দ্বারা দেশের অভাব মিটান যায়, এ একেবারে খুবই সত্য। কিন্তু সে একাগ্রতা, পরিশ্রমশীলতা, ধৈর্য্য এ সব বাঙ্গালীর বুক থেকে অনেক কাল কোথায় চলে গেছে। অনায়াসে যা পেতে পারে, তা যত অল্পই হউক, তাতেই সে তৃপ্ত, উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার নাই। কানা বেরাল আর-মূল্য ধরে খেতে পারলেই সন্তুষ্ট। এ জাত কি আর ওঠে? একেবারেই অধঃপাতে গিয়েছি তো। যার যেমন অবস্থা, তার তেমনি কিছু করবার কুটীর শিল্পও আছে, কিন্তু বাবু মেয়ে যেম্নে সে ক্ষুদ্র কাজ চখে ধরে না—পছন্দ হয় না। বড় বড় কারবারের বুলি কপুচে বেড়াই—এ দিকে ঢোঁড়া ধরবার শক্তি নাই, কেউটে ধরবার সাধ। যারা বেকার—মূলধন নাই, তাদের হৃদিশা ভোগ করা অপেক্ষা নিজেদের কিছু কিছু কুটীর শিল্প নিজেরা মাখায় করে বিক্রি করে অবশ্যই

বেড়াতে হবে। এমন যে কেউ কচে না তা নয়। ট্রেণে দেখতে পাবে, অনেক যুবক নিজেদের ৪৫টা জিনিস করে মাসিক টিকিট নিয়ে পাসেঞ্জারদিকে বেচে বেড়াচ্ছে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিস গুলি তাদের কুটীর শিল্প তারা বলে—আমাদের এ কাজ ১০।৬০ মাহিনার চাকরী অপেক্ষা ভাল, তারা ১০।১১টার সময় হতে প্রত্যেক ট্রেণে যাওয়া আশা করে, সকালে জিনিসগুলি প্রস্তুত করে মেয়ে ছেলে দিকে দিয়ে আসে। তারা লেবেল আঁটে, ঠিকঠাক করে রেখে দেয়, বাড়ীর সকলেই বিশ্রাম সময়ে এই কাজে লেগে যায়। পয়সা আসে, সকলেরই উৎসাহ বাড়ে। এদের একটা গুণ, এরা ফাঁকা মান বিসর্জন দিতে পেরেছে। এরা সব ভাল ক্যানভাসার, লম্বা বকুতা মুখ করে রেল যাত্রীদিগকে বেচে। অমশীল হলে দারিদ্র ঘূহুতে বেশী সময় লাগে না। চাকরীর কথা ভুলে যেয়ে একরূপ কাজ করে অনেক বেকারের সংস্থান হতে পারে। “কাজের লোকের” প্রত্যেক খণ্ডেই এইরূপই কুটীর শিল্পের কথাই বলা হয়েছে। আমাদের মূলধন নাই, বড় বড় কাজের কল্পনাও করা উচিত নয়। ছোট ছোট কাজ কর, প্রতি সংসারেই কুটীর শিল্প চলবে। মুসলমান মহিলাগণ এইরূপ অনেক কাজ করে। মেটে বুদ্ধি অথলে তা স্বচক্ষে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। সেমিজ, ব্লাউচ প্রভৃতি মেয়েছেলের পোষাক গুলি পুরুষরা কেটে

ছোট্ট দিয়ে আসে মেয়েরা ছোড়ে তাড়ে, কল চালায়, পুরুষরা প্রতিদিন কলকাতার বাড়ী বাড়ী বেচে বেড়ায়—এ কি কুটীর শিল্প নয়? এতেই তাদের খরচ খরচা বাদ দৈনিক ৮।১০ টাকা কখন কখনও আরো বেশী উপার্জন হয়।

এখন মাহু ধরার মরসুম সেদিন দেখলাম একটা যুবক—ভদ্র সন্তান বাঁদের বাখাড়ীর ছিপ প্রস্তুত করে ঘাটে ঘাটে বেচে বেড়াচ্ছে ১০।১২ পাছা ছিপ সে দিন বেচে যায়, দৈনিক ২ টাকা সে লাভ করে।

বেকার যে—তাকে এমনী সব কাজ করে মূল ধনের যোগাড় করে নিতে হবে। ভদ্রলোক সেজে অনাধারে মরা অপেক্ষা এ ভাল। পয়সা হলে—অবস্থা ভাল হবে সকলেই সম্মান করবে। এটা বোঝনা?

Household Industries Candles.

বাতি প্রস্তুত প্রণালী।

চর্কির বাতি। (Lard Candles)

Alum (ফটকিরি) চূর্ণ ১ পাউণ্ড
Saltpeter (সোরাচূর্ণ) ১ পাউণ্ড, জল—
১ কোয়ার্ট, আন্দাজ ৩ পুয়া, মুছ অগ্নির
উত্তাপে গলাইয়া ফেলিয়া ইহাতে ১২
পাউণ্ড চর্কি (Lard) দিয়া নাড়িতে

থাকিবে, অধিকক্ষণ আগুনের উত্তাপে রাখা উচিত নয়, তাহা হইলে বাতির রং ধারাপ হইয়া যাইবে। It is Said that these Candles are Superior than that made of Tallow.” কথিত আছে, যে ইহা টালো বা চর্কির বাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। Lard এবং Tallow পৃথক জিনিস, সেটা বুঝা উচিত। সাধারণ লোকে ২টাকেই চর্কি নামেই বলে।

অর্ধ ইঞ্চি ব্যাসের কতকগুলি Tube বা নল বাতু নির্মিত বা বাঁশের হইলেও বোধ হয় হইতে পারে, তাহার মধ্যস্থল ঈষৎ তেলাক্ত করিয়া লইয়া মধ্যস্থলে উইক বা পলুতে ঠিক খাড়া ভাবে থাকিতে পারে, এইরূপ উপায় করিয়া উপরোক্ত গলিত মিশ্রণটা ঢালিয়া দিলেই একটু পরে জমিয়া যায়। তাহার পর উইকের মাথায় যে সূতার পলুতেটা একটু বাহির হইয়া থাকে, তাহাতে আন্তে আন্তে টান দিলে বাতিটা বাহির হইয়া আসে। বাতির মধ্যে পলুতেটাকে স্পিরিট টারপেনটাইনে ডুবাইয়া লইয়া সম্পূর্ণ শুষ্ক হইলে ব্যবহার করা হয়। তাহা হইলে আলোর উজ্জলতা বৃদ্ধি হয়। উপরোক্ত গলিত দ্রব্যের সহিত কিছু ক্যাম্ফর বা কর্পূর মিশাইয়া দিলে আলো বেশ সাদা এবং পরিষ্কার হইয়া থাকে। বাতি প্রস্তুতের বহু করমূলা আছে, সর্বাপেক্ষা সহজ সাধ্য একটা দেওয়া হইল।

SUBSTITUTE for BLOTTERS

নকল ব্লটার।

ব্লটিং কাগজ ছাড়া আর এক রকম জিনিষ প্রস্তুত করিয়া ব্লটিং কাগজের কাজ করা যাইতে পারে, ইহা বহুকালস্থায়ী হয়।

Gypsum (জিপসম) ১৪ ভাগ (ওজন করিয়া) তাহার সহিত ভাল আলুর ময়দা চূর্ণ মিশাইয়া একটা চৌকা ছাঁচে দিয়া জমাইয়া লইবে, শুক হইলেই ব্লটিং কাগজের কাজ হইবে, কালী চুবিতে পারিবে।

যখন ময়দা হইবে, ছুরি দিয়া টাচিয়া ফেলিলেই আবার নূতন হইবে। এইরূপে বহুকাল যাইবে।

Sun-burn Lotion

সূর্যদগ্ধ বা মেছেতার আরক।

সূর্য্য কিরণে মহিলা এবং পুরুষের মুখশ্রী নষ্ট হইয়া যায়, এদেশে যাহাকে মেছাতা ধরা বলে, নিম্নলিখিত আরক দ্বারা তাহা বিদূরিত হয়।

Tinct. Benjoin—2 Dram, good Rose water 2 oz. Mix and Stain well. This is an excellent recipe for sun-burn.

টিংচার বেনজইন—২ ড্রাম

ভাল গোলাপ জল—২ আউন্স।

উত্তমরূপে কাঁকরাইয়া মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া বিশ্রাম সময়ে মুখে মাগিলে মুখের সূর্য্যদগ্ধ দাগ উঠিয়া গিয়া মুখশ্রী বর্দ্ধিত হয় ইহা উৎকৃষ্ট জিনিস।

FACE LOTION.

মুখের আরক।

মুখে চির যৌবনের সৌন্দর্য্য রাখিতে নিম্নলিখিত দ্রব্যটি চির প্রসিদ্ধ। Oatmeal চূর্ণ জলে গুলিয়া আটা আটা করিয়া লইয়া তাহার সহিত গ্লিসেরিন ২ ভাগ ও জল একভাগ একত্রে মিশাইয়া রাখে মুখে মাখিয়া তাহার উপর একখণ্ড সূক্ষ্ম বস্ত্র দিয়া গাল ঢাকিয়া শয়ন করিতে হয়, এইরূপ মধ্যে মধ্যে করিলে মুখের যাবতীয় ভাঁজ নষ্ট হয়, মুখশ্রী অতি সুন্দর হইয়া দাড়ায়।

“সায়েন্টিক আমেরিকান” পত্রিকা বলিয়াছেন, এই মত ঠিক কাজ করিলে যৌবনের মুখশ্রী চিরদিনই থাকিয়া যাইতে পারে।

“Will give in a Short time, if faithfully pursued a youthful appearance of the Skin”.

S. A.

প্রাপ্তি স্বীকার এবং

সমালোচনা।

হোমিওপ্যাথিক পরিচারক—১ম বর্ষ ১ম এবং ২য় সংখ্যা—সম্পাদক ডাক্তার কে, কে রায় এম. ডি. পরিচালক ডাঃ অজিত শঙ্কর দে এইচ, এম, বি। প্রকাশক হোমিওপ্যাথিক সাভিং সোসাইটি (ইণ্ডিয়া) আফিস ৮নং ভিক্টোরিয়া রোড, বরানগর কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩ টিন টাকা মাত্র। এখানি হোমিওপ্যাথিক মাসিক পত্রিকা, যে দুইখানি সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যাইতেছে, যদি এইরূপই কাগজ খানি পরিচালিত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালায় হোমিওপ্যাথিক প্রচারের একটা অভাব পূর্ণ হইবে। ভৈষজ্যতত্ত্ব, চিকিৎসা প্রদর্শিকা, এবং বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ই ইহাতে আলোচিত হইতেছে। আমরা এই নব সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

গৃহস্থ মঙ্গল—১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, সম্পাদক শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়। বার্ষিক মূল্য ৩০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১/০। গৃহস্থ-মঙ্গল আফিস ৬৯নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। গৃহস্থ লোকের আবশ্যকীয় তথ্য—যথা মাতৃষ এবং গবাদির টোটকা চিকিৎসা, কৃষি, দেশ বিদেশের কথা, সাহিত্য, কিছু কিছু হোমিওপ্যাথিক তথ্য, আইন কানুন গৃহস্থ-মঙ্গলে আলোচিত হইতেছে। ছাপা কাগজ লেখার ভাব ভঙ্গী বেশ। সহযোগীয় উন্নতি হউক। এইরূপ মাসিকই বর্তমান যুগে আবশ্যক।

সাহিত্য সংবাদ।

হাড়-ডুডু।

এখানি হাড়-ডু-ডু খেলার পুস্তক।

বহুবাজার ছাত্রসমিতির প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি ছাত্রাচার্য্য শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত এবং চারুচন্দ্র স্বতি ফলকের সভা-সম্পাদক শ্রীহৃদয় কুমার ঘোষ বি, এল্ কর্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ১/- মাত্র। হাড়-ডু-ডু খেলা আমাদের অতি প্রাচীন জাতীয় খেলা, দেশভেদে ইহা ডেল-ডিগ্ ডিগ্, হাড় ডুডু, কপাটি প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হইলেও হাড়-ডুডু নামেই অধিক পরিচিত। আমাদের এটা গরীবের দেশ, ক্রিকেট, ফুটবল, হকি প্রভৃতি অপেক্ষা এই হাড় ডুডু খেলাই যে এদেশের লোকের বিশেষ উপযোগী, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। নারায়ণ বাবু এই পুরাতন খেলাকে কেমন করিয়া সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া উপভোগ্য করিতে হয়, বহু হাফটোন ছবি দ্বারা এই পুস্তকে তাহাই শিক্ষা দিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং বলা বাহুল্য, তাঁহার সে প্রয়াস সফলতামণ্ডিত হইয়াছে। অল্পব্যয়-সাধ্য জাতীয় খেলা দেশে এবং প্রধানতঃ ছাত্র সমাজের মধ্যে প্রচার করিয়া স্বাস্থ্য এবং আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য “ছাত্র সমিতির” এই চেষ্টা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

গত বৎসরে ২৪শে ফাল্গুন হইতে ২ মাস যাবৎ কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নারায়ণবাবুর প্রতিষ্ঠিত চারুচন্দ্র-স্বতি-ফলকের খেলা মহাসমারোহে চলিয়াছিল এবং দেশ বিদেশের বহু দল এই খেলায় প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন। তখন আমরা প্রায় সকল খেলাতেই উপস্থিত থাকিয়া আনন্দ ও তৃপ্তি উপভোগ করিয়া ছিলাম। গত ১১ই

বৈশাখ চারুচন্দ্র স্বতি ফলকের উৎসবের সময় পদক ও পুস্তকাদি খেলোয়াড়দের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল। নাট্টাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কলিকাতা কর-পোরেশনের স্বেচ্ছাচার্য্য চিফ্ একজিকিউটিভ অফিসার জে, সি, মুখার্জী মহোদয়, কাপ্তেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মার দেব প্রসাদ সর্কারাধিকারী, কাউন্সিলার শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচাঁদ বড়াল, এডুকেশন অফিসার শ্রীযুক্ত ক্ষিতিশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং দেশের বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া ফলক পরিচালনায় সাহায্য করিয়াছিলেন। আলোচ্য পুস্তক খানিতে খেলার নিয়মাবলী, নানাপ্রকার কৌশলাদি বহু চিত্র দ্বারা এমন সরল ভাষায় বর্ণন হইয়াছে যে, সকলেই এই পুস্তক সাহায্যে খেলিতে সক্ষম হইবেন। প্রতি পল্লীতে, গ্রামে, নগরে এই পুস্তকের আদর হইবে, আমরা এমন আশা করিতে পারি। প্রাপ্তিস্থান, ১নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

Agricultural Notes.

কৃষি-কথা।

তরল সার।

উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী অনেক প্রকার সার আছে, তাহার মধ্যে তরল সারও অন্যতম। শুষ্ক সার অপেক্ষা তরল সার দ্রুত কার্য্যকারী। শুষ্ক সার মাটির সহিত অনেকদিনে মিশ্রিত হইয়া তবে উদ্ভিদের পোষনোপযোগী হয়, কিন্তু তরল সার অতি শীঘ্রই মূল দ্বারা শোষিত হয় এবং ৬ হইতে

৮ দিনের মধ্যেই গাছের উন্নতি হইতেছে, বুঝিতে পারা যায়। এইজন্য অনেক শাকের সব্ জীগাছে, ফুলের গাছে, পেঁপে গাছ প্রভৃতিতে তরল সার দিলে গাছের উন্নতি হয়, এবং ফলও হঠপুট হইতে দেখা যায়।

গোবর, খোল প্রভৃতিকে জলে গুলিয়া গাছের গোড়ায় দেওয়াকে তরল সার প্রয়োগ বলে। কেহ কেহ বলেন, একটু পচাইয়া দিলে ভাল হয়।

গমের চাষের কয়েকটি কথা।

গমের চাষে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলে প্রচুর গম উৎপন্ন করিতে পারা যায়।

(১) উৎকৃষ্ট জাতীয় বীজ সংগ্রহ করা।

(২) মাটি ধুলার জায় চূর্ণ করা।

(৩) নাইট্রোজেন সংযুক্ত সার (যথা গোময় প্রভৃতি)।

(৪) ক্ষেত্রে একটীও আগাছা জন্মিতে না দেওয়া।

(৫) জমীতে জল জমিতে না পারে, এমন বন্দোবস্ত করা।

(৬) বীজ যেন গভীর মাটিতে না পড়ে, সেইরূপে বীজ বপন করা।

আনারসের পাতা—ইহা হইতে এক্ষণে পাটের জায় আঁশা বাহির করা হইতেছে, তাহা বিলাতের বাজারে ১৪/- টাকা মন বিক্রয় হয়। সুতরাং আনারসের পাতা উপেক্ষার জিনিস নয়, এদেশে আনারসের চাষে প্রথমতঃ ফলের দ্বারা যথেষ্ট লাভ হয়, পাতার দ্বারা দড়াদড়ী প্রস্তুত করা যাইতে

পারে, ভাল করিয়া পরিকার করিয়া নইলে পাটের মত সাদা আঁশ হয়।

রেড়ীর খইল এবং উই—ইক্ষু, গোলাপ, গোলআলু প্রভৃতিতে রেড়ীর শুষ্ক খোল সাররূপে ব্যবহৃত হয়, ইহার একটা বিশেষ গুণ, রেড়ীর খোল গাছের গোড়ায় দিলে গাছের তেজ হয় কিন্তু উই লাগিতে পারে না।

লেবুর একটা গুণের কথা:—লেবুর রসে হাত এবং আঙ্গুলের নখ ধুইলে তাহার সমস্ত ময়লা দূর হয় এবং সমস্ত রোগ বীজাণু নষ্ট হইয়া যায়। ইহা সকল রোগের জীবাণু নষ্ট করিতে সক্ষম। লেবুর সব কয়েক ফোঁটা জলে দিলে জল নির্দোষ হইয়া যায়। প্রত্যেক সংসারেই এক একটা কাগজী লেবু গাছ থাকা উচিত। লেবুর গুণের সীমা নাই। “কাজের লোকের” পুরাতন ভলিউম গুলিতে তাহা বহুবার আলোচিত হইয়াছে।

সংগ্রহ।

ঢ্যাডসের পাট।

এদেশে ঢ্যাডস সাধারণতঃ তরকারি রূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে ও উহার শুকাইয়া লোকে জালানী কার্যে ব্যবহার করে। ইহা হইতে যে উৎকৃষ্ট রকমের পাট প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা হয় ত অনেকে অবগত নহেন। চারাগুলির শিরে শিরে যখন সুন্দর ফুলগুলি ফুটিয়া উঠে, তখন যদি সেগুলি গাছ হইতে তুলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ গাছগুলি হইতে সহজেই পাট পাওয়া যাইতে পারে।

ভাদ্র আশ্বিন মাসে ঢ্যাডসের গাছ গুলি

কাটিয়া গ্রামের বাহিরে কোনও অব্যবহৃত পুকুরিণীতে ১০।১২ দিন পচাইয়া রাখিতে হয়। ঐ ১০।১২ দিন পরে দেখা যাইবে, ঠিক পাটের মত উহার বক ছাড়িয়া যাইতেছে। তারপর যে ভাবে কৃষকেরা পাট গাছ হইতে পাট কাটিয়া থাকে, ঢ্যাডসের পাটও সেই ভাবেই পাওয়া যাইতে পারে।

ঢ্যাডসের চাষ বেশ লাভজনক। ১/০ এক মণ ঢ্যাডসের পাট বিক্রয় করিয়া ৪০০ টাকা পাওয়া যায়। এক বিঘা জমিতে ঢ্যাডসের চাষ করিলে ১০/০ পাট উৎপন্ন হইতে পারে। উহার মূল্য ৪০০০ টাকা। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম বৃষ্টিতে উচ্চ নির্জলা ভাঙ্গা জমিতে ইহার চাষ করিতে হয়। বিঘা প্রতি ১/২৫০ সের লাগে। সার না দিলেও ইহার চাষ চলিতে পারে, তবে হাড়ের গুঁড়া সার দিলে আশাতিরিক্ত ফললাভ হইয়া থাকে। এই সার বিঘা প্রতি ২/০ মণ লাগে।

যে কাশীসিকের ঐশংসবাদ আমরা লোকমুখে শুনিয়া থাকি, যাহার প্রচলন দেশ বিদেশে প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে, সেই কাশীসিক এই ঢ্যাডসের পাটেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। একটু চেষ্টা করিলেই এই প্রকার সিদ্ধ প্রস্তুতে বঙ্গদেশের লোক হাজার হাজার টাকা উপায় করিতে পারে।

কানপুর এলগিন মিলস প্রভৃতি নানা মিলে ঢ্যাডসের পাট বিক্রয় হইতে পারে। দেশ ভেদে ইহার নানা নাম, ঢেড়স, রামঝিড়ে ইত্যাদি। (সঙ্গীঃ)

গো-জাতীর অবনতির কারণ ও তাহার উপায়।

বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাব এবং চাষ বাসের প্রধান সহায় গো-জাতীর অবনতি হচ্ছে। ক্রমে আর দুগ্ধ পাওয়া যাবে না, চাষও অচল হবে। গো-ঘাতকদের দ্বারা গো বধই এই গো বংশ ধ্বংসের কারণ হলেও আরও একটা বিশেষ কারণ কারণ চোখে পড়তে না বোধ হয়। কারণ, সহরের লোক এ সকল ব্যাপারের খোঁজও রাখেন না। ক্রমে ঘাড়ের অভাব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বুধোৎসর্গাদি প্রায় লোপ হয়ে এসে, ঘাড় আর কেউ রাখে না। পুং-বংশগুলিকে লোক আর পালে না, বিক্রি করে দেয়। সেই সকল পুংবংশগুলিকে মুসলমান চাষীগণ মুক্ত ছেদন করিয়া দামড়া করে, এই রূপে ক্রমাগত পুংবংশগুলি সব নপুংশক হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং গাভী আবাদ হতে পাচ্ছে না। এইরূপেই অলক্ষিত ভাবে মহিবংশও লোপ হয়ে যাবার যোগাড় হচ্ছে। যে সকল দুর্বল গো এবং মহিষের পুংবংশগুলি অচল, তাহারাই গাভীর আবাদে নিয়োজিত হচ্ছে, ফলে তাহাদের দ্বারা উৎপন্ন বাছুরগুলি দুর্বল হচ্ছে এবং দু'চার মাসের মধ্যে কালগ্রাসে পতিত হচ্ছে, আর যদি কোন রকমে তারা টিকে যায়, তাহলে তারা চাষের পক্ষেও কোন কাজের হয় না। এই গো জাতিকে রক্ষা কর্তে হলে ভাল বলিষ্ঠ ঘাড় রক্ষা কর্তে হবে। নইলে অল্প ভবিষ্যতে গাভী আর, আবাদও হবে না, চাষও অচল হবে। আর একটা উপায় আমাদের মনে হয়। যদি প্রত্যেক জেলা বোর্ড বৎসরে এক একটা গো-প্রদর্শনী করেন, এবং ভাল ঘাড় এবং

গাভীর প্রতিপালক বা মালিককে প্রতিদ্বিতায় পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করেন, তা হ'লে ঐ পুরস্কারের লোভে অনেকে ষাড় রাখবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে গো-জাতীর উন্নতি হ'তে পারে। জেলা বোর্ডের পক্ষে একাজটা অসাধ্য নয়। আমরা মনে করি, এতে হস্তক্ষেপ করা বরং সমীচীন। দেশের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণও সকলে মিলে একাজ কর্তে পারেন। এতে ছুধের অভাব ঘুচে, আর চাষের হেলেও বৃদ্ধি হবে। যারা গো-মাংস খায়, তারা তো খাবেই, কিন্তু কদাচিত তারা নিজের চাষের গরু বা ঘরের পালিত গাভী বধ করে। হিন্দুরা যদি কসাইদের হাতে গরু না দেয়, তা হলে গো-বধ অনেক কমে যায়। গো বধের সুবিধা না পেলেই তারা অন্য মাংস খেতেই বাধ্য হয়। জেলাবোর্ডের এ দিকে নজর পড়বে কি ?

শ্রী ফেলারাম মণ্ডল

আড়ৎদার—গলদী, বর্ধমান।

ঘরকন্নার খুটিনাটি।

সেলায়ের কলের সূঁচ হঠাৎ অকস্মণ্য হইয়া গেলে কয়েক ইঞ্চি নূতন সিরিশ কাগজের উপর দিয়া সূঁচ চালাইয়া দেয়াশালাই কাঠি আলাইয়া ঐ আগুণে দুই মিনিট কাল সূঁচটি ধরিলে আবার উহা নূতন হইয়া উঠে।

রান্না চাপাইবার সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে এনামেলের পাত্রে ঠাণ্ডা জল রাখিতে নাই। উহার কোন রান্নার পাত্র পরিকার করিতে হইলে ঠাণ্ডা করিয়া পরে পরিকার করিবে।

লিনেন বস্ত্রে চা বা কালির দাগ লাগিলে গ্লিসেরিন দিয়া ঐ দাগ ভিজাইয়া পরে জলে ধুইয়া ফেলিলে উহার চিহ্ন থাকে না।

গ্রাস ষ্টপার সহজে না খুলিলে ছিপির উপর কয়েক ফোটা স্নুইট অয়েল দিয়া উহা আগুনের উত্তাপে ছুচার মিনিট রাখিলে সহজে ছিপি খুলিয়া যায়।

নাছ রান্নার পর কড়ার গন্ধ শীঘ্র দূর করিয়া অন্য কিছু রাঁধিবার আবশ্যক হইলে কড়াটি পূর্ণ করিয়া জল চাপাইয়া উহাতে টেবল চামচের দু চামচ শির্কা মিশাইয়া জলটা একটু ফুটাইয়া লইলেই কড়াটি অতি সুন্দররূপে পরিকার হয় অর্থাৎ কোন দাগ বা গন্ধ কিছুই থাকে না।

তাপিণ তৈল কয়েক ফোটা বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া উহাতে কাপড় চোপড় রাখিলে তাহা কখন পোকায় কাটে না।

কাপড় কাঁচা সোডা জলে বেশী পরিমাণ মিশাইয়া ঐ জলে নূতন আইজক্ সিক করিয়া পরে জামায় লাগাইলে তাহাতে কখন মরিচা পড়ে না; রং বরাবরই ঠিক থাকে।

জলে কতকটুকু শির্কা মিশাইয়া চিনা মাটির বাসন ধুইলে শীঘ্র অতি সুন্দর রূপে পরিকার হয়।

কাঠের সৌখিন আসবাবে আঁচড় লাগিয়া পালিশ বিস্তী হইয়া গেলে স্তালাড অয়েল ও শির্কা সম পরিমাণ মিশাইয়া খুব নরম কাপড়ের একটা প্যাড করিয়া তাহাতে উহা লইয়া আঁচড়ের উপর উপর কিছুক্ষণ ঘসিয়া পরে পালিস করিলে আঁচড়ের আর কোন চিহ্ন থাকে না।

সাদা রেশমী কাপড়ে ঝলসান দাগ, ঘামের দাগ অথবা যে কোন দাগ লাগিলে বাইকার্বোনেট অব সোডায় একটু জল

মিশাইয়া কাদার মত করিয়া উহা দাগে লাগাইয়া দিবে, শুকাইয়া গেলে স্থানটি জলে ধুইয়া লইলে আর দাগ থাকে না।

খাট পালক মধ্যে মধ্যে অল্প পরিমাণ শির্কা মিশান জলে ধুইয়া ফেলিলে কাঠে কখন পোকা ধরে না।

তাত্র পাত্র পরিকার করিবার পূর্বে ফুটন্ত গরম জলে ডুবাইয়া লইলেই শীঘ্র পরিকার হইয়া পাত্রের বর্ণ খুব উজ্জ্বল হয়।

গরম জলের বোতল দিয়া শীতকালে কোন ঘর গরম করিতে হইলে বোতল গুলি ঘরের কোন কোণায় দাঁড় করিয়া রাখিতে হয়।

মুষ্টিযোগ।

স্নানের পূর্বে নাভির গর্তে সর্বপ তৈল দিলে ঠোট ফাটা আরোগ্য হয়।

ভেড়ার ছুধের ঘি অথবা ভেড়ার ত্বক কাঁচা অবস্থায় লাগাইলে অথবা ঐ ছুধের সহিত অনন্তমূল ঘসিয়া লাগাইলে জিহ্বা ও মুখের বা আরোগ্য হয়।

তৈল অথবা কাঁজির দ্বারা গণ্ডুব ধারণ করিলে চুণ ভক্ষণ জনিত মুখদাহ বিনষ্ট হয়।

শেকালিকার মূলের কঙ্ক জলে গুলিয়া তাহার কুলি করিলে জিহ্বারোগ আরোগ্য হয়।

শ্বেত সর্বপ ও সৈন্ধব লবণের চূর্ণ একত্র জলে গুলিয়া তাহার কুলি করিলে জিহ্বার কণ্টক সমূহ নষ্ট হয়।

ধূনা, উৎকৃষ্ট গিরীমাটি, ধনে, তৈল, ঘৃত, সৈন্ধব, মোম একত্র পাক করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে গুঠক্ষত নিবারিত হয়।

কিস্মিস ও মরিচ একত্র চর্কণ করিলে সকল প্রকার মুখরোগের উপশম হয়।

লাক্ষ্যর কাছে কিঞ্চিৎ ফুটকিরি চূর্ণ
মিশাইয়া তাহার কুলি করিলে মুখের ঘা
বিনষ্ট হয়।

তুতে পোড়াইয়া সাদা ছাই হইলে, সেই
ছাই অথবা সোহাগার খৈ (সোহাগার আগুন
দিলে খৈ হয়) ইহার যে কোনটির সহিত ঘৃত
বা মধু মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে সকল
প্রকার মুখের ঘা শীঘ্র ভাল হইয়া যায়।

আমরুল শাকের রস গায়ে মাখিলে এবং
উহা আহা করিলে ছুঁচার বিষ নষ্ট হয়।

দংষ্ট্র স্থানে আদারবাগের মূল বাটিয়া
দিলে ছুঁচার কাষড়ের বিষ নষ্ট ও যন্ত্রণা
নিবারণ হয়।

মে: হি:

নানা তথ্য সংগ্রহ।

মোগলের মণি।—লর্ড ডালহৌসী
সিপাহী যুদ্ধে পূর্বে ভারতের গবর্নর
জেনারেল ছিলেন। তিনি মোগলদের
ছুইটী মণি ক্রয় করেন। গত মহাযুদ্ধের পর
লর্ড ডালহৌসীর জামাতা উক্ত মণিদ্বয়
বিক্রয় করিতে চান। লর্ড কর্জন ইহা
জানিতে পারিয়া ভারত গবর্নমেন্টকে উহা
ক্রয় করিতে বলেন। কারণ ভারতের
ঐতিহাসিক গৌরব অন্তর হস্তগত হওয়া
ছুঃখের বিষয়। তদনুসারে যুদ্ধের অব্যবহিত
পরেই প্রায় ৫০ হাজার টাকা দিয়া উক্ত
মণিদ্বয় ভারত গবর্নমেন্ট ক্রয় করেন।
এতদিন উহা ইম্পীরিয়েল ব্যাঙ্কের
কোষাগারে ছিল। সম্প্রতি লর্ড আরউইন
এই মণি দুইটিকে কলিকাতাস্থিত ভারতীয়
মিউজিয়মে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কাবুলী পোষাক।—কাবুলীরা যে
পোষাক পরিধান করে, তাহা কাজ কর্মের
পক্ষে অসুপযুক্ত। কাবুলের সংবাদ পত্র
সমূহ সম্প্রতি এইরূপ আন্দোলন করিতেছেন
যে, কাবুলীদের মস্তপাগড়ী ও ঢিলা জবর
জব পাজামা পরিত্যাগ করিয়া বেশ চটপটে
ও চোস্ত ছরস্ত পোষাক পরিধান করা
উচিত। একজন কাবুল মিউনিসিপালিটিকে
অনুরোধ জানান হইতেছে। স্বাধীন
জাতির লক্ষণই এই যে, তাহারা নিজের
প্রয়োজন মারফিক পরিবর্তন করিতে কিছুমাত্র
দেবী করে না। তুরস্ক চীন, আফগান
পারস্ত তাহার দৃষ্টান্ত স্থল।

অম্মাভাবের কারণ—ভারতের কৃষক
ধানের চাষ করে, তাহারই পরিশ্রমে চাউল
উৎপন্ন হয়। সেই চাউল বিদেশে যায়
কেন? প্রতি বৎসর কি পরিমাণ চাউল
বিদেশে রপ্তানী হয়, তাহার হিসাব দেখুন,
—১৯২৩ সালে ৫৪০,০৭৮৩০ মণ, ১৯২৪
সালে ৬,১০,৮৪,৯৮৯ মণ, ১৯২৫ সালে
৬,৫৮,৯৮,৯২৬ মণ চাউল বিদেশে গিয়াছে।
এই চাউল রপ্তানীর টাকাও এদেশের
লোকেরা বিশেষ কিছু পায় না। চাউলের
দ্বারা মজা, ষ্টার্চ প্রভৃতি যাহা কিছু জিনিস
তৈয়ারী হয়, তাহাও ভারতবাসীর ভোগে
লাগে না। দেশের অন্নকষ্ট দূর করিতে
হইলে এই চাউল রপ্তানী বন্ধ করা
দরকার। যাহারা পল্লী সংগঠন কার্যে
উদ্যোগী, তাহাদের এ বিষয়ে মনোযোগী
হওয়া কর্তব্য। সাড়ে ছয় কোটি মণ চাউল,
১৭ কোটি লোকের এক মাসের খাদ্য;
অর্থাৎ যে পরিমাণ চাউল ভারতবর্ষ হইতে
প্রতি বৎসর বিদেশে যায়; তদ্বারা ভারতের
অর্দ্ধেক লোককে এক মাস খাওয়ান যায়।—
সঞ্জীবনী।

ব্যবসায় সংবাদ।

নং Q31—কলিকাতার কোনও
কারবার সাবান, মেশিনারী সাবান, বার
সাবান, মৎস্ত তৈলের সাবান এবং ধুপি
সাবান ও ওয়াশিং কুণ্ডাল সোডা বিক্রয়
করিতে চাহে।

নং Q 32—লণ্ডনের কোনও পত্র
প্রেরক অমৃতসরের ছাগলের চামড়া
রপ্তানিকারকের সহিত পরিচিত হইতে
চাহেন।

নং Q 33—কালিকর্গিয়ার অন্তর্গত সান
ফ্রানসিসকো সহরের কোন ব্যবসায়ী চটের
খলিয়া ও চট রপ্তানিকারকের এজেন্ট
হইতে চাহেন।

উপরোক্ত জিনিষ সকলের যাহারা
ব্যবসায় করিতে চাহেন, তাহারা আপনার
ব্যাঙ্কের নামসহ উপরোক্ত নম্বর উল্লেখ
করিয়া 'কাজের লোকের' ম্যানেজারের নিকট
ইংরাজী ভাষায় পত্র লিখুন।

পেটেন্ট।

গত ২রা হইতে ৭ই মে পর্যন্ত
কলিকাতার পেটেন্ট রেজিষ্টারী করিবার
জ্ঞাপন আবেদন আসিয়াছে, তন্মধ্যে একটি
ভারতবাসীর পেটেন্ট।

বঙ্গে যৌথ কারবার।

গত এপ্রিল মাসে বঙ্গদেশে ২৫টা নূতন
যৌথ কারবার স্থাপিত হইয়াছে, উহার
সম্মিলিত মূলধন ১০৬২৫০০০ টাকা;
তাহা দ্বারা ৪টা ব্যাঙ্ক, ২টা ঋণদান, ২ টাকা
লম্বী কারবার ১ জীবন ও অগ্নিবীমা, ১টা
মোটরযান, ১টা অন্যান্য যান ও বাহন, ২টা
রাসায়নিক ও আনুষঙ্গিক ব্যবসায়, ১ গ্যাস,
জল, বৈদ্যুতিক আলোক, টেলিফোন
প্রভৃতি, ১টা মাটি, প্রস্তর, সিমেন্ট, চূণ ও
ও অন্যান্য ইমারতের জব্য ব্যবসায়, ১টা
পাটের কল, ২টা চা বাগিচা, ২টা অন্যান্য
চাষ এবং ৫টা অন্যান্য ব্যবসাতে লিপ্ত
থাকিবে।

(সঞ্জীবনী)।

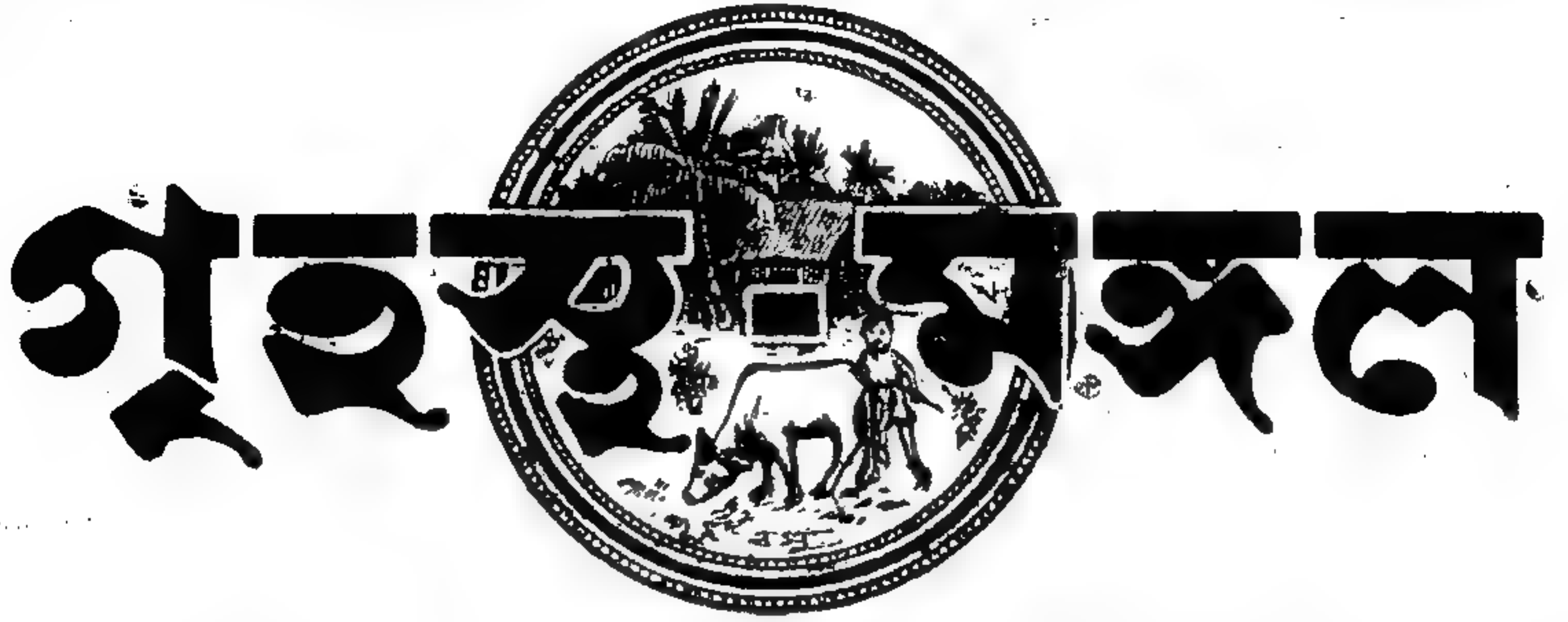
কাজের লোক আফিস।

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

পল্লী মঙ্গল সমিতির

মাসিক পত্র

১৩৩৪ সাল বৈশাখ হইতে বাহির হইল।



বর্তমানে আমাদের দেশে কথা অপেক্ষা কাজের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। দেশের ঔষধ, চিকিৎসা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি সকল বিষয়ের অবস্থাই অত্যন্ত শোচনীয়। কিন্তু বৃথা বাগাড়ম্বরে সময় নষ্ট না করিয়া একটু কার্যকরী (practic') চেষ্টা করিলেই আমরা অনেক বিষয়েরই প্রতিকার করিতে পারি।

ঔষধ সম্বন্ধেই দেখুননা, আমরা বিদেশী ঔষধ ক্রয় করিয়া কত টাকা ব্যয় করিতেছি, কিন্তু আমাদের দেশের অমূল্য ঔষধগুলি ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে। একটু চেষ্টা করিলেই আমরা এই ঔষধগুলি রক্ষা করিতে পারি। দেশে এখনও বহুতর ছঃসাধ্য ব্যাধির টোটকা' দেয়—যদিও সেগুলি রক্ষা করিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করা একান্ত কর্তব্য। যেগুলি এখনও আছে, সেগুলি যাতে আর লুপ্ত হইয়া না যায় এ বিষয়ে পরস্পরে সকলেই চেষ্টা করুন—ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

আবার দেখুন, আমাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই কৃষিজীবী, কিন্তু কৃষি সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই অজিজ্ঞতা অতি অল্প। কি করিয়া অল্প ব্যয়ে লাভজনক ফসল উৎপন্ন করিতে পারা যায়, জমির মাটি কিরূপে পরীক্ষা করিতে পারা যায় ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান থাকা অত্যন্ত দরকার।

শিল্পের অবস্থা আরও শোচনীয়। কিন্তু গৃহ-শিল্পের দ্বারা ঘরে বসিয়া সহজেই আমাদের মোটাভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান হইতে পারে, উদারারের ক্ষুদ্র চাকরী চাকরী করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমাদের সর্ব প্রকার গৃহশিল্পই নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

বাণিজ্য বিষয়েও আমাদের অবস্থা তথৈবচ। বাজার দ্রব, ফসলের অবস্থা, মোকামের বাণিজ্যতথ্য কোন জিনিষ কোথায় বিক্রয় হয় প্রভৃতি বিষয় সকলেরই জ্ঞান দরকার—এ সকল বিষয়ে কোন জ্ঞান না থাকায় অনেকে সাহস করিয়া ব্যবসা ক্ষেত্রে নামিতেই পারেন।

এই সকল বিষয়ের অবগতির জন্য ১৩৩৪ সাল বৈশাখ মাস হইতে সমিতি কর্তৃক এক খানি মাসিক পত্র বাহির করা হইল। মাসিক পত্রিকা খানি যে কিরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহা বাহারা পল্লীমঙ্গল গ্রন্থাবলীর পল্লীমঙ্গল টোটকা চিকিৎসা, লতাপাতার গুণাগুণ, কৃষি শিক্ষা, বিপদাপদ চিকিৎসা, গো-মহিষ চিকিৎসা, প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাহারা ভালরূপ বুঝিতে পারিবেন।

ইহাতে প্রাধান্যনিয়ন্ত্রিত বিষয়গুলি থাকিলে:

(১) চিকিৎসা বিভাগ—

(ক) টোটকা চিকিৎসার নতুন সংগ্রহ। (খ) আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসা। (গ) হোমিওপ্যাথি

(চ) বাইওকেমি চিকিৎসা। (ছ) হোকেমি চিকিৎসা। (জ) যৌগিক চিকিৎসা।

(২) স্বাস্থ্যরক্ষা ও ব্যায়ামচর্চা বিভাগ—

(ক) আয়ুর্বেদ (দেশীয়) ও বিলাতি মতে স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়। (খ) দেশীয় ও বিলাতী ব্যায়াম
(গ) ডাঙ্কল, যুগ্ম প্রভৃতি ব্যায়ামের সরঞ্জাম না লইয়াও সহজসাধ্য পরীক্ষিত নানারূপ স্বন্দর
ব্যায়াম।

(৩) গৃহস্থ ঘরে আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত।

(৪) লতাপাতা ও গাছ গাছড়ার গুণাগুণ।

(৫) গো-পালন ও গো-চিকিৎসা।

(৬) শ্রাভ নির্দেশ ও খাদ্যের গুণাগুণ।

(৭) কৃষি বিভাগ—

(ক) লাভজনক কৃষি ও সার। (খ) গৃহস্থের পক্ষে বাহ্য সম্ভব সেইরূপ কৃষি—(যাহার দ্বারা অল্প
ব্যয়ে সংসার স্বচ্ছল হইতে পারে তাহার বিবরণ।) (গ) দেশ বিদেশের কৃষি সম্বন্ধীয় নানারূপ
প্রবন্ধ ও সংবাদ। (ঘ) কোন মাসে কোন কৃষি আরম্ভ করিতে হইবে তাহার স্মারকলিপি।

(৮) ব্যবসা-বাণিজ্য বিভাগ।

(ক) কারবার সম্বন্ধীয় নানারূপ প্রবন্ধ। (খ) গৃহশিল্প ও বেকারের অল্প সংস্থানের উপায়।
(গ) খাজানিতে কিরূপ ভেদাল চলিতেছে তাহার বিবরণ। (ঘ) সোনা, রূপা, লোহা, স্নায়ু
কাপড়, চাল, ধান, ভূমিমালের বাজার দর। (ঙ) কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে কোথায় কি কি,
জিনিষ বেচা কেনা হয় তাহার বিবরণ—মোকামের সন্ধান—কোথায় কোন জিনিষ উৎপন্ন
হয় তাহার নির্দেশ। (চ) ২০ ০৩০০ টাকা মূলধনে যে সকল ছোট ছোট কল লইয়া ব্যবসারে
প্রবৃত্ত হইতে পারে তার তাহার বিবরণ।

(৯) পল্লীগঠন ও পল্লীসংস্কার বিভাগ—

(১০) আইন বিভাগ—

কমিসার মহাজন ও মাথলাবাজের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে ও নিরাপদে ঘর সংসার করিতে
হইলে আইনের যেটুকু জ্ঞান থাকা আবশ্যক সেইটুকু সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে।

(১১) জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিভাগ—

নানারূপ সমালোচনা, বিজ্ঞানের কথা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিবরণ। কিরূপ ভাবে পুস্তক পড়িতে
হয়—কিরূপ ভাবে সমালোচনা করিতে হয় তাহা নির্দেশ। শিক্ষা কি—বর্তমান শিক্ষার দোষগুণ। Art কথাকে
বলে—৬৪ কলার বিবরণ ও নানারূপ প্রবন্ধাদি এই বিভাগে স্থান পাইবে।

(১২) দেশ-বিদেশের প্রবন্ধালাপন—

বাংলাদেশের, ভারতবর্ষের, ইংলণ্ডের ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক
ঘটনাগুলি এই বিভাগে স্থান পাইবে।

আমাদের দেশে বর্তমানে স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষি আর্থিক উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রত্যেকটীর
জন্ত এক এক খানি মাসিক পত্র আছে। আবার রাজনৈতিক সংবাদে র তন্য সাপ্তাহিক পত্রিকাদি আছে কিন্তু এই
সকল বিষয়ের একাধারে সমাবেশ করিয়া কোনও পত্র আজ পর্যন্ত বাহির হয় নাই। গৃহস্থ মঙ্গলই বাঙলা ভাষায়
এই ভাবের প্রথম মাসিক পত্রিকা। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে এই মাসিক পত্রিকাখানি নিয়মিত
পাঠ করিলে আর কোন মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকার আবশ্যক হইবে না। সাধারণ গৃহস্থের প্রতি বিষয়ের
এক এক খানি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা ক্রয় করিয়া পাঠ করিবার সঙ্গতি নাই বলিয়াই আমরা এই পত্রিকা
খানির প্রবর্তন করিলাম।

পত্রিকা খানির সম্পাদক—পল্লী মঙ্গল, টোটকা চিকিৎসা প্রভৃতি পল্লী-মঙ্গল গ্রন্থাবলীর
ও শ্রী শিক্ষা গ্রন্থাবলীর সম্পাদক, বৃহৎসংহার পরিচয় প্রণেতা, তীক্ষ্ণবশী সমালোচক ও বঙ্গের একমাত্র গৃহস্থের পক্ষে
কার্যকরী (practical) বিষয় সমূহের লেখক—শ্রী অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

লেখকগণ

যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ তাঁহার দ্বারা পত্রিকা খানির সেই সেই বিষয় পূর্ণ করা হইবে।

পল্লী-গঠন ও পল্লী-সংস্কার—

আচার্য প্রমুখ চন্দ্র রায় (Sir P. C. Roy)

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সম্পাদক—

ডাঃ বিজ্ঞেন্দ্র নাথ মৈত্র এম, বি।

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সহকারী সম্পাদক—

শ্রীনিধিকান্ত বসু।

স্বাস্থ্য-তত্ত্ব ও ব্যায়াম চর্চা—

Capt. যোমকেশ চাটার্জি এম, বি,

স্বাস্থ্য-সমাচার ও স্বাস্থ্যধর্ম গ্রন্থ পত্রিকার

সহকারী সম্পাদক—

শ্রীনৃপেন্দ্র কুমার বসু।

কৃষি—

কৃষক সম্পাদক—

ডাঃ যামিনী রঞ্জন মজুমদার।

কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক

সুবিখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞাবিদ—

ডাঃ মহারাম বোস এম, এ. ডি, এস, সি।

ইঙ্গিত লেখক—

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ গোস্বামী।

রঙ্গপুর বর্ণণের সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত কেশু লাল বসু।

চিকিৎসা—

সুবিখ্যাত দ্বিতীয় বিভাগীয় চিকিৎসক—

ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায়।

Union হোমিও কলেজের Vice principal

ডাঃ এস, এন, মুখোপাধ্যায় এম, বি।

Capt. বি, চাটার্জি এম, বি আই, এম, এস।

কবিরাজ রাধাকান্ত সেন ওপ্ত।

কবিরাজ শচীন্দ্র প্রসাদ চক্রবর্তী।

গ্রন্থ শিল্প—

কাজের লোক সম্পাদক—

শ্রীসারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থ শিল্পের শ্রেষ্ঠ লেখক—

ন্যবসা সঞ্চয়ী বহু গ্রন্থ প্রণেতা—

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ শেঠ।

ব্যবসা বাণিজ্য—

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ শেঠ।

বন্দোবস্তের চিকিৎসা ক্যাক্টরীর ম্যানেজার—

এম, এন, ঘোষ এম, সি, ই।

স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত কয়েকটি সোপ ক্যাক্টরীর

কেমিষ্ট—উপেন্দ্র চন্দ্র নাগ এম, সি এস।

বর্তমান জগৎ—

শ্রীঅসিতরঞ্জন মুখোপাধ্যায় সাহিত্য রত্ন।

শ্রীহরিন্দ্র বিজ্ঞাবিনোদ সাহিত্য রঞ্জন।

পরামর্শ সভা।

পত্রিকাখানি বাহাতে সুচারুরূপে পরিচালিত হয়—এই জন্ত দেশে গণ্যযোগ্য কৃতি সন্তান গণের উপদেশ লওয়া আবশ্যিক। এই পরামর্শ সভার সভ্যগণ লইয়া ও ইহাদের উপদেশ অনুসারে পত্রিকা পরিচালিত ও প্রবন্ধাদি লিখিত হইলে (কেবলমাত্র একজন সম্পাদকের পর নির্ভর না করিয়া পরামর্শ সভার উপদেশ লইয়া পত্রিকা পরিচালিত হইলে) যে বিশেষ সুফল পাওয়া যাইবে তাহা বলাই বাহুল্য। বাঙলা দেশে এরূপ উত্তমও এই প্রথম।

পরামর্শ সভা—

সুপ্রসিদ্ধ শ্রীরোগ চিকিৎসক ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায়। ডাঃ মহারাম, বোস এম, এ, ডি, এস, সি, এক, এল, এস,। ডাঃ বিজ্ঞেন্দ্র নাথ মৈত্র এম, বি। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র কুমার সেন এম, এ, পি, আর, এস, পি, এইচ, ডি (লণ্ডন)। কবিরাজ শ্রীশচন্দ্র বিজ্ঞাবিনোদ। প্রফেসর শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র মিত্র এম, এ।

মোট কথা মাসিক পত্রিকাখানি বাহাতে পল্লীবাসী, মহারাসী, ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, কবিরাজ, উকিল, মোক্তার, গ্রাম্য মোড়ল, ব্যবসাদার, মহাজন, ইংরাজী জানা ও ইংরাজী না জানা সকল প্রকার লোকেরই “কাজের জিনিষ” হয় তাহারই চেষ্টা করা হইতেছে।

বিশেষ দৃষ্টি—বঙ্গীয় হিত সাধন মণ্ডলীর কেন্দ্র সমূহে (এ্যাংলো ইন্ডিয়ান সোসাইটিতে ও দশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রবর্তিত কংগ্রেসের গ্রাম গঠন কেন্দ্রে (Village organisation centre) ও সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক এই পত্রিকা নিয়মিত দান করা হইবে।

প্রথম সংখ্যার (বৈশাখ সংখ্যার) সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচী উদ্ধৃত করা হইল। জ্যেষ্ঠের শেষে জ্যেষ্ঠ সংখ্যা বাহির হইবে।

বিষয়-সূচী।

সম্পাদকের নিবেদন।

মহাত্মা গান্ধী; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও বিবেকানন্দের বাণী—

চিকিৎসা।	শুশ্রূষা।	কৃষি
আয়ুর্বেদ।	(ক) নিউমোনিয়ার শুশ্রূষা	বিনাধরচাঁদ পান উৎপাদন।
(ক) টোটকা চিকিৎসার নূতন সংগ্রহ।	ব্যবসা ও বাণিজ্য।	সাহিত্য
হোমিওপ্যাথি।	(ক) গৃহস্থ ঘরে সাবান প্রস্তুত	কাব্যের ভালমন্দ বিচার পদ্ম।
(ক) একোনাইটের আত্মকথা	(খ) হরিতকীর ব্যবসা	আজব দুনিয়া।
(খ) আমাশা চিকিৎসা	(গ) ব্যবসায়ের অনুসন্ধান (Govt. Enquiry)	প্রশ্ন মীমাংসা।
এলোপ্যাথি।	(ঘ) বাজার দর	সংকথা।
(ক) সংঘাতিক ম্যালেরিয়া চিকিৎসা	আইন।	সাহিত্য সংবাদ।
আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত।	(ক) চুরি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথা	সমালোচনা।
(ক) সাদা চটী (ঔষধ) প্রস্তুত।		

দেশ-বিদেশ

বাঙ্গালা	পেটেলের দান।	রাজবন্দী গিরীন্দ্র নাথের মামলা।
বাঙ্গলা কাউন্সিলের বিবরণ।	বি, এন, রেল ধর্মঘট।	পাবনা হাঙ্গামার বিচার।
বাঙ্গলা কংগ্রেসে গোলযোগ।	ইংলণ্ড	আবহুল রসিদের বিচার।
কলিকাতা কর্পোরেশন নির্বাচন।	ট্রেড ইউনিয়ান বিল।	নাট্য প্রসঙ্গ
হোলি উৎসবে দাঙ্গাহাঙ্গামা।	রয়েল কমিশন।	চণ্ডীদাস। রাজসিংহ।
লর্ড লিটনের কার্যকাল শেষ।	ইংলণ্ডের রাসিয়াকে কড়া চিঠি।	চন্দ্রগুপ্ত। মেবার পতন।
স্যার আবদার রহিমের পদত্যাগ।	বৈদেশিক	ছায়াচিত্র (বায়স্কোপ)
বরিশালে মুসলমান সংঘর্ষ।	চীন প্রসঙ্গ। ব্রসেল কংগ্রেস।	অরদেব। জন।
খড়্গা সিংহের সম্মানার্থ সভা।	রুসিয়ার ইংলণ্ডকে প্রত্যুত্তর।	খেলা ধূল।
ভারতবর্ষ	নৌবল কমান্ডার বৈঠক।	এম, সি সির ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন ও ভারতবর্ষের খেলা সম্বন্ধে অভিমত।
মিশ্র নির্বাচক মণ্ডলী।	আইন আদালত	
গুরুকুল উৎসব।	খড়্গা সিংহের বিচার।	
বিভিন্ন কাউন্সিলে মন্ত্রী বেতন।	সতীন সেনের বিচার।	

কাগজের বার্ষিক মূল্য ৩০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১/০ আনা।

১৩৩৪ সাল ১৫ই আশ্বিনের পূর্বে বাহারা গ্রাহক হইবেন তাহার। তিন টাকার পাইবেন।

নমুনার জন্য ১/০ আনার টিকিট পাঠাইবেন।

প্রত্যেক বঙ্গবাসীর ও বঙ্গের বাহিরের বাঙ্গালীগণকে এই পত্রিকার গ্রাহক হইয়া দেশের ও দেশের প্রতিষ্ঠান এই পল্লীমঙ্গল সমিতির সাহায্য করা কর্তব্য। অল্পই গ্রাহক হউন।

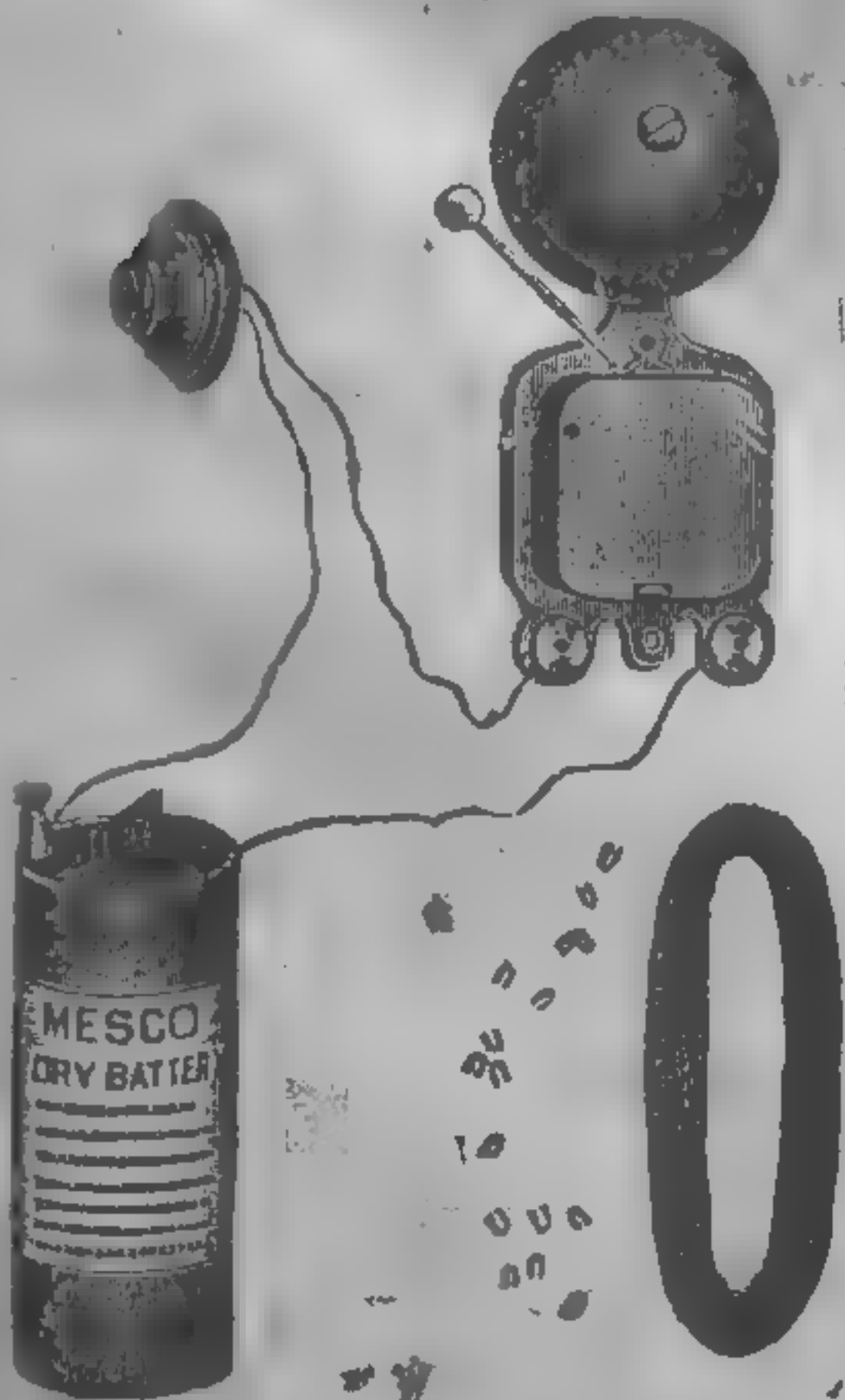
প্রাপ্তিস্থান—গৃহস্থ-মঙ্গল কার্যালয়, পোঃ বক্স ৭৮১৬, বহুবাজার, কলিকাতা।
অথবা ৬৯, মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দারুণ গ্রীষ্মে 'জবাকুমুম' বিশেষ আরামপ্রদ



—স্নান ও প্রসাধনে প্রত্যহ 'জবাকুমুম' ব্যবহার করিবেন—
'জবাকুমুম' প্রত্যেক বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়। সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ, ২৯ নং কলুটোলা কলিকাতা।

ইলেকট্রিক কলিং বেল বা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা।



চাকর চাকরানী ডাকিতে আর রাগিয়া খুন হইতে হইবে না। প্রায় ৪২ ফুট দূর
তার ও উৎকৃষ্ট স্থায়ী ড্রাই বাটারি—তাহা লাগাইবার ছক প্রভৃতি সমেৎ আমরা মাস ভিপি
ডাকগাভল সমেৎ ৬ টাকায় আপনার বাড়ীতে ডাকে পৌছাইয়া দিব। অতিরিক্ত তার
আবশ্যক হইলে তাহাও অতি সুলভ মূল্যে দেওয়া যাইবে। ইহা এখন প্রত্যেক গৃহে আবশ্যক,
যেহেতুক পরস্পর প্রতিবাসীগণ এবাড়ী ওবাড়ী যোগ করিলে বিপদের সময় নিজ কক্ষ হইতে
অন্য বাড়ীর লোককে সংবাদ পাঠান যাইতে পারিবে। দ্রুত কক্ষ হইতে নিম্নতলের শু
ভিতর বাড়ী হইতে বহিরাটী দাসদাসীকে ডাকিতে পারিবেন। প্রত্যেক গ্রামে ও নগরে
এজেন্ট আবশ্যক। পত্র লিখুন।

শ্রী আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়,

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

ঘরে বসিয়া উপার্জন পস্থা।

“উপার্জন পস্থা” মুদ্রকে জানিবার ইচ্ছা হইলে আমাদের লিখিবেন, ঘরে বসিয়া
কেমন করিয়া আপনি অনায়াসে মাসিক ৩০।৩৫ টাকা উপার্জন করিতে পারেন, দেখাইয়া
দিব। একখানি অর্ধ আনার টিকিট পাঠাইতে হইবে মাত্র।

ম্যানেজার “কাজের লোক”।



আসমুদ্র ভারতে সকল মহিলাই কেশরঞ্জন মাখেন

কারণ—ইহাতে কেশ কৃষ্ণিত, কোমল ও মন্থন হয়। কটা চুল কৃকবর্ণ হয়। কিছু দিন ব্যবহারে কেশের আলিতা বা টাকরোগ আরাম হয়।

কারণ—চুল উঠিয়া গেলে, মাথার টাক পড়িলে, অকণ্ঠ চুল পাকিলে, চুল বিকৃত ও বিবর্ণ হইলে, “কেশরঞ্জন” ব্যবহারে এ সব ত্রুটি ক্ষণ দূরীভূত হয়।

কারণ—ইহা অত্যধিক অধায়ন, অধিক চিন্তা, সর্কবিধ শিরঃপীড়া, মস্তক-ঘর্ষণ, প্রভৃতি উপসর্গে অমোঘ প্রতিকারক। ইহার মনোমগ্ন হৃদয়ে চিন্তের প্রকলতা ও মানসিক অবসাদ বিদূরিত হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১ এক টাকা মাত্র; প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল সাত আনা।

উপায় থাকিতে নিরাশ হন কেন?

যদি আপনার শরীরে উপদংশ অথবা পারদ-বিষ সংক্রামিত হইয়া থাকে, গারে ছাতে ও পায়ে ঢাকা ঢাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,—ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে এ কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন, তবে আমরা আপনাকে “বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়” পাঠাইয়া দিব। ইহার ব্যবহারে আপনি নিঃশেষভাবে ও অল্প ব্যয়ে এই ভয়ানক রোগের ভীষণ কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। উপদংশ ও পারদ-বিক্রান্তিতে “বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়” মন্ত্রশক্তির দ্বায় কার্য্য করে।

প্রতি শিশির মূল্য ২, দুই টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল ৬০ তের আনা

কবিরাজ নপেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড,

আম্বুকেদৌর ঔষধালয়, ১৮১ ও ১২ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের
ছারপোকাও কীট নষ্টকরিকর ওষধ

কিটিংস পাউডারে

যসা মাছি ছারপোকা মরে।

দিলে বিছানায়

মুহর্ত্তেকে স্মৃৎ-শয্যা হয় ॥

লগুনে প্রস্তুত, সকল ডাক্তারখানায় ও নিম্ন ঠিকানায় প্রাপ্তয়া যায়।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

বোনফিল্ড লেন, কলিকাতা।



ডাক্তার
গোবিন্দ

জা
র
ম
লী
ন
পাওয়া যায়

২১শ বর্ষ,
জুন সংখ্যা।

New Series.
June, 1927.

নূতন সংস্করণ।
জুন, ১৯২৭।

Vol. 21
No. 6.



শানমেটো SANMETTO.

শিশু ও বালক বালিকাগণের ক্ষুধা এবং জননযন্ত্রের যাবতীয় পীড়া নিবারণ
সকলপ্রকারে বলকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেটোই ব্যবস্থা করেন। ক্ষুধাযন্ত্রের (Kidney and Bladder) যাবতীয় পীড়ার প্রস্তাবকালে ভীষণ বহুনাশক মিশ্রিত পদার্থ বা অস্বাভাবিক
ভাবে শিশু ও বালকগণের শয্যা মূত্রে স্নায়বিক, যান্ত্রিক বা মেহঘটিত যে কোন পীড়ার প্রকাশ
বাছক্য দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং নৃশ ও জনন যন্ত্রের বলবিধান করিতে শান-
মেটোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

আমিঃ আমি কোন নেশার ভিনিষ নাই বালক, বৃদ্ধ সকলেই নির্দোষে ব্যবহার্য। শ্রী-গৃহেই শানমেটো
থাকা উচিত প্রত্যেক শিশুর সহিত ব্যবস্থাপত্র থাকে। মূল্য প্রতি শিশু ৩/০ সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।
আমরাই শানমেটোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মাকা সকল প্যাকেট উপরে দেখিয়া লইবেন।
অফিস চেম্বার, ৫২ এবং ৬১ ব্যারো স্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক, ইউ. এস. এ।
O'D. CHEM. CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A

সুরমা

সুকেশী না হইলে রমণী সুরমা হইতে পারে না। আর সুরমা ব্যবহার না করিলেও সুকেশী হইতে পারে না। সুরমার বিশেষত্ব—সৌরভে স্নিগ্ধ-কোমল—সুতরাং শিরঃপীড়ায় এবং মানসিক পীড়ায় ইহা অপরিহার্য, সুরমা সহজেই কেশমূলে প্রবেশ করিয়া কেশ বর্দ্ধনের সাহায্য করে, মস্তিষ্ক শীতল করে, কেশ দৃঢ় করে, কেশদ্রু আরোপ্য করে, সুতরাং সুরমাই আদর্শ কেশ তৈল, বড় এক শিশির মূল্য দাও, ডাকমাশুলাদি ১০/০।

কবিরাজ ত্রীশক্তিপদ গুপ্ত,

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়,

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

স্ত্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ এলিট্রিস কার্ডিয়াল রাইও ALETRIS CORDIAL RIO

বাবতীয় স্ত্রীরোগ যথা, বাধক, অতিরিক্ত, এবং যেতপ্রদর, জরাস্রু গোবহনিত মৃতবৎসা গোষাদির অন্ত সমগ্র অগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্ত্রীরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্বলকর উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী বালিকাগণের ইহা একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চা চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রত্যাহিত হইবেন না।

এলিট্রিস কার্ডিয়ালের কৃতকার্যতা দেখিয়া প্রত্যাহকগণ আল করিতেছে। ক্রয়ের সময় লেবেলের উপর Rio Chemical Company, New York City U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৩৮০ আনা মাত্র।

রাইও কেমিক্যাল কোং,
১৮৭০ সালে স্থাপিত।
৭২ ব্যারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.

খোকসিনা অদ্বিতীয় বৈদ্যতিক বেদনানাশক মালিস

• • • যে কোন প্রকারের বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক “খোকসিনা” ২৪ ঘণ্টার মালিস করিলেই অসহ্য ব্যথা নিদ্রিত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য দুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

কফ পাইবেন না

ইহা স্থায়ী ফলপ্রসূ। সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ষাবিশুদ্ধ আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আশু ফলপ্রসূ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৮০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ডি; পি বতর। সর্বত্র এজেন্ট চাই।

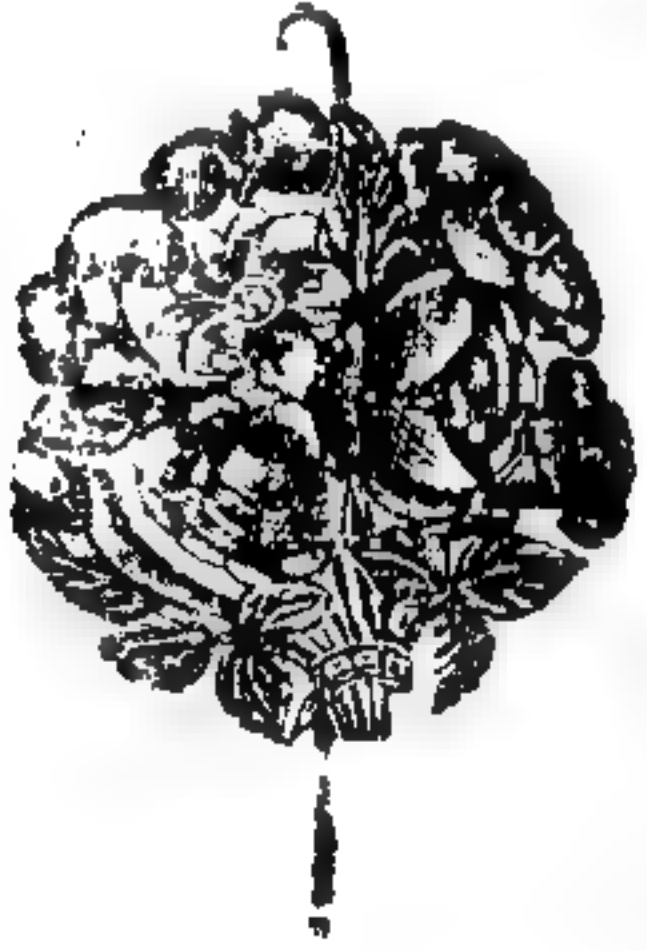
এস, পি, চাটার্জী এণ্ড সন্স,

কলিকাতা অফিস—

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহবাঙ্গার

খোকসিনা কার্যালয় এ১২

টৌর—গলসী, জেলা বর্ধমান।



ঘোষ এণ্ড সন্স, জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চশমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, চেম্ ড্ অফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হ্যারিসন রোড।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিকরী, চেন, পানী ও ইহরা মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর পছন্দ। বিক্রয়প্রাপ্ত আছে। ঘোড়কাদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা “বন্দে মাতরম্” “সুখে থাক ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম রুপ, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীর কাটেলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

ডাক্তার চৌধুরী

সর্ব প্রকার চক্ষু রোগের মহৌষধ।

আইরিণ।

চক্ষু পীড়িত কিনা এই ঔষধ এক কোটা চক্ষে দিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। যদি ঔষধ চক্ষে ধরে, তবেই চক্ষু পীড়িত। না ধরিলেই স্বস্থ। এই ঔষধ বারমাস চক্ষে দিলে, চক্ষু ভাল থাকে, চশমার আবশ্যক হয় না। চক্ষু লাল হওয়া, পিচুটী-পড়া, জলপড়া, চুলকান চক্ষু আটয়া থাকা, বেদনা প্রভৃতি চক্ষের তরুণ পীড়া ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য হয়। ছানি, ফুলি, ঘা, কন্দেণা, দুর্বৃষ্টি কম হওয়া, রাতকানা প্রভৃতি পুরাতন পীড়া শীঘ্র ভাল হয়। বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয়।

এরাকট।

বদেশ জাত, বিগড় ও টাটকা, শিশু ও রোগীর উত্তম বলকারক পথ্য, মূল্য প্রতি কোটা তিন আনা।

ডাঃ বি, কে, চৌধুরী এণ্ড সন্স। বাসন্তী ডিসপেন্সরী, হিমাইতপুর, পাবনা।



ডঃ এইচ, এল. বাটলিওয়াল সন্স কোং লিঃ

Use Batliwalla's Ague Mixture Freely On Kala-Azar, Malaria Influenza, and Jungle Fevers &c.,

কালাজ্বরে বাটলিওয়ালার এগু মিক্সচার ব্যবহার করিবেন ।

বাটলিওয়ালার "এগু মিক্সচার"—ইনফ্লুয়েন্জা, ম্যালেরিয়া এবং সর্ববিধ জ্বরের জন্য ।

বাটলিওয়ালার "এগু পিলস"—ইনফ্লুয়েন্জা, ম্যালেরিয়া এবং সর্ববিধ জ্বরের জন্য ।

বাটলিওয়ালার "বাল অমৃত"—জ্বর, অবসাদগ্রস্ত ও ক্রম শিথ এবং শীর্ণকার রোগ লোকদিগের জন্য বলকারক ।

বাটলিওয়ালার (কিওর অগ) "বাম"—মাথাধরা, সর্ববিধ বেদনা, জ্বাশূল, কটিবাত এবং বুকের বেদনার জন্য ।

বাটলিওয়ালার "ডায়েরিয়া (কলেরা) মিক্সচার"—ওলাউঠা, উদরাময় ও বমি প্রভৃতি রোগের জন্য ।

বাটলিওয়ালার "আলপ কুইনাইন্ ট্যাবলেট"—১ গ্রেণ ও ২ গ্রেণ ওজনের বড়ি ১০০টি, প্রতি শিশি ।

বাটলিওয়ালার "টনিক পিলস"—বিবধ সুখাবরণ বিশিষ্ট, আয়বিক ঘোর্মল্যবৃত্ত ও রক্তহীন লোকের

বাটলিওয়ালার "টুথ পাউডার"—দাঁতগুলিকে সুন্দররূপে পরিষ্কার ও সুদৃঢ় করে ।

Tele. Address—Cawashapur,
Bombay.

সায়ানি রোড,
Agents wanted everywhere.

কাডেল রোড, পোঃ
বোম্বাই ১৪৭

সূর্যাকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক ।

২৯ নং ক্যানিং স্ট্রীট, (মূর্গাহাটা) কলিকাতা ।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও
বাংলা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি । ভবিষ্যৎ নানা প্রকার এটলাস, যোং,
মানচিত্র, রামায়ণ, মহাভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট
পরিমাণে পাওয়া যায় ।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া
থাকি, সাধারণ ক্রেতাদিগকেও হুগুকে কমিশন দেওয়া হয় । পত্র লিখিলে
পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায় । নাথ ও ঠিকানা
স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন ।

দেখুন!

অতি সুলভে আমরা যাত্রা ও
পিয়েটারের পরচুলা ঠাকুরদের চামর
এবং অন্যান্য নানাপ্রকার জিনিষ যাহা
আপনার আবশ্যক জানাইলে
পাঠাইয়া দিতে পারি অনুসন্ধান করুন।

এস এম চাট্‌জী এণ্ড সন্স,
২নং বাকেল দস্তের লেন,
C/o Manager,
"Businessman."



প্রত্যেক দূরদর্শীকে

অবশ্যই তাবিতে হইবে, যে বিত্ত উৎস না হইলে চিকিৎসাকাব্য সফ
হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিত্ত—টটকা, আমেরিকার এসিড ঔষধ
প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাকেলের নিকট হইতে আনীত। ব্যাভনার
ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ; জে, এন, ঘোষ এম ডি, প্রভৃতি এসিড
জুচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিত্ততার জন্যই আমাদের ঔষধ
ব্যবস্থা করেন। সুলভে পরমা বাঞ্ছিত পাবে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—
আমাদের যানবাহনচার ১০; ১—১২ প্রতি ড্রাম ১০, ৩০ জম পণ্য
১০। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিস্টস্,

৮৩ নং কলেজ ষ্ট্রিট, অংশন, কলিকাতা।

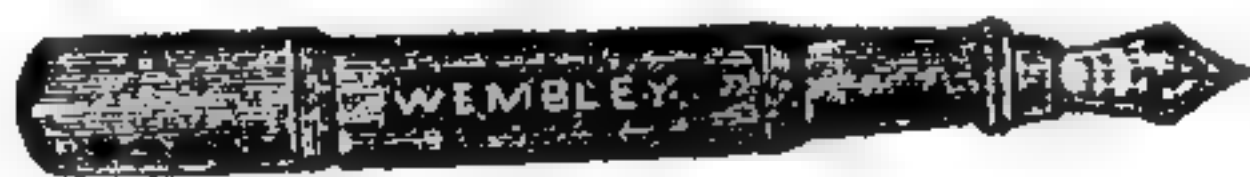
ব্রাঞ্চ—৪৫ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

FREE! BEST TABLE TIMEPIECE.

Your gift is here

Don't turn elsewhere

YOU HAVE A JEWEL IN YOUR POCKET.



The famous "Wembley" Fountain Pen fitted with gold nib,
British make, its handsome appearance pleases and its perfect
balance gives real writing comfort, much patronized and spoken
of by the WHITE HALL EXHIBITION presided by H. M. KING GEORGE V.
We import large stock specially for the season.

Hence we dispose it of in cheapness with a prize too.

Get this for Rs. 3 (three only) with a free table Time Piece.

PLEASE NOTE We present a Table Time Piece free to the
purchaser of Wembley Fountain Pen; the Time Piece has a fine dial.
Best Lever Make, highly nickle plated; accurate Time Keeper and
warranted for three years. Obtainable from:—

The MADRAS MAIL ORDER SUPPLY CO.
Mint Buildings, Madras.

The Wonder Camera.



New English
discovery. Takes
real Photograph.
This is the best of
its kind, covered
with Black Leath-
erette, fitted with

Meniscus lens. Time and instant-
aneous shutter, guaranteed to take
good pictures 3½x2½ ins, simple to
work. You do ALL yourself, Any
one can operate complete camera
with dry plates. Cemical Instruc-
tion; everything ready for imme-
diate use, size 4½ ins. long. Original
price Rs. 6. Sale price Rs. 3-8-0
Developing Chemical per Phial Rs.

2-4-0
1 dozen Dry Plates Packet Rs. 2-4-0
P. O. P. Printing Paper one Dozen
Packet Rs. 0-12-0

Apply to—

The O. M. C. Company.
(Photo Sec. 1st.)
G. T. Madras.

Everything of Music.

সর্বপ্রকার সঙ্গীত যন্ত্রের বিপুল সমাবেশ ! হারমোনিয়ম, ফ্লুট, বাঁগী, এসরাজ, ক্রানেট, বেয়ালা এবং সুন্দর সুন্দর গানের রেকর্ড পিন প্রভৃতি।

নূতন নূতন রেকর্ড এবং “দাতাকণ” পালার রেকর্ড শ্রবণযোগ্য।

মঞ্চস্থলের অর্ডার অতি তৎপরতার সহিত সম্বন্ধে প্রেরিত হয়।

এন, বি, সেন এণ্ড বাদাস,

১ মি. বেষ্টিক ফ্রীট, মার্কেটাইল বিল্ডিং = কলিকাতা।

Telegraphic address

“Chandi Flut”

টেলিফোন নং ৩৩১৫, কলিকাতা।

গ্লোব ফাউন্টেন পেন্

হাওেল দিব্য মোটা, সোণালী নিপ্, আপনা আপনি কালী গ্রহণ করে (Self filling) সুন্দর লেখা হয়, কালী ঝাড়িতে হয় না, একবার কালী দিয়া ৩৪ দিন লেখা হইবে। অস্ট্রেলিয়ার প্রস্তুত, ক্রীপ্ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট সোণালী গিল্টি করা। মূল্য ৩০ টাকা, ভিলি স্বতন্ত্র। ডজন ৩৬ টাকা। ইতিপূর্বে এত সুন্দর ফাউন্টেন পেন্ এদেশে আসে নাই। “কাজের লোকের” গ্রাহকগণ ৩ মূল্যে পাইবেন। সম্ভাবজনক না হইলে মূল্য ফেরৎ। খুব ভাল জিনিস।

ম্যানেজার, কাজের লোক,
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

অতি আবশ্যকীয়

পুস্তক।

বেকারের উপায়—

মূলধন না থাকিলে বিশ্রাম সময়ে অর্থোপার্জনের নানা উপায় ইহাতে আছে। মূল্য ১৮/০ মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক টাইকয়েড চিকিৎসা—

সরল বাঙ্গালা ভাষায় রিপোর্টরী সমেৎ এমন পুস্তক ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য ১ টাকা। হোমিওপ্যাথিক কলেজের চাত্রগণ সুবিধা দরে পাইবেন।

কাজের লোক পুস্তক বিভাগ,

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্র্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

২১শ বর্ষ।

New Series.

নব পর্যায়।

Vol. XXI.

৬ষ্ঠ সংখ্যা।

JUNE, 1927.

জুন, ১৯২৭।

No. VI.

Industrial Success of India.

ভারতের শিল্প বাণিজ্যের কৃতকার্যতা।

অনেক দিন আগেকার কথাই বলিতেছি, কলিকাতায় একটা (Industrial Conference) ব্যবসায় এবং শিল্প সম্বন্ধীয় বৈঠক বসিয়াছিল। সেই বৈঠকের সভাপতি ছিলেন মিঃ দাদাভাই নরোজী। তিনি বলিয়াছিলেন “ভারতের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য এটা অতি আবশ্যকীয় উপাদানের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। সেই চারিটা উপাদান কি কি? কাপিটাল, অর্থাৎ মূলধন, কার্যকুশলতা, ভাল মজুর আর বিক্রয়ের বাজার।”

উপযুক্ত মূলধনের অভাবে এদেশবাসী অনেক যোগ্য পরিশ্রমী বুদ্ধিমান, কার্যকুশল লোককেও হাত পা গুটাইয়া বসিয়া হা হতাশ করিয়া জীবন কাটাইয়া দিতে হয়, এইরূপ

লোকের সংখ্যাই ভারতবর্ষে অত্যন্ত অধিক তাহা প্রত্যেক লোকই দেখিতেছেন।

এদেশবাসীর সঞ্চিত অর্থ অতি অল্প লোকেরই আছে। পান্চাত্য দেশবাসীর অনেকেরই এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, ভারতের লোকের অনেক গুণধন আছে, অর্থাৎ ইহারা পুতিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখে। কোন কাজ কর্ষে টাকা খাটাইয়া বৃদ্ধি করিতে তাহারা জানে না। এইটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। ভারতের হিন্দু মুসলমানগণের ধন সঞ্চয় করিবার উপায় নাই। ইহারা একান্তবর্তী, বহু পরিবার লইয়া একের উপার্জিত অর্থে সকলে খাইয়া পরিয়া থাকে। উপার্জিত অর্থের উদ্ধৃত হওয়াতো দূরের কথা, বরং অভাব হইয়া প্রত্যেক সংসার অন্তঃসার-শূন্য দেনদার হইয়া যায়। দ্বিতীয় কারণ, সম্পত্তির বহু অংশীদার, কোন পরিবারের একজন যদিও প্রচুর ধন এবং ভূসম্পত্তি করিয়া যায়, পরবর্তী বংশধরগণের বহু জনের মধ্যে তাহা বিভক্ত হইয়া প্রত্যেকে অতি সামান্যই পাইয়া থাকে, এইরূপেই ভারতবাসীর মূলধন লইয়া কোন কার্যে

অগ্রসর হইবার মত কিছু থাকে না। বরং দুদশ বৎসরেই লোকে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে, কোন ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান করে কেমন করিয়া?

জার্মানী এবং ইউরোপের বহু দেশে গভর্ণমেন্ট শিল্পী এবং ব্যবসায়ীগণকে অতি অল্প সুদে টাকা সরবরাহ করিয়া উৎসাহিত করেন—প্রজাগণ অবিলম্বে নিজেদের দেশের শিল্পের এবং ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে সমর্থ হয়। তাহাদের জাতীয় ধন সেইজন্য এত বৃদ্ধি পায়। লোকে, ভাল খাইতে পরিতে পায়, শ্রমশীল, শক্তিমান হয়। দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ভারতের তেমন সুবিধা কিছু আছে কি? গভর্ণমেন্ট হইতেও সাহায্য পাওয়া যায় না, দেশের যাহারা ধনী, তাহারাও কোন কার্যে দেশীয় মূলধন দিয়া কিছু করিতে অগ্রসর হন না, কাজেই কাহারও প্রতিভা, উদ্ভাবন করিবার শক্তি থাকিলেও তাহা দেখাইবার ক্ষেত্রও পায় না সুতরাং কাপিটাল বা মূলধনের অভাবে এদেশবাসী

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

লোককে কেমন করিয়া হাতকড়ি লাগান অবস্থায় জীবনের গণ্য দিন কয়টাকে কঠোর দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া কাটাইতে হয়, তাহা সহজেই অসুমেয়। এ জাতীর উন্নতি করিতে হইলে এই মূলধনের আবশ্যকতাই অত্যন্ত অধিক। তাহার উপর এদেশবাসী বিলাসী, অলস, অপব্যয়ী। তাহারও উপর আরও ফাংড়া আছে যথা—আত্মবিচ্ছেদ, সাম্প্রদায়িক বিবাদ, তজ্জনিত মামলা মোকদ্দমা, অনাহার জনিত রোগ শোক, চিকিৎসার ব্যয়—আরও কত কি?

তারপর পরিশ্রমের কথা। এ দেশের মজুরী জগতের সমস্ত দেশ অপেক্ষা স্থলভূ-বলিয়াও পশ্চাত্য দেশের একটা ধারণা আছে। সেটাও একেবারে নির্জলা ভুল। যে দেশের লোকের দৈনিক আয় গড়ে ১০ পয়সা, সে কি খাইতে পায়? তাহার কি শক্তি থাকিতে পারে?—সে প্রত্যেক রোগেরই উপভোগ্য জীব। সারাদিন মজুরী করিয়া সে আট আনা পয়সা পায়, তাহার ছেলে মেয়ে পরিবার তাহাতে ভাগ বসায়—সে দুটা ভাত পেট ভরিয়া খাইতেও পায় না। একটু লবণ আর সামান্য একটু ভাতের ফেন মাত্র যাহার সঞ্চল—সে খাটিতে যাইলে তাহার অবসাদ আসে, সে একদিনের কাজে ৫ দিন লাগায়, তাহাতেও মনের মত কাজ হয় না। অনাহারে না খাইয়া তাহার মস্তিষ্কে অংশ ধরিয়া সে একটা কিছুত কিস্তাকার জীব হয়। তাহার Skill বা কার্য কুশলতাও সেইজন্য কম—নাই বলিলেও চলে। যাহারা তাহাদিগকে খাটায়, তাহারা যতদূর কম মজুরী তাহাদিগকে দিয়া খাটাইয়া লইতে পারে, তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকে। কাজেই তাহার শারিরীক এবং মানসিক উন্নতি হইতে পায় না। তাহার নৈতিক অবনতি হওয়াও বিচিত্র কথা নয়। এই তো

ভারতের Labour বা মজুরীর অবস্থা। সুতরাং মিঃ দাদাতাই নরোজীর নির্দেশ মত জাতীয় শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতির উপাদানের একটরও অবস্থা ভাল নয়।

মূলধনের অবস্থা, কলাকৌশলের অবস্থা, মজুরীর অবস্থার দশা তো এই। বাকী Market বা দেশীয় শিল্পের বাজার। ইহা তো নাই বলিলেও চলে। লোকে স্বদেশ-জাত দ্রব্যের উপর প্রত্যাশা নয়, বিদেশী চাকচিক্য বিশিষ্ট দ্রব্যই সে পছন্দ করে। সুতরাং দেশীয় দ্রব্য বিক্রয় না। ধর, কুটীর শিল্প, খাদ্য বা খন্দর, দেশী জোলাদের তাঁতের কাপড়, দেশী কামারের হাতের জিনিস, দেশী সূত্রধরগণের জিনিস, আরও অসংখ্য জিনিস দেশে এখনও কিছু কিছু যে না হয়, এমন নয়, তাহা দেশের লোকের দ্বারা তো ব্যবহৃত হওয়া উচিত কিন্তু তাহা কয়টা লোক প্রকার চক্ষে দেখে বা ব্যবহার করে? সুতরাং দেশী দ্রব্যের মার্কেট বা বাজার নাই। ইহা হইতে হইয়াছে কি? যাহারা দেশী শিল্পী, তাহারা বাপ পিতামহের জাত ব্যবসা ছাড়িয়া বিদেশী মূলধনে পরিচালিত কলকারখানায় দিন মজুর হইয়া কাড়াইয়াছে—দেশীয় শিল্প লোপ পাইয়াছে। প্রত্যেক লোকেরই অভাব, সস্তায় যাহা পায়, তাহাই সে ক্রয় করে—এই জন্যই ভারতে বিদেশীয় বাণিজ্যের এবং শিল্পের উন্নতি, দেশীয় শিল্প এবং ব্যবসায় লুপ্ত প্রায়।

দেশের এই অবস্থা এবং দুর্দশা মোচনের জন্য আবশ্যক গভর্নমেন্টের সহায়ত্ব এবং সাহায্য, দেশীয় মূলধনে দেশীয় ব্যাংক স্থাপন করা এবং মজুরের অবস্থার উন্নতি সাধন। আর স্বদেশী দ্রব্যে দেশের ভক্তি এবং অহুরাগ। এইগুলি মুক্তির উপায় বটে, কিন্তু দেশের বর্তমান অবস্থা

দেখিয়া বোধ হয়—এগুলি সবই হুয়াশা। ক্যাপিটাল বা মূলধনের অবস্থার উন্নতি হইলে বাকী উপদান গুলির উন্নতি হয়—আপনা হইতেই হয়। কেননা অর্থের অভাবেই সর্ব বিষয়েই জড়তা উপস্থিত হইয়াছে। অর্থ স্বচ্ছল্য হইলে মানুষ বুদ্ধিমান প্রমশীল হয়, তাহার নৈতিক উন্নতি হয়, তাহার দেশ প্রেম হয়, তাহার কি না হয়?

এ বড় বিষয় যুগ—কেহ কাহারও মুখ পানে তাকায় না। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ভাবে মিতব্যয়িতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, বিলাসিতা বর্জন করিয়া সঞ্চয় করিতে হইবে, মূলধনের যোগাড় করিয়া লইয়া, হোক ছোট খাট কুটীর শিল্প, তাহার দ্বারা ক্রমে ক্রমে উন্নতি মার্গে উড্ডীতমান হইতে হইবে। তবেই মুক্তির উপায় হইবে? আমাদিগকে গৃহবিবাদ, সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া মামলা মোকদ্দমার দায় হইতে সর্বদাই দূরে থাকিতে হইবে। গোড়ামী পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিসে অর্থ বাড়ে, কিসে অপব্যয় কমে, কিসে মূলধনের যোগাড় হয়, অহরহ এই চিন্তা করিতে হইবে। ক্ষুদ্রকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। ক্ষুদ্র বালুকাকণা হইতেই উচ্চ গিরিশিখর গঠিত হয়। মুক্তির পন্থা এই দিকে।

নারায়ণগঞ্জে শিক্ষকের সৌভাগ্য।

সূর্তি খেলায় অর্থ প্রাপ্তি।

শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র দে স্থানীয় পাঠশালার একজন দরিদ্র গুরুমশাই, গত পূর্ব বৎসর সূর্তি খেলায় ইনি ১০ হাজার টাকা পান। এ বারও ইনি ডার্কির সূর্তিতে দ্বিতীয় বার জিতিয়াছেন বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। এ বার প্রায় লক্ষ টাকা তাহার লাভ হইবে।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর হউন।

কেমন করে সোণার বাজলা শুশান হলো ?

একদিন সোণার বাজলা ছিল, লোকে
সুখে দিন কাটিয়ে ছিল, বাজলা সম্পদশালী
ছিল—বাজলার গ্রাম সকল সুখের আকর
ছিল। সেই বাজলা আজ শুশানে পরিণত
হয়েছে—বাজলায় গ্রামের সে সৌন্দর্য
নাই—যে দিকে তাকাও দেখবে—কেবল
নিরাশার মুষ্টিমান ছবি। এমন কেন
হলো ? তা জানতে হলে বাজলায় সে
কালের কথা মনে কর্তে হয়।

সে কালের বাজলার গ্রাম সকলে অনেক
জাতি ছিল, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈষ্ণব, কামার,
কোমর, স্বর্ণকার, নাপিত, ধোবা, বাগদী
হুগে, পোদ, হাড়ী ভোম ইত্যাদি। এরা যে
যার আপনাদের জাত ব্যবসা নিয়ে তারই
উন্নতি কর্তে লেগে থাকতো। ব্রাহ্মণ শাস্ত্র
আলোচনা কর্তে, গ্রামের অন্ত জাতিকে
শিক্ষা দিতো, সমাজের পরিচালক রূপে
সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করে উচ্চাশনে
বসে থাকতো। কায়স্থগণ চিরকালই বৈষয়িক
কার্যে আত্মনিয়োগ কৰ্ত্তো, এদের মধ্যে
রাজা, জমিদার, নায়েব, গমস্তাই ছিল বেশী।

বৈষ্ণবরা চিকিৎসা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে
দেশজাত গাছ গাছড়া হতে সামান্ত ব্যয়ে
রোগ আরোগ্য করে দিত। এইরূপ
কামার, কোমর, তেলী, মালী, কলু, চামার
যে যার আপনাদের জাত ব্যবসার গুণীর
মধ্যেই থেকে সুখে দিন কাটাতো। কেউ
কারো জাত ব্যবসায় হাত দিতো না—এমনি
সুশৃঙ্খলায় তখনকার সমাজ গঠিত ছিল।
ছেলেরা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জাত ব্যবসায়
সুশিক্ষিত হতো, তারা সংযমী পরিশ্রমী
ছিল, শিক্ষা সমাপন করেই আপনাদের
ব্যবসায়েই তার পিতৃ পিতামহের কাজেই

লেগে যেতো। শিক্ষার তখন ব্যয় ছিল
না, অল্পব্যয়ে তারা পণ্ডিত হতো।
স্বার্থে প্রত্যাশন থাকতো।

দেশে ছিল পঞ্চায়তী বিচার। কোন
প্রকার মনাস্তর বা বিবাদের ক্ষতপাত হলেই
পাঁচজন গ্রামের মাতব্বর লোক তা মিটিয়ে
মিমাংসা করে দিত, তার জন্ত একটি পয়সা ও
খরচ হতো না—স্বায় বিচার হতো।

দেশে তখন বিলাসিতা ছিল না,
বিলাসিতার বহুভাঙড়কে লোকে ঘৃণা কর্তে।
অল্প আয়েই তারা সন্তুষ্ট হতো—ধর্ম কর্ম
সাধারণ হিতকর কার্য করেই তারা কৃতার্থ
হতো।

ধর্মই পরকালের গতি, এইটা ছিল বহুমূল
সংস্কার। কাজেই চুরি, চামারী অধর্ম অন্যায়ে
লোকে যেতে চাইতো না জীবন নিরাপদেই
কেটে যেতো। চক্র সূর্য সাক্ষ্য করে
লোকে টাকা ধার দিত, কখন কেহ টাকা
মারতো না।

মুসলমানগণের ভারতে আগমনের পর ও
লোকে সুখে ছিল, ধর্মের গোড়ামী ছিল না,
সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিসম্বাদ ছিল না। হিন্দু
মুসলমানে এক মায়ের দুই ছেলের মতনই
শান্তিতে থাকতো। সকলেই শ্রমশীল,
স্বাভাব্য, সংযমী, বিলাসবর্জিত, কাজেই
অভাবও হতো না। তারপর ইংরাজ এদেশে
এলেন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যের
ব্যপদেশে এদেশে এসে ক্রমে ক্রমে দেশের
রাজা হলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা, শিক্ষা
আন্তে আন্তে দেশে প্রবেশ কর্তে লাগলো।
বিদ্যালয় হলো, বিচারালয় হলো, চাকুরী
জুটতে লাগলো শাস্তি-রক্ষার জন্যে পুলিশ
হ'লো। গ্রামের যারা পঞ্চায়েৎ ছিল,
তাদের আর কাজ রইল না, পঞ্চায়তী উঠে
গেল। খোলা বিচারালয়ে লোকে বিচার
পাবার জন্য এলো। জমিদারগণ তখন

গ্রামের হিতের জন্য অনেক কাজ কর্তেন,
তাদের আর কাজ রইল না প্রজাবহ
আইনাদি নানান ব্যাপার হ'য়ে তাঁদেরও
আধিপত্য ঘুচে গেল। কাজেই তারা এলেন
সহরে—সুখের আশায়। কতকগুলো অক্ষম,
অশিক্ষিত লোক নিয়ে পড়ে রইল গ্রামগুলি।
চাকুরীর লোভে গ্রামের ভাল লোক সব
সহরেই চলে এলো। সোণার বাজলার
গ্রামগুলি শুশানে পরিণত হতে লাগল।
জাত ব্যবসা নষ্ট হয়ে গেল, শিল্প কৃষি
মাটি হলো। এদিকে পাশ্চাত্য
ব্যবসায়ীগণ নানান বিলাসিতার সামগ্রী
চোখের সামনে ধরে দিলেন—দেশের লোক
পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে নিজেদের বৈশিষ্ট্যতা
একেবারে হারিয়ে ফেলে—হিতাহিত
বিবেচনা শূন্য হয়ে ধর্ম কর্মে পোষাক
পরিচ্ছদে, সামাজিকতায় বিদেশীগণের
অনুকরণ কর্তে লাগলো। বাজলার লক্ষ্মী
অস্তধান হ'লেন—বাজলার অল্পকষ্ট হলো,
বাজলা অন্যহারে অর্জনে নানান
রোগের সামনে আত্মদম্পন কর্তে লাগলো,
বাজলার গ্রামগুলি এইরূপেই শুশানে
পরিণত হ'লো।

এই বাজলাকে উন্নত কর্তে হ'লে
বাজলার গ্রামগুলির উন্নতি সাধন কর্তে হয়।
আবার কতকটা সেকালের চাল চলনে
চলতে হয়। অনেকে পল্লী সংগঠনের কথা
আলোচনা কচ্চেন বটে, কিন্তু সে সব কবি-
কল্পনা উপকথারই রূপান্তর মাত্র। পল্লী
সংগঠনের আশা ছরাশাই বটে।

বর্তমান বাজলার বাজলী মরেছে
নিজের জাতীয় বৈশিষ্ট্যতা হারিয়ে। ভারতে
অন্যত্র প্রদেশের অনেক জাতিই আছে
বটে, কিন্তু বাজালীর মত এমন করে কেউ
আপনাদের বিশেষত্ব হারায় নাই।

আর কেন ? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতেচলিল, তৎপর লউন।

ওধু যে ম্যালেরিয়া কালাজেরই—নানা রোগেই দেশটা এমন শ্মশান হয়েচে তা নয়, দেশের চারিদিকেই ধ্বংসকারী আগুন জ্বলে উঠেছে—সে আগুন নিব্বে কি করে? বাঙ্গালী প্রকৃতিস্থ হতে পারবে না। আর সব জাতি হতে পারে বটে, কেবল বাঙ্গালী নয়। বাঙ্গালাকে শ্মশানে পরিণত করেছি আমরাই। ঘরে ঘরে গৃহ বিবাদ, মামলা মোকদ্দমা, তথা কথিত স্বাধীনতা লাভের অঘণ্ট প্রয়াস, স্থগিত স্বার্থপরতা, ধর্মের গোড়ামী, তজ্জনিত বিবাদ বিসম্বাদ এত আগুন ঘরের মধ্যে জ্বলে উঠে সবই জ্বলনাৎ করে ফেল্লে। এ কি ঝাঁক বক্তৃতায় নিব্বে? কেমন করে পল্লী সংগঠন করবে? আমরা কি প্রকৃতিস্থ হয়ে নিজেদের অবস্থা একবার চক্ষু মিলে দেখতে পারবো? নিজেকে নিজে জানলেইতো মোহনিদ্রা কেটে যায়।

পুরী মন্দিরে বজ্রাঘাত।

৩০শে জুন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে বজ্র-পাত হইয়াছিল। মন্দিরের চুড়ার কতকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সে সময়ে মন্দির মধ্যে যে ৮ জন লোক ছিল, তাহারা সকলেই অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল। বহুসংখ্যক পায়রা মারা গিয়াছে।

Business talk.

ব্যবসায় বাণিজ্যের কথা।

Mailing circulars.

হাণ্ড বিল।

সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন ব্যতীত হাণ্ড বিল, পোস্টকার্ড, সারকুলার ইত্যাদি নানাপ্রকারের বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। আজ কাল ডাক বিভাগের কল্যাণে এইরূপ ধরণের এত বিজ্ঞাপন লোকের হাতে আসিয়া পড়ে যে, ইহা আর লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেই পারে না, পাইবামাত্রই লোকে ফেলিয়া দেয়। একবার পড়িয়াও দেখে না, অথচ কত সহস্র সহস্র রীম কাগজ, তাহার ছাপাই খরচ, ডাক টিকিট, বিলি করার লোক জনের বেতনাদিতে লক্ষ লক্ষ টাকা কোথায় চলিয়া যায় তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু কাজ তেমন হয় না। এগুলিও প্রচারের উপাদান বটে, কিন্তু এই শ্রেণীর বিজ্ঞাপন কদাচিত কার্যকারী হয়। কেননা সহরের লোকে এত এই সকল জিনিস পাইয়া থাকে যে তাহারা ঐচ্ছিক সহকারে তাহা পড়িতেও চায় না।

আমেরিকান অভিজ্ঞ বিজ্ঞাপনবিদগণ বলেন, এইরূপ ধরণের বিজ্ঞাপন বরং মফঃস্বলে কার্যকারী হইলেও হইতে পারে কিন্তু সহরের লোকের কোতুলন ইহা দ্বারা উদ্দীপ্ত হয় না। মফঃস্বলের লোকের হাতে পড়িলে তাহাদের সময় আছে, ঐচ্ছিক সহিত পড়িলেও পড়িতে পারে।

এই শ্রেণীর বিজ্ঞাপনের কিছু উন্নতি

করিলে বোধ হয় সহরেও কাজ হইতে পারে।

(১) উৎকৃষ্ট ছাপা।

(২) চিত্তাকর্ষক হেডিং।

(৩) বিজ্ঞাপনে কতকগুলো বাজে না বকা।

সারকুলার ডাকে পাঠাইলে তাকে টাইপ, রাইটংয়ের টাইপে ছাপিয়ে নিয়ে নাম, ঠিকানা ওলো টাইপ করে করে পাঠালে চিত্তাকর্ষক হ'তে পারে। আজ কালকের দিনে ভাল ছাপা, ভাল কাগজ না হ'লে কেউ স্পর্শ কর্তে চায় না।

একই রকম সারকুলার, বিজ্ঞাপন বারম্বার দেওয়া ভাল নয়। বিজ্ঞাপনের হেডিং ভিন্ন ভিন্ন করে দিতে হয়। প্রত্যেক বার নূতন বিজ্ঞাপন হ'লে তবু আশা থাকে।

চিকিৎসা বিষয়ক।

হোমিওপ্যাথিক।

জেলসিমিয়ম।

(Dr. K. C. Das).

পীত জেসামাইন্ দক্ষিণ আমেরিকায় উৎপন্ন হয়, গাছের রং হরিদ্বর্ণ। বসন্তের প্রারম্ভে মুকুলিত হয়। ফুলের রং পীত বর্ণ সুগন্ধ কিন্তু বিষাক্ত। মূলত্বক হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়।

অকর্মণ্যতা উৎপাদন ইহার প্রধান ক্রিয়া। ইহাকে অবশ্যকারী বা paralyzer বলা যাইতে পারে। জেলসিমিয়মের এই গুণটা সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক। ইহা গত্যাংগাদিকা স্নায়ু মণ্ডলীকে (motor nerves) অবশ করিয়া ফেলে।

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

মানসিক ক্রিয়া প্রথমে বেশ পরিষ্কার থাকে, পরে মাদক সেবনের দ্বারা হস্তবুদ্ধি হইয়া পড়ে। মাদকতার প্রথমাবস্থায় শ্রায় উন্নততা ইহাতে হয় না, ইহার পতীর বিষক্রিয়া, মলদ্বারের ও মুত্র যন্ত্রের Sphincter মাংসপেশী সমূহের অবশতা ও শৈথিল্য আনয়ন করে; তৎক্ষণাৎ অজ্ঞাতসারে মল ও মুত্র ত্যাগ হয়। ক্রমশঃ পত্রাভ্যন্তরের ও হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী আক্রান্ত হইয়া শাসকষ্ট হয়, কারণ মাংসপেশীগুলি বন্ধ উত্তোলন করিতে অক্ষম হয়, এবং অবশেষে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত অবশ হইয়া পড়ে।

শক্তিহীনতা ও অবশতা এই দুইটি সাধারণ লক্ষণ—সর্বদা মনে রাখিলে ইহার বিশেষ লক্ষণাবলী সহজেই আলোচনা করিতে পারা যায়। একজন ভেবজ-গুণ পরীক্ষকের চক্ষের উর্দ্ধপক্ষের স্থায়ীভাবে নিম্নীলিত থাকিত; অপর একজনের মলদ্বারের Sphincter মাংসপেশী সর্বদা উন্মুক্ত থাকিত; আবার একজন কিছুকালের জন্য বক্রদৃষ্টি বা টেরা হইয়াছিল, ইহাও চক্ষের recti মাংসপেশীর অবশতা বশতঃ, এই কারণে দৃষ্টি বৈগুণ্য জন্মিতে পারে। অত্যন্ত ঔষধেও এইরূপ দৃষ্টি লক্ষণ বর্তমান থাকে, যেমন কটিকম্। কিন্তু কটিকমে খুঁকুকে কাশি থাকে, কিম্বা নেত্র পক্ষঘ্নের নিম্নীলনের সঙ্গে বাত থাকে। ক্যালমিয়ার নেত্র নিম্নীলনও বাতের খাতের দক্ষণ, এবং সিপিয়ার নেত্র জরায়ুর কোন পীড়া বর্তমান থাকে, এবং জলে ভিজিয়া বা সূক্ষ্ম বস্ত্র দেখিবার জন্য নেত্র সংকোচ দ্বারা, বা উভয় কারণে নেত্র নিম্নীলন রসটেক্সের লক্ষণ।

জেলসিমিয়মে মুখমণ্ডল রক্তিমাত হয়, মুখাকৃতির ভার, কথা ভার ও অস্বাভাবিক সঙ্গিক লক্ষণাবলী থাকে। সলাভাস্তরের

মাংসপেশীর উপর ইহার ক্রিয়া দ্বারা শব্দ যন্ত্রের মাংসপেশী অবশ হয়, সেই কারণে স্বর ভঙ্গ হয়, এবং এইরূপ কারণেই গলাধঃকরণে কষ্ট হয়। ভয়, আকস্মিক দৃষ্টি, বা হৃৎ-সঞ্চাদ অবশেও বায়ুরোগগ্রস্তা স্ত্রীলোকদেরও স্বরভঙ্গ হইতে পারে।

জেলসিমিয়ম রোগী হৃৎপিণ্ডের মাংস পেশীর দৌর্জল্যবশতঃ বাধ্য হইয়া আগিয়া থাকে এবং পাছে হৃদস্পন্দন ধামিয়া যায়, তাহাই লক্ষ্য করিতে থাকে, এমন কি যত ক্ষণ আগিয়া থাকে, তখনও হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত রাখিবার জন্য অনবরত নড়িতে চড়িতে থাকে। ভিজিটালিসে ইহার ঠিক বিপরীত, একটু নড়িলে চড়িলে ভয় হয়, মনে হয় পাছে হৃদস্পন্দন ধামিয়া যায়।

জেলসিমিয়মের শিরঃপীড়া গ্রীবাশূল হইতে আরম্ভ হইয়া উর্দ্ধে ও সম্মুখে বিস্তৃত হইয়া চক্ষুঘ্নের উপর অবস্থিত হয়, এবং উর্দ্ধপক্ষের ভারি হয় ও নিম্নীলিত থাকে। অম্পটদৃষ্টি ও মস্তকের দৌহুলাভাব, গ্রীবদেশ শক্ত এবং প্রাতে বৃদ্ধি হয়, জেলসিমিয়মের অধিকাংশ লক্ষণ বিকালে ৪টার সময় বৃদ্ধি, মাথাভারি ও মনের আলস্ততাব। পরিষ্কার, স্বচ্ছ ও প্রচুর প্রস্রাব হইয়া সকল লক্ষণাবলী উপশম হইতে পারে। শিরঃ পীড়ার সহিত মস্তকের চতুর্দিকে বা সমগ্র ললাটদেশে একটা বীধন রহিয়াছে মনে হয়। আর্জেন্টম্ নাইট্রিকমেও উক্ত লক্ষণ আছে, চাপ প্রয়োগে উপশম হয়, এবং গুড় বা শর্করা খাইবার অদম্য শৃংখা থাকে।

সবিরাম, স্বপ্নবিহীন ও পৈত্তিকজ্বরে এবং এবং বিষম জ্বরের প্রথমাবস্থায় নিম্নলিখিত লক্ষণাবলী থাকিলে জেলসিমিয়ম ব্যবহৃত হইতে পারে।—আবল্য ভাব, নিদ্রালুতা, মুখমণ্ডলের রক্তিমাতা (গাঢ় কৃষ্ণাভ রক্তিম, উজ্জল লাল নহে) বিরক্ত করিলে অস্থির

হয় ও এ শাশ ও পাস করে, স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না। রোগী শিশু হইলে একটু খিটু খিটে হয়, কতকটা আর্সেনিকের মত, কিন্তু মানসিক উত্তেজনা থাকে না, এবং কতকটা একোনাইটের মত কিন্তু মৃত্যুর ভয় থাকে না।

শিশুদের সময়ে সময়ে মাংসপেশীর আকস্মিক স্পন্দন হয় এবং আক্ষেপের উপক্রম হয়। রোগের বৃদ্ধি বিকালে হয়, উপশম প্রাপ্তিতে হয়, সেই সময় অল্প অল্প ঘর্ম হইতে থাকে, কিন্তু শীত, উত্তাপ বা ঘর্ম, কোন অবস্থাতেই পিপাসা থাকে না। জেলসিমিয়মের সবিরাম জ্বরের শীত নিম্নাঙ্গ হইতে আরম্ভ হয় ও উর্দ্ধাঙ্গে বিস্তৃত হয়। শিরঃপীড়া গ্রীবাশূল হইতে আরম্ভ হইয়া উর্দ্ধে ব্যাপ্ত হয়।

পৈত্তিক জ্বরে জেলসিমিয়ম বিশেষ উপকারী। কখন কখন আবল্য ও আচ্ছন্ন ভাবের সঙ্গে খিটু খিটে ভাবও থাকে এবং আলোক ও শব্দ দ্বারা বৃদ্ধি হয়। খুব গা, হাত কামড়ায়, কম্পের সময় রোগী তাহাকে ধরিয়া থাকিতে বলে বাহাতে না কাঁপে। কম্পের সময় ধরিতে বলা জেলসিমিয়মের একটা জ্ঞাপক লক্ষণ। টাইফয়েডের প্রথম কয়েক দিন গায়ে ব্যথা ও কামড়ানি জেলসিমিয়মের জ্ঞাপক, রোগী বলে যেন তাহার সর্বাক পেনন করিতেছে।

এইরূপ ব্যথার দক্ষণ রোগীর নড়িতে চড়িতে ভয় হয়, এতদ্ব্যতীত মাংসপেশী সমূহের দৌর্জল্য, শক্তিহীনতা ও আংশিক অবশতা বশতঃ রোগী মনে করে, সে নড়িতে চড়িতে পারিবে না। ইহার সঙ্গে আচ্ছন্নতাব, তৃষ্ণাহীনতা, রক্তিম মুখাকৃতি ও বিশিষ্ট শিরঃ পীড়া থাকিলে, প্রথমাবস্থাতে জেলসিমিয়ম এরূপ যোগোপশম করিতে সক্ষম, যাহা

পুরাতন “কাজের লোক” শেখ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

ভবিষ্যতে উহা অতি কঠিন পীড়ায় পরিণত হইতে পারিত।

ক্যান্সিকমের মত জেলসিমিয়মের সর্দি উষ্ণ অথচ আর্দ্র স্বভূতে হয় (একোনাইটের বিপরীত, একোনাইটের সর্দি শুষ্ক অথচ শীত স্বভূতে হয়)। সর্দির স্রাব কতকটা তীব্র ও উষ্ণ, হাঁচি হয়, নাসারন্ধ্রে ক্ষতভাব এবং নাসাপুটে ব্যথা (এ সব এলিয়ম সিপার মত) বেলেডোনার মত গলায় ব্যথা ও গলাধিঃ করণে কষ্ট হয়, বেলেডোনার গলাধিঃ করণ কষ্ট স্থানীয় স্রাববিক উদ্বেজন। বৃদ্ধি জনিত, এবং জেলসিমিয়মের কষ্ট গলাভ্যন্তরস্থ মাংস পেশীর অবশতা জনিত। আনুসঙ্গিক সাধারণ দৌর্বল্য জেলসিমিয়মের জ্ঞাপক। সর্দির সহিত প্রায় মুখমণ্ডলের স্রাবশূল ব্যথা থাকে, এই ব্যথা প্রায় একদিকে হয় ও সবিরাম হয়।

চর্মের উপর জেলসিমিয়মের ক্রিয়া সামান্য তেজঃগুণপরীক্ষকদের গায়ে হামের মত এক প্রকার কণ্ডু উঠিতে দেখা যায়, সুতরাং যদি অজ্ঞাত লক্ষণাবলী মিলিয়া যায়, তাহা হইলে হাম জ্বরেও ইহার ব্যবহার হইতে পারে। একোনাইটে হামের চিত্র বিশিষ্টভাবে পাওয়া যায়, সুতরাং কণ্ডু নির্গমনের পূর্বে এবং সন্দেহ হইলে একোনাইটের কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। জ্বর, পিপাসা, অস্থিরতা, ভয়, চক্ষুর আরক্তিমতা, আলোতে ভয়, হাঁচি, সর্দি, নাসাপুটে লাল ও শুষ্ক যাহা প্রায় হামজ্বরে থাকে, এগুলি একোনাইটের জ্ঞাপক। জেলসিমিয়মে পিপাসা থাকে না বা সামান্য পিপাসা, পলসেটিলায় পিপাসা ও উত্তাপ উভয়েরই অভাব। এইরূপ অবস্থায় বেলেডোনাও মনে হইতে পারে, কিন্তু বেলেডোনায় গাত্রত্ব আর্দ্র থাকে।

প্রসব বেদনাতেও জেলসিমিয়মের ব্যবহার হয়। যখন জরায়ুর মুখ শক্ত থাকে,

মোটো থাকে, ও প্রসারিত হয় না, অথচ অনেকক্ষণ ধরিয়া ব্যথা হইতেছে, সে অবস্থায় ইহার নিয়ন্ত্রণ বিশেষ কার্যকারী। আবার কখনও জরায়ুর মুখ ও গ্রীবা কোমল, প্রসারিত হইয়াছে, কিন্তু সংকোচন নাই, জরায়ুর অবশতা, এবং ব্যথা বিপরীত দিকে হইতে থাকে অর্থাৎ জরায়ুর গ্রীবা হইতে আরম্ভ হইয়া উপর দিকে যায়। পূর্বে বলা হইয়াছে ইহা জেলসিমিয়মের একটি বিশেষ লক্ষণ। প্রসবাস্তিক আক্ষেপের ভয় থাকিলে, এবং উপরোক্ত লক্ষণাবলীর সঙ্গে আচ্ছন্নভাব ও মাংসপেশীর স্পন্দন থাকিলে, জেলসিমিয়ম একটি অমোঘ ঔষধ।

ইহা জ্বালোকের তায় পুরুষেরও সখা। যৎকালে লিঙ্গোখান একেবারে অসম্ভব এবং জননেঞ্জিয় সমূহ অর্থাৎ অণুকোষ ও লিঙ্গ উভয়ই শিথিল হয়, নিশাকালে অজ্ঞাতসারে ও বিনা স্বপ্নে পুনঃ পুনঃ রেতঃপাত হয়, বিশেষতঃ যদি হস্তমৈথুন জনিত এই অরহা হয়, তখন জেলসিমিয়ম বাস্তবিকই পুরুষের বন্ধু।

Homœopathic Treatment of Kala-Azar.

কালাজ্বর-চিকিৎসা।

কালাজ্বরের একটি বিশেষ: সম্ভাব্য জনক চিকিৎসা হইতেছে ১ কোটা মাত্র Natrum muriaticum C. M. Dr. B. B. Gupta, L. M. S. D. P. H., D. T. M. (cal) ডাঃ বিপিন বিহারী গুপ্ত মহাশয় বলেন, ইহা দ্বারাই স্থিতিশীল ভাবে কালাজ্বরাক্রান্ত রোগী আরোগ্য লাভ

করিয়াছে, ইহা তিনি তাহার “Curopathi-st” নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে প্রকাশ করিয়াছেন। বহুক্ষেত্রে তিনি পরীক্ষা করিয়াই এবং নিজে ব্যবহার করিয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ইহাই ইহার আরোগ্য কারী ঔষধ। ঔষধ সেবনের মধ্যে ঐ নেটাম মিউর সি, এম পোটেন্সির মাত্র এক কোটা অবশ্য সামান্য জলের সহিত বা সুগার অফ মিলকের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে, আর নহে।

আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।

খাটী মসপ্ তৈল এবং টার্পিন তৈল সম পরিমাণে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া প্রীহার দিক হইতে যকৃতের দিক পর্যন্ত খুব হালকা ভাবে পেটের উপর মালিশ করিতে হইবে। এই মালিশ করাটী পূর্ণ এক ঘণ্টা করা চাই। প্রত্যেক ১৫ মিনিট অন্তর হাতের তালুতে যতটুকু ধরে, জল লইয়া পেটে দিতে হইবে এবং পুনরায় আঙুলে আঙুলে খুবই হালকাতাবে মালিশ করিতে হইবে। যদি এইরূপে মালিশ করা রোগীর সঙ্ক হয়, তাহা হইলে বৈকালেও মালিশ করা বিধেয়। এইরূপ করিলেই দেখিতে পাইবেন প্রায় একপক্ষ মধ্যে প্রীহার ও যকৃতের অবস্থা ভাল হইতেছে। ডাক্তার বলেন, “The hard enlarged spleen will melt away within the course of a couple of weeks. The liver also shrink away.”

এ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করিলে রোগী এবং চিকিৎসক উভয়েই সন্তুষ্ট হইবেন।

পথ্যাপথ্য।

(১) রোগী প্রতিদিন ২ ড্রাম দধিকে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতে তালের

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

মিশ্রী সহ প্রাতঃকালে খাইবেন। কেবল অর্ধহটাক সন্দেশ জস্যযোগের জন্য ব্যবহার করিতে পারে।

(২) বেলা ১০টার সময় দুধ ভাত খাইবে। ডাল এবং তরিতরকারী নিষিদ্ধ। কাচকলা, ওল, মানকচু ভাতে দিয়া খাইতে পারে। খালি দুধ খাওয়া নিষিদ্ধ। ভাতের সহিত দুধ খাইবে।

৩। বেলা ৩টার সময় ১টা কমলা লেবু সৈন্ধব লবণ সংযোগে খাইতে পাইবে। কোয়া না ছাড়াইয়া লবণ সংযোগে খাইবার বিধি। এই সময়ে উৎকৃষ্ট বটকুফ পালের চা খাইবার চামুচের ২ চামচ সাগু ২১০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া যখন সীরপের মত হইয়া যাইবে, তাহাই তালের মিহরী চূর্ণ দিয়া খাইতে পারিবে।

সন্ধ্যা ৭টার সময় উৎকৃষ্ট গব্য ঘূতে ভাজা লুটী কেবল লবণ দিয়া খাইবে।

রাত্রি ১০টা পূর্বোক্ত প্রকার প্রস্তুত সাগুর সহিত দুধ এবং তাল মিহরী দিয়া খাইবে।

জলের সহিত লবণ মিশাইয়া সেই জলে স্নান করিবে অথবা গায়ে মুছিবে। এইরূপ স্নানে রক্তাক্ততা, কালাজর, এবং রুদ-যন্ত্রের উপকার হইবে। নেট্রাম মিউর আমাদের নিত্য খাদ্য লবণ বাতিত আর অন্য কিছু নহে ঔষধরূপে প্রস্তুত হওয়ায় ইহার ক্রিয়া অতি আশ্চর্য্যজনক।

নেট্রাম মিউর সি, এম, এক ফোঁটা ব্যবহারের পরই জ্বর কমিতে আরম্ভ হইয়া একবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে ইহা স্থনিশ্চিত। নেট্রাম প্রয়োগের কয়েকটা বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ নিয়ে প্রদত্ত হইল।

(১) কোষ্ঠ বদ্ধতা।

(২) মাথা ধরায় যেন অসংখ্য হাতুড়ির দ্বারা মাথার খুলিতে আঘাত করিতেছে এইরূপ বোধ হওয়া।

(৩) গলা সৰু কণ্ঠ বাহির হওয়া ইহার বিশেষ লক্ষণ।

(৪) নিম্ন ওষ্ঠে এবং মুখের কোণে কাল বা বেগুনী রংয়ের বা মুক্তার ভায় কোসকা বা জ্বর ঠুটী।

(৫) অতিরিক্ত কুইনাইন সেবন হইয়া থাকিলে

(৬) ঠিক বেলা ১২ টার মধ্যে বা ১০টার সময় জ্বর আসা।

(৭) নেটারের রোগীর পিপাসা থাকে। অতি খারাপ রোগীর উপরও এই প্রণালীতে ঔষধ ও পথ্যাদি দিয়া দেখিবেন, ইহা কখনও নিষ্ফল হইবেনা।

কোনস্থলে কদাচিত যদি নিষ্ফল হয়, দয়া করিয়া “কাঁজের লোকে,” তাহা প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইবেন।

সম্পাদক।

Art of Preservation.

সংরক্ষণ প্রণালী।

অনেক জিনিসকে রক্ষা করিতে না পারিলে পচিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেই গুলি রক্ষা করার যে কৌশল, তাহারই নাম Art of preservation বা দ্রব্য সংরক্ষণ প্রণালী। আজ আমরা কয়েকটা সংরক্ষণ প্রণালী আমাদের পাঠকগণকে উপহার দিব।

ডিম্ব সংরক্ষণ প্রণালী।

ডিম্বের ব্যবসায় একটা বড় ব্যবসায়। এই ডিম্ব পচিয়া যাইলে ব্যবসায়ের ক্ষতি অবশ্যস্বাভাবী। ডিম্ব পচিয়া যায় কেন, তাহা রক্ষা করিবার আগে জানা আবশ্যক, তবে পচন নিবারণের উপায় বুঝিতে পারা সহজ হইবে। ডিম্বের উপর যে খোলা থাকে তাহাতে অতি ক্ষুদ্র দৃষ্টির অগোচর ছিদ্র থাকে, তাহা দ্বারা বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন বায়ু অনায়াসে ডিম্বের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে। এই বায়ু ডিম্বের মধ্যস্থ অণুলাল যাহাকে ইংরাজীতে বলে albumen (অ্যালবুমেন) তাহাতে লাগিয়া দ্রুতিত করিয়া দেয় এবং অবিলম্বে ডিম্ব মধ্যস্থ পদার্থ সমূহ পচিয়া যায়। ইহাই ডিম্বের পচনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কিন্তু যদি ডিম্বের খোলার উপর এমন কিছু একটা করা যায়, যাহা দ্বারা বায়ুমণ্ডলস্থ অক্সিজেন ভিতরে প্রবেশ না করিতে পায়, তাহা হইলে অবশ্যই ডিম্ব টাটকা থাকিতে বাধ্য। কেমন করিয়া ডিম্বের উপর এমন কিছু করা যায়, তাহাই বলা হইতেছে।

বৈজ্ঞানিক উপায় :—সম্প্রসৃত ডিম্ব গুলিকে ২৪০ ফারেন হিটের তাপাংশ পর্যন্ত গরম জলে মাত্র ৬ মিনিট ডুবাইয়া রাখিয়া তাহার পর তুলিয়া কোমল শুষ্ক জাকুড়া দ্বারা মুষ্টিয়া ইহার উপর দ্রুত মাখন বা চর্কি ঘন করিয়া মাখাইয়া রাখিয়া দিবে। তাহার পর একটা চিনা মাটির বাসনের ভিতরের তলদেশে খানিকটা লবণ দিয়া এমন ভাবে পাত্রে মধ্য তাহা বিস্তীর্ণ করিয়া দিবে, যেন সেই লবণস্তরের উপর ডিম্বের সন্মুখটীর কিয়দংশ ঢুকিয়া গিয়া ডিম্বটা খাড়া হইয়া থাকিতে পারে এবং ডিম্বগুলি পরস্পরের গায়ে না ঠেকিতে পায়।

আর কেন ? পুরাতন “কাঁজের লোক” শেষ হইতেচলিল, তৎপর লউন।

অথচ ডিম্বের যে সুরু অংশ লবণের উপর প্রোথিত হইয়াছে, তাহাও যেন পাত্রে তলদেশ স্পর্শ করিতে না পারে। এইরূপে ডিম্বগুলি সাজাইয়া তাহার উপর আর একস্তর লবন বিছাইয়া দিয়া পুনরায় পুর্বোক্ত উপায়ে আবার একস্তর সাজাইয়া যাইবে। এইরূপে স্তরে স্তরে ডিম্ব সাজাইয়া শেষস্তরে কেবল একস্তর লবণ দিয়া পাত্রে মুখ তৈল সিক্ত বস্ত্র বা অয়েল ক্লথ দ্বারা টাইট করিয়া বাক্সিয়া রাখিয়া দিবে এই প্রক্রিয়ায় ডিম্ব বহু দিন অবিকৃত থাকে। খাইবার সময়ও আশ্বাদের কোন বিকৃতি হয় না। লবণের পরিবর্তে গমের ভূষি, করাত গুড়া দ্বারাও এরূপে স্তরে স্তরে সাজান যাইতে পারে কিন্তু লবণই হটক বা ভূষি, করাত গুড়াই হটক, তাহা সম্পূর্ণ শুষ্ক হওয়া আবশ্যক, নচেৎ একটু জলীয় অংশ ইহাদের মধ্যে থাকিলে পাত্রে মুখবন্ধ করিলেই তাহা উত্তপ্ত হইয়া ভাঙ্গিয়া উঠিয়া ডিম্বের অবস্থা নষ্ট করিয়া দিতে পারে। ডিম্ব সংরক্ষণের সর্বোপযোগী এইটী সহজ উপায়। অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক রাসায়নিক দ্রব্যাদি দ্বারা সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে বটে, তবে তাহার যন্ত্র এবং অনেক ভজকট ব্যাপার। সাধারণ লোকের তাহা মনঃপুত হইবে না।

ডিম্ব পরীক্ষার একটা সহজ উপায় :—

২০ আউন্স জলে ২ আউন্স লবণ দ্রব করিয়া সেইজলে ডিম দিলে যে গুলি ভাল ডিম, সে গুলি সেই জলে ডুবিয়া যাইবে, আর যেগুলি নষ্ট, তাহারা ভাসিয়া থাকে, যেগুলি অর্ধনষ্ট সেগুলি অর্ধ নিমগ্ন অবস্থায় ভাবে। আগামী বারে মৎস্ত সংরক্ষণের কথা বলিব। মৎস্ত সংরক্ষণের অত্যন্ত উপায় কাজের লোকের পুরাতন ভলিউম গুলিতে দেখিতে পাইবেন। “কাজের লোক” আবশ্যকীয় কোন বিষয়েরই আজ ২১ বৎসর আলোচনা করিতে ক্রটি

করে নাই। কিন্তু শিল্প বাণিজ্যে বাস্তব অগ্রগতি এ দেশের লোকের না থাকায় আজ আমরা ব্যর্থ প্রয়াস ভাবিয়া অশ্রুতপ্ত হইতেছি! বুঝিতেছি, লোকে কেবল গল্প শুধুবে মজ্জুল হইয়া থাকিতেই চায়, তাহাতেই তাহাদের রুচি, স্বতরাং শিল্প বাণিজ্য ব্যবসায়ের কাগজ পত্র চালান বিড়ম্বনা মাত্র। নিশ্চিতই ইহা পরিতাপের কথা।

S. P. C.

কুসুম ফুল এবং তাহার রং।

আমাদের দেশে আগে কুসুমের চাষ হইত এবং প্রচুরপরিমাণে তাহা ইয়োরোপের নানাদেশে রপ্তানী হইয়া যাইত। এই কুসুমের ফুল হইতে উজ্জল লোহিত বর্ণ মনোরম রং প্রস্তুত হইয়া সেই রঙে কাপড় রেশম রঞ্জিত হইত। যদিও কুসুম ফুলের রং চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু রেশম প্রভৃতি কুসুম ফুলে রং করিলে তাহা চিরস্থায়ীই থাকে, কারণ এই সকল কাপড় বড় সহজে কাটা হয় না। এখন আর সেদিন নাই। জর্মানী পাখুরে কয়লা হইতে নানাপ্রকার রং প্রস্তুত করায় এখন আর কুসুম ফুলের রং বড় ব্যবহার হয় না। এইজন্য ইহার চাষও আর কেহ করিতে চায় না। কিন্তু ইহার ব্যবহার কমিয়া যাইলেও এখনও ইহার ফুলের পান ডী বিদেশে কিছু কিছু চলিত আছে। আর লোকে ইহার বীজকে ভাজিয়া চাল কড়াই ভাজার সহিত খাইয়া থাকে, ভাজিলে ইহার একটা বেশ সুগন্ধ পাওয়া যায়। বর্তমান বীরভূম বাকুড়া প্রভৃতি স্থানে আলু যব গম

চাষের সঙ্গে সঙ্গে লোকে সামান্ত সামান্ত ইহার চাষ করিয়া থাকে।

কুসুম গাছ গুল্য বিশেষঃ, বড় বড় বৃক্ষ নয়। পাতায় এবং ফুলে ধারাল কাঁটা আছে, হাতে লাগিলে রক্তপাত হয়। ইহার বীজগুলি সাদা গমের মত, কঠিন আবরণের দ্বারা বীজগুলির আভ্যন্তরিক পদার্থ সুরক্ষিত থাকে। কুসুম ফুলের পাবড়ী গুলিই রঞ্জন কার্যে ব্যবহৃত হয়। ইহা বর্ষজীবী গাছ এক বৎসরেই ফল ফুল হইয়া শুকাইয়া যায়। তাহার পর লোকে ঘরে আনিয়া গম প্রভৃতি ঝাড়াইয়ের মত লাঠির আঘাত করিয়া বীজগুলি ছাড়াইয়া লওয়া হয়। এবং সেই বীজগুলি শুষ্ক করিয়া ঘরে ঘরে বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। প্রতিসের ৮০ আনা সময়সময় ৮০ আনাতেও বিক্রয় হয়। এই কুসুম বীজ হইতে এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়, তাহার ব্যবহার অল্প কোন কাজে দেখা যায় না। প্রদীপে গোড়াইয়া থাকে।

কুসুম গাছে লাল লাল কণ্টকযুক্ত ফুল হয়, সেই ফুলের পাবড়ী গুলি হইতে— রং বাহির করিয়া, তাহাতে কাপড় ছোপান হয়।

কেমন করিয়া এই কুসুম ফুল হইতে সহজে রং প্রস্তুত হয়, আমরা আজ তাহারই আলোচনা করিব। কুসুমফুল যখন রপ্তানী হইয়া বিদেশে যাইত, তখন কৃষকেরা পাবড়ী গুলি লইয়া জলে ভিজাইয়া উত্তমরূপে একবার ধোত করিয়া লইয়া ইহার জল চাপিয়া বাহির করিয়া ফেলিয়া ছোট ছোট চাকতি করিয়া শুষ্ক করিয়া লইত। এইরূপ চাকতির আকারেই বিদেশে রপ্তানি হইয়া যাইত। কুসুম ফুলের দুইপ্রকার রং আছে। এক হলদে রং আর এক লাল রং। এই হলদে

রং জল লাগিলেই উঠিয়া যায় বলিয়া ইহা কোন কাজেই লাগেনা। লাল রং স্থায়ী হয়, এইজন্য এই শেযোক্ত প্রকার রংই বস্ত্র রঞ্জন ব্যবহৃত হয়। কার্পাস বস্ত্র অপেক্ষা রেশমের কাপড়ের ইহার রং খুলে ভাল, এইজন্য রেশমের কাপড়ই কুসুম ফুলে অধিক রং করা হয়।

রং বাহির করিবার প্রথা।

পাব্‌ড়ীগুলি তুলিয়া ধৌত করিয়া চাকতি করা হয়, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। এই চাকতিগুলি কিছুক্ষণ জলে ভিজাইলেই নরম হইয়া যায়, তখন বারবার ধৌত করিতে করিতে ইহার হলুদে রংটা ইহা হইতে বাহির হইয়া যায়। তাহার পর ইহার সহিত সাজী মাটী বা সোডা মিশাইয়া খুব দলাই মলাই করিতে হয়। এখন আন্দাজ কুসুম ফুলে ১৩ সের সোডাই পর্যাপ্ত। অনেকে এক ভাগ মাত্র কুসুম ফুলে ৬ভাগ সোডা মিশাইয়া রং বাহির করিয়া থাকে। দেশীয় রংওয়ালারা প্রথমে কুসুম ফুলের পাব্‌ড়ীগুলিকে ঢেকিতে কুটিয়া লইয়া গুস্ত্র চূর্ণে পরিণত করে, তাহার পর কয়েক ঘণ্টা শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পুনরায় অধিক পরিমাণ জলে পুনঃপুনঃ ধৌত করে। যখন এইরূপে কাচিতে কাচিতে আর রং বাহির হয় না তখনই ধৌত কার্য শেষ করিয়া উহার সহিত অল্প অল্প সোডা মিশাইয়া দলাই মলাই করিতে থাকে, এইরূপ করিতে করিতে যখন কুসুমফুলের মর্দিত পাব্‌ড়ীগুলি ঘোর লাল হইয়া উঠে, তখনও আশ্বে আশ্বে সোডা মিশাইতে মিশাইতে যখন সেই ঘোর রংটা কাটিয়া ফিকে হইতে থাকে, তখনই সোডা মিশাল বন্ধ করিয়া দেয়। খুব বেশী সোডা বা সাজী দিলেও রং ধারাপ হইতে পারে তাহাও মনে রাখা উচিত। দেশী রঞ্জকগণ সোডার বিশেষ কোন

ধরা কাটা মাপ রাখে না বটে, কিন্তু কাজ করিতে করিতে তাহাদের একটা পরিমাণ ধারণা হইয়া উঠে।

এই অবস্থায় সোডা মিশ্রিত কুসুম ফুলটাকে একটা গামছা বা কাপড়ের থলিয়ায় মধ্যে দিয়া ঝুলাইয়া রাখে এবং আশ্বে আশ্বে মধ্যে মধ্যে জল দিতে থাকে। এই থলিয়া যেখানে ঝুলান থাকে, তাহার নীচেই একটা পাত্র রাখিয়া দেয়, সেই পাত্রে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া রং পড়িতে থাকে। এই রং তখন ময়লা দেখায়। কিন্তু এই রংএ কাপড় ভিজাইয়া লেবুর রস মিশ্রিত জলে কাপড় ধানি ডুবাইলেই ঘোর লাল রং হইয়া যায়।

তাহার পর কাপড় ধানিকে নিংড়াইয়া ঠাণ্ডা জায়গায় শুক করিয়া লইতে হয়, কারণ কুসুমফুলে রঞ্জিত কাপড় রোজে শুক করিয়া লইলে ইহার রঙের উজ্জ্বলতা কমিয়া যায়।

ঝুলির ফুলে আবার সোডা মিশাইয়া পুনঃ পুনঃ মর্দন করিলে আরও ২৫বার রং করা চলে।

ইহার বাজ হইতে তৈল বাহির করা হয়। তাহার প্রক্রিয়া, বীজ গুলিকে ঢেকিতে কুটিয়া লইয়া একটা পাত্র জল পূর্ণ করিয়া আঙুণে চড়াইতে হয়। ফুটিতে ফুটিতে উপরে ইহার তৈল ভাসিয়া উঠে, সেই তৈল সাবধানে বাটী বা হাতা দ্বারা তুলিয়া লইতে হয়। ইহা অন্য কোন বিশেষ কাজে লাগে না, কেবল জ্বালানই চলে।

বীজকে ভাজিয়া চাল কলাই ভাজার সহিত খাইতে বেশ মুখপ্রিয় বটে, কিন্তু অধিক খাইলে উদরাময় হয়।

কার্পাস চাষের স্থায় কুসুমের চাষও লুপ্ত প্রায় হইতেছে। পুনরায় ইহার চাষ করিলে ভাল হয়। কচি বেলায় ইহার কোমল ডগী গুলি শাকরূপেও লোকে খাইয়া থাকে।

কুসুম বীজকে কলে পেশাই করিয়া যে তৈল বাহির করা হয়, তাহা পরিষ্কার ঘুতের মত রংহীন, সেইজন্য ঘুতের সহিত দুই ব্যবসায়ীগণ মিশাইয়া থাকে। অথবা তিল তৈলের সহিত মিশাইয়া দেয়। ইহাকে বলে কোল্ডড্রন তৈল। পুরোক্ত উপায়ে গরম করিয়া যে তৈল বাহির হয়, তাহার অধিকাংশ পোড়ান হয়, এখন চামড়ায় ব্যবহার করা হয় সেইজন্য সহজে চামড়ায় ঠাণ্ডা লাগিতে পার না। গবর্ণমেন্ট রিপোর্টে দেখা যায়, ইহার বীজে শতকরা ২৫ ভাগ মাত্র তৈল পাওয়া যায়। এখনও যে কিছু কিছু কুসুম ফুল রপ্তানী হইয়া যায়, তাহা আমেরিকান-গাই লইয়া থাকে।

(সম্পাদক)।

আকন্দ।

(কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন)

আকন্দের গাছ বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো গৃহস্থের বাড়ীতেও ইহা যত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে। ঝাঁহাদিগের বাটীতে এই গাছটা নাই, তাঁহারা যেন প্রাক্কনের এক পার্শ্বে এই বনৌষধিকে একটু স্থান প্রদান করেন। সহস্র হাসনা হেনা অপেক্ষা একটা আকন্দের গাছে মহৎ উপকার সাধিত করিয়া থাকে।

এই আকন্দের সংস্কৃত নাম অর্ক— আকন্দ, অলর্ক, শ্বেতপুষ্প, রক্তপুষ্প ইত্যাদি।

এইবার আমরা ইহার গুণ-পরিচয় প্রদান করিব।

আকন্দের পত্র, মূল, আঠা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্বেত ও রক্ত ভেদে দুইপ্রকার আকন্দ। উভয়েরই গুণ প্রায় তুল্য।

আর কেন ? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতেছিল, তৎপর লউন।

শ্লেষ্মাধিক্য রোগে—অর্কপত্র।

বুকে সর্দি বসিলে আকন্দের পাতার উপর দিকে পুরাতন ঘৃত মাখাইয়া, ঈষদ্বৎ করতঃ বুকে বসাইয়া দিবে, তত্ক্ষণে পোষ্টনী-বন্ধ নেকড়া উত্তপ্ত করিয়া শ্বেদ দিবে, ইহাতে বুকে শ্লেষ্মা সরল হইয়া উঠিয়া যাইবে। নিউমোনিয়া রোগে এই শ্বেদ বিশেষ ফলপ্রদ। শ্বেদ অন্তে তুলি দ্বারা বুক বাধিয়া রাখিবে। যে কোন রোগে বুকে সর্দি (কফ) বসিয়া যায়, তাহাতেই এই শ্বেদ উপকার দর্শে।

বাতজ্ব অর্শে—অর্কপত্র।

আকন্দের কোমল পত্র যে পরিমাণ লইবে, মিলিত পঞ্চলবণ তাহার এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করিবে, পরে কিঞ্চিৎ তিল, তৈল ও আমরুলের শাকের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া অন্তর্ধূমে ভক্ষ্য করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে, এই ক্ষার সিকি পরিমাণে উষ্ণোদকের সহিত পান করিলে বাতজ্ব অর্শ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

প্লীহা রোগে—অর্কপত্র।

আকন্দের পত্র যে পরিমাণ গ্রহণ করিবে সৈন্ধব লবণ তাহার এক চতুর্থাংশ লইবে। একটা মাটির হাঁড়ীর মধ্যে একটি একটি করিয়া আকন্দের পাতা বিছাইয়া দিবে, তাহার উপর সৈন্ধব চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে। পুনরায় আর এক গ্রন্থ পাতা পাতাইবে, তত্ক্ষণে পুনরায় সৈন্ধব চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে, এইরূপে পত্রগুলি ও সৈন্ধব চূর্ণ উপযুক্তপরি রাখিয়া একখানি সরিষা দ্বারা হাঁড়ীটার মুখ কদমাস্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা লেপন করিয়া সরিষা ও হাঁড়ীর সংযোগস্থান বন্ধ করা দিবে, এক ঘণ্টা পরিমাণ সময় ব্যাপিয়া এই হাঁড়ীটি জলন্ত অগ্নির উপরে রাখিয়া নামাইবে, এইরূপে অন্তর্ধূমে ক্ষার প্রস্তুত হইবে, শীতল হইলে

হাঁড়ীর সরিষা খুলিয়া ক্ষার গ্রহণ করিবে। এই ক্ষার সিকি পরিমাণ প্রত্যহ দধির মাতের সহিত সেবন করিলে অতি প্রবৃদ্ধ প্লীহা নষ্ট হইয়া থাকে। ইহাকে অর্ক লবণ বলে।

উরুস্তম্ভে—অর্কপত্র।

উরুস্তম্ভ রোগীকে লবণ বর্জিত তৈলাক্ত অর্কপত্র জলে সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করাইবে।

শ্বাস রোগে—অর্কপত্র ও পুষ্প।

আকন্দের পত্র ও পুষ্প সমানভাগে গ্রহণ করিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে, এই কাথে যবের চাউন ৭ বার ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণিত যবতণ্ডুল দুই আনা মাত্রায় লইয়া মধুর সহিত সেবন করাইলে শ্বাস রোগ উপশমিত হয়।

আকন্দের মূলের ছাল চূর্ণ আকন্দের আঠায় ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, এই চূর্ণ দ্বারা তামাকের পাতা বেটন করিয়া চুকট প্রস্তুত করিয়া অগ্নি সংযোগে ধূম পান করিলে শ্বাস রোগ নিবৃত্তি হয়।

উদরাগ্নানে—অর্কপত্র।

উদরাগ্নান হইলে আকন্দের পত্রে তৈল মাখাইয়া উদর বেটনপূর্বক বাধিয়া রাখিলে পেট ফাঁপার উপশম হয়।

আকন্দ পাতার প্রলেপ বেদনা ও ফুলার পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ।

কোষবৃদ্ধি বা কুরণ রোগ।

আকন্দ মূলের ছাল কাঁজিতে বাটিয়া কুরণে প্রলেপ দিলে অতি বড় কুরণও বিনষ্ট হয়। উক্ত প্রলেপ গোদে ব্যবহার করিলে পোদ নষ্ট হয়। একশিরা রোগে আকন্দের পত্র দ্বারা কোষ বেটন করিয়া বন্ধন করিয়া রাখিলে একশিরা আরোগ্য হয়।

মুখে মেচেতা (কালো কালো দাগ) পড়িলে আকন্দের আঠার সহিত হরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে মেচেতা আরোগ্য হয়।

চোক উঠায়—আকন্দমূলের ছাল।

আকন্দমূলের ছাল ১ তোলা কুড়িত করিয়া এক পোয়া জলে সিদ্ধ করিবে, ১৫ মিনিট সিদ্ধ হইলে উহা শীতল করিয়া দিবসে ২১০ বার ৪৫ ফোঁটা করিয়া চক্ষে প্রদান করিবে। চক্ষু চুলকানি, লাল হওয়া বেদনা ও হার বোধ ও চক্ষুর পিচুটির গায় হইয়া চোক ওঠা আরোগ্য হয়।

কর্ণশূলে—আকন্দ।

আকন্দ পত্র উত্তপ্ত করিয়া নিম্পীড়ন করতঃ রস বাহির করিবে, এই ঈষদ্বৎ রস কর্ণাভ্যন্তরে ২১ ফোঁটা নিক্ষেপ করিলে কর্ণশূল (কাণের মধ্যে বেদনা) নিবৃত্তি হয়।

কুকুর দংশন বিধে—আকন্দ।

উত্তমরূপে কুড়িত তিল ২ তোলা, ইক্ষু শুড় ২ তোলা, এবং কিছু শুষ্ক আকন্দের আঠা (এক সিকি) একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে কুকুর দংশিত বিধ নষ্ট হয়।

কুষ্ঠ রোগে—আকন্দ।

যে কুষ্ঠ রোগীর ক্ষতে পোকা জন্মিয়াছে, তাহাতে শ্বেত ও রক্ত আকন্দের মূল, পত্র ও ডাঁটার সহিত সম পরিমাণ ছাতিমছাল লইয়া কাথ করিয়া এই কাথ পান করাইলে কুষ্ঠের কৃমি নষ্ট হয়।

বাত বেদনায়—আকন্দ।

কোন স্থানে বাত জনিত বেদনা কিম্বা আঘাত জনিত ফুলিলে আকন্দের পত্র গরম করিয়া বাধিয়া রাখিলে বেদনা ও ফুলার উপশম হয়।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর হউন।

বুশ্চিক দংশনে—আকন্দ ।

বিছা, ভিমরুল বা বেলতা দংশিত স্থানে
আকন্দের আঠা লাগাইলে জ্বালা নিবৃত্তি হয় ।

বেদনা ও ক্ষীতিযুক্ত সন্ধিহানে আকন্দের
আঠার প্রলেপ বিশেষ উপকারী ।

জানিয়া রাখা উচিত, আকন্দের আঠা
বিষাক্ত, উহা উদরস্থ হইলে অতি বিরেচন
ও অতি বমন হয় । চোখে লাগিলে চক্ষুর
হানি করে । এজন্য আকন্দের আঠার
ব্যবহার অতি সাবধানে করা উচিত ।

(আয়ুর্বেদ)

সুভাষ বাবুর স্বাস্থ্য ।

আমরা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত
হইলাম যে, শিলং শৈলে গমনের ফলে,
শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু মহাশয়ের স্বাস্থ্যের
উন্নতি পন্নিলকিত হইতেছে । তাঁহার
সহোদয় ডাক্তার সুনীল চন্দ্র বসু শিলং
হইতে সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, তথায়
১৫ দিন অকস্মাতঃ কলে সুভাষ বাবুর
স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে, তাঁহার শরীরের
উত্তাপ ৯৯ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠিতেছে, তাঁহার
নিদ্রাও পূর্বাপেক্ষা ভাল হইতেছে । এখন
তাহাকে বাতীর মধ্যে একটু পাদচারণা
করিতে দেওয়া হইতেছে । যদি এই ভাবে
স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, তবে তাঁহাকে এক
সপ্তাহের মধ্যে মোটার গাড়ীতে করিয়া
সম্মতিকালে ভ্রমণ করিতে দেওয়া হইবে ।
ভারতের কোটি কোটি লোক আন্তরিকতা
সহকারে যাহার আরোগ্য কামনায় ভগবানের
নিকট প্রার্থনা করিতেছে, ভগবান তাঁহাকে
অচিরে নিরাময় করিবেন, এ বিশ্বাস আমরা
হারাই নাই ।

বাঙ্গালার বয়ন-শিল্প ।

—:—

বার্ষিক সরকারী বিবরণ ।

(ক্রী প্রেস)

কলিকাতা, ১৬ই জুলাই ।

বাঙ্গালার শিল্প বিভাগের ১৯২৬
খৃষ্টাব্দের বার্ষিক বিবরণে বলা হইয়াছে,
“ভারতের উটজশিল্পের মধ্যে বয়ন সর্বোৎ-
কৃষ্ট ।” নিম্নলিখিত হিসাব বিবরণ হইতেই
বয়নশিল্পের আর্থিক উপযোগিতা প্রতীয়মান
হইবে :—

১৯১১ অব্দের হিসাবে প্রকাশ, উক্ত
বর্ষে তাঁত বোনা কার্যে ২ লক্ষ ১০ হাজার
লোক সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত ছিল এবং অন্ততঃ
৫ লক্ষ লোক জীবিকার জন্য তাঁতের উপর
আংশিক ভাবে নির্ভর করিত । বাঙ্গালায়
প্রায় ১ লক্ষ ৫৩ হাজার হাত তাঁত ছিল,
তন্মধ্যে মাত্র ৫২ হাজার তাঁত অর্থাৎ শতকরা
প্রায় ৩৪টি মাত্র তাঁতে ঠকঠক সংযুক্ত
ছিল । ঐ সকল তাঁত হইতে অন্ততঃ ১
কোটি ৩৪ লক্ষ গজ কাপড় প্রস্তুত হইয়াছিল,
উহার দাম প্রায় সাড়ে ৬ কোটি টাকা ।
ভারতবর্ষে বৎসরে যে কাপড় ব্যবহৃত
হয়, তাহার মধ্যে বোম্বাই হইতে ১৭৫
কোটি গজ ; বিদেশ হইতে ১৭৫ কোটি গজ
এবং হাত তাঁত হইতে ১২০ কোটি গজ বস্ত্র
সরবরাহ হয় ।

বৎসর বৎসর এই হিসাবের পরিবর্তন
হয় বটে, কিন্তু হাত তাঁতের আর্থিক উপ-
যোগিতা সম্বন্ধে উহা হইতে যথেষ্ট ধারণা
জন্মিবে ।

প্রাচীন কালের হাত মাকু ব্যবহার
জন্য বয়ন-শিল্প বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত
হইতেছে । বয়নকারিগণ যদি ঠকঠকি

মাকু ব্যবহার করে, তাহা হইলে এক সময়ের
মধ্যে একই পরিমাণে দিগুণ বস্ত্র প্রস্তুত হইতে
পারিবে ।

সেটেলমেন্ট আদালত ।

বর্তমান জেলার সদর, কালনা ও
কাটোয়া মহকুমার সেটেলমেন্ট আসন্ন-
প্রায় । এই সেটেলমেন্টের মধ্যে অমির
অধিকারিদের বাধ্য হইয়া বছবার ঘর আর
আদালত করিতে হইবে, অথচ গুনা যাই-
তেছে যে, গভর্ণমেন্ট বর্তমানের সেটেলমেন্ট
আদালত বর্তমানে স্থাপিত না করিয়া
তাহা চুঁচুড়ায় লইয়া যাইতেই কৃতসঙ্কল্প ।
অজুহাত, নাকি উপযুক্ত আদালত গৃহের
অভাব । সরকারের শাসন পদ্ধতির
“আন্তের কথা” জানিবার মত খুঁটত
আমাদের নাই, তবে আদালত গৃহের
অভাবই যদি সত্যকার প্রতিবন্ধক হইয়া
থাকে, তাহা হইলে সে প্রতিবন্ধক যে
মনগড়া, একথা বলিবার যথেষ্টই হেতু
আছে । যেহেতু বর্তমানে সেরূপ আদালত
গৃহের অভাব সত্য নাইই, বরং প্রাচুর্য্যই
আছে ।

সব চেয়ে বড় কথা এই যে, দরিদ্র
প্রজারা বর্তমান জেলার এক প্রান্ত
হইতে জেলার অন্য প্রান্ত অতিক্রম
করিয়া চুঁচুড়ায় যাইবে, তাহাদের ক্ষুদ্র
অধিকারটুকু রক্ষা করিতে এবং তাতে
তাহাদের যে হায়রাণী, যে অর্থনাশ
হইবে, তাহা উপলব্ধি করিবার মত দরদ
শুধু সরকারের নয়, কোন বেসরকারীরও
নাই । আর একবার গিয়াও নিশ্চিন্তি
নাই, কেননা,—

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না ।

বঙ্গীয় প্রজাসভ আইনের ১০৩, ১০৫ এবং, ১০৬ ধারার ধারাই এইরূপ যে, দলিল পত্র, সাক্ষী সাবুদ লইয়া প্রজাকে অন্ততঃ ৮,১০ বার আদালতের শরণাপন্ন হইতেই হইবে। তারপর, আপিল হইলে কিন্তু সেই প্রজাকে আবার বর্ধমানের মকদ্দমা চালাইতে হইবে।

আসানসোল মহকুমায় যখন সেটেল-মেন্ট হয়, তখন মকদ্দমার অধিকাংশ পুরুলিয়ায় মীমাংসিত হওয়ার এতদঞ্চলের প্রজার যে কিরূপ কষ্ট হইয়াছিল, সে সংবাদ অবশ্যই সরকারের কিছু কিছু জানা আছে; জানা অন্ততঃ উচিত। যাহাই হউক, দরিদ্র পল্লীবাসী প্রজার পক্ষ হইতে আমরা বর্ধমানের বিভাগীয় কমিশনার, জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এবং সর্বোপরি সেটেলমেন্টের উপরওয়াল। নদীয়াধিপতি মহারাজ কৌশীশচন্দ্রের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহাদের ইচ্ছার উপরই ব্যাপারটা নির্ভর করিতেছে। প্রজার এই জ্ঞায্য আবেদনটিকে গ্রাহ্য করিয়া আশা করি, তাঁহারা শাসকোচিত সহৃদয়তার পরিচয় দিয়া জেলাবাসীর ধন্যবাদাই হইবেন। শক্তি—বর্ধমান।

খুচরা কথা।

নরমেহে ২৪ খানা অস্থি আছে।

গড়ে প্রত্যেক মানুষের মস্তিষ্কের ওজন ৩ পাউণ্ড, প্রত্যেক জীলোকের মস্তিষ্ক ২ পাউণ্ড ১১ আউন্স। মানুষের হৃদযন্ত্র সারা দিনে ২২১৬০ বার স্পন্দিত হয়। ত্বপেলে ইহাপেক্ষাও স্পন্দন বৃদ্ধি হয়ে যায়।

১৫৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ইংলণ্ডের লোক কপি, ফুলকপি যে খাদ্য তা জানতো না। কাফি ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম আনিত হয়।

মৌ-চাকের প্রত্যেক স্কোয়ার ইঞ্চিতে ২০০০ কোষ থাকে।

একটা গাভী সারা দিবারাজে ১০০ পাউণ্ড কাঁচা ঘাস উদরস্থ করে।

২৩০০ গুটি পোকা ১ পাউণ্ড রেশম উৎপন্ন করে।

মৌ মাছিদের রানী Queen Bee ১০০০০০০ ডিম্ব একটা ঋতুতে প্রসব করে থাকে।

১ পাউণ্ড—মাকড়সার জাল উৎপন্ন করতে ২৭৩০০ মাকড়া আবশ্যক।

১৫০৮ খৃঃ ইংলণ্ডে প্রথম চা ব্যবহৃত হয়ে ছিল।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম নিলাম করিয়া বিক্রি পরিচিতি হয়, তার আগে এরা নিলামে বিক্রি কতে জানতো না।

২৭ খৃঃ ভারত হ'তে ইংলণ্ডে প্রথম রেশম নিয়ে যাওয়া হ'য়ে ছিল। ভারতের রেশমের বস্ত্র জেতায়ুগের আগে পরিচিত ছিল। এই সুসভ্য ভারতবাসীকে ইয়ো-রোপের অনেক দেশেই অসভ্য জাতি বলে ধারণা আছে।

কলোজ নামক স্থানে একজন সন্তাসি দ্বারা সর্ব প্রথম ১২ খৃঃ বাকদ আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু আমাদের শুক্রনীতিতে বাকদ এবং নালিক অজ্ঞের উল্লেখ দেখে বোধ হয় ভারত ইয়ো-রোপ অপেক্ষা বহু পূর্বে বাকদের ব্যবহার জানতো।

১৪৭১ খৃঃ কাকদটন ইংলণ্ডে প্রথম ছাপা-খানা আনিয়া ছিলেন।

১৫২০ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে প্রথম ছরবী-ক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল।

মহাজন বাক্য।

কথা অপেক্ষা কাড়ই ভাল, এইটা সর্বদাই স্মরণ রাখবে।

সুনিশ্চিত ছাড়িয়া কদাচ অনিশ্চিতের পিছনে ছুটিও না, এতে উৎসাহ, এবং আশা নষ্ট হ'য়ে যাবে।

ক্রমাগত দুঃখ দুর্দশার কথা ভাবিলে দুঃখ দুর্দশাতো কমেই না, বরং দ্বিগুণ বৃদ্ধি হ'য়ে যায়। আলোকের পর অন্ধকার, অন্ধকারের পর আলো, সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ এ ঘটবেই। ধৈর্য ধারণ করে এর প্রতিকার হয়।

অভিজগণ বলে থাকেন, “মিতব্যয়িতা নিষের টাকশাল” মিতব্যয়ীর অর্থাতাব হয় না। Economy is the household mint.

যা তোমার অনাবশ্যক, তা' সস্তা হলেও কিনো না। অনেক লোক সস্তা বলে অনেক অনাবশ্যকীয় জিনিষ কিনে শেষে অভাবে পড়ে।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

কৃষিকথা ।

আম ও কাঁঠাল গাছ এবং
তাহা রোপনের দূরত্ব ।

কোন বাগানে ঘন ঘন আম গাছ
বসাইলে তাহার ফল ভাল হয় না। গাছ
কুশ এবং ফল ছোট হয়। কৃষিতত্ত্বে
পারদর্শিনী বিদূষী খনার উপদেশ :—

হাত বিশ করি ফাঁক,

আম কাঁঠাল পুতে রাখ ।

গাছ গাছালি ঘন সবে না ।

গাছ হবে তার ফল হবে না ॥

আম কাঁঠাল গাছ অন্ততঃ কুড়ি হাত
অন্তর না বসাইলে তাহার ফল হয় না, হলেও
ভাল হয় না। কিন্তু এদেশের অনেকে
ঘন গাছ বসাইয়া বিষম ভুল করিয়া থাকেন।
বরং কাঁঠাল গাছ ১০।১৫ হাত দূরে বসাইলে
তত অনিষ্ট হয় না, কিন্তু আম গাছ অন্ততঃ
২০ হাত দূরে নিশ্চয়ই বসাইতে হয়, তাহার
ফল ভাল হয়, গাছও বাড়ে। কোন কোন
বিশেষজ্ঞ বলেন যে, প্রত্যেক গাছ অন্ততঃ
৬০ ফুট অর্থাৎ ৪০ হাত দূরে বসান উচিত।
এক বিঘা জমিতে এই প্রণালীতে গাছ
রোপন করিলে ২।১০টির অধিক গাছ
থাকিতে পারে না, কিন্তু ঘন সন্নিবিষ্ট ১০০
গাছের যে প্রকার ফল জন্মে, এই নয়টি
গাছেই সেই পরিমাণ অথচ পুষ্টল সুমিষ্ট
ফল জন্মিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমাদের বাঙ্গলা দেশের বাগানে দেখা যায়,
ঘন সন্নিবিষ্ট বহু গাছ আছে কিন্তু গাছগুলি
সতেজও নহে, সকল গাছে আদৌ ফল হয়
না। কিন্তু মাঠের মধ্যে যেখানে মাত্র
একটি গাছ আছে, সেই এখানে গাছের
প্রত্যেক শাখা প্রশাখায় এত আম ধরে যে
সমস্ত বাগানের আম তাহার এক

চতুর্থাংশেরও সমান হয় না অথচ ফল
ছোট কদাকার এবং অতিশয় টক হয়।
স্বাধীন ভাবে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতে
না পারাই ইহার কারণ। বর্ষার সময়
আমাদের অনেক গ্রাহক পাঠক হয় ত
আম্র বৃক্ষ রোপনের যত্নবান হইতে পারেন,
সেইজন্য এই সময় এই কথাটা উত্থাপন
করিলাম। অন্ততঃ তাঁহারা খণার বচন
অমুসায়েও বৃক্ষ রোপণ করিবেন। তাহাতে
আশাতীত ফল ফলিবে।

সেকালের চলিত প্রথা ।

আমাদের দেশে স্বাস্থ্য এবং খাদ্য
সম্বন্ধে অনেকগুলি চলিত কথা আছে।
সেই সকল চলিত কথা অসার নয়, উদ্দেশ্য
বিহীন নয়।

প্রবাদ আছে :—

ভাদ্র মাসে তালের পিঠা

আখিনে শশা মিঠা

কার্তিকে ওল অম্রাণে খলুনের ঝোল
পৌষে কাঁজি মাঘে তৈল (সসপটৈল)
ফাগুনে গুড় আদা বেল। চৈতে গীমা
তিতা, বৈশাখে ঘো নালতা। জ্যৈষ্ঠে খই
আষাড়ে দৈ। শ্রাবণে ঘোল পাস্তা তবে হয়,
শরীরের কাস্তা।

ভাদ্র মাসে চালগুড়ি, তালের মাড়ী,
গুড় দিয়া তালের পিঠে হয়, ইহা স্বাস্থ্য
গুরুপাক হইলে পিত্ত নাশক।

আখিনের শশা সুমিষ্ট হয় এবং স্নিগ্ধ
কারক।

এখানে শ্রাবণ মাস হইতে লোকে ওল
খাইতে আরম্ভ করিয়া কার্তিকমাস পর্যন্ত
চলাইয়া থাকে। এই ওল বৈজ্ঞানিক সারক
কক অর্শ গ্রীহা এবং গুল্মরোগ নাশক। অর্শ-
রোগে ইহা অতি প্রয়োজনীয় সুপথ্য।

জাকারী মতে ইহা সারক, অর্শ, গৃহিণী এবং
দৌর্বল্যানাশক। অগ্রহায়ণে খলুনে মাছের
ঝোল এবং পৌষ মাসে কাঁজী (আমানী) হিত
কর এবং মুখরোচক। মাঘমাসে তৈল মর্দন,
ফাগুনে ইক্ষু ও ইক্ষু গুড় আদা বেল ভাল।
চৈত্রমাসে গীমে নামক একপ্রকার তিক্ত
শাক খাইতেও ভাল এবং স্বাস্থ্যের পক্ষেও
হিত জনক। বৈশাখ মাসে ঘৃত নালতে
(তিক্ত) ভাল। জ্যৈষ্ঠমাসে খই, আর
আষাঢ় মাসে দধি ভক্ষণ প্রশস্ত। শ্রাবণ মাসে
ঝোল এবং পাস্তা ভাত স্নিগ্ধকর। এইরূপ
বারমাসে আমাদের স্বাস্থ্যের এবং কৃষির
জন্য হিতকর ব্যবস্থা ছিল, আমরা এখন
পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া দে কালের
বিধি বিহিত ব্যবস্থা অবজ্ঞা করিয়া চা,
ডিম্ব, কটলেট অথবা মাংসাদিতে রুচি
করিয়া লইয়াছি। ইহার ফল অকাল মৃত্যু।

আপনি যদি এপর্যন্ত “কাজের
লোক” পত্রের গ্রাহক না হইয়া থাকেন,
তৎপর গ্রাহক হইয়া আমাদের
উৎসাহিত করিবেন, ইহাতে অনেকই
আবশ্যকীয় তথ্য থাকে। পুরাতন
ভলিউম গুলি অবশ্য গ্রহণ করিবেন,
সেগুলিতে শিক্ষার বহু বিষয়ই
আছে।

আর কেন ? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতেচলিল, তৎপর লউন।

Home Industries.

গার্হস্থ্য-শিল্প।

TO GILD WITHOUT GOLD.

স্বর্ণ-ব্যতিরেকে গিল্টি করিবার
উপায়।

শুক জাক্রাণকে উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ
মিহি এবং মোলায়েম করিয়া লইয়া তাহার
সহিত বিশুদ্ধ হরিদ্রা বর্ণের orpin অর্পণ
সমভাবে মিশাইয়া লইয়া মাড়িয়া ফেল।
এইরূপ অবস্থায় একটা জারের মধ্যে পুরিয়া
সেই জারটাকে আস্তবলের সার দ্বারা ঢাকিয়া
৩ সপ্তাহ কাল রাখিয়া দাও, তাহার পর যে
জিনিসটা হইবে, তাহা দ্বারা সোণালী পেণ্ট
বা সোণার পাত (Gold leaf) দ্বারা যে
কার্য্য হইত সেই কাজই হইবে।

চীনা মাটির জিনিস জুড়িবার
সিমেণ্ট।

অর্ক আউল ওজনের গম আকাসিয়া চূর্ণ
—লইয়া এইটা ছোট মদের গ্লাসের অর্ধাংশ
১ আউল ফুটন্ত জলে ফেলিয়া উত্তমরূপে
গলাইয়া ফেল, তাহার পর ইহার সহিত
প্যারিস্ প্লাষ্টার মিশাইয়া যতটুকু গাঢ় করিয়া
লওয়া আবশ্যক, ততটুকু গাঢ় করিয়া লইয়া
ভাঙ্গা বাসন, পুতুল বা খেলনার ভাঙ্গা মুখ
হুতীতে লাগাইয়া জুড়িয়া দিয়া বাকিয়া
রাখিবে এবং অতিরিক্ত সীমেণ্ট গুলি যাহা
জোড়া লাগাইবার পর বাহির হইয়া পড়িবে,
তাহা চাঁচিয়া ফেলিয়া দিবে। এই জোড়া
বেমালুম জুড়িয়া যাইবে, সহজে খুলিবে না।

Oil of Flowers.

কেমন করিয়া ফুল হইতে
সুগন্ধ তৈল প্রস্তুত
করা যায়।

খুব উৎকৃষ্ট ফ্লোরেন্স বা সুইট অয়েলে
তুলা ভিজাইয়া একটা চীনা মাটির ডিস্ বা
পাত্রে বিছাইয়া দাও। সেই তৈলাক্ত
তুলায় উপর খুব সৌরভময় যথা গোলাপ
বেল, জুই চাঁপা বকুল যে ফুল তোমার পছন্দ,
তাহার একটা স্তর সাজাইয়া আবার তাহার
উপর এক স্তর তৈলাক্ত তুলা বিছাইয়া দাও।
এইরূপে স্তরে স্তরে ফুল ও তুলা সাজাইয়া
পাত্ৰটি পূর্ণ করিয়া প্রায় এক সপ্তাহ কাল
রোজ্রে রাখিয়া দাও। তাহার পর ফুল
গুলি ফেলিয়া দিয়া সৌরভময় তুলা গুলিকে
নিংড়াইয়া একটা পরিষ্কার কাচের শিশিতে
বা জারে তৈলটুকু রক্ষা কর। এই তৈল
পুষ্পগন্ধ প্রাপ্ত হইবে এবং যে তুলা
নিংড়াইয়া রাখিয়াছ, তাহাও এত সুগন্ধ
ময় হইবে যে তোমায় পোষাক পরিচ্ছদের
সহিত এক কোণে রাখিয়া দিলে সমস্ত
কাপড় চোপড় পুষ্পগন্ধে ভরপুর হইয়া
উঠিবে।

“কাজের লোক” ২১ বৎসরের
পুরাতন কাগজ—ইহাতে বিজ্ঞাপন
দিবেন। লিখিলেই বিজ্ঞাপনের হার ও
নিয়মাবলী পাঠাইয়া দিব, আমাদের
দরও স্থলভ।

পাগল দা।

আমাদের বাড়ীর কাছে সেকলে একটা
বুড়ো পাগলদা থাকে। তাঁকে পাড়া
প্রতিবাসী পাগলদা বলেই ডাকে।
চিরকালের দেওয়া সেই পাগলদা নামটি
আমাদের কচিকাচাদের মধ্যে শীঘ্রই প্রভাব
বিস্তার করে ফেললে। পাগলদা গান গাহিত,
আমরা অবাক হয়ে শুনতুম, পাগলদা নাচত,
আমরা হাঁ করে দেখতুম, দেখতে দেখতে
পাগলদা আমাদের মনটা চুরি করে নিলে—
মস্ত একটা ডাকাতির মত। আমরা সব
কান্দতে শুরু করে দিলুম, আর সকলে এক
সঙ্গে বললুম, “তোমার সঙ্গে আড়ি ভাই,
আর কথা কইব না।” পাগলদার মুখ শুকিয়ে
গেল, চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে
লাগল। আমরা হাততালি দিয়ে কলা
দেখিয়ে চলে যাচ্ছি, এমন সময় পাগলদা
ছুটে এসে বললে, “হ্যাঁ ভাই। তোরা আমায়
সব একা কলে চলে যাচ্ছিস—তোরা এত
নিষ্ঠুর কেন ভাই?” আমরা সব বলতে
আরম্ভ করলুম, “না ভাই তোমার সঙ্গে
খেলা করলে বাবা দাদারা বলেন, তোরাও
সব ওর মত পাগল হয়ে যাবি।” আমরা
যখন সব দল বেঁধে বাড়ী যাচ্ছি, এমন সময়
বীণা বলে উঠল, “আমি কিন্তু তাই পাগলদার
সঙ্গে না কথা কয়ে থাকতে পারব না।
পাগলদার বাণী, পাগলদার গান, আমার
প্রাণে কেমন একটা স্বর বাজিয়ে দিয়েছে,
তাই আমার হৃদয়ে আশা আকাঙ্ক্ষার
স্বরধনী। দেখ ভাই, পাগলদার জন্তে আমার
বুকটা কি রকম ধড়াস ধড়াস করছে, আমার
প্রাণটা কি রকম গুমরে কেঁদে উঠছে, না
ভাই তোরা সব বাড়ী যা, আমি পাগলদার
কাছে গিয়ে বাণী বাজাইগে।” পাগলদা
বাস্তবিক ভূমি একটা মস্ত বড় পাগল, সৃষ্টির

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

চির নিয়ম গভীর বাইরে তোমার খেইহারা।
আবোল তাবোল বকুনি এক নূতন
স্বরে বিশ্ব-ভুবন প্রাবিত করেছে। পাগলদা!
তুমি পাগল না প্রতিভাবান? কিন্তু
পাগলামি ও প্রতিভার মধ্যে তফাৎ
কি? দুই আসে, দুই চলে যায়।
পাগলা নিমাইকে আমরা পাগল হলেও
তো ভক্তি করি, ভোলানাথ মিনি আমাদের
শান্তে আনন্দময়, তিনি সকল দেবতার মধ্যে
খাপছাড়া—পাগল! স্থষ্টির ব্যতিক্রম করাই
পাগলামি।

তখন সন্ধ্যা হয়েছে, আকাশটা তখনও
একটু একটু ফরসা দেখাচ্ছে, পাগলদা সেই
সময়ে বাঁশী নিয়ে একটা মস্ত মাঠের উপর
বসে প্রাণভরে বাজাচ্ছিল, আর চোখ দিয়ে
জলের ফোঁটা টস্ টস্ করে পড়ছিল, বাঁশী
পিছন থেকে এসেই তার চোখ টিপে ধরেই
তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিয়ে কত আদর করে
বলে উঠল "পাগলদা তুমি কাদছ কেন ভাই,
তোমার কি কেউ মেরেছে?"

না বাঁশু, আমায় কেউ মারেনি, কিন্তু
বাঁশু তোরা যে ভাই সকলে মিলে আমায়
ফেলে চলে গেলি, ভাই আমি একা...

কেন, কেন পাগলদা, আমি যে ভাই
তোমার অন্তে তাদের কাছ থেকে চলে
এসেছি, পাগলদা তুমি আমায় ভালবাস?

বাসি বাঁশু.....!

তুমি আমায় নূতন নূতন খেলা কিনে
দেবে, আমি সব গুছিয়ে গাছিয়ে একটা
নূতন খেলাঘর তৈরী করব। আর তোমার
মত যারা পাগল, তাদের ভাত খাওয়াবে,
কত গান গেয়ে শোনাব। কেমন পাগলদা,
আমায় নূতন খেলা কিনে দেবে ত, যদি না
দাও, তোমার সঙ্গে আমিও আড়ি করে
দেব।

আমার চিরজুখী পাগলদার বৃকে একটা
প্রাণের সাড়া জেগে উঠল, একটা খাপছাড়া
অনিয়মের ঘর স্থষ্টি করবে এই চিরকালের
অন্তঃসারমুখ নিয়মের স্বর্ণ মন্দির ভেঙ্গে।
পাগলদা পাগলামির স্বর খুব পুরদমে চালিয়ে
দিলে, কিন্তু হায়, জানি না বিধাতার কোন
নিষ্ঠুর সঙ্কেতে সে স্বর চোখের জলে পরিণত
হলো। পাগলদা সাঁঝের বেলা বসে আপন
মনে বাঁশী বাজাচ্ছিল, বাঁশী হাসতে হাসতে
বলে, পাগলদা আমায় একটু তোমার কোলে
শুতে দাওনা ভাই। তুমি বাঁশী বাজাও
আমি তোমার কোলে শুয়ে শুনি। এই
বলিয়া সে পাগলদার কোলে চিরদিনের অন্ত
শুইয়া পড়িল,— তার রোগক্লিষ্ট, ব্যথাভরা
করণব্যস্ত, হৃদয়খানি নিয়ে। আশার প্রদীপ
চিরকালের জগ্ন নিরীকপিত হলো। সেই
সাঁঝের মধুর ক্ষণে পাগলদার হৃদয়যন্ত্রের
সকল তারগুলি একসঙ্গে বেজে উঠিল—
বাঁশীর ফাঁকি দিয়ে গমনের জগ্ন। হায়, যারা
বিশ্বদরবারে নূতন স্বর বাজাতে চায়, তাদের
সাথী খুব কমই। হায়! বিশ্বের নিয়ম কি
নিষ্ঠুর।

শ্রীবৈদ্যনাথ দে।

বিনা মূল্যে।

যদি নীরোগ জীবন যাপন করিতে চান,
তবে অর্ধ আনার ট্যাম্প সহ আবেদন করিয়া
উপদংশ খোস, পাঁচড়া কতাদির প্রতিকার
লাভ করুন। ইহাতে সকল প্রকার রোগ
নিরাকরণের সাহায্য পাইবেন।

ডাঃ কে, চক্রবর্তী।

সংসদ পোঃ, পাবনা।

কৌতুক কথা।

অতিশয় নীচাশয় লোক।

একজন লেখক বলিয়াছেন যে, জগতের
মধ্যে সর্বাপেক্ষা নীচাশয় লোক চিকানো
নগরে বাস করে। সেখানকার একটা লোক
তাহার জীবন বীধান দাঁত একটা চুরি করিয়া
লইয়া আদালতে তাহার জীবন সহিত বিবাহ
বন্ধন ছিন্ন করিবার জগ্ন মোকদ্দমা
আনিয়া ছিল। অজুহাত—এমন অজহীন
জীবন সহিত সে সংসার করিতে পারে
না।

বারুদের কারখানাতে নূতন একজন
ডাক্তারকে পবীকার সময় প্রশ্ন করা
হইয়াছিল, আচ্ছা ডাক্তার, যদি কেহ বারুদের
কারখানায় কাজ করিতে করিতে দৈব-
চক্রিপাকে আশুণ লাগিয়া উড়িয়া যায়,
তখন তোমার কি করা উচিত?

ডাক্তার—সে কথা মাহুষটা জমীতে না
ফিরে এসে পড়লে কি করা উচিত না উচিত
বলা যায় না।

একটা লোক একটা পোষাকের দোকান
হতে একটা টুপি নিয়ে তাড়াতাড়ি
বেরিয়া রাস্তায় আসতেই একজন জিজ্ঞাসা
করে "কত দাম দিয়ে কিনলেন?"

লোকটা খত মত খেয়ে বলে ফেললে,
দাম জানি না, আমি যখন টুপিটা নিয়ে
ছিলাম, তখন দোকানদার সেখানে
ছিল না।

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় "কাজের লোকের" নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

এক ষোড়শী শিক্ষিতা কন্যা তার মাকে জিজ্ঞেস কচ্ছে “মা আমার শীগগির শীগগির বিয়ে দিয়ে দিতে পার ?

মা। (অবাক হইয়া) বিয়ে,—কেন বল দেখি ?

মেয়ে। আমার কিছু দরকার নাই, তবে আমাদের বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলো বিয়ে কেমন দেখে নাই, তা হ'লে তাদের খুব আয়োদ্য হবে অ'খন।

মা। বটে ? কেবল সেইজন্তে ?

একখানা ডাক্তারী কাগজে পড়েছিলেন, একটা ছোড়া খুব তোতলা ছিল, ক্লাসের

ছেলেরা সে কথা কয়বার চেষ্টা করলেই হেসে উঠতো। তাই তাকে তার বাবা একটা মেয়ে স্থলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। ৬ মাসের মধ্যে তার তোতলাটা সেরে গেছলো। সেখানে বোবারও বোল ফোটে।

এক মহাজনকে দালালকে বলছেন :—

মশায়! আপনি আপনার অদ্বীকার ভুল করেছেন, আপনার সঙ্গে—

দালাল মশায় বাধা দিয়ে বললেন, তাতে কি আসে যায়, যে অদ্বীকার ভাঙতে জানে সে অমন কত শত অদ্বীকার প্রতি হর্ভে গড়তেও পারে।

মহাজন তো শুনেই অবাক।

এক ডাক্তার যোগীকে পরীক্ষা করে বলছেন, আপনার বুকের মধ্যে জল জমেছে অস্থখ শক্ত।

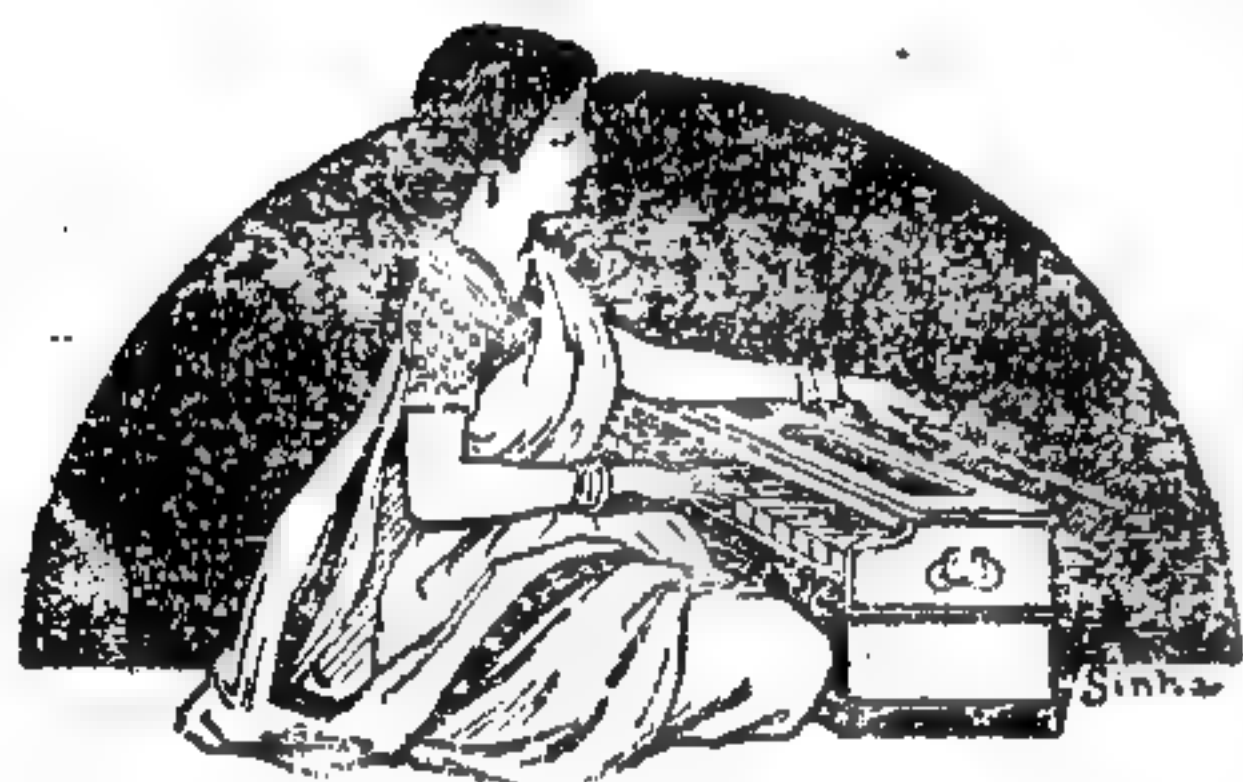
রোগী—মিথো কথা—এ হতেই পারে না, আজ ১৫ বৎসর আমি জলের কাছ দিয়েই ঘাইনি, আর বুকে জল জমে গেল ?

ডাক্তার :—কেন ১৫ বৎসর জল ছোঁনি কেন ?

রোগী—ডাক্তার সে তুমি বুঝতে পারবে না, যদি কখন কালা টাদের প্রেমে পড়তে, তবে বুঝতে, কেন তারা জল ছুঁতে চায় না।

শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম

নিজের গুণেই কাটে !



শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম কাটাইতে কোনরূপ বাহ্যাদেশ বা জোর বিজ্ঞাপনের আবশ্যক করে না। কারণ, শরৎ ঘোষের প্রত্যেক হারমোনিয়মটি এক একটা মূর্তিমান সজীব বিজ্ঞাপন। যাহারা অনেক দিন ধরিয়া এই হারমোনিয়ম ব্যবহার করিয়া শ্রীত হইয়াছেন, তাহাদের মুখের স্বাধীন প্রশংসোচ্ছ্বাস হেতু আমাদের হারমোনিয়ম সাধারণের এত সমাদর লাভ করিয়াছে।

৩ অক্টেভ, ৪ ষ্টপ, সিঙ্গল রীড ২৫/- ও ৩০/-। ৩ অক্টেভ, ৫ ষ্টপ, ডবল রীড ৪০/- ও ৪৫/-। ৩ অক্টেভ, অর্গেন টিউন (বেস রীডযুক্ত) ৫০/- ও ৬৫/-। মূল্য তালিকার জন্ত পত্র লিখুন।

Sarat Ghose & Co.

CALCUTTA.

9, DALHOUSIE SQ., CALCUTTA.

কাজের লোক আফিস।

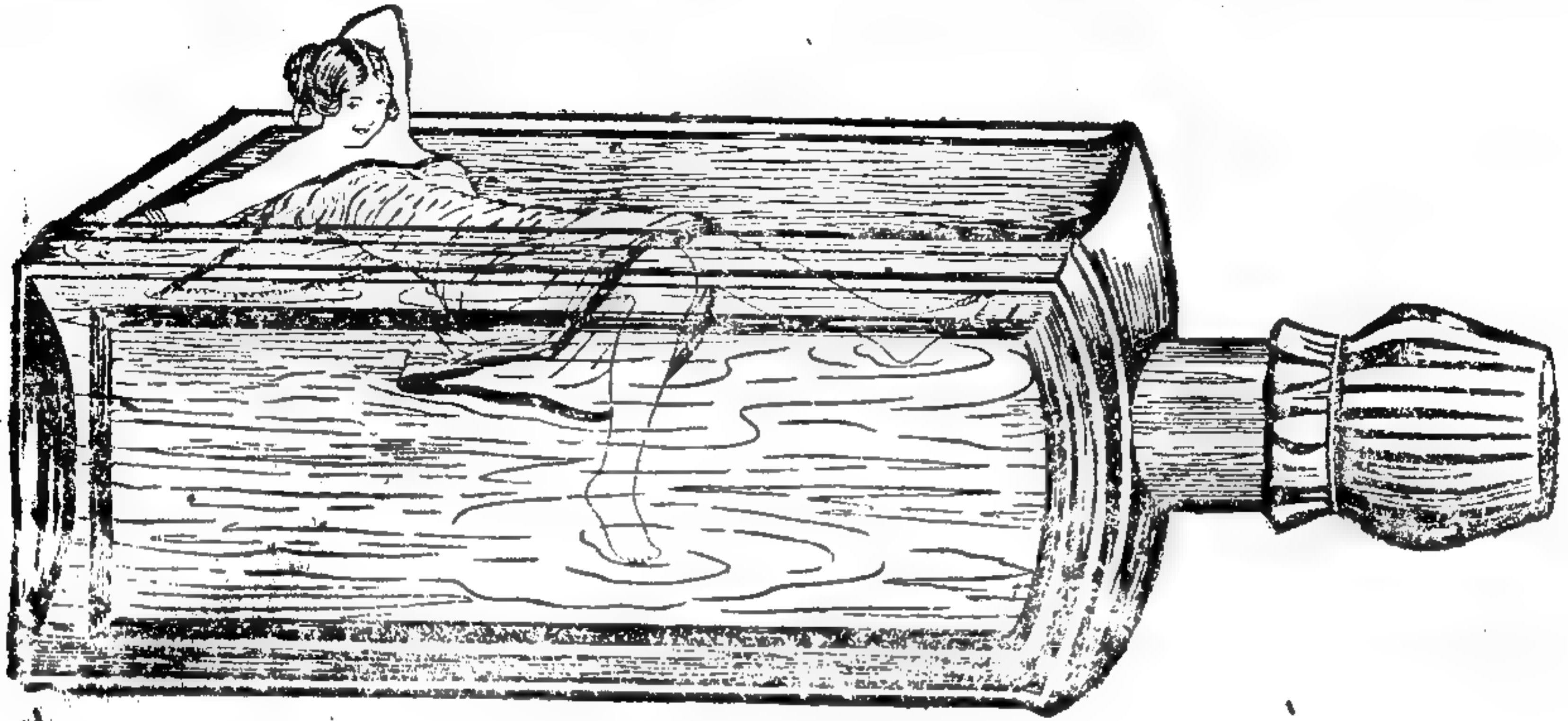
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।



দারুণ গ্রোথে 'জবাকুসুম' বিশেষ আরামপ্রদ



—জান ও প্রসাধনে প্রত্যহ 'জবাকুসুম' ব্যবহার করিবেন—
'জবাকুসুম' প্রত্যেক বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়। সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ, ২৯ নং কলুটোলা, কলিকাতা।

ইলেকট্রিক কলিং বেল বা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা।

চাকর চাকরানী ডাকিতে আর রাগিয়া খুন হইতে হইবে না। প্রায় ৪২ ফুট লম্বা তার ও উৎকৃষ্ট স্থায়ী ড্রাই বাটারি—তাহা লাগাইবার ছক প্রভৃতি সমেৎ আমরা মায় ভিপি ডাকগাশুল সমেৎ ৬ টাকায় আপনার বাড়ীতে ডাকে পৌছাইয়া দিব। অতিরিক্ত তার আবশ্যক হইলে তাহাও অতি স্বল্প মূল্যে দেওয়া যাইবে। ইহা এখন প্রত্যেক গৃহে আবশ্যক, যেহেতুক পরস্পর প্রতিবাসীগণ এবাড়ী ওবাড়ী বোগ করিলে বিপদের সময় নিজ কক্ষ হইতে অন্য বাড়ীর লোককে সংবাদ পাঠান যাইতে পারিবে। দ্রুতল কক্ষ হইতে নিয়ন্তরের ও ভিতর বাড়ী হইতে বহিরাটীর দাসদাসীকে ডাকিতে পারিবেন। প্রত্যেক গ্রামে ও নগরে এজেন্ট আবশ্যক। পত্র লিখুন।

শ্রীআদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়,

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের সেন, বহুবাজার কলিকাতা।

ঘরে বসিয়া উপার্জন পস্থা।

“উপার্জন পস্থা” সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা হইলে আমাদের লিখিবেন, ঘরে বসিয়া কেমন করিয়া আপনি অনায়াসে মাসিক ৩০।৩৫ টাকা উপার্জন করিতে পারেন, দেখাইয়া দিব। একখানি অর্ধ আনার টিকিট পাঠাইতে হইবে মাত্র।

ম্যানেজার “কাজের লোক”।





আসমুদ্র ভারতে সকল মহিলাই কেশরঞ্জন মাখেন

কারণ ইহাতে কেশ কৃষ্ণিত, কোমল ও মন্থন হয়। কটা চুল কৃষ্ণ হয়। কিছু দিন ব্যবহারে কেশের স্থায়িত্ব বা টাকরোগ আরাম হয়।

কারণ—চুল উঠিয়া গেলে, মাথায় টাক পড়িলে, অকাচ চুল পাকিলে, চুল বিকৃত ও বিবর্ণ হইলে, “কেশরঞ্জন” ব্যবহারে এ সব দুর্লক্ষণ দূরীভূত হয়।

কারণ—ইহা অত্যধিক অধ্যয়ন, অধিক চিন্তা, সর্বাধিক শিরঃপিড়া, মস্তক-ঘর্ষণ, প্রভৃতি উপসর্গে অমোঘ প্রতিকারক। ইহার মনোমদ সুগন্ধে চিত্তের প্রফুল্লতা ও মানসিক অবসাদ বিদূরিত হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১২ এক টাকা মাত্র; প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল সাত আনা।

উপায় থাকিতে নিরাশ হন কেন??

যদি আপনার শরীরে উপদংশ অথবা পারদ-বিষ সংক্রামিত হইয়া থাকে, গারে হাতে ও পায়ে চাকা চাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,—ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে এ কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন, তবে আমাদের লিখুন,—আমরা আপনাকে “বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়” পাঠাইয়া দিব। ইহার ব্যবহারে আপনি নিন্দোষভাবে ও অল্প ব্যয়ে এই ভয়ানক রোগের ভীষণ কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। উপদংশ ও পারদ-বিক্রান্তিতে “বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়” মন্ত্রশক্তির স্থায় কার্য্য করে।

প্রতি শিশির মূল্য ২২ দুই টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল ৫০ তের আনা।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।
আম্বিকৌরী ঔষধালয়, ১৮/১ ও ১৯ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিংস ইনসেক্ট পাউডার
ছারপোকা ও কীট নষ্টকরকারী ওষুধ

কিটিংস পাউডারে

মনা মাছি ছারপোকা মরে।

দিলে বিছানায়

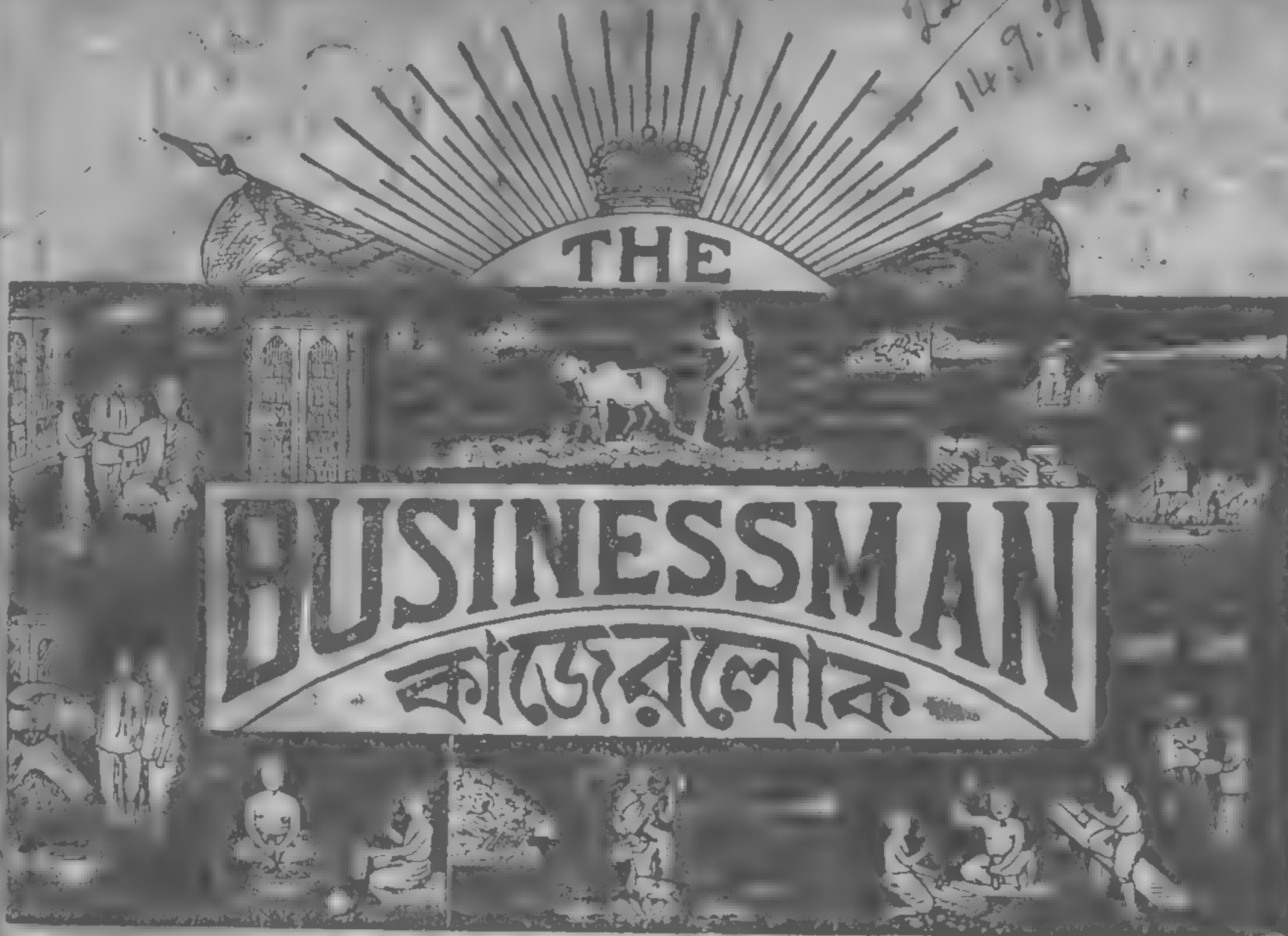
মূহুর্ত্তেকে সুখ-শয্যা হয় ॥

লগুনে প্রস্তুত, সকল ডাক্তারখানায় ও নিম্ন ঠিকানায় পাওয়া যায়।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

বোম্বেলুড লেন, কলিকাতা।

২২২৩
১৪.৭.২৭



জা
র
ম
ল
ন
দক্ষ
পাওয়া যায়

২১শ বর্ষ.
৭ম সংখ্যা।

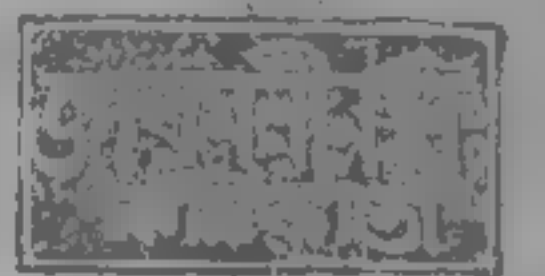
New Series.
July, 1927.

নৃতন সংস্করণ।
জুলাই, ১৯২৭।

Vol. 21
No 7.



জ
র
ম
ল
ন



শানমেটো
BENGAL
JULY 1927
SANMETTO
CALCUTTA

স্ত্রী পুরুষ ও বালক বাণিজ্যগণের দৃষ্টি এবং জনসমূহের বিশেষ দৃষ্টি নিবারণ
সকলপ্রস্ত বলাকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেটোই ব্যবস্থা করেন। মূত্রথল (Kidney and Bladder) যাবতীয় পীড়ার প্রস্রাবকালে ভীষণ যন্ত্রনার বস্তু মিশ্রিত প্রস্রাব বা অস্বাভাবিক হাবে শিশু ও বালকগণের শয্যা ক্ষুদ্রে স্নায়বিক, যান্ত্রিক বা মেহঘটিত যে কোন পীড়ার অকাল মৃত্যু হইয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন যন্ত্রের বলবিধান করিতে শানমেটোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। চাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

অর্থাৎ আদ্য কোন নেশার ভিনিষ নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নিবিঘ্নে ব্যবহার্য। প্রতিগৃহেই শানমেটো রাখা উচিত। প্রত্যেক শিশুর সঠিক ব্যবস্থাপনা থাকে। মূল্য প্রতি ব্রিটিশ ৩/৬। মুকল ডাক্তারখানার পাওয়া যায়।
আমরাই শানমেটোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।
আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকেট উপরে দেওয়া লইবেন।
অড চেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো স্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক, ইউ. এস. এ.
O. O. CHEM. CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A



সুরমী না হইলে রমণী সুরমা হইতে পারে না। আর সুরমা ব্যবহার না করিলেও সুরমী হইতে পারে না। সুরমার বিশেষত্ব—সৌরভে স্নিগ্ধ-কোমল—সুতরাং শিরঃপীড়ায় এবং মাসিক পীড়ায় ইহা অপরিহার্য, সুরমা সহজেই কেশমূলে প্রবেশ করিয়া কেশ বর্জনের দোহায়া করে, মস্তিষ্ক শীতল করে, কেশ দৃঢ় করে, কেশদ্রু আরোগ্য করে, সুতরাং সুরমাই আদর্শ কেশ তৈল, বড় এক শিশির মূল্য ৫০, ডাকমাণ্ডলাদি ১০০।

কবিরাজ ত্রীশক্তিপদ গুপ্ত,

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়,

১৯২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

স্ত্রীলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ

এলিট্রিস কর্ডিয়ান রাইও

ALETRIS CORDIAL RIO

যাবতীয় স্ত্রীরোগ যথা বাধক, অতিরিক্ত, এবং শ্বেতপ্রসব, জরায়ুর দোষজনিত মৃতবৎসা সোমাদির সমস্ত জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্ত্রীরোগের একপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্বলকর উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী বালিকাগণের ইহা একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রতারণিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকাব্যতা দেখিয়া প্রত্যেকগণ জ্ঞান করিতেছে। ক্রয়ের সময় লেবেলের উপর Rio Chemical Company, New York City U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৫০ আনা মাত্র।

রাইও কেমিক্যাল কোং,
১৮৭০ সালে স্থাপিত।
১২ ব্যারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.

খোকসিনা অদ্বিতীয় বৈদ্যতিক বেদনানাশক মালিস

যে কোন প্রকারের বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক “খোকসিনা” ২০ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা নিদ্রিত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য ছুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্থায়ী ফলপ্রসূ। সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ষাবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আশু ফলপ্রসূ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৫০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ভি; পি স্বতন্ত্র। সর্বত্র এজেন্ট চাই।

এস, পি, চাটার্জী এণ্ড সন্স,

কলিকাতা আফিস—

খোকসিনা কার্যালয় এঃ

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার

ষ্টোর—গলসী, জেলা বর্ধমান।



ঘোষ এণ্ড সন্স, জুয়েলার্স, ষড়ি ও চশমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, হেড্‌ আফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হ্যারিসন রোড।

মিনি সোনার প্রস্তুত চিকুণী, চেন, পার্শী ও ইহুদী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ঘোড়কাদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা “বন্দে মাতরম্” “সুখে থাক ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম রক্ত, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ষড়ি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীর ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

ডাক্তার চৌধুরীর

সর্ব প্রকার চক্ষু রোগের মহৌষধ।

আইরিণ।

চক্ষু পীড়িত কিনা এই ঔষধ এক ফোটা চক্ষে দিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। যদি ঔষধ চক্ষে ধরে, তবেই চক্ষু পীড়িত। না ধরিলেই স্বস্থ। এই ঔষধ বারমাস চক্ষে দিলে, চক্ষু ভাল থাকে, চশমার আবশ্যক হয় না। চক্ষু লাল হওয়া, পিচুচী-পড়া, জলপড়া, চুলকান চক্ষু আটিয়া থাকা, বেদনা প্রভৃতি চক্ষের তরুণ পীড়া ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য হয়। ছানি, ফুলি, ঘা, কমদেগা, দূরদৃষ্টি কম হওয়া, রাতকানা প্রভৃতি পুরাতন পীড়া শীঘ্র ভাল হয়। বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয়।

এরাক্রট।

পদে পদে জাত, বিগড় ও টটিকা, শিশু ও রোগীর উত্তম বলকারক পথ্য, মূল্য প্রতি কোটা তিন আনা।

ডাঃ বি, কে, চৌধুরী এণ্ড সন্স। বাসন্তী ডিসপেন্সারী, হিমাইতপুর, পাবনা।



ডাঃ এইচ, এল, বাটলিওয়ালার সন্মুখ কোং লিঃ

Use Batliwalla's Ague Mixture Freely On Kala-Azar, Malaria Influenza, and Jungle Fevers &c.,

কালাজ্বরে বাটলিওয়ালার এগু মিক্চার ব্যবহার করিবেন ।

বাটলিওয়ালার “এগু মিক্চার”—ইনফ্লুয়েন্জা, ম্যালেরিয়া এবং সর্ববিধ জ্বরের জন্য ।

বাটলিওয়ালার “এগু পিলস”—ইনফ্লুয়েন্জা, ম্যালেরিয়া এবং সর্ববিধ জ্বরের জন্য ।

বাটলিওয়ালার “বাল অমৃত”—দুর্বল, অবসাদগ্রস্ত ও ক্রম শিশু এবং শীর্ণকায় বয়স্ক লোকদিগের জন্য বলকারক ।

বাটলিওয়ালার (কি ওর অন) “বাম”—মাথাধরা, সর্ববিধ বেদনা, স্নায়ুশূল, কটিবাত্ত এবং বুকের বেদনার জন্য ।

বাটলিওয়ালার “ডায়েরিয়া (কলেরা) মিক্চার”—ওলাউঠা, উদরাময় ও বমি প্রভৃতি রোগের জন্য ।

বাটলিওয়ালার “আসল কুইনাইন্ ট্যাবলেট”—১ গ্রেণ ও ২ গ্রেণ ওজনের বড়ি ১০০টি, প্রতি শিশি ।

বাটলিওয়ালার “টনিক পিলস”—বিবর্ণ মুখাবয়ব বিশিষ্ট, স্নায়বিক দৌর্বল্যাক্রান্ত ও রক্তহীন লোকের

বাটলিওয়ালার “টুথ পাউডার”—দাঁতগুলিকে সুন্দররূপে পরিষ্কার ও সুদৃঢ় করে ।

Tele. Address—Cawashapur,
Bombay.

সান্নানি রোড,
Agents wanted everywhere.

কাডেল রোড, পোঃ
বে/খাই ১৪নং

সূর্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক ।

২২ নং ক্যানিং স্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা ।

১। আমরা ছল পাঠ্য বাবতীর ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও
বাংলা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি । তন্মধ্যে নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব,
মানচিত্র, “রামায়ণ, মহাভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট
পরিমাণে পাওয়া যায় ।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া
থাকি, সাধারণ ক্রেতাদিগকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয় । পত্র লিখিলে
পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায় । নাম ও ঠিকানা
স্মরণ করিয়া লিখিবেন ।

দেখুন!

অতি সুলভে আমরা যাত্রা ও
থিয়েটারের পরচুলা ঠাকুরদের চামর
এবং অন্যান্য নানাপ্রকার জিনিষ যাহা
আপনার আবশ্যক জানাইলে
পাঠাইয়া দিতে পারি অমূল্যকান করুন।

এস পি চার্টার্ড এণ্ড সন্স,
২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,
C/o Manager,
"Businessman."



প্রত্যেক দূরদর্শীকে

অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিত্তহীন ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফ
হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিত্তহীন—টাকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ
প্রস্তুতকারক বোরারিক টাকেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতিমান
ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ; জে, এন, যোষ এম ডি, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ
চিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিত্তহীনতা জানাই আমাদের ঔষধ
ব্যবস্থা করেন। সুলভে পরস্য বাচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাচে না—
আমাদের যোগাযোগ ১৮০; ১—১২ প্রতি ছান।, ৩০ ক্রম পর্যন্ত
১৮০। সুলভানিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কমিউনিস্ট,

৮৩ নং কলেজ স্ট্রিট, জংশন, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—৪৫ নং ওয়েলসলী স্ট্রিট, কলিকাতা।

FREE! BEST TABLE TIMEPIECE.

Your gift is here

Don't turn elsewhere

YOU HAVE A JEWEL IN YOUR POCKET.



The famous "Wembley" Fountain Pen fitted with gold nib,
British make, its handsome appearance. pleases and its perfect
balance gives real writing comfort, much patronized and spoken
of by the WHITE HALL EXHIBITION presided by H. M. KING GEORGE V.
We import large stock specially for the season.

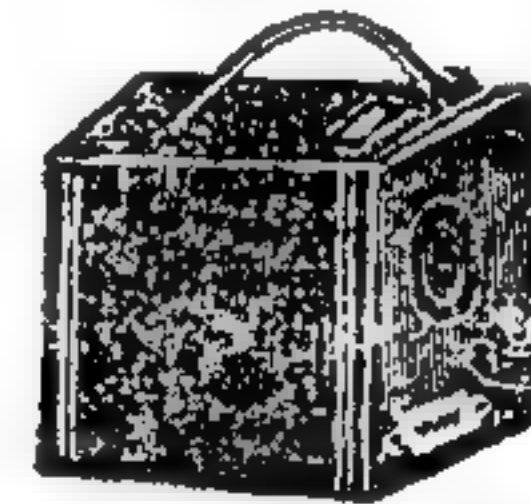
Hence we dispose it of in cheapness with a prize too.

Get this for Rs. 3 (three only) with a free table Time Piece.

PLEASE NOTE We present a Table Time Piece free to the
purchaser of Wembley Fountain Pen; the Time Piece has a fine dial.
Best Lever Make, highly nickle plated; accurate Time Keeper and
warranted for three years. Obtainable from:—

The MADRAS MAIL ORDER SUPPLY CO.
Mint Buildings, Madras.

The Wonder Camera.



New English
discovery. Takes
real Photograph.
This is the best of
its kind, covered
with Black Leath-
erette, fitted with

Meniscus lens. Time and instant-
aneous shutter, guaranteed to take
good pictures 3½x2½ ins, simple to
work. You do ALL yourself, Any
one can operate complete camera
with dry plates. Cemical Instruc-
tion; everything ready for imme-
diate use, size 4½ ins. long. Original
price Rs. 6. Sale price Rs. 3-8-0

Developing Chemical per Phial Rs.
2-4-0
1 dozen Dry Plates Packet Rs. 2-4-0
P. O. P. Printing Paper one Dozen
Packet Rs. 0-12-0

Apply to—

The O. M. C. Company.

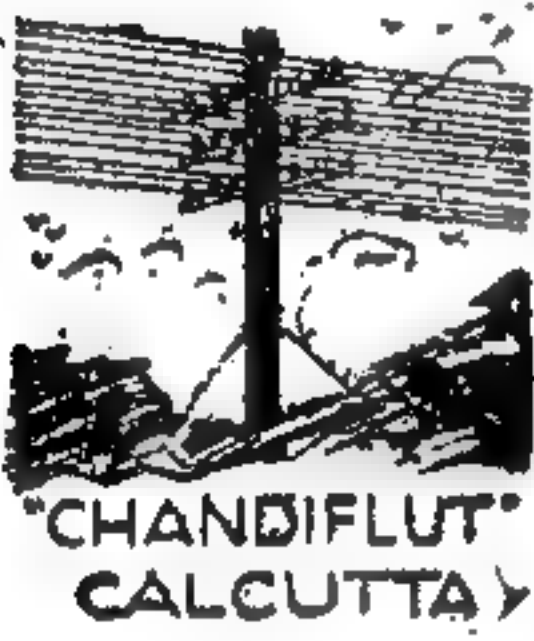
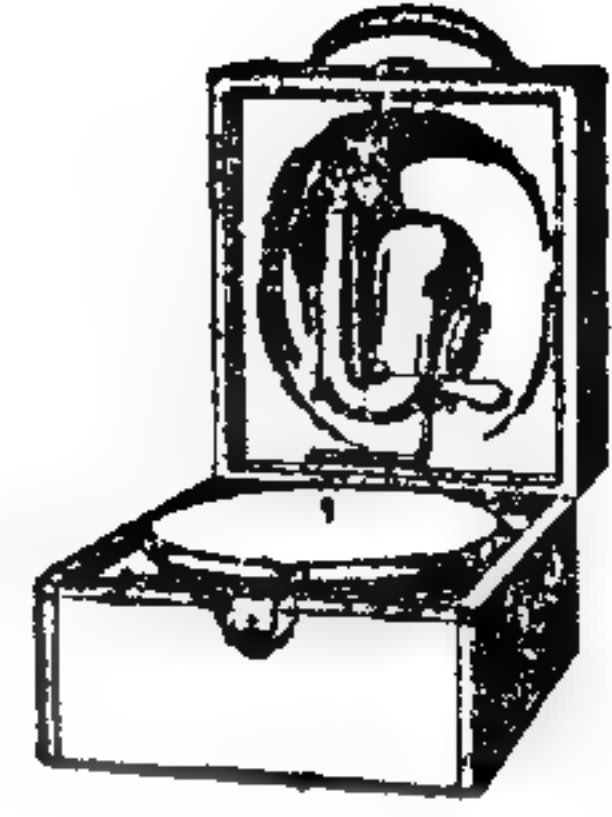
(Photo Sec. 1st.)
G. T. Madras.

মাত্র ৪৫

টাকায় অনায়াসে বহনোপযোগী

“ডেকা” গ্রামোফোন

বাহারী কার্গোপলক্ষে মফঃস্বলে যাতায়াত করেন ইহা তাঁহাদের জন্যই নির্মিত।
ওজন মাত্র ৮।৫ সের অন্যান্য মডেলের গ্রামোফোন, রেকর্ড, সঙ্গীত যন্ত্রাদির
সচিত্র বিশেষ পূজা ক্যাটালগের জন্য “কাজের লোকের” নামাঙ্কে করিয়া
৯০ আনার ডাকটিকিট পাঠাইলে পাইবেন।



এন্. বি. সেন এন্ড ব্রাদার্স

গ্রামোফোন ও বাজযন্ত্রের, সংরক্ষণা বিক্রেতা দোকান

১-সি বোর্ডিং স্ট্রীট, কলিকাতা।



গ্লোব ফাউন্টেন পেন্

হাওেল দিব্য মোটা, সোণালী নিপ্, আপনা আপনি কালী গ্রহণ
করে (Self filling) স্মরণ লেখা হয়, কালী ঝাড়িতে হয় না,
একবার কালী দিয়া ৩৪ দিন লেখা হইবে। অস্ট্রেলিয়ার প্রস্তুত,
ক্লীপ্ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট সোণালী গিল্টি করা। মূল্য ৩০ টাকা,
ডিপি স্বতন্ত্র। ওজন ৩৬ টাকা। ইতিপূর্বে এত স্মরণ
ফাউন্টেন পেন্ এদেশে আসে নাই। “কাজের লোকের” গ্রাহকগণ
৩ মূল্য পাইবেন। সন্তোষজনক না হইলে মূল্য ফেরৎ।
খুব ভাল জিনিস।

ম্যানেজার, কাজের লোক,

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,

বহুবাজার, কলিকাতা।

অতি আবশ্যকীয়

পুস্তক।

বেকারের উপায়—

মূলধন না থাকিলে বিশ্রাম সময়ে অর্থোপার্জনের নানা
উপায় ইহাতে আছে। মূল্য ১৮০ মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা—

সরল বাঙ্গালা ভাষায় রিপোর্টারী সমেৎ এমন পুস্তক ইতিপূর্বে
প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য ১ টাকা। হোমিওপ্যাথিক
কলেজের ছাত্রগণ সুবিধা দরে পাইবেন।

কাজের লোক পুস্তক বিভাগ,

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্র্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

২১শ বর্ষ।

New Series.

নব পর্যায়।

Vol. XXI.

৭ম সংখ্যা।

JULY, 1927.

জুলাই, ১৯২৭।

No. VII.

Notes of Interest.

আবশ্যকীয় তথ্য-সংগ্রহ।

নূতন আইন।

ভারতগণবর্গমেন্ট শীতলী লিমিটেড কোম্পানী ও জীবন বীমা সন্থকীয় আইন সংশোধন করিবেন। আমানতকারীদের অর্থ বাহাতে নষ্ট না হয়, ওজস্ব ব্যাঙ্ক সন্থকীয় আইনের আরও কড়াকড়ি হওয়া নরকার।

বাংলাদেশে উড়িয়ার উপার্জন।

প্রত্যবৎসর কটক পোষ্টাফিসে এক বাংলাদেশ হইতে চারিলক্ষ টাকার মণিঅর্ডার গিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই টাকা মুটে, মজুর, পাচক, চাকর কর্তৃক প্রেরিত। কত উড়িয়া বাংলাদেশে কাজ করে, এবং তাহাদের আয়ের পরিমাণ কত, ইহা হইতে খানিকটা অনুমান করা যাইতে পারে।

দাড়ির মধ্যে হারান মুক্তা।

বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট পেলোয়াড় মি: এ. ই. গিলিগান 'পপুলার পিক্টরিফেল' পত্রে তাঁহার ভারত-ভ্রমণের একটি কৌতুকপ্রদ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন—

“আমরা যখন কলিকাতার খেলিতে-ছিলাম, সে সময় একটি কৌতুকপ্রদ ব্যাপার ঘটে। পাতিয়ালা মহারাজা আমাদের বিপক্ষে খেলিতেছিলেন। খেলিতে খেলিতে তিনি অকস্মাৎ টের পাইলেন যে, তাঁহার কুণ্ডল হইতে একটি বহুমূল্য মুক্তা খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। ক্রিকেটের মাঠে একটি ক্ষুদ্র মুক্তা খুঁজিয়া বাহির করা আর একগাদা খড়ের মধ্য হইতে একটি ক্ষুদ্র খুঁজিয়া বাহির করা একই কথা। কিন্তু শত খনন হইলেও একটি মূল্যবান মুক্তা খোঁজা যায় ইহা কেহ চাহে না। কাজেই আমরা সকলে মিলিয়া খুঁজিতে আরম্ভ করিয়া দিলাম।

মরিসটেট প্রায় দুইঘণ্টা খরিয়া মাঠের উপর হামাগুড়ি দিয়া মুক্তাটি খুঁজিয়া

বেড়াইল। কিন্তু সব বৃথা। মুক্তাটির সন্ধান পাওয়া গেল না। তারপর আমরা আশা প্রায় ছাড়িয়া দিলাম। অকস্মাৎ এক অপ্রত্যাশিত স্থানে মুক্তাটি দেখা গেল। মুক্তাটি মহারাজের দাড়ির মধ্যে আটকিয়া ছিল।

পেন্সন সম্বন্ধে নূতন নিয়ম।

ভারত গণবর্গমেন্ট সম্প্রতি সরকারী কর্মচারীগণের পেন্সন সম্বন্ধে কতিপয় সুবিধাজনক নূতন নিয়ম করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই নূতন নিয়ম শীঘ্রই কার্যে পরিণত করা হইবে। যে সকল সরকারী কর্মচারী ৩০ বৎসর কার্য করিয়া অবসর লইবেন, তাঁহারা তাঁহাদের বেতনের অর্ধেকের স্থলে আট ভাগের পাঁচ গাগ পেন্সনস্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন এবং ইহা ছাড়া দেড় বৎসরের পূর্ণ বেতন বোনাস পাইবেন। এতদিন কেহ ২৫ বৎসর কার্য করিয়া যদি অসুস্থতা প্রযুক্ত কার্যে অসমর্থ হইতেন, তাহা হইলে অর্ধেক পেন্সন পাইতেন। কেহ ২১ বৎসর

আর কেন? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতেচলিল, তৎপর লউন।

কার্য করিয়া কার্যে অক্ষম হইলেই তিনি অর্ধেক বেতন পেঙ্গন পাইবেন। আর যিনি ২৫ বৎসর কার্য করিয়া অক্ষম হইবেন, তিনি তাঁহার বেতনের আট ভাগের পাঁচভাগ পেঙ্গন পাইবেন এবং এক বৎসরের বেতন বোনাস পাইবেন। প্রকাশ যে,—গভর্ণমেণ্টের সকল বিভাগেই এই নিয়ম প্রবর্তিত হইবে।

একটা অভিনব ঘটনা।

পারস্তের কেরমান শাহ নামক স্থানে এক তুর্কলোক রাজকার্য বা ব্যবসা উপলক্ষে বাস করিতেছিলেন। তিনি তদীয় তেহরানস্থ পরিবারকে টেলিগ্রাম যোগে জানাইয়াছিলেন, তুর্কত্যা হাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তাহার। যেন অবিলম্বে তাহার কর্মক্ষেত্রে কোরমান শাহ নগরে চলিয়া আসে। তাহার জী টেলিগ্রাম অনুযায়ী সমস্ত জিনিষপত্র বিক্রয় করিয়া মোটরযোগে কেরমানশাহ যাত্রা করিলেন। মধ্যপথে মোটর ড্রাইভারের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। জীলোকটির নিকট প্রচুর ধন-রত্ন আছে, সে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। মধ্যপথে এক কূপের ধারে যাইয়া মোটরখানি খাড়া করিল। জীলোকটির নিকট টাকা পয়সা যাহা কিছু সমস্তই কাড়িয়া লইয়া তাহাকে কস্তাসহ কূপে নিক্ষেপ করিয়া চম্পট দিল। কেরমান শাহ পৌছিয়া সফর তেহরানের প্যাসেঞ্জার লইয়া আবার সেদিকেই ধাবিত হইল।

মধ্যপথে সেই কূপের নিকটবর্তী হইলে যাহাদিগকে সে অর্ধলোভে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহার। যত্নমুখে পতিত হইয়াছে কিনা তাহা একবার পরীক্ষা করিবার তাহার ইচ্ছা হইল। একটু

দূরে সে তাহার আরোহীপূর্ণ যটর রাখিয়া কূপের দিকে অগ্রসর হইল। কূপের তলদেশ হইতে মাহুঘের কন্কনরোল শুনিয়া পাণিষ্ঠ বুঝিতে পারিল, জীলোকটি ও তাহার কস্তা এখনও মরে নাই। সে নিকটবর্তী একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর দেখিয়া তাহা উত্তোলন পূর্বক কূপে নিক্ষেপ করিয়া প্রাণীদ্বয়কে বধ করিবে—এই উদ্দেশ্যে পাথর খানি সেই স্থানান্তরিত করিল, অমনি হঠাৎ তাহার তলদেশ হইতে একটা বিষধর সর্প বহির্গত হইয়া লোকটিকে দংশন করিল এবং তৎক্ষণাৎ সে যত্নমুখে পতিত হইল। মোটরগাড়ীর আরোহীগণ ড্রাইভারের বিলম্ব দেখিয়া তাহার সন্ধানে বাহির হইয়া নিকটে উপস্থিত হইল এবং লোকটিকে যত্নবহুয় পড়িয়া থাকিতে দেখিতে এবং সঙ্গে কূপের ভিতর হইতে করুণ কন্কনধ্বনি শুনিতে পাইল। তাঁহারা কোশলে কূপে নিক্ষেপ লোকদিগকে উদ্ধার করিলেন এবং ড্রাইভারের কীর্তি কাহিনী শুনিতে পাইলেন। ড্রাইভারের শরীর ও পরিধেয় বস্ত্রাদি পরীক্ষা করিয়া জীলোকটির অপহৃত প্রায় সমস্ত ধনরত্ন পাওয়া যায়। পথিকগণ জীলোকটিকে তাহার টাকা পয়সা সহ তদীয় স্বামীর নিকট পৌছাইয়া দিয়াছেন। রাখে হরি তো মারে কে?

কচুরীপানা উচ্ছেদ।

কেহ কেহ এরূপ প্রস্তাব করিতেছেন, যে নদীবাহী যে সকল নৌকা যাল পত্র লইয়া যাতায়াত করে, তাহাদের উপর ট্যাক্স বসাইয়া তদ্বারা কচুরীপানা দূরীকরণের ব্যবস্থা হউক। আমরা ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ করি। ইহা কখনই সম্ভব নহে। এরূপ ট্যাক্স বসাইলে ব্যবসায়ী ও সাধারণ

লোকের কষ্ট আরও বৃদ্ধি পাইবে। ফলে জিনিষ পত্রের মূল্যও বাড়িয়া যাইবে, দুর্নীতির প্রসার হইবে। এখন প্রাথমিক শিক্ষা বিজ্ঞানের চেষ্ঠায় জমিদার ও প্রজার উপর একটা সামান্য ট্যাক্স বসাইবার কথা হইয়াছে। তাহাই সর্বপ্রথমে প্রয়োজন। তার উপরে কচুরীপানা বিনাশের জন্য ট্যাক্স স্থাপন অতিশয় অজ্ঞায় কার্য হইবে। আমরা বলিয়াছি, এইরূপ আইন করা হউক যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ জমি হইতে কচুরীপানা তুলিয়া ফেলিতে বাধ্য থাকিবে। তাহা হইলে অল্প ব্যয়ে ও নিশ্চতরূপে ও শীঘ্র কচুরীপানা একেবারে ধ্বংস পাইবে। ট্যাক্স বসাইতে হইলে রেল ও টীমার কোম্পানীর উপর একটা টারামন্তাল ট্যাক্স বসান যাইতে পারে। (সমীঃ)

কলিকাতা করাচী কথাবার্তা।

গত ২২শে জুলাই কলিকাতা হইতে করাচী টেলিফোনে কথাবার্তা চলিয়াছে। প্রথমতঃ পাটনা, তৎপরে লক্ষৌ, তারপর দিল্লী শেষে করাচী এইরূপ সংযোগে করাচীর সহিত কথাবার্তা হয়। অবিলম্বে করাচী লাইনের আরও উন্নতি হইলে বোম্বাই, পেশোয়ার ও দিল্লীর মত করাচীর সহিতও কলিকাতায় নিত্য কথাবার্তা চলিতে পারিবে।

তৃতীয় শ্রেণীর রিটার্ন টিকিট।

বেঙ্গল নাগপুর রেল কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন, এবার পূজার সময় তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীর রেল যাত্রীর জন্য রিটার্ন টিকিটের ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহারা

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপরে লউন।

১৪ গুণ ভাড়ার মেন ট্রেনে ২০০ মাইলের
অধিক ও অপর ট্রেনে ১৫০ মাইলের অধিক
ভ্রমণ করা যাইবে। আশা করি, ই. বি.
এবং ই. আই, রেল কোম্পানীও উক্ত
প্রকার রিটার্ন টিকিট প্রচলন করিবেন।

শিক্ষাধ্যক্ষের বক্তৃতা ।

গত এই জুলাই মঙ্গলবার কলিকাতার
রোটারী ক্লাবে বাংলার শিক্ষা বিভাগের
ডিরেক্টর মিঃ ওটেন এক বক্তৃতা দিয়াছেন।
বক্তৃতার বিষয় ছিল “বঙ্গের শিক্ষকদিগের
অবস্থা।” বক্তা বঙ্গের প্রাথমিক ও
মাধ্যমিক শিক্ষার কথা আলোচনা করিয়া
পল্লী শিক্ষকদিগের শোচনীয় দুরবস্থার কথা
বলিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে,
গড়পড়তা হিসাবে বঙ্গে এক একটা প্রাইমারী
স্কুলে বৎসরে ১২২ টাকা মাত্র ব্যয় হয় এবং
এক একটা ছাত্রের জন্য বার্ষিক ব্যয় মাত্র
৬৮০ আনা হয়। এদেশের পল্লীশিক্ষার ও
শিক্ষকদিগের দুর্দশা কিরূপ কলঙ্কজনক তাহা
বুঝিতে বা বুঝাইতে বিশেষ কিছু কষ্ট
করিতে হয় না, কিন্তু কথা এই যে, এই
শিক্ষা সমাধানে তেমন ভাবে আগ্রহ
হইতেছেন কে ?

গত বৎসর রেল দুর্ঘটনা ।

হত যাত্রী	৩৭৭ জন
আহত যাত্রী	১৩২৩ জন
রেলের কর্মী হত	৪০২ জন
ঐ আহত	৩৩২৩ জন

নাটাল হইতে ভারতে কয়লা আমদানী ।

সাল	পরিমাণ
১৯২৪	১৭২৪৭৩ টন
১৯২৫	১৮৩৫৮২ ”
১৯২৬	৮৫২৫০ ”

প্রত্যেক টেলিগ্রাফ অফিসের ৪ মাইল
মধ্যে টেলিগ্রাফ পিয়ন টেলিগ্রাম বিলি
করে। তাহা অপেক্ষা অধিক দূরের
টেলিগ্রাম তাকে বিলি হয়।

ভারতের প্রত্যেক টেলিগ্রাফ পিয়ন ৫
বৎসর চাকরী করার পর বকশীস পাইবার
অধিকারী এবং ৩০ বৎসর চাকরীর পরে
পেনশন পাইবার অধিকারী হয়। তাহার
পেনশন মাসে ৬ টাকা হয়।

সাল	ভারতের রেল লাইন সমূহের আয়	মোট আয়	প্রতি মাইলের আয়	(সকল)
১৯২১-২২	৩৭২৬৫	২৭.৫৭	২২২	২২২
১৯২২-২৩	৩৭৬১০	×	২৪৪	২৪৪
১৯২৩-২৪	৩৬৭৬৬	৬.২২	২৪৯	২৪৯
১৯২৪-২৫	×	×	২৬৩	২৬৩
১৯২৫-২৬	×	×	২৬৪	২৬৪
১৯২৬-২৭	×	২২.২৩	২৬৫	২৬৫
১৯২৭-২৮	×	২২.২৩	২৬৬	২৬৬

Home Industries.

গৃহ-শিল্প ।

সাবান ।

(লেখক—ডাঃ বি, কে চৌধুরী—হিমায়েতপুর)

(কাজের লোকের জন্য)

চল্লিশ কি বিয়ানিশ বৎসর পূর্বে আমার
পিতামহী ঠাকুরাণী সাবান অম্পৃক্ত সাহেবের
মল বলিয়া স্পর্শ করেন নাই। তখনকার
কালে কার তৈল, সাজিমাটি গোবর প্রভৃতি
ভুক্তিকার্য্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য
ব্যবহৃত হইত। তারপর এতদিনে সেই
সকলের পরিবর্তে সাবান এত বাহুল্য ভাবে
ব্যবহৃত হইতেছে যে, বালক বৃদ্ধ ইত্যর তত্ত্ব
ধনী নিধন প্রত্যেকেই সাবান উত্তমরূপে
চিনিয়াছে। এখন আর সাবান না হইলে,
গা ও চুল পরিষ্কার হয় না। হাতে সামান্য
ময়লা হইলেই সাবানের প্রয়োজন হয়,
বস্ত্র ধোতের জন্য সাবানের নিত্য প্রয়োজন।
শৌচাঙ্গে হাতে সাবান না দিলে হাতের
দুর্গন্ধ যায় না। চিকিৎসক হইতে সকলেই
পচনের ডয়ে সাবান ব্যবহার করিয়া
থাকেন। কোর কার্য্যে সাবানের
প্রয়োজন। চর্মরোগে সাবান ব্যবহার
করিতে চিকিৎসকগণ ব্যবস্থা করেন।
ব্রহ্মনাঙ্গে গৃহিনীদের হাত পরিষ্কার ও
ছবেলা গা ধোয়ার সময় সাবানের প্রয়োজন
হয়। অনেক বাবু তৈল না মাখিয়া সাবান
মাখিয়া থাকেন, ইত্যাদি বহুপ্রকারে নিত্য
সকল সময় সাবানের প্রয়োজন হইয়াছে।
কার, খেল, গোবর এখন অম্পৃক্ত ও ঘৃণ্য
হইয়াছে। স্বদূর পল্লী গৃহেও সাবান দেখা
দিয়াছে। এখন আর সাবান না হইলেই
চলে না।

নানা আকারে, নানা নামে, নানা

প্রকারে সাবান দেখা দিয়াছে। সুদূর ইংলণ্ড, জার্মানি, জাপান, ফ্রান্স বহু টাকার সাবান এদেশে বিক্রয় করিয়া বহু টাকা নিষ্ক দেশে লইয়া যাইতেছে। সম্প্রতি এদেশে দুই চারিটা সাবানের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিতেছে বলিয়া মনে হয় না। তাহার নানাপ্রকার সুগন্ধযুক্ত, ঐষধ সংযুক্ত ও বিনা সৌগন্ধে সুদৃশ্য ও সুন্দর আকারে ও রঙে সুন্দর বাক্সে নিয়তই আমাদের মন প্রাণ হরণ করিয়া আমাদের গাঁঠের পয়সা বাহির করিয়া লইতেছে।

এই নিত্য প্রয়োজনীয় ও আবশ্যকীয় জব্বার জন্ত আমাদের নিত্য কম পয়সা খরচ হয় না। কিন্তু আমরা যদি এই জব্বাটী নিজে নিজে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে পারি, তাহাতে আমাদের অনেক পয়সা বাঁচিয়া যাইতে পারে, এবং বাজার অপেক্ষা অনেক সুলভ মূল্যে প্রস্তুত হইতে পারে। আমরা বাহ্যিক চাকচিক্যে মোহিত হইয়া অনেক কথাই ভুলিয়া যাই, তাতে আমাদের হৃৎ দৈন্ত বাড়িতেছে ব্যতীত মোটেই কমিতেছে না। শিক্ষিতদিগের মধ্যে বেকার সমস্তা ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া পড়িতেছে, তাহারও যদি এবিধে একটু মনোযোগী হন, তাহাতে তাহাদের ও দেশের অনেক উপকার হইতে পারে। আমি নিজে ঘেরূপে সাবান প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করি, ও সামান্ত সামান্ত ভাবে বিক্রয় করিয়া নিত্য হাট বাজারের পয়সা সংস্থান করিয়া থাকি। তাহাই আজ সকলকে বলিয়া দিবার ইচ্ছাতেই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি।

সাবান সচরাচর গাছ ও বস্ত্র পরিষ্কার করিতেই ব্যবহৃত হয়। বাহিরের ধুলি

ময়লা জলদ্বারা বা কার খেল দ্বারা সহজে পরিষ্কার হইতে পারে, কিন্তু ঐ ধুলি কালি তৈলের সহিত মিশ্রিত হইয়া বার্বিসের মত একপ্রকার ময়লা শরীরও বস্ত্রে লাগে তাহা জল বা কার খেল দ্বারা পরিষ্কার হয় না, একতরু জলের সহিত এমন কোন জব্য ব্যবহার করা প্রয়োজন হয় যাহা তৈলকে জলে দ্রব করিতে পারে। তৈল বা তৈলাক্ত জব্য ছাই বা সাজিমাটী প্রভৃতি কার জব্যের সহিত মিলিত হইলে, জলে দ্রব হইয়া যায়, কিন্তু ঐ সকল জব্য প্রবল কারশুলন হেতু নিরাপদ ভাবে গায়ে বা বস্ত্রে ব্যবহার করা যাইতে পারে না। কোনপ্রকার মুহূর্ণ সহযোগে উক্ত কারগুলির কতকটা তৈল ধরু করিতে পারিলেই ঐ উদ্দেশ্য নিরাপদ ভাবে সকল করা যাইতে পারে। বিবিধ পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, কার জব্য তৈল ও তৈলাক্ত জব্যের সহিত বিশেষ কোশলে মিলিত হয়, এই মিশ্র জব্য নানা প্রকার তৈলাক্ত লবণ, জল, ক্লোর প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া উদ্ভিদগকে জলে দ্রবীয় করে অর্থাৎ কার ও তৈল বিশেষ কোশলে মিলিত জব্য সাবানটাকেই জলে দ্রবীয় করে। সাবানের কার অংশ ঐসকল জব্যের সহিত মিলিত হইয়া জলে দ্রবীয় হয়, আর গলিইক এসিড, মার্গারিক এসিড, স্ট্রিয়ারিক এসিড প্রভৃতি তৈল ভাগ পৃথক হইয়া চর্মে ও বস্ত্রে সংযুক্ত হওতঃ উদ্ভিদগের কোমলতা, স্থিতিস্থাপকতা ও মন্থনতা হ্রাস করে, একতরু গাছ ও বস্ত্র পরিষ্কার করিতে সাবান প্রকৃতই অধিক উপযোগী ও আবশ্যকীয় জব্য।

এই সাবান প্রস্তুত করিতে যে সকল জব্যের আবশ্যক তাহার প্রধান উপাদান তৈল ও উগ্রকার। কারজনক জব্যের মধ্যে সোডা, সাজিমাটি ও চূণ এইগুলিই

প্রধান। আমাদের দেশে বস্ত্র ধোতার্থে বেশী বালসা টিমা সাবান ঢাকা ফরাসগঞ্জ, কলিকাতা—টেডিটি বাজারে বহুকাল পূর্ব হইতেই গরুর চর্কি, সাজিমাটী, কলিচূণ যোগে প্রস্তুত হয়, পূর্বে হিন্দুর পক্ষে ইহা অপবিজ্ঞতা হেতু অব্যবহার্য ছিল, কিন্তু এখন ঐগুলি অনেকেই ব্যবহার করিয়া থাকেন কারণ ইহার মূল্য নিতান্ত কম।

পাশ্চাত্য জগতে বহুপ্রকার সাবান প্রস্তুত হয়, তাহার অনেকগুলি উদ্ভিজ্জাত নারিকেল তৈল, তাল তৈল, জলপাই তৈল, বাদাম তৈল দ্বারা হইয়া থাকে। উদ্ভিজ্জাত তৈল শোষক ও আর্দ্রক এই দুই প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শোষক বা বিত্তক তৈলের মধ্যে তিসির তৈল, শপের তৈল, পোস্তের তৈল ও তারণ তৈল প্রধান। এবং আর্দ্রক তৈলের মধ্যে সাবানের জন্ত নারিকেল তৈল প্রথম শ্রেণীর ও তালের তৈল, জলপাই তৈল, বাদাম তৈল এবং উদ্ভিজ্জাত পোলং তৈল দ্বিতীয়। যে তৈল শৈত্য প্রয়োগে বহু শীত্র অধিক জমাট বাঁধে, তন্মধ্যে স্ট্রাইন অর্থাৎ স্নেহক (জমাটকারক) পদার্থের বিত্তমানতা অধিক। একতরু উহা শৈত্য প্রয়োগে শীত্র জমিয়া যায়। যাহা বহু অধিক জমে, তাহাই সাবান প্রস্তুতের জন্ত তত উত্তম। বহুপ্রকার তৈল আছে, তন্মধ্যে নারিকেল তৈলে স্নেহক পদার্থ বেশী বলিয়া নারিকেল তৈল অধিক জমে এবং তজ্জন্মই ইহা সাবান প্রস্তুতের পক্ষে বেশী উপযোগী। আমরা এই তৈলেই সাবান প্রস্তুত করিয়া সহজে কৃতকার্য হইয়াছি বলিয়া এখানে আর অন্য তৈলের কথা বলা নিম্প্রয়োজন বোধ করি।

পটাশ, সোডা, সাজিমাটী ও কার প্রভৃতির জলের সহিত কলিচূণের

জনীর অংশ মিশ্রিত হইলে কটিক সোভা প্রস্তুত হয়, তাহাই সাবান প্রস্তুতের মূল উপায়। সাবান প্রস্তুত হইতে হইলে পিপাপূর্ণ অবস্থায় এদেশে বিক্রয় হয়, ইহা শুক আকারেও পাওয়া যায়। সাবান প্রস্তুতকারীরা ইহাকে লেই (Ley) বলে। ইহা সাবান প্রস্তুতকারী নিজের প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন। ইহার আনেকের কম বেশী অনুসারে সাবান ভাল মন্দ হইয়া থাকে। আমরা ১০—১২ ডিগ্রীর কটিক সোভা সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়া থাকি এবং কলিকাতা ২৬ ডিগ্রীর বোকাইন হইতে খরিদ করিয়া থাকি।

সাবান উত্তাপ প্রয়োগ ও শীতল অবস্থায় এই দুই প্রকারে প্রস্তুত হয়। যাহারা অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া ব্যবসা করেন, তাহারা ইহা বোধ হয় চর্কিসংযুক্ত করিবার জন্য পরম করিয়া প্রস্তুত করিয়া থাকেন। আমরা শীতল অবস্থাতেই তৈল ও কটিক সোভা সংযোগে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি। অল্প মূল্যধনে ও অল্প প্রস্তুতের পক্ষে বোধ হয় এই প্রকারই সুবিধা।

নানাপ্রকার রং ও গন্ধ তৈল সহযোগে আমরা ইহা নানা রং ও গন্ধে ও আকারে গাত্র পরিষ্কার জন্য ও বস্ত্র ধোতের জন্য শুধু তৈল ও সোভার মিশ্রণে প্রস্তুত করিয়া থাকি। এবং সামান্য যাহা বিক্রয় জন্য প্রস্তুত করি, তাহা ওজনে বেশী করার জন্য তৎসহ সোপ ষ্টোন মিশ্রিত করিয়া থাকি। আমরা যাহা প্রস্তুত করি, তাহা গরমে বা বর্ষায় ঘায়ে না এবং তাহাতে উত্তম ফেনা হয় এবং তাহার ক্রিয়াও সুন্দর।

আমরা কি প্রকারে প্রস্তুত করিয়া থাকি, সর্ব সাধারণের হিতার্থে নিম্নে তাহার পরিমাণ ও প্রস্তুত প্রণালী লিখিলাম।

বস্ত্র পরিষ্কার জন্য

কটিক সোভা ১২.	১ ভাগ
উৎকৃষ্ট নারিকেল তৈল	৫ ভাগ
পরিষ্কার জল	৩ ভাগ

প্রথমে জলের মধ্যে কটিক সোভা দিয়া এক খানা কাঠি দ্বারা তাহা গলাইয়া লইবে, এবং পরে তৈলের মধ্যে ক্রমে ক্রমে তাহা এক খানি কাঠের হাতল দ্বারা নাড়িবে। যখন সমস্ত সোভার জল তৈলের সহিত মিশ্রিত হইয়া, মধুর মত ঘন হইবে, তখন যে আকারে প্রস্তুত করার ইচ্ছা, তদনুসারে হাতে চালিয়া কবল বা ছালাদ্বারা ঢাকিয়া ২৪ ঘণ্টা রাখিয়া দিবে। তৎপরে ছাঁচ হইতে বাহির করিয়া ২৪ দিন বাহিরে রাখিয়া দিবে। কারণ যখন ছাঁচ হইতে বাহির করা হয়, তখন সাবান কিছু নরম থাকে, বাহিরের বাতাসে ক্রমে বেশ শক্ত ও কার্যোপযোগী হয়। ইহাতে ইচ্ছামত ছাপ দিয়া বিক্রয়যোগী করা যাইতে পারে। যে স্থলে এই সাবান ওজনে বিক্রয় করার প্রয়োজন হয়, সে স্থলে ইহার সহিত ৩০০ ভাগ সোপ-ষ্টোন পাউডার মিশ্রিত করা যাইতে পারে। তাহাতে সাবান ওজনে বেশী ও বেশ শক্ত হয় কিন্তু গুণের কোন ব্যত্যয় হয় না।

গাত্র পরিষ্কার জন্য

কটিক সোভা ১০.	১ ভাগ
উত্তম নারিকেল তৈল	৬ ভাগ
পরিষ্কার জল	২ ১/২ ভাগ

পূর্কোক্ত রূপে প্রস্তুত করিবে। ইহার সহিত সুগন্ধ আতর ও নানা প্রকার রস মিশ্রিত করিয়া নানা আকারের হাতে চালিয়া সুন্দর সেবেল যুক্ত বাক্সে বিক্রয়যোগী করা যাইতে পারে। ইহা শক্ত করার জন্য ইহার সহিত ৩০ ভাগ

সোপ ষ্টোন মিশান যাইতে পারে ও নান প্রকার নামের নীল দেওয়া যাইতে পারে।

আমরা নিজের ব্যবহার জন্য ইহা প্রস্তুত করিয়া থাকি। এবং বস্ত্র ধোতের জন্য অল্প পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া পল্লী গ্রামের ছোট ছোট দোকানদারের নিকট বিক্রয় করি। তাহাতে আমাদের খরচা বাক্সে নিজের আবশ্যকীয় সাবানের খরচা পোষাইয়া যায়।

ডাঃ শ্রীবসন্ত কুমার চৌধুরী

হিমাইতপুর, পাবনা।

প্রাচীন ১৩৩৪।

দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য। খনিজ দ্রব্য।

কয়লা।

গত এপ্রিল মাসে কত টাকার কয়লা উঠিয়াছে তাহার তালিকা।

স্থান	এপ্রিল মাসে	মে মাসে
	কত কয়লা উঠিয়াছে	অনুমান কত উঠিয়াছে
আসাম	৩৭৬৫৭ টন	৩৩৬৮৯ টন
বঙ্গদেশ (বাঙ্গাল)	৫০৩৫৫৮ „	৪৭০৪১০ „
বিহার (ঐ)	৮৪১৭১ „	৭৩০৬ „
ঝাড়খন্ড	২৫৮৬৫৪ „	৮৪০২৬৮ „
বোকারো	১৭১১১১ „	১২১২৩৪ „
গিরিদি	৮৬২২০ „	৮২৮৭২ „
জয়ন্তী	৬০৭৪ „	৬০৪৮ „
করণপুরা	২৮৬২১ „	২৫৮৪৭ „
সমগ্র ভারত	১২৪.৬৫৪ „	১৭৬৮৬২ „

১৯২৫—২৬ সালে ভারতে চিনি।

সমগ্র ভারতে ৩৩টা আধুনিক চিনির কারখানা আছে, তথ্য গুড় পরিষ্কৃত হয়। ইহার মধ্যে ১৯টা কারখানা কার্য করিয়াছে। তন্মধ্যে ১০টা যুক্ত প্রদেশে, ৩টা বিহারে, মাদ্রাজে এবং ২টা পঞ্জাবে অবস্থিত। যুক্ত প্রদেশে এই বৎসর ৫৩২৩৩৫ মণ, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে ৯৮৮৩০ মণ ও সমগ্র ভারতে ১০৪১৪২০ মণ, চিনি প্রস্তুত হইয়াছে। পূর্বে বৎসর বিহারে কোন কারখানাতেই চিনি প্রস্তুত হয় নাই কিন্তু এই বৎসর ৩টা কারখানা চলিয়াছে। দেখা যাইতেছে, চিনি প্রস্তুত করিতে ভারতের কোনও উন্নতি হইতেছে না।

ভারতে বিদেশী সূতা আমদানী।

গত যে মাসে ভারতবর্ষে বত টাকার বিদেশী সূতা আমদানী হইয়াছে, তাহার তালিকা।

কোরা	খোওয়া	রকীন
গ্রেটব্রিটেন ২১৭১০০০	৬৮৫০০০	
	৭৫০০০০	
জাপান ১৬৬০০০০	২০৬০০০	X

কলিকাতায় বিদেশী পণ্য।

গত যে মাসে কলিকাতায় ৬৬০ কোর টাকার বিদেশী পণ্য আমদানী হইয়াছে এবং ৮৮০ কোর টাকার এদেশীয় দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে, যে সকল দ্রব্য আমদানী হইয়াছে, তাহা গত ১৯২৬ সালে যে মাসের তুলনায় কত কম বা বেশী তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

দ্রব্য	এই বৎসর	গতবৎসর	যে
	যে মাসে	মাসের	আমদানী
	আমদানী	অপেক্ষা	কত
			কম বা বেশী
সুতার বস্ত্র ২৪৪ লক্ষ টাকা	৩৩ লক্ষ টাকা	কম	
সোহ ও ইম্পাত ৮০ „ „	২ „ „	„	
খনিজ তৈল ৩৫ „ „	৩ „ „	„	বেশী
চিনি ৩০ „ „	১ „ „	„	„
খাত্ত জবা ১৪ „ „	৭ „ „	কম	
মত ৭ „ „	২ „ „	„	

(সংগ্রহ)

উইলিয়াম হোয়াইটলী এবং তাহার ব্যবসায় নীতি।

Mr. Whiteley the celebrated "Universal Provider" says, he has built his great business on these principles.

Watch the waste.

Civility costs nothing, Never sell things at a loss. Sell only what does you credit.

Make your business your Hobby.

Don't disappoint your Customers.

Add your conscience to your capital.

Fair trading means successful trade.

Keep cool and don't loose your temper.

It is better to be the victim than a culprit.

Difficulty is simply something to be overcome.

Always pay as you go, if you can't pay, don't go. Supply the best goods at lowest prices.

It is not the largeness of your capital but of your wants that will make you rich.

উইলিয়াম হোয়াইটলী অতি ক্ষুদ্র অবস্থা হইতে জগতে প্রতিষ্ঠান লাভ করিয়াছিলেন এবং ব্যবসায়ের এত উন্নতি করিয়াছিলেন যে, জগতে তিনি "বিশ্ব সরবরাহকারী" নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে তাহার জীবনী দেওয়া উদ্দেশ্য নহে, কেবল কি প্রকার ব্যবসায় নীতি দ্বারা তিনি আপনার ব্যবসায়ের এবং অবস্থার এত উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন, সেই নীতি বাক্যগুলি আমরা উপরে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিলাম। ইহা দ্বারা ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ, নিম্নে তাহাদের জন্য উপরোক্ত উপদেশগুলির সারার্ব প্রদত্ত হইল।

১। ক্ষতি দিকে লক্ষ্য রাখিবে।

কাজ করিয়া যাইলেই চলিবে না, ক্ষতির দিকে দৃষ্টি না রাখিলে কাজ করার পরে অধঃপতন স্থানান্তিত।

২। ভদ্রতা দেখানতে কোনই ব্যয় নাই, সুতরাং ব্যবসায়ীগণ লোকের সঙ্গে অনায়াসে ভদ্র ব্যবহার করিতে পারেন এবং করা একান্তই আবশ্যিক। ইহা দ্বারা ব্যবসায়ের প্রভূত উপকার হইবে। লোকে পয়সা ব্যয় করিয়া জিনিস কিনিতে আসে, অভদ্র ব্যবহার পাইতে আসে না। ভদ্রতার অভাবে বড় বড় কত কারবার ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয় সুতরাং ব্যবসায়ীর সর্বদাই ভদ্র হওয়া উন্নতির একটা আবশ্যকীয় উপকরণ।

৩। ক্ষতি স্বীকার করিয়া বিক্রয় করিও না।

৪। যাহার দ্বারা তোমার প্রতি লোকের বিশ্বাস এবং প্রভা বৃদ্ধি পায় কেবল সেইরূপ জবাই বিক্রয় করিবে। একটী সম্ভ্রষ্ট ক্রেতা ১০০টী নূতন খরিদার জোগাড় করিয়া দেয়, ইহা অরণ্য রাখা উচিত।

৫। তোমার কাজ কারবার যেন সর্বদাই তোমার একটা কোঁকের মত হইয়া দাঁড়ায়, অমনে অমনে কাজে অকাজে সর্বদাই যেন তোমার ব্যবসায়ের কথাই মনে আগরুক থাকে।

৬। তোমার খরিদার যেন কোন ক্রমেই তোমার নিবট কোন বিষয়েই হতাশ হইয়া ফিরিয়া না যায়।

৭। নিজের বিবেক বুদ্ধি তোমার মূল ধনের সহিত যোগ করিয়া কার্য্য করিবে, অবিবেচনার সহিত মূলধন যদৃচ্ছা ব্যবহার করিয়াই ব্যবসায় নষ্ট হইয়া যায়।

৮। সততার সহিত ব্যবসা করিলেই ব্যবসায়ের সিদ্ধি লাভ অবশ্যজ্ঞাবী, অসৎ পন্থা অসম্ভাবহার সৎ ব্যবসায়ের পরিপন্থী।

৯। সর্বদাই নিজের মেজাজ ঠাণ্ডা রাখিয়া কাজ করিবে, ক্ষমা ধৈর্য্য ব্যবসায়ীর অতি আবশ্যকীয় উপাদান। চটা ব্যবসায়ীর নিকট কি কর্মচারী কি খরিদার কেহই তিষ্ঠিতে পারে না। সেইজন্য ব্যবসায়ীকে সর্বদাই হাসি মুখে থাকিয়া কার্য্য চালাইতে হইবে। কখনও মেজাজ গরম করিতে নাই।

১০। বিপদ আপদ ধৈর্য্যের সহিত, উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিবে।

১১। কর্মক্ষেত্রে অপরের প্রাপ্য সঙ্গে সঙ্গে চুকাইয়া যাইবে, যদি তাহা না পার, তাহা হইলে সে কারবার অধিক দিন চলিলে না, তাহা বন্ধ হইবে এবং যত শীঘ্র সম্ভব কাজ বন্ধ হয়, ততই মঙ্গল। কারণ দেনাদার হইলে ব্যবসায়ীর চিত্তস্থির থাকা সম্ভব নহে। দেনা পাওনা দ্বারা থাকা চাই।

১২। যথা সম্ভব স্থলভে ভাল জিনিস ক্রেতাকে দিবার চেষ্টা করিবে। অল্প লাভে বারবার কেনা বেচার বেশী কাজ হয়।

১৩। খুব বড় মূলধনেই যে বড় কারবার হয় সে ধারণা তুল, লোকের চাহিদা যত বড় হয়, কারবার ততই বড় হইয়া থাকে।

১৪। মূলধন বেশী বড় না হইলেও বিশেষ কিছু আশিয়া যায় না, কিন্তু নিজের চালচলন, খরচা বাড়াইয়া অভাব বৃদ্ধি করিলেই কারবার এবং মাসুকের অধঃপতন অনিচ্ছিত, সেইজন্য ব্যবসায় ক্ষেত্রে যাহারা সিদ্ধিলাভ করিতে প্রয়াসী, তাহাদের ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া মিতব্যয়ী এবং মিতাচারী হওয়া একান্ত আবশ্যক। বড় মূলধন লইয়া কারবারে যাহা লাভ হয় তাহার চারিগুণ বিলাসিতা এবং অনাবশ্যকীয় বিষয়ে বেহীন হইয়া ব্যয় করিয়া যাইলে দারিদ্র্য তাহার অবশ্যজ্ঞাবী পরিণাম। যিঃ হোয়াইটলি উপরোক্ত নীতিতে নিজের কাজ করিয়াছিলেন এবং তাহার সম-সাময়িক ব্যবসায়ীগণকে ঐরূপে কাজ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাহার ভাণ্ডারে মাসুকের যাবতীয় আবশ্যকীয় জবাই থাকিত, এবং কাহাকেও হতাশ হইয়া ফিরিতে হইত না স্থলভে ক্রয় করিয়া স্থলভে ক্রেতা-

গণকে অল্প লাভে সরবরাহ করায় তাহার সর্বাপেক্ষা অধিক বিক্রয় হইত, প্রতিদ্বন্দ্বীতার তাহার সহিত কেহ পারিমা উঠিত না, অথচ সম্ভ্রষ্ট ক্রেতা তাহাদের বন্ধু বান্ধবকে প্রতিনিয়তই তাহার বিশ্ব-ভাণ্ডারে লইতে উপবোধ করিত। এইরূপে তাহার কারবার সমগ্র জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

সম্পাদক।

House-hold Informations.

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

মাংসে উৎকৃষ্টতা

অপকৃষ্টতা নির্ধারণের

উপায়।

১। মাংসের রং যদি পোঁদাজের স্তায় গোলাপী অথবা বেগুনী রঙের হয়, তাহা হইলে সেই জন্ত কোন ব্যাধিতে মরিয়াছে জানিবে। মাংস পেশী সমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যেন বহা শিরাদারা শাখা প্রশাখা রূপে চারিদিকে যে মাংসে ছড়াইয়া আছে, সেই মাংস উৎকৃষ্ট।

২। যে মাংসকে অজুলি দ্বারা চাপ দিলে রবারের মত স্থিতিস্থাপক বৃত্তিতে পারা যায়, অথচ স্পর্শ করার জন্ত অজুলির অগ্রভাগ আদৌ আঁজ হই না, সকল লালকাটা, ভীজা পার্চমেন্টের মত

কেন্দ্রবৃত্ত অঙ্কমিত হয়, সে মাংস খাওয়া উচিত নয় ।

৩। ভাল মাংসে কোন গন্ধ পাওয়া যায় না। যদিও একটু রক্ত গন্ধ পাওয়া যায়, তাহা মনোরম ।

ব্যাধি গ্রস্ত অঙ্গের মাংসকে ছোট ছোট করিয়া জলে ফেলিলে গন্ধ আরও বিকট ভাবে প্রকটিত হয় ।

ভাল মাংস রন্ধন করিলে বেশী স্ফুটিত হয় না, কিন্তু খারাপ মাংস স্ফুটিত হইয়া সিটুকে হয়, মাংস স্থপক হইতে চায় না ।

৪। ভাল মাংস ১ বা ২ দিন রাখিলে তাহা হইতে জল কাটে না। পিচ্ছিল হয় না, কেবল উপরের অংশ একটু শুক হইয়া যায় মাত্র। ভাল মাংসকে ২১২° ফারেনহাইটে উত্তপ্ত করিলেও শুকনে ৭০ হইতে ৭৪ ডিগ্রির অধিক কমে না। কিন্তু খারাপ মাংস প্রায় শত করা ৮০ ভাগ কমিয়া যায় ।

৫। অপকৃত মাংস হইতে জল সরে, উহাতে কার বা কারার থাকে। ভাল মাংসের রসে অস্বাদ রসই প্রমোদিত হয় ।

বাহারা আজ কাল হোটেলের রেষ্টোরাতে মাংস ভক্ষণ করেন, তাহারা যেকত ব্যাধিগ্রস্ত কুৎসিত মাংস ভক্ষণ করিয়া অজ্ঞাত সারে কঠিন কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে ক্ষত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইয়া থাকেন, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু এই সকল অসুস্থকরণ প্রিয় হিতাহিত জ্ঞান শূন্য আধুনিক ভক্ষণের দলকে কোনরূপ কেহ বুঝাইয়া উঠিতে পারে না, সেই যে হোটেল সাহেবী ধরণে চেয়াবে বসিয়া টেবিলে খাইবার হুর্দম্য আকাজকা, তাহার জন্ত জীবন বিসর্জন দিতেও ইহারা প্রস্তুত। ওদিকে হোটেল

রেষ্টোরাঁয় আমাদের দেশী লোকেরা যতদূর খারাপ মাংস সুবিধায় এবং সস্তায় কিনিতে পারে, তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকে, তাহাই খুব লজ্জার কাল আর গরম মসলা রপ্তা হিং দিয়া সুগন্ধ করা হইয়া থাকে। পরিণাম ফলু বাহাই হউক, বাবাজীরা শুধু নিছক সাহেবী অসুস্থকরণের খাতিরে তাহাই উদরান্ধাৎ করিয়া প্রায়ই পর দিনে উদরাময় গর হজমে কষ্ট পান। বুঝিবার ক্ষমতাও নাই যে, কি বিষ তাহারা প্রতিদিন ভক্ষণ করিতেছেন।

“কর্মবীর”

৮ পদ্মলোচন মহাস্তি ।

এই উৎকল কর্মবীর ১২৭৭ সালে উড়িষ্যার এক সন্ন্যাস বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া যৌবন কালে কলিকাতায় আগমন করেন এবং তৎকালীন সামান্ত অবস্থা হইতে তিনি নিজ ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করেন। ইনিই প্রসিদ্ধ জারমলীন নামক জরের ঔষধের সৃষ্টি কর্তা। ইহার জীবনের বিশেষত্ব ছিল কর্মস্বরাগ—অহরহ প্রমশীলতাই তাহার উন্নতির মূল। কর্মক্ষেত্রে অসীম সাহসে অবতীর্ণ হইয়া আবহ কৰ্ম যেক্রমে হউক সুসম্পন্ন করিয়া ফেলিতেন—কোন বাধা বিপত্তিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। স্ত্রীর সিঁড়নী স্থিধ বলিয়া ছিলেন, “A great deal of talent is lost in the world in want of a little courage” সাহসের অভাবে মানুষের শত বুদ্ধি হতবুদ্ধি হইয়া যায়। পদ্মলোচন বাবু তাহা বুঝিতেন। আমরা

দেখিয়াছি, যে কার্যে বহু টাকা, বহু লোক-বল না হইলে অগ্রসর হওয়া কঠিন—তেমন কার্যে কাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাতে সফলতা লাভ করিয়াছেন। জরের সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ জারমলীন ও অস্ত্রান্ত বহু দ্রব্য তাহার আবিষ্কারের ফল।

ব্যবসায় এবং বর্ষ জীবনে এই গুণটা বড় গুণ। যে সাহস করিয়া বর্ষক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে না পারে, সে কখন সফল কামও হইতে পারে না। নব্য উন্নতি-কামী ব্যবসায়ীর এই গুণ অস্বকরনীয়। পদ্মলোচন এক মুহূর্তও সময় অপব্যয় করিতেন না। তাহার কর্মস্থলের প্রবেশ দ্বারেই তাহার নিজ রচিত নিম্নলিখিত কবিতাটি বড় বড় অক্ষরে চিত্রকর দ্বারা অঙ্কিত করাইয়া টাঙাইয়া রাখিতেন। আজও —জারমলীন, আফিসে তাহার সেই কবিতাটি টাঙান আছে।

“ওই দেখ রবি শশী ছুটিতেছে দিবানিশি
ছুটিতেছে সাগরের জল
ছুটিছে চঞ্চল বায়ু টুটিছে জীবের আয়ু
বিশ্ব নহে বিরামের স্থল ।
কল্যাণ করিতে দান ব্যস্ত সদা ভগবান
তিলেক বিশ্রাম নাহি তাঁর,
ওঠ ত বে কর কর্ম কর্মই জীবের ধর্ম
কর্মযোগ সর্বযোগ সার ।
বাধা বিশ্ব তুচ্ছ করি বজ্র ভাত বুকে ধরি
কর্মক্ষেত্রে হও অগ্রসর,
সিদ্ধিদাতা ভগবান করিবেন সিদ্ধিদান
মনে ইহা জেনো স্থিরতর ।”

দীন—পদ্মলোচন
জারমলীন অফিস। কলিকাতা ১৯১৩
পদ্মলোচন বাবু এদিকে হোমিও-
প্যাথিক চিকিৎসাও করিতেন, সে চিকিৎসা
তিনি অর্থ লইয়া করিতেন না, দীন দুঃখীর
পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন ।

জন্ম অবধিই ঐশ্বর্য বিতরণ করিতেন। তিনি
কপু মানের পক্ষপাতী ছিলেন, বহু বহু
পরিবার ও বালক তাঁহার নিকট সাহায্য
পাইত। পদ্মলোচন বাবু নিঃসন্তান ছিলেন,
কেহ যদি ভিজ্ঞাসা করিত, এত কাহার জন্ম
খাটেন? উত্তরে তিনি বলিতেন, “খাটী
আমার লোক জনের জন্ম, বহু লোক আমার
নিকট আছে। তাহারাই আমার সন্তানের
স্থান। আমার পরিজনম লক্ষ অর্থ তাহাদের
হিতার্থে দিতেই আমি কৃতার্থ।” দেশের
কার্যে তিনি বৃদ্ধান্ত ছিলেন। শিক্ষার
উৎসাহদাতা ছিলেন। বিজ্ঞাপনে তাঁহার
জগদ্বিখ্যাস ছিল, সে জন্ম অত্যাশ্চর্য ব্যয়
করিতে সূচিত হইতেন না। তিনি বলিতেন,
বিজ্ঞাপন না দিলে ব্যবসায় চলে না। এত
বড় কাজ করিয়া কল্যাণ বিলাসিতাপ্রিয়
ছিলেন না। ৩০ বৎসরের উপর আমরা
তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলাম, তাহাকে
সাদা সিঁদা চাল চলনেই দেখিচ্ছি—পদ্ম-
লোচন বলিতেন, কখনোই বিলাসিতার
স্থান নাই। পদ্মবাবু ছিলেন মিষ্টভাষী
সমালাপী স্বামশীল, প্রথম ব্যবসায় বুদ্ধি-
সম্পন্ন ব্যক্তি। গত বৎসর ১৩৩০ সালের
১৫ই ভাদ্র—তিনি পরলোক গমন করেন।
তিনি বহু মুক্ত ও অর্থ রোগে ইদানীং কষ্ট
পাইতেছিলেন, অকস্মাৎ অধিক রক্তস্রাব
হওয়ার তাঁহার মৃত্যু হয়। আগামি ১লা
সেপ্টেম্বর তাঁহার বার্ষিকী। মৃত্যু কালে
তাঁহার বয়স ছিল ৫৭ বৎসর মাত্র। তাঁহার
আবিষ্কৃত ঔষধাদি সমভাবেই লোক সমাজে
প্রচলিত আছে। বর্তমান পরিচালকগণ
তাঁহার কীর্তি এবং ব্যবসায় অমূল্য রাখিতে
পারিয়াছেন।

সম্পাদক ।

Homoeopathic Hints. হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সঙ্কেত ।

ঔষধাবের মাযুশূল, বাহা অতিশয়
কষ্টদায়ক, তাঃ হাবুডি ফেরিটন বলেন,
Ignatia ইগ্নেনিয়া দ্বারা আরোগ্য হয়।

তাঃ রিচার্ড হিউজেস Late Dr.
Rechard Hughes এবং তৎসাময়িক বহু
অভিজ্ঞ চিকিৎসকও বলিয়াছেন যে, গল্টোন্
বা পাথরী অনিত ভয়ানক দ্বন্দ্ব—Cal carb
30. ক্যাল-করিয়া ৩০ দ্বারা নিশ্চয়ই উপশম
হইয়া যায়, যে সকল চিকিৎসক ইহা পরীক্ষা
করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, ৩০ শক্তি কাল-
কারিয়াই ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

তাঃ এডওয়ার্ড কিউটিস কোনারান্ ঔষধ
প্রভিৎ এর সময় নিম্নলিখিত লক্ষণ অল্পতব
করিয়াছিলেন। চক্ষু চাহিয়া তিনি আপনার
গৃহকক অতিক্রম করিতে পারেন নাই,
তাঁহার মাথা ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছিল।
যেন ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবেন। তৎসঙ্গে পা বমি
বমি করিয়াছিল কিন্তু চক্ষু যদিও উপরোক্ত
লক্ষণগুলি অনুধাবন হইতেছিল। হুতরাং মাথা
ঘোরায় উপরোক্ত লক্ষণে কোনারান্
উপকারী হইতে পারে।

ভয়ানক কষ্টদায়ক হিকায় ১ বা ২ মাত্রা
Magnesia Phos 6x দ্বারা আরোগ্য হইয়া
যায়

Hip joint পাছার উপর হিপ্ জয়েন্টের
বেদনা—যে বেদনার জন্ম রোগী খোঁড়াইয়া
চলিতে রোগী বাধ্য হয়, তাহা ১ বা ২ মাত্রা
এপিস ব্যবহারে সারিয়া যায়।

বেড শোর (Bed sore) শয্যাকতে

আধিকা অয়েল আরোগ্যকারী। apply
direct to the sore.

হাম বসন্ত প্রভৃতি উত্তেজক পীড়ার
প্রস্তাব বহু হইলে ট্র্যামোনিয়ম একটা উৎকৃষ্ট
ঔষধ।

H. E.—10.

Homoeopathic Notes. সল্ফিউরিক এসিড।

তাঃ—কার্তিকচন্দ্র দাস।

মহাশয় হানিমান বলিয়াছেন যে, যেসকল
রোগে নিম্নলিখিত লক্ষণাবলীর বিশেষত্ব
থাকে, সেই সেই রোগসমূহ সল্ফিউরিক এসিড
দ্বারা আরোগ্য হয়, যথা—প্রাতে অকি
প জীবলীর টান বা আকর্ষণ ভাব, দৃষ্টিকেন্দ্রের
দূরত্বহীন অর্থাৎ shortsightedness; কম
শনিত্তে পাওয়া, হাণ্ডিয়া, পুরাতন উদরাময়,
প্রচুর ঋতুস্রাব, জরায়ু হইতে ঋতুকাল ভিন্ন
অল্প সময়ে প্রচুর রক্তস্রাব, গলাভ্যন্তরের
কর্কশতা, হাঁপানি, পদক্ষীতি, এবং পদদ্বয়ের
সীতলতা”।

বৃদ্ধবৃদ্ধার যখন জীবনীশক্তি হ্রাস হইয়া
আসে এবং রোগের আভাবিক দুর্বলতা
অপেক্ষা অত্যন্ত দুর্বলতা হয়, সেই সময়
সল্ফিউরিক এসিড কার্যকারী। বৃদ্ধ,
দুর্বল, কীণ ব্যক্তিদের বাহাদের পদক্ষেপ
কম্পমান, বাহাদের উদ্যম হ্রাস হইয়াছে, এবং
বাহাদের দুর্বলতাই প্রধান অসুখ—এত
দুর্বল যে নড়িতে চড়িতে কথা বলিতে কষ্ট
হয়, বাহাদের প্রাণপ্রদীপ প্রায় নির্বাণোন্মুখ,
তাঁহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। এই
প্রকার দৌর্বল্যাতিশোধের সঙ্গে এক প্রকার
স্বাভাবিক লক্ষণ ও আভ্যন্তরিক কম্পন বর্তমান

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপন্ন হউন।

থাকে। এ কাম্পন বাহ্যিক নহে, রোগী মনে করে, যেন তাহার সর্ব শরীরের ভিতর কাঁপিতেছে, বাহিরে কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। উদ্ভূত কাম্পন ভাব এই ঔষধের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষত্বঃ। এইপ্রকার স্নায়বিক লক্ষণ, কাম্পন ও দীর্ঘস্রাবাদিশয়া সম্বন্ধে রোগী সকল কার্য্য তৎপরতার সহিত করে বা করিতে যায়। ইহাও একটি বিশেষত্ব। তর্ক অম্বা তৎপরতা অসম্ভব। প্রায়ই এই ঔষধের জ্ঞাপক। বাহ্যিক আঘাতের (বিশেষতঃ কোন ধারবিহীন অস্ত্রদ্বারা আঘাতের) কুপরিণাম জনিত ক্ষত, কালশিরা হওয়া, বা লোহিত বর্ণের দাগ বা ঘা হওয়া পচিবার উপক্রম হইলে বিশেষতঃ বুকের—এ ঔষধ উপকারী।

শরীরের প্রণালী সমূহ হইতে কাল রক্তের রক্তস্রাব অর্থাৎ রক্ত, ফুসফুস, পাকায়ন অঙ্গ, মূত্রাঙ্গ, জরায়ু, নাসিকা প্রভৃতি স্থান হইতে রক্তস্রাবের ইহা একটি প্রধান ঔষধ।

অঙ্গ গন্ধ ইহার আর একটি বিশেষত্ব। সকল স্রাবেই টক গন্ধ, বমিতে টক গন্ধ, ঘর্ষে টক গন্ধ, মলে টক গন্ধ। গয়ের টক, গয়ের তুলিবার সময় দাঁত টকিয়া যায়। পুরাতন অঙ্গরোগ, বুকজ্বালা, টক ঢেঁকুর, টক বমি, প্রথমে জল বমি হয়, পরে তুচ্ছ পদার্থ বমি হয় শিশুদের পুনঃ পুনঃ খোয়াইয়া মুছাইয়া দিলেও গায়ে অত্যন্ত টক গন্ধ বাহির হয়।

স্বরাপানের প্রবলচ্ছা এই ঔষধের একটি পরিচায়ক। অতিরিক্ত স্বরাপানের কুপরিণাম জনিত পুরাতন রোগে ইহার ব্যবহার ফলপ্রসূ। স্বরাপান জনিত তরুণ তরুণ রোগে নস্কভমিকার লক্ষণাবলী দৃষ্ট হয় কিন্তু কয়েক বৎসরের পুরাতন হইলে সল্ফিউরিক এসিডের লক্ষণ সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা, দুর্বলতা, কাম্পন, প্রাতে

টক বমি, বুক জ্বালা, টক ঢেঁকুর, সেই সঙ্গে স্বরাপাণেচ্ছা বৃদ্ধি, স্বরা মিশ্রিত না করিয়া জল পর্যন্ত খাইতে পারে না। এই অবস্থার সল্ফিউরিক এসিড প্রকৃত ঔষধ।

এই সব লক্ষণের সঙ্গে অনেক সময় মুখ অত্যন্ত মলিন হয়, এবং ভিত্তের বেড়াংশের স্নায়ু পদার্থ মুখের উপর শুখাইয়া আছে মনে হয়। অক্ষিপ্ৰান্তে এইরূপ শক্ত ও টানতাব বোধ হয়, বিশেষতঃ প্রাতে, সেই সময় চক্ষু খুলিতে কষ্ট হয়। এইরূপ শক্ত ও টানতাব এবং স্থিতিস্থাপকতার হ্রাস শরীরের অস্ত্রস্থানেও দেখা যায়, বিশেষতঃ জিহ্বায় ও শব্দ যন্ত্রে (Larynx), তৎক্ষণ কথ্য বসিতে কষ্ট হয়। জাহ্ন ও পায়ের কব্জি এত দুর্বল হয় যে বেড়াইতে কষ্ট হয় বা পারে না।

উষ্ণ খাদ্য আহারের অব্যবহিত পরেই শীতল বর্ষ ইহার একটি লক্ষণ।

ঘোনির বহির্গমন (Prolaps of vagina) সহিত অস্ত্রস্থ লক্ষণাবলী থাকিলে ইহা দ্বারা আরোগ্য হইতে শুনা গিয়াছে।

প্রতিবার কাশির পর ঢেঁকুর উঠা ইহার আর একটি আবশ্যকীয় লক্ষণ।

ঋতুবদ্ধ কালীন পীড়া সমূহে দুর্বলতা কাম্পন প্রভৃতি বিশেষ লক্ষণ সকল বর্তমান থাকিলে এবং সেই সঙ্গে উত্তাপ বোধ হইলে ইহা দ্বারা উপশম হয়।

সল্ফিউরিক এসিডের চর্মরোগ চুলকাইলে উপশম হয় না, কিন্তু স্থান পরিবর্তন করে।

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

এবং

টোটকা সংগ্রহ।

গর্ভাবস্থায় ফল ডাকনের আবশ্যকতা। গভিনীনারীকে প্রচুর পরিমানে ফলমূলাদি ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত। ফল আহার করিলে নিম্ন লিখিত উপকার হইয়া থাকে।

(ক) মাতৃদেহে ও জন্মদেহে ফলজলবণ আবশ্যকীয়বায়ী নীত হয়।

(খ) দেহাত্তরীণ আবশ্যকীয় তরল পদার্থ বৃদ্ধি পায়, যাহা গর্ভবতী নারীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

(গ) লালস্রাব বৃদ্ধি করে, এই লাল্য দ্বারা তুচ্ছস্রাব সহজেই জীর্ণ হয়। এবং স্বভাবতই মুখ খোঁত হইয়া যায়।

(ঘ) মুখাত্তরীণ নানাপ্রকার রোগ জীবাণুর উৎপত্তি বিনাশ করে।

চিকিৎসা প্রকাশ ১৩৩৪।

বিজ্ঞানসন্মান
দাতব্য ঔষধালয়।
প্রায় ৩০ বৎসরের উপর
স্থাপিত।
২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন
বহুবাজার।
বেলা ৭টা হইতে ৮১ পর্যন্ত সমাগত
দরিদ্র রোগীগণকে বিশেষ যত্নে দেখিয়া
বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্ক বাণী।

নূতন মাটির বাসনের অনিষ্টকারিতা।

নূতন হাড়ীতে অন্ন পাক করিয়া খাইলে অনেক সময় উদরাময়, অজীর্ণ হয়, নূতন হাড়ীর ভাত হজম হয় না, ইহা এদেশের মহিলাগণও জানেন। আমাদের বোধ হয়, নূতন হাড়ীর দ্বন্দ্ব বালুকা-কণাই ইহার জন্ত দায়ী। একখানি বিদেশীয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কাগজে পড়িয়াছিলাম, "Poisonous effect from using new earthen ware" তাহারও নূতন মাটির বাসনের বিষক্রিয়া সম্বন্ধেই লিখিয়াছেন। তাহার উপদেশ দিয়াছেন, হাড়ীর মধ্যে চর্কি, বা সেইরূপ কোন স্বেপদার্থ দিয়া উত্তমরূপে ভিতরটা মাজিয়া লইয়া কিয়ৎকাল পাড়টাকে শুষ্ক উত্তাপে তাতাইয়া লইয়া তাহার পর ব্যবহার করিলে তত অনিষ্টকর হয় না।

আমাদের দেশের মেয়েরা ভিতরে তৈল দিয়া শাল পাতা দিয়া ঘষিয়া তাহার পর রন্ধন করিয়া থাকেন। ইহা বহুকালের প্রচলিত প্রথা। সেকালের লোকের ব্যবস্থাদি খুবই সমীচীন, তাহার কত পূর্বে এই সকল খুঁটিনাটি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণ এখন বলিতেছেন যে, নূতন মৃৎপাত্র হইতে একপ্রকার বিষক্রিয়া হইয়া থাকে, ইহা সত্য। এখন বোধ হয় দেশের লোকের আর অবিশ্বাস করিবার হেতু নাই, যেহেতু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই তথ্য সত্য বলিয়াছেন। হায় বিদেশী শিক্ষা মাহাত্ম্য।

Excercise for Invalids.

দুর্বল ব্যক্তিগণের ব্যায়াম।

যাহারা ক্রম, দুর্বল, তাহাদের কষ্টের কোন ব্যায়াম না করাই যুক্তি সঙ্গত। ইহাদের পক্ষে সকালে এবং সন্ধ্যায় একটু একটু বেড়ান ভাল বটে কিন্তু অতি প্রত্যুষে বা অধিক রাতে বাহিরে থাকা হিতকর নয়। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেন গ্রীষ্মকালে সকাল বেলা ৮টার মধ্যে সন্ধ্যায় ৭টার মধ্যে অময় করিয়া গৃহাগমন করা উচিত। শীতকালে বেলা দশটার মধ্যে যে কোন সময়, এবং সন্ধ্যা ৪টার মধ্যে বহিঃস্রমণ শেষ করা উচিত। ঠাণ্ডা এবং গরম দুইই দুর্বল রোগীর পক্ষে অহিতকর। বর্ষা বা কুয়াসার যখন বহিঃগমনের সুবিধা না হয়, তখন ঘরের জানালা ওলি খুলিয়া দিয়া কক্ষ মধ্যে একবার আগাইয়া একবার পিছাইয়া কিছুকাল পনচারণা করিলে উদ্বেগ সিক্ত হইতে পারে। অতি পরিশ্রম হিতকর নহে, ক্রান্তিবোধ হইলেই কাত হওয়া উচিত।

সন্ত রং দেওয়া ঘরে শয়নের বিপদ।

ডাঃ গুড্ (Dr good) যে গৃহ নূতন রং করা হইয়াছে, তাহাতে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাওয়ার সাংঘাতিক একটি বিপদের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। লণ্ডনের একজন বিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক তাঁহার পরিবারবর্গকে পল্লীবাগে পাঠাইয়া সহরের বাড়ীতে ছিলেন। সেই সময় তাঁহার গৃহে Paint রং করা হইতেছিল।

তিনি রাতে সেই সন্ত রং করা গৃহে প্রতি রাতে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেন। একমাস পরে তাঁহার Painters Colic পীড়ার হুজুপাত হইল। প্রথমে এই পীড়া জাকারগণ ধরিতেই পারেন নাই কিন্তু যখন পীড়ার কারণ উপলব্ধি হইল, তখন রোগীর অবস্থা সাংঘাতিক। জাকার সেই রোগেই মারা যাইলেন। সেই জন্ত সন্ত রং করা গৃহে কদাচ কিছুকাল শয়ন করা উচিত নয়। যাহারা লোকের গৃহে রং করিয়া জীবিকা উপার্জন করে, তাহাদের একপ্রকার কষ্টদায়ক শূলবেদনা হয়। তাহাকেই পেণ্টার্স কলিক বা রংওয়ালাদের শূল বেদনা বলা হইয়া থাকে। এই পীড়া বড় কষ্টদায়ক এবং সাংঘাতিক।

সং-প্রসঙ্গ।

Lacke একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত, জানী বলিয়া তাঁহার সমগ্র জগতে যশ ছিল। তাঁহাকে একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আপনার সকল বিষয়েই প্রগাঢ় জ্ঞান, এত তথ্য কেমন করিয়া লাভ করিয়াছিলেন। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি চিরদিনই জ্ঞানসম্বন্ধে নিজেকে অতি দীন এই মত পোষণ করিতাম। নিজের আত্মগরিমার জন্ত লোকে যেমন সাধারণ লোকের সহিত মিশিয়া তথ্য সংগ্রহ করিতে কুষ্ঠিত হয়, আমার সেরূপ প্রবৃত্তি ছিল না। নীচ, উচ্চ, সত্য, অসত্য সকলেরই নিকট তথ্য সংগ্রহ করিয়া আমার দরিদ্র জ্ঞান ভাণ্ডারকে পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতাম। যদি কিছু জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, তাহা এই উপায়েই করিয়াছিলাম। আমাদের দেশের আধুনিক শিক্ষিত দলের অনেক বিষয়েই অনভিজ্ঞতা

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

ক্রেয়িয়া নিম্ন শ্রেণীর লোকেও হাসিয়া উঠে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অংশই ইহাদিগকে মাটা করিয়াছে।

স্পেনের রাজা কার্ডিলিয়াও প্রায়ই বলিতেন যে, তিনি জানী এবং নির্কোষ লোককে নিম্নলিখিত লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারেন।

ক্রোধ সহরণ, সাংসারিক শাস্তি এবং চিঠিগুলি লিখিবার সময় অনাবশ্যকীয় কথা বর্জন। প্রকৃত জানী বাহারা তাহাদের এই গুণগুলি আছে। কিন্তু নির্কোষ-গুণ সমগ্রকৃত, সাংসারিক শাস্তি রূপে অসমর্থ, এবং পত্রাদি লিখিতে বহু অনাবশ্যকীয় কথার পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে অভিযুক্ত হইয়া থাকে।

“কেরোসিন তেলের শিম্পবাণিজ্য।”

কেরোসিন তেল সম্বন্ধে আলোচনা-প্রণালী বিবৃত করিলে গ্রাহকের কাঠামটা বুঝা যাইবে। মর্ত্তার বলিতেছেন যে, বিশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও কেরোসিন তেল পরিষ্কার করিবার পর প্রধানতঃ আলো জালিবার কাজে তাহা ব্যবহার করা হইত। আর পরিষ্কার করিবার পর তেলের যে গাদ পড়িয়া থাকে, তাহা লাগানো হইত চাকা, কলবজার প্যাচ ইত্যাদি লোহার জিনিষ পালিশ করিবার জন্য। কিন্তু বিগত আড়াই দশকে বিজলী বাতি কেরোসিনের আলোর ঠাই অধিকার করিয়া বসিয়াছে। আলোর জন্য কেরোসিনের চাহিদা কম।

কাজেই একটা শিল্প-বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। কিন্তু অপর দিকে ঘটনাচক্রে মোটর গাড়ীর আবিষ্কার ও চলচল কেরোসিনের ইচ্ছত বাড়াইয়া দিয়াছে। এদিকে ডীজেল এঞ্জিনের তেল-ক্ষুধা জ্বর। সঙ্গে সঙ্গে টেকনিক্যাল প্রকৃতির সাহায্যে তেলের গাদগুলোকে উচ্চ শ্রেণীর মালে পরিণত করা হইয়াছে। আর এই মাল ঘর গরম করিবার ঠোড ইত্যাদি যন্ত্রে বেশ ব্যবহারোপযোগী। ফলতঃ সকল দিক হইতেই তেলের চাহিদা বাড়িতেছে। বাষ্পের বদলে তেল ব্যবহার করিতে পারিলে এঞ্জিনটার ক্ষমতা কম আয়গা দরকার হয়। এই অসুবিধা থাকায় তেলের দিকে সকলেরই টান বেশী।

হুনিয়ার আজকাল বড় কয়লা উঠে, তাহার শতকরা ১২ অংশ উৎপন্ন হয় তেল। আর হুনিয়ার সকল প্রকার কয়লার তাপশক্তি বড়, তার শতকরা ১৫ কি ১৮ অংশ হইতেছে তেলের। তেল হুনিয়ার হহ করিয়া দিগ্বিজয় চালাইতেছে। কেননা ১৯১৪ সনেও,—অর্থাৎ যুদ্ধের সমসমকালে কয়লার তুলনায় তেলের অল্পপাত আজকালকার অল্পপাতের তিন ভাগের একভাগ মাত্র ছিল। আটোমোবিল আর উড়ো জাহাজ একমাত্র তেলের উপর নির্ভর করে। তেল লইয়াই বহুসংখ্যক “হাবর জাহাজ” এঞ্জিন চলিয়া থাকে। লড়াইয়ের ক্ষমতা যে সব নয়া নয়া জাহাজ তৈয়ারী হইতেছে সবই তেলের দাস। আর বাণিজ্য-জাহাজের শতকরা ৩০টা তেলের জোরে চলে।

তেলের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গ্রাহকের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবৃত করিয়াছেন :—

(১) তেলের হুনিয়া,—ভৌগোলিক বৃত্তান্ত; শিল্প-বৃত্তান্ত (মার্কিং, বুটিং, ওলফাজ ও কশ তেল-ট্রাঙ্কের কথা), তেলের ক্ষমতা লড়াই, ১৯১২—১৯২৬ পর্যন্ত উৎপাদনের পরিমাণ (৪ কোটি ৮৪ লাখ টন হইতে ১৪ কোটি ৭১ লাখ পর্যন্ত উঠিয়াছে); তেল-উৎপাদক দেশের বিবরণ; আন্তর্জাতিক তেলের বাজার, তেল খরিদ করে, কোথায় কাহারো; বাজার-দর ১৯১৬ হইতে ১৯২৬ পর্যন্ত।

(২) ইতালির তেল-সম্পদ,—ভূতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক কথা, কবে কত উৎপন্ন হইয়াছে; বিদেশ হইতে আমদানির পরিমাণ; বাজার-দর।

(৩) বর্তমান অবস্থা—(ক) হুনিয়ার। তেল পরিষ্কার করিবার কৌশলে উন্নতিসাধিত হইয়াছে। তাহার কলে অল্প পরিমাণ তেল উৎপন্ন হইলেও নানাবিধ কাজ অনেক পরিমাণে একসঙ্গে চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু তেলের উৎপত্তি মেক্সিকো ছাড়া—অস্ত্রান্ত দেশে বাড়তির দিকেই দেখা যাইতেছে। অপর দিকে কয়লার দাম কমিয়া গিয়াছে। অধিকতর কয়লার ব্যবহার সম্বন্ধে উন্নতি হইয়াছে। কাজেই কয়লার সঙ্গে লড়াইয়ে তেলের সুযোগ এখন কিছু কম।

(খ) ইতালিতে। তেলের ক্ষুধা বাড়তির দিকে।

মর্ত্তার মগজে লোহা, তামা, রেশম, পশম ইত্যাদি সব চিজ সম্বন্ধেই এইরূপ বিশ্ববোধ ঘর করিতেছে। এই ধরণের তথ্যানিষ্ট হুনিয়া-মহনকারী ধনবিজ্ঞানসেবক ইতালিতে অনেক। বাঙালী সমাজে এইরূপ গবেষক দেখা দিবে কবে?

আর্থিক উন্নতি।

কাজের লোক আফিস।

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

চয়ন ।

আদর্শ চরিত্র ।

স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ বসু ।

যে স্বর্গগত মহাপ্রাণ কবির পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য অল্প আমরা এই প্রাক্কবাসরে সমবেত হইয়াছি, তিনি জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী ভায়মণ্ড-হারবার সবভিভিসনের অন্তর্গত নিতাইডা নামক পল্লীর বসুংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরোপকারিতা ও মহাত্ম্যবতা প্রভৃতি সদুগুণ কবির পিতা নিতাইচাঁদ ও মাতা বামাহুম্মারীর চরিত্রে মধুর ও উজ্জ্বল করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদের গ্রামবাসিগণের নিকট বরণ্য করিয়াছিল এবং কবির ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিল। বাল্যে দক্ষিণ বারাসত গ্রামে মাতুলালয়ে অবস্থান করিয়া কবির তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করেন এবং শেষে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিছুকাল রিপন কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের কার্য করিয়া তিনি শেষে দেওঘর উচ্চ শ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে ব্রত হ'ন। ভগবান কবিরের হৃদয়ে যে সংপ্রভৃতি প্রদান করিয়া কর্মভূমিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এই দেওঘরেই তাঁহার সম্পূর্ণ উন্মেষ হইয়াছিল; প্রকাশ্যে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তখন দেওঘরে অবস্থান করিতেন এবং তাঁহারই সংস্পর্শে কবিরের মধুর চরিত্র মধুরতর হইয়া উঠিয়াছিল। দেওঘরে শিক্ষকতা করিবার সময় কতকগুলি কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত রোগীর শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া কবিরের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কুষ্ঠ রোগীদের দুর্দশা মোচনের

আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে আগিয়া উঠিয়াছিল। সদহুষ্ঠানে মানব চিরদিনই ভগবানের অমুগ্রহলাভ করিয়া থাকে। পণ্ডিত তারা-কুমার কবির মহাশয় একবার দেওঘরে তাঁহার মাতৃদেবীর বাৎসরিক প্রাচীর অনুষ্ঠান করিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কবির ও তাঁহার পরম সখ্য রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পুত্র যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ভোজনের পর ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দিয়া শেষে কবির মহাশয় কবিরকে বলিলেন—যোগীন, তুমি ব্রাহ্মণগণের সহিত ভোজন করিলে, অতএব তুমিও দক্ষিণা লও। এই বলিয়া তিনি কবির ও তাঁহার বন্ধু যোগেন্দ্র বাবুকে এক একটি সিকি ভোজন দক্ষিণা দিলেন। ব্রাহ্মণের দান গ্রহণ কাজ কোন মতেই উচিত নহে, ইহা কবির মনে মনে বুঝিলেও তিনি সেই আদরের দান প্রত্যাখ্যান করিতে সাহসী না হইয়া যোগেন্দ্র বাবুকে বলিলেন—ব্রাহ্মণ প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করা উচিত নহে বুঝিতেছি, কিন্তু তাহা প্রত্যর্পণ করাও চলিবে না। আহুন, আপনার ও আমার এই দুইটি সিকি মূলধন করিয়া আমরা কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা করি। ভগবান নিশ্চয়ই আমাদের সাধু উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিবেন। এই আট আনা পয়সা মূলধন লইয়া কবির দেওঘরে কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার এই মহান উদ্যমে পরিতুষ্ট হইয়া বঙ্গের সুসজ্জন পরম প্রজ্ঞেয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বিশেষ আত্মকৃপা করাতে তিনি স্বীয় সঙ্কল্প সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় জীবন বিপদাপন্ন করিয়াও বহু রোগীদের কত স্থান খোঁজ করিয়া তাহাতে ঔষধ প্রয়োগ ও বহু পথ্যাদি প্রস্তুত করিয়া তাহাদের সেবা

শ্রবণ পরমানন্দ উপভোগ করিতেন। বিধাতার মঙ্গল হয় কবিরকে সর্বদাই এই ভীষণ সংক্রামক ব্যাধির গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠার পর দেওঘরে আর একটি অভাবের প্রতি কবিরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। স্থানীয় শব-বাহীদিগের কোনও বিশ্রাম গৃহ ছিল না, সেই জন্য তাহাদের বিশ্রাম কষ্ট হইত। কবির এই অভাব মোচন করিয়া সাধারণের আশীর্ষ্যের পাত্র হইয়াছিলেন। স্থানীয় পাণ্ডাদিগের সম্মান-গণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা প্রচার করে একটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা কবিরের অল্পতম কীর্তি। আর বোড়শ বৎসরকাল দেওঘরে শিক্ষকতা করিয়া কবির কলিকাতার ঠাকুর বংশের বনামধ্যাত কমিদার কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসেন।

বঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রে কবিরের সাধনার কোন পরিচয় প্রদানের আশ্রয়তা আছে বলিয়া মনে হয় না। ছাড়াবহুয় লিখিত তাঁহার “রাজউদাসীন” নামক ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তকেই তাঁহার কবিত্বের সম্যক বিকাশ হইয়াছিল। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের পর আমাদের দীনা মাতৃভাষাকে সৌন্দর্য-শালিনী, জীবনমধা ও জ্যোতির্ময় করিবার জন্য যে কয়েকজন সাধক সাহিত্য সাধনার প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন, কবির তাঁহাদের অন্তনয়। তাঁহার রচনারীতি পাঠকের হৃদয়ে বিভীষিকার পরিবর্তে পুলক সঞ্চার করিয়া থাকে। তাঁহার মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত, অহল্যাবাই, তুকারাম, পতিব্রতা প্রভৃতি গদ্যগ্রন্থ এবং পৃথীরাজ ও শিবাজী মহাকাব্য এবং মানব গীতা প্রভৃতি কবিতা গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারে অমূল্য রত্নরূপে চিরদিনের জন্য বিরাজমান থাকিবে, যে কবি তাঁহার কবিতা দ্বারা পাঠকের

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর হউন।

অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ পূর্ণ করিতে সমর্থ হ'ন, সেই কবিই প্রকৃত কবি। কবির কবিতা শিল্পাতুরী ও সৌন্দর্য্য প্রবণতার ভাষা সহজ বোধ্যতার জন্তও চিরদিন বাঙ্গালীর নিকট আদরণীয় থাকিবে। তিনি তাঁহার কঠোপনিষদের কবিতাভাবাদে জটিল ও দুর্বোধ্যতার সহজ ও সরলভাবে বর্ণনা করিয়া যে অসাধারণ শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে সকলেরই চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। কবিরের প্রচলিত পাঠকবর্ণ তাঁহার জীবনের প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। ছাত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিস্তৃত সম্পত্তির গুরু দায়িত্বপূর্ণ কার্য পরিচালনের সঙ্গে সঙ্গে কবির অবসরমত ভিক্রমে পৃথিবীরাজ ও শিবাজী মহাকব্যাদয় প্রণয়ন করিয়া বঙ্গবাসীকে উপহার দিয়া গিয়াছেন, তাহা যাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন কেবল তাঁহারাই অবগত আছেন। যাহারা মনোনিবেশ পূর্বক “পৃথিবীরাজ” ও “শিবাজী” পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন, যে আমাদের মাতৃভাষার শক্তি-বিক্রপ! কবিরের কবিতা মুগ্ধ হইয়া কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতগণ কবিরকে “কবিকৃষ্ণ” উপাধিতে সম্মানিত করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ পরীক্ষায় আমাদের মাতৃভাষা স্থান পাইলে কবির তথায় অন্ততম অধ্যাপক মনোনীত হ'ন এবং পরে তিনি “প্রেসিডেন্ট রাইটস” প্রবন্ধের অন্ততম পরীক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

কবির তাঁহার কার্য শেষ করিয়া অমর-ধামে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি গাহিয়া-ছিলেন,—

“জীবে প্রেম, স্বার্থ-ত্যাগ, ভক্তি নারায়ণে।

সকল শিক্ষার সার রাখিও স্বরণে।”

কবিরের সহিত যাহারা ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে তাঁহার এই উপদেশ প্রচারিত হইবার পূর্বে তাঁহার স্বীয় জীবনের পূর্ণতামাত্র করিয়া-ছিল। তাঁহার কবিতা, তাঁহার অসাময়িকতা, তাঁহার উদারতা, তাঁহার স্বদেশ প্রেমিকতা তাঁহার ধর্মপ্রবণতা এবং সর্বোপরি তাঁহার মধুর চরিত্রের নির্মলতা তাঁহাকে তাঁহার দেশবাসীর নিকট বরণ্য করিয়াছে। সাধক সাধনার সিদ্ধিলাভ করিয়া শ্রীভগবানের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

অনেক শিষ্য।

সংসারাত্মক।

শীলাময় যিনি যার রচিত জ্বলন,
তাঁর হৃদে এ সংসার পুণ্য নিকেতন।
মাতা, পিতা, পত্নী, পুত্র পরিজন ল'য়ে
গৃহস্থ রহিবে হেথা, শুদ্ধ শান্ত হ'য়ে।
পূজিবে দেবতা জানে মাতার পিতায়,
আত্মপর সর্বজনে তুষিবে সেবার।
ধর্মপথে রহি অর্থ করি উপার্জন,
অজনে অনাথে দীনে করিবে পালন।
বিশ্বাস ভক্তি আশা রাখিবা অন্তরে,
উপাস্ত্রিবে জান ধর্ম পণ্ডিত আদরে।
ইন্দ্ৰিয় বিজয়ী হবে দৃঢ়চেতা বীর
স্বদেশ স্বজাতি হিতে পাতি দিবে শির।
নারী হ'বে পুরুষের সহায় সঙ্গিনী
পতিব্রতা কন্যাশীলা মধুর ভাষিনী।
কর্তব্য সাধনে যুক্ত হবে পরম্পর,
যথা শিব তথ শক্তি, না থাকে অন্তর।
সম্পদে বিপদে দোহে হবে এক প্রাণ,
দোহে মিলি সংসারের সাধিবে কল্যাণ।
ধন, জন, পদ, ম'ন, যাহার কণায়,
কায়মনোবাক্যে নত্যা আরাধিবে তাঁয়।

জীবনের কর্তব্যকল অপি নারায়ণে,
অস্ত্রিমে বিদায় ল'বে সহস্র বদনে।

কবির শেষ রচনা—

মিটিয়াছে সব সাধ, আর কোন সাধ নাই,
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ কিছু আর নাই চাই।
সম মান, অপমান লাভালাভ সম জান
এই মাত্র চাহে প্রাণ, তবে পদে স্থান পাই।
হে অরূপ হে অবায় পূর্ণ কর এ জন্ম,
আমি গাহি তব নয় জন্ম
নিত্যানন্দ ধামে যাই ॥

এডু: পো:।

মুষ্টিরক্ষার উপকারিতা। যৌথ-ঋণ-দান সমিতি।

কথোপকথন।

স্বশীলা ও স্বনীতি।

স্বশীলা। আজ বাবা আমার হাতের
রাঁধা ভাত খাইবেন, সকাল সকাল চা'ল
চড়াইয়া দেই মা। সকলের এক বেলার
মত চা'ল নিয়াছি।

স্বনীতি। বেশ। ভাত রাঁধিতে গিয়া
হাত পা গোড়াইয়া ফেলিওনা যেন। ভাল
কথা। ভাতের চা'ল হইতে দুইমুষ্টি চা'ল
মুষ্টি চা'লের জালাতে তুলিয়া রাখিয়াছ কি?

স্বশীলা। রাখিয়াছি। কিন্তু রোজ রোজ
প্রত্যেক বেলার ভাতের চা'ল হইতে কেন
যে তুমি দুই মুষ্টি করিয়া চা'ল তুলিয়া রাখ
তাহা বুঝিনা। সে জালাতে প্রায় বার তের
সের চা'ল জমা হইয়াছে।

স্বনীতি। মুষ্টি চা'ল তুলিয়া না রাখিলে
কি হলে মা! আজ পাঁচ বৎসর হইতে
মুষ্টি-চা'ল রাখিতেছি। মুষ্টি-চা'ল ঘরের
লক্ষী। মাসে মাসে চা'ল যাহা জমা হয়,
তাহা বেচিয়া টাকা গ্রামের যৌথ ঋণ-দান

আর কেন? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

সমিতির তহবিলে জমা দিতে হয়। প্রত্যেক মাসে মুষ্টি চা'ল দ্বারা আড়াই টাকা, তিন টাকা জমা হয়। এইরূপে গত পাঁচ বৎসরে দেড় শতের উপর টাকা তোমার বাবার নামে সমিতির তহবিলে জমা হইয়াছে। আমাদের বাড়ীর মত এই গ্রামের আরও বিশটা বাড়ী হইতে মাসে মাসে মুষ্টি-চা'ল জমা হইয়া প্রায় প্রত্যেকের নামেই ঐ পরিমাণ টাকা সমিতির তহবিলে জমা হইয়াছে।

সুনীলা। মুষ্টি-চা'লের টাকা সমিতির তহবিলে জমা দিয়া আমাদের কি লাভ হয় মা?

সুনীতি। ইহাতে আমাদের প্রথম লাভ এই যে, মুঠো মুঠো করিয়া চা'ল জমাটর পাঁচ বৎসরে আমাদের দেড় শতের উপর টাকা জমা হইয়াছে। এইরূপে মাসে মাসে মুষ্টি জমা না করিলে এক পয়সাও জমা হইত না। অথচ ইহাতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় নাই। ভাতের চা'ল হইতে দুই মুষ্টি চা'ল তুলিয়া রাখিলে ভাতে কাহারও কম পড়ে না। ইহার ফলে অল্প অল্প করিয়া আমাদের সঞ্চয়ের অভ্যাস হইতেছে। এই অভ্যাস খুবই মঙ্গল জনক। ইহার সঙ্গে সঙ্গে মিতব্যয়িতাও অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া যায়।

তুঃসময়ে আমরা আমাদের সঞ্চিত টাকা, সমিতির তহবিল হইতে আনিয়া কাজে লাগাইতে পারি। আমরা গৃহস্থ মানুষ, চৈত্র বৈশাখ মাসে চাষ আবাদে জন্ত কত সময় টাকার দরকার হয়, তখন হাতে টাকা থাকে না বলিয়া চড়া হুদে মহাজনের নিকট হইতে টাকা কর্জ করিতে হয়। সেই টাকা শোধ দিতে কত কষ্ট হয়, আর হুদে দিতেই কৃষি কার্যের লাভ চলিয়া যায়।

আমাদের গ্রামে যৌথ ঋণ দান সমিতি

স্থাপিত হওয়ার পর হইতে মহাজনের নিকট হইতে বেশী হুদে টাকা কর্জ করিতে হয় না। আবশ্যক মত সমিতি হইতে অতি কম হুদে আমরা টাকা ধার লই, আবার বন্দ মত টাকা শোধ দিয়া থাকি। তোমার বাবা এই সমিতির এক জন সভ্য। তিনি এই সমিতির পঞ্চাশ টাকার একটি অংশ ক্রয় করিয়াছেন। সেই টাকা অনেক দিন হলো শোধ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মত এইরূপ দশ জন সভ্য লইয়া প্রথম এই সমিতি গঠিত হয়। এখন সমিতির সভ্য সংখ্যা আটশ হইয়াছে। গ্রামের যে বিশটা বাড়ী হইতে মাসে মাসে মুষ্টি চা'লের টাকা সমিতির তহবিলে জমা হয়, তাহার সকলেই ঐ সমিতির সভ্য। সমিতির তহবিলে প্রত্যেকেরই আমাদের মত মুষ্টি চা'লের টাকা সঞ্চিত আছে। আর পঞ্চাশ টাকার একটি অংশ আছে।

মুষ্টি চা'ল রাখাতে দ্বিতীয় লাভ হইতেছে আমাদের যৌথ ঋণ দান সমিতির। এই সমিতি যখন প্রথম স্থাপিত হয়, তখন ইহার তহবিলে মূলধন একটি পরসাও ছিল না। সহরের কেন্দ্রসমিতি হইতে টাকা কম হুদে কর্জ করিয়া ইহার মূলধন সংগৃহীত হইয়াছিল। সেই টাকা দিয়া সমিতির কারবার আরম্ভ হয়। ইহাতে সমিতির নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। টাকার হুদ কম হইলেও হুদের টাকার লাভ পরের হাতে চলিয়া যাইত।

কি করিয়া হুদের টাকার লাভ সমিতিতে রাখা যায়, এখন ইহাই হইল সমিতির প্রধান লক্ষ্য। সমিতি বুঝিল যে, এই লাভ সমিতির থাকিতে হইলে মূলধন সমিতির নিজস্ব হওয়া চাই। তখন সভ্যদের অংশের টাকা, আমানতি টাকা ও মুষ্টি চা'লের জমা টাকা হইতে সমিতির মূলধন সংগ্রহের কথা হইল।

গত পাঁচ বৎসরের মুষ্টি চা'লের জমা টাকা হইতে সমিতির তহবিলে ২০ জন সভ্যের দেড় হাজারের উপর টাকা সঞ্চিত হইয়াছে। আর তাহাদের অংশের টাকা ও আমানতী টাকা এক হাজারের কাছাকাছি তহবিলে জমা হইয়াছে। মোটে গ্রামের সমিতির তহবিলে এখন আড়াই হাজারের বেশী টাকা সঞ্চিত হইয়াছে। এই টাকা এখন সমিতির মূলধন হইল। এই টাকার সম্পূর্ণ লাভ এখন সমিতির থাকিয়া যায়। আর বৎসর বৎসর সমিতির মূলধন এই ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে।

ইহার ফলে সমিতির আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সমিতির সভ্যদের অবস্থাও উন্নত হইয়াছে। সমিতির নিকট ব্যতীত সন্ধ্যাদের বাহিরে কোথাও কোন মহাজনের কাছে দেনা পত্র নাই। জমীদারের খাজানার ভয়ও এখন নাই। টাকার দরকার হইলে সমিতি হইতে তাহার কয় হুদে টাকা কর্জ করে। বন্দ মত সেই টাকা শোধ করিয়া দেয়। এই সমিতিটী এখন গ্রামের আটশ জনের সম্পত্তি হইয়াছে।

পাঁচ বৎসর আগে আমাদের আর্থিক অবস্থা অতি মন্দ ছিল। আমাদের দেনা পত্র অনেক ছিল। আমাদের জমিজমা মহাজনের ঘরে কর্জের নামে বাধা ছিল। সমিতির কল্যাণে, সমিতির বাহিরে আজ আমাদের আর দেনা নাই। আমাদের মত সমিতির সকল সভ্যের অবস্থা ভাল হইয়াছে। আমাদের এই সমিতি প্রায় সকল সভাই কৃষকীণী। প্রায় সকলের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হওয়াতে চাষ আবাদে কাজ বেশ চলিতেছে। এখন বুঝিতেছি মুষ্টি চা'লের দ্বারা আমাদের কত উপকার হইতেছে, আর ইহাতে মেয়েদের কত বড় হাত রহিয়াছে।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

কাজের লোক, কলিকাতা, জুলাই, সন ১৯২৭।

স্বশীলা। আচ্ছা মা! এই সমিতির বাহিরের কোনও লোক সমিতি হইতে টাকা কর্ত্ত লইতে পারে কি?

স্বনৌতি। না। সমিতি হইতে টাকা কর্ত্ত করিতে হইলে আগে সমিতির সভা হইতে হইবে। এক টাকা ভিত্তি 'ফি' আর পঞ্চাশ টাকার একটি অংশ খরচ করিলে সমিতির সভা হওয়া যায়। এক প্রেরণ বা এক জাতীয় চরিত্রবান ও বিশ্বাসী ও সংলোক না হইলে কাহারও সমিতির সভা করা হয় না।

স্বশীলা। সমিতির আশের টাকা কত দিনে দিতে হয় মা?

স্বনৌতি। একবারেও দেওয়া যায় অথবা বৎসরে পাঁচ টাকা করিয়া দশ বৎসরে পঞ্চাশ টাকা দিলেও হয়।

স্বশীলা। এত সুবিধা সঙ্গেও গ্রামের লোকেরা এই সমিতির সভা হইতেছেন না কেন মা?

স্বনৌতি। এতদিন তাহারা যৌথ-খণ-দান সমিতির কথা ভাব করিয়া বুঝিতে পারে নাট। এখন বুঝিতে পারিতেছে; তাই ইহার সভা হওয়ার জন্য অনেকেই প্রার্থী হইতেছে। সমিতির মঙ্গলের জন্য সভা সংলোক দেখিয়া বাহিয়া লওয়া হয়।

স্বশীলা। সমিতির কাজ কর্ত্ত কাহার চালায় মা?

স্বনৌতি। সমিতির কাজ কর্ত্ত চালাইবার জন্য ও হিসাব নিবান দেখিবার জন্য একটি কাৰ্য্য নির্বাচিত সভা থাকে। কম পক্ষে

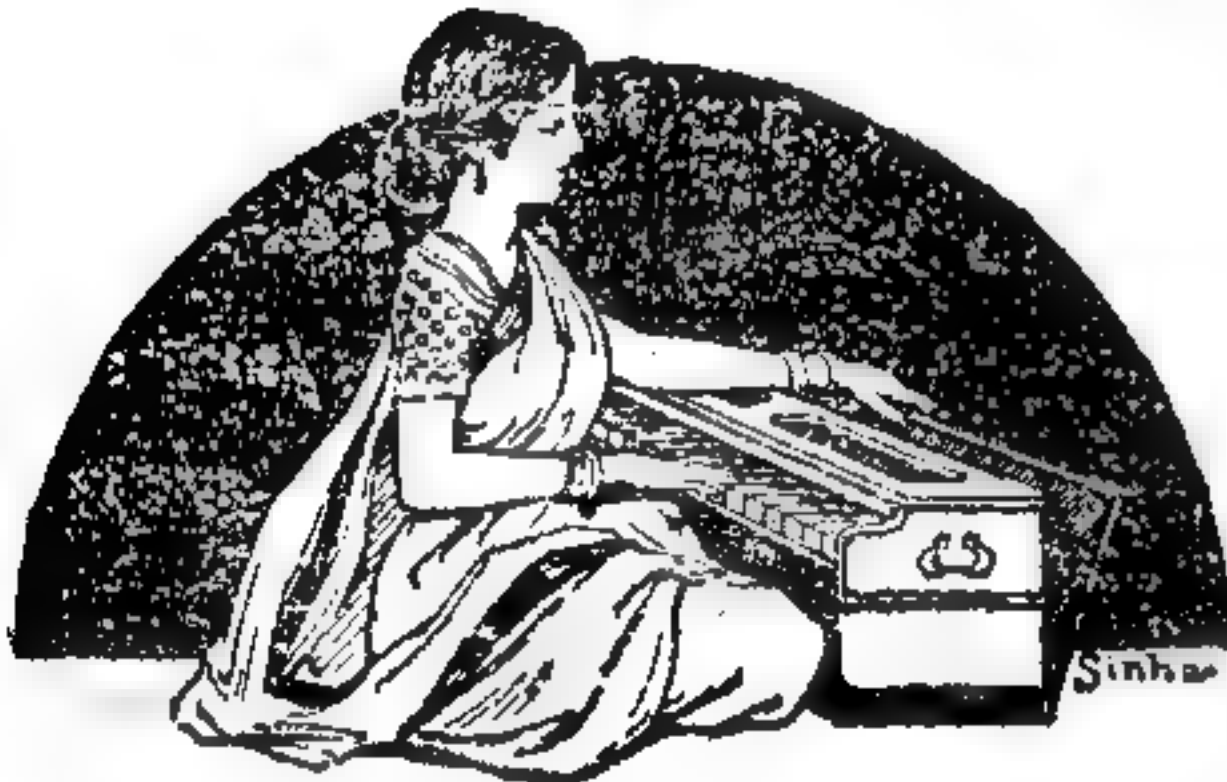
পাঁচ জন সভ্য লইয়া এই সভা গঠিত হয়। ইহার সভাপতি সমিতির বৈঠকে সাধারণ সভাপতি কর্ত্ত এক বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। একজন সেক্রেটারী, একজন কোষাধ্যক্ষ, একজন সভাপতি ও দুই জন সভ্য লইয়া এই কাৰ্য্য নির্বাহক সভা গঠিত হয়।

স্বশীলা। বেলা পড়িয়া গিয়াছে মা এখন ভাত রাগা করিতে যাই।

শ্রী ধানুতা আনিফ খান
চেয়ারম্যান, দৌলতপুর যৌথ-খণ দান সমিতি
পোঃ বাজিরা, দৌলতপুর
ত্রিপুরা
(ভাণ্ডার)

শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম

নিজের গুণেই কাটে!



শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম কাটাইতে কোনরূপ বাছাড়ম্বর বা জোর বিজ্ঞাপনের আবশ্যক করে না। কারণ, শরৎ ঘোষের প্রত্যেক হারমোনিয়মটি এক একটি মূর্ত্তিমান সজীব বিজ্ঞাপন। যাহারা অনেক দিন ধরিয়া এই হারমোনিয়ম ব্যবহার করিয়া শ্রীত হইয়াছেন, তাহাদের মুখের স্বার্থহীন প্রশংসোচ্ছ্বাস হেতু আমাদের হারমোনিয়ম সাধারণের এত সমাদর লাভ করিয়াছে।

৩ অক্টেভ, ৪ ষ্টপ, সিঙ্গল রীড ২৫/- ও ৩০/-। ৩ অক্টেভ, ৫ ষ্টপ, ডবল রীড ৪০/- ও ৪৫/-। ৩ অক্টেভ, অর্গেন টিউন (বেস রীডযুক্ত) ৫০/- ও ৬০/-। মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

Sarat Ghose & Co.

CALCUTTA.

9, DALHOUSIE SQ., CALCUTTA.

কাজের লোক আফিস

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তক

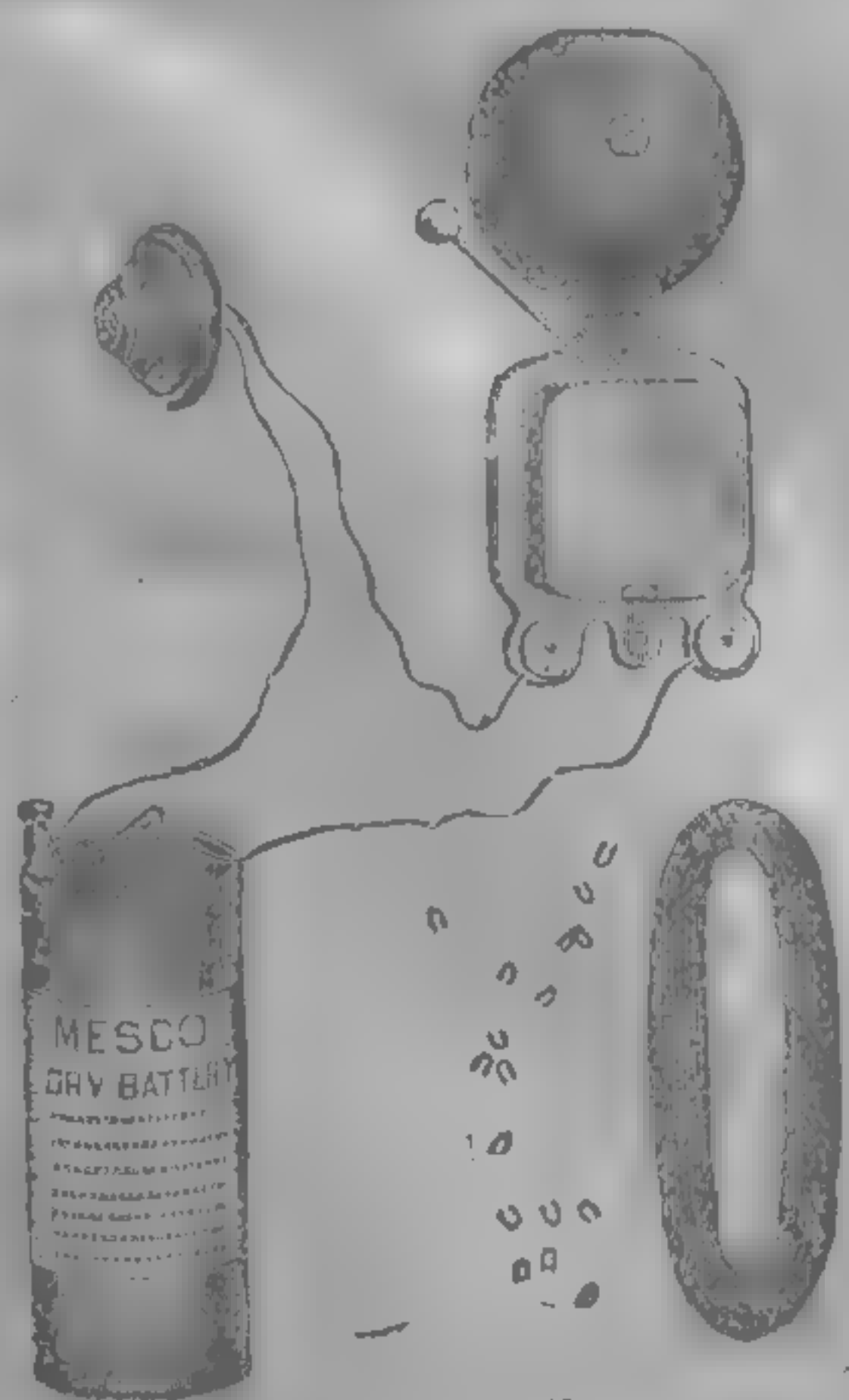
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

দারুণ প্রাণে 'জবাকুম' বিশেষ আরামপ্রদ



—মান ও প্রসাধনে প্রত্যহ 'জবাকুম' ব্যবহার করিবেন—
'জবাকুম' প্রত্যেক বড় বড় দোকানে পাবে যথা। সি. কে. সেন এণ্ড কোং লি., ২৯ নং কলুটোলা, কলিকাতা।

ইলেকট্রিক কলিং বেল বা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা।



চাকর চাকরাণী ডাকিতে আর রাগিয়া খুন হইতে হইবে না। প্রায় ৪২ ফুট লম্বা তার ও উৎকৃষ্ট স্থায়ী ড্রাই বাটারি—তাহা লাগাইবার ছক প্রভৃতি সমেৎ অনিরা মাত্র ভিত্তি ডাকনাগুলি সমেৎ ৬ টাকায় আপনার বাড়ীতে ডাকে পৌছাইয়া দিব। অতিরিক্ত তার আদ্যাদি হইলে তাহাও অতি সুলভ মূল্যে দেওয়া যাইবে। ইহা এগুন পতোক গৃহে আবশ্যক, যেহেতুক পরস্পর প্রতিবাসীগণ এবাড়ী ওবাড়ী যোগ করিলে বিপদের সময় নিজ কক্ষ হইতে অন্য বাড়ীর লোককে সংবাদ পাঠান যাইতে পারিবে। ত্রিতল কক্ষ হইতে নিম্নতলের ও ভিতর বাড়ী হইতে বহির্লোকের দাসদাসীকে ডাকিতে পারিবেন। প্রত্যেক গ্রামে ও নগরে এজেন্ট আবশ্যক। পত্র লিখুন।

শ্রীমাদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়,

২ নং বাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

ঘরে বসিয়া উপার্জন পন্থা।

"উপার্জন পন্থা" সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা হইলে আমাদের লিখিবেন, ঘরে বসিয়া কেমন করিয়া আপনি অনায়াসে মাসিক ৩০০০ টাকা উপার্জন করিতে পারেন, দেখাইয়া দিব। একখানি অর্ক আনার টিকিট পাঠাইতে হইবে গাত্র।

ম্যানেজার "কাজের লোক"।



আসমুদ্র ভারতে সকল মহিলাই কেশরঞ্জন মাখেন

কারণ—ইহাতে কেশ কৃষ্ণিত, কোমল ও মন্থন হয়। কটা চুল কৃষ্ণবর্ণ হয়। কিছু দিন ব্যবহারে কেশের আলিত্য বা টাকরোগ আরাম হয়।

কারণ—চুল উঠিয়া গেলে, মাথার টাক পড়িলে, অকাচ চুল পাকিলে, চুল বিকৃত ও বিবর্ণ হইলে, “কেশরঞ্জন” ব্যবহারে এ সব চুলক্ষণ দূরীভূত হয়।

কারণ—ইহা অত্যধিক অধ্যয়ন, অধিক চিন্তা, সর্ববিধ শিরঃপীড়া, মস্তক-ঘর্ষণ, প্রভৃতি উপসর্গে অমোঘ প্রতিকারক। ইহার মনোমগ্ন লুগড়ে চিত্তের প্রকৃষ্টতা ও মানসিক অবসাদ বিদূষিত হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১ এক টাকা মাত্র; প্যাকিং ও ডাকমাসুল সাত আনা।

উপায় থাকিতে নিরাশ হন কেন??

যদি আপনার শরীরে উপদংশ অথবা পারদ-বিষ সংক্রামিত হইয়া থাকে, গারে হাতে ও পায়ে ঢাকা ঢাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,—ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে এ কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন, তবে আমাদের লিখুন,—আমরা আপনাকে “বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়” পাঠাইয়া দিব। ইহার ব্যবহারে আপনি নিদোষভাবে ও অল্প ব্যয়ে এই ভয়ানক রোগের ভীষণ কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। উপদংশ ও পারদ-বিকৃতিতে “বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়” মন্ত্রশক্তির ঈশ্বর কার্য্য করে।

প্রতি শিশির মূল্য ২, ছই টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাসুল ৮০ তের আনা।

কবিরাজ নরেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড,

আনুর্কেন্দ্রীয় ঔষধালয়, ১৮/১ ও ১২ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিংস ইনসেক্ট পาว্ডার ছারপোকা ও কীট নষ্টকারিবার ঔষধ

কিটিংস প্যাউডারে

যসা মাছি ছারপোকা মরে।

দিলে বিছানায়

মুহূর্ত্তেকে সুখ-শয্যা হয় ॥

লগুনে প্রস্তুত, সকল ডাক্তারখানায় ও নিম্ন ঠিকানায় পাওয়া যায়।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

বোনফিল্ড লেন, কলিকাতা।



জা
ব
খ
না
জ
না
পাওয়া যায়

পাওয়া যায়

জ
ব
খ
না
জ
না
পাওয়া যায়



২১শ বর্ষ,
৮১৯ম সংখ্যা।

New Series
August, September 1927.

নবম সংস্করণ।
৮ মার্চ, সেপ্টেম্বর ১৯২৭

Vol. 21
No. 8-9



শানমেটো.
SANMETTO.

সুখী পৃষ্ঠ ও বালকবালিকাগণের হৃৎ এবং জননবস্ত্রের ব্যবহারী পীড়া নিবারক
সকলশ্রেষ্ঠ বলকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ডাক্তারেরা শানমেটোই ব্যবস্থা করেন। হৃৎযন্ত্রের (Kidney and Bladder) ব্যবহারী পীড়ার প্রস্তাবকালে ভীষণ যন্ত্রনার বক্তা নিম্নিত প্রস্তাব বা অন্যবিধ হ্রাসে শিশু ও বালকগণের শয্যা হৃৎ স্নায়বিক, বাস্তবিক বা মেহঘটিত যে কোন পীড়ার অকাল বাছক্য দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং নৃত ও জনন বস্ত্রের বলবিধান করিতে শানমেটোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিয়্যাপদ ঔষধ।

আজি: আদ কোন মেসার জিনিষ নাই বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নিম্নিত্রে ব্যবহার্য। প্রতি গৃহেই শানমেটো থাকা উচিত প্রত্যেক শিশুর সচিত ব্যবস্থাপত্র থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৩/০ সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

আমরাই শানমেটোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কী সকল প্যাকেজ উপরে দেখিয়া লইবেন।

অফ চেম কোং, ৫২ এবং ৬১ ব্যারো স্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক, ইউ. এস. এ।

৫০, CHEM. CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A

সুখমা

সুখেশী না হইলে রমণী সুখমা হইতে পারে না। আর সুখমা ব্যবহার না করিলেও সুখেশী হইতে পারে না। সুখমার বিশেষত্ব—সৌরভে স্নিগ্ধ-কোমল—সুতরাং শিরঃপীড়ায় এবং মানসিক পীড়ায় ইহা অপরিহার্য্য, সুখমা সহজেই কেশমূলে প্রবেশ করিয়া কেশ বর্দ্ধনের সাহায্য করে, মস্তিষ্ক শীতল করে, কেশ দৃঢ় করে, কেশদ্রু আবেগা করে, সুতরাং সুখমাই আদর্শ কেশ-তৈল, বড় এক শিশির মূল্য ৮০, ডাকমা শুলাদি ১০০।

কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ গুপ্ত,

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়,

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

দ্রৌলোকের সর্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ এলিট্রিস কর্ডিয়ান রাইও ALETRIS CORDIAL RIO

যাবতীয় দ্রৌরোগ যথা বাধক, অতিরিক্ত, এবং যেতঃপ্রদর, জ্বরাক্ষয় দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির অস্ত সমস্ত জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ দ্রৌরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্বলকর উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী বালিকাগণের ইহা একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রতারণিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ানের কৃতকার্যতা দেখিয়া প্রত্যেকগণ আল করিতেছে। ক্রয়ের সময় সেবনের উপর Rio Chemical Company, New York City U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য অতি শিশি ৩৮০ আনা মাত্র।

রাইও কেমিক্যাল কোং,
১৮৭০ সালে স্থাপিত।
৭৯ ব্যারো স্ট্রিট, নিউইয়র্ক,
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.

(Founded 1870)

79 Barrow Street, New York U. S. A.

খোকসিনা অদ্বিতীয় বৈদ্যুতিক বেদনানাশক মালিস

• • • যে কোন প্রকারের বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক “খোকসিনা” ২১৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা নিবৃত্তি হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য ছুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্থায়ী ফলপ্রসূ। সঞ্চিত শোণিতকে জলীর ঘর্ষবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আশু ফলপ্রসূ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৮০ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ভি; পি স্বতন্ত্র। সর্বত্র এজেন্ট চাই।

এস, পি, চাটার্জী এণ্ড সন্স,

কলিকাতা অফিস—

খোকসিনা কার্যালয় এং

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহবাঙ্গার

ছৌর—গলসী, জেলা বর্ধমান।



ঘোষ এণ্ড সন্স, জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চশমা বিক্রেতা,

টেলিকোম নং ২৫১৭।

১৬১ নং রাধাবাজার স্ট্রীট, হেড্‌ অফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হ্যারিসন রোড।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিকরী, চেন, পার্শী ও ইহুদী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ঘোড়কাপি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর বখা “বন্ধে মাতরম্” “সুখে থাক ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম রক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয় জ্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

ডাক্তার চৌধুরীর

সর্ব প্রকার চক্ষু রোগের মহৌষধ।

আইরিণ।

চক্ষু পীড়িত কিনা এই ঔষধ এক ফোটা চক্ষে দিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। যদি ঔষধ চক্ষে ধরে, তবেই চক্ষু পীড়িত। না ধরিলেই স্বস্থ। এই ঔষধ বারমাস চক্ষে দিলে, চক্ষু ভাল থাকে, চশমার আবশ্যক হয় না। চক্ষু লাল হওয়া, পিচুটী-পড়া, জলপড়া, চুলকান চক্ষু আটগা থাকা, বেদনা প্রভৃতি চক্ষের তরুণ পীড়া ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য হয়। ছানি, কুলি, ঘা, কমদেখা, দূরদৃষ্টি কম হওয়া, রাতকানা প্রভৃতি পুরাতন পীড়া শীঘ্র ভাল হয়। বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয়।

এরারুট।

সুদেশ জাত, বিত্ত ও টটিকা, শিশু ও রোগীর উত্তম বলকারক পথ্য, মূল্য প্রতি কোটা তিন আনা।

ডাঃ বি, কে, চৌধুরী এণ্ড সন্স। বাসন্তী ডিসপেন্সরী, হিমাইতপুর, পাবনা।



ডাঃ এইচ, এল, বাটলিওয়ালার সন্মুখ কোং লিঃ

Use Batliwalla's Ague Mixture Freely On Kala-Azar, Malaria Influenza, and Jungle Fevers &c.,

কালাজ্বরে বাটলিওয়ালার এগু মিক্চার ব্যবহার করিবেন ।

বাটলিওয়ালার “এগু মিক্চার”—ইনফ্লুয়েন্সা, ম্যালেরিয়া এবং সর্ববিধ জ্বরের জন্য ।

বাটলিওয়ালার “এগু পিলস”—ইনফ্লুয়েন্সা, ম্যালেরিয়া এবং সর্ববিধ জ্বরের জন্য ।

বাটলিওয়ালার “বাল অমৃত”—হৃদয়, অবসাদগ্রস্ত ও ক্রম শিশু এবং শীর্ণকায় বয়স্ক লোকদিগের জন্য বলকারক ।

বাটলিওয়ালার (কিওর অন্) “বাম”—মাথাধরা, সর্ববিধ বেদনা, শ্রমশূল, কটিযাত এবং বুকের বেদনার জন্য ।

বাটলিওয়ালার “ডায়েরিয়া (কলেরা) মিক্চার”—ওলাউঠা, উদরাময় ও বমি প্রভৃতি রোগের জন্য ।

বাটলিওয়ালার “আগল কুইনাইন ট্যাবলেট”—১ গ্রেন ও ২ গ্রেন ওষুণের বড়ি ১০০টি, প্রতি শিশি ।

বাটলিওয়ালার “টনিক পিলস”—বিবর্ণ মুখাবয়ব বিশিষ্ট, স্নায়বিক মৌর্খল্যবৃত্ত ও রক্তহীন লোকের

বাটলিওয়ালার “ইথ পাউডার”—দীর্ঘকালিক হৃদয়রোগে পরিচর্য ও সুদৃঢ় করে ।

Tele. Address—Cawashapur,
Bombay.

সায়ানি রোড,
Agents wanted everywhere.

কাডেল রোড, পোঃ
বে/বাই ১৪৩৯

সূর্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক ।

২৯ নং ক্যানিং স্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা ।

১। আমরা ছল পাঠ্য দ্রব্যাদি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি । তদ্বিধ নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহাভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় ।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাদিগকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয় । পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায় । নাথ ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন ।

দেখুন !

অতি স্থলভে আমরা যাত্রা ও
থিয়েটারের পরচুলা ঠাকুরদের চামর
এবং অন্যান্য নানা প্রকার জিনিস বাহা
আপনার আবশ্যক জানাইলে
পাঠাইয়া দিতে পারি অনুসন্ধান করুন।

এস পি চার্টার্ড এণ্ড সন্স,
২নং রাজেন্দ্র হলের লেন,
C/o Manager,
"Businessman."



প্রত্যেক দূরদর্শীকে

অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিত্ত উৎস না হইলে চিকিৎসা কার্য সফ
হই না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিত্ত—টাকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ
প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাকেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা
ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ; জে, এন, যোহ এম ডি, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ
চিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিত্ততার জন্যই আমাদের ঔষধ
ব্যবহা করেন। স্থলভে পরমা বাচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাচে না—
আমাদের মাদারটিংচার ১০; ১—১২ প্রতি ড্রাম ১০, ৩০ গ্রাম পর্যন্ত
১০। স্থলভালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিস্টস্,

৮৩ নং কলেক্ট্রাট, হংশন, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—৪৫ নং ওয়েলিংটন স্ট্রীট, কলিকাতা।

FREE ! BEST TABLE TIMEPIECE.

Your gift is here

Don't turn elsewhere

YOU HAVE A JEWEL IN YOUR POCKET.



The famous "Wembley" Fountain Pen fitted with gold nib, British make, its handsome appearance pleases and its perfect balance gives real writing comfort, much patronized and spoken of by the WHITE HALL EXHIBITION presided by H. M. KING GEORGE V. We import large stock specially for the season.

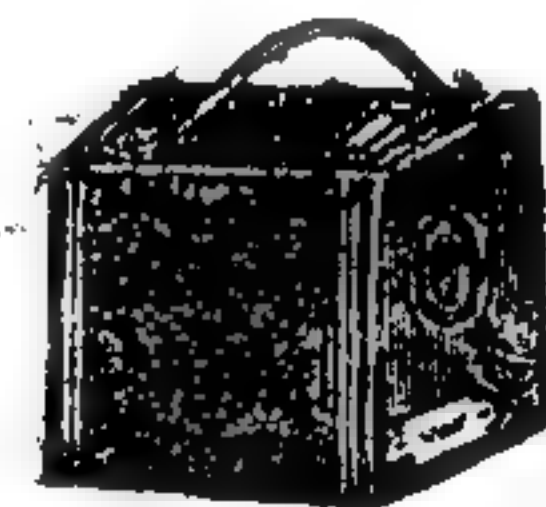
Hence we dispose it of in cheapness with a prize too.

Get this for Rs. 3 (three only) with a free table Time Piece.

PLEASE NOTE We present a Table Time Piece free to the purchaser of Wembley Fountain Pen; the Time Piece has a fine dial. Best Lever Make, highly nickle plated; accurate Time Keeper and warranted for three years. Obtainable from:—

The MADRAS MAIL ORDER SUPPLY CO.
Mint Buildings, Madras.

The Wonder Camera.



New English discovery. Takes real Photograph. This is the best of its kind, covered with Black Leatherette, fitted with

Meniscus lens. Time and instantaneous shutter, guaranteed to take good pictures 3½x2½ ins, simple to work. You do ALL yourself. Any one can operate complete camera with dry plates. Cematic Instruction; everything ready for immediate use, size 4½ ins. long. Original price Rs. 6. Sale price Rs. 3-8-0. Developing Chemical per Phial Rs.

2-4-0
1 dozen Dry Plates Packet Rs. 2-4-0
P. O. P. Printing Paper one Dozen Packet Rs. 0-12-0

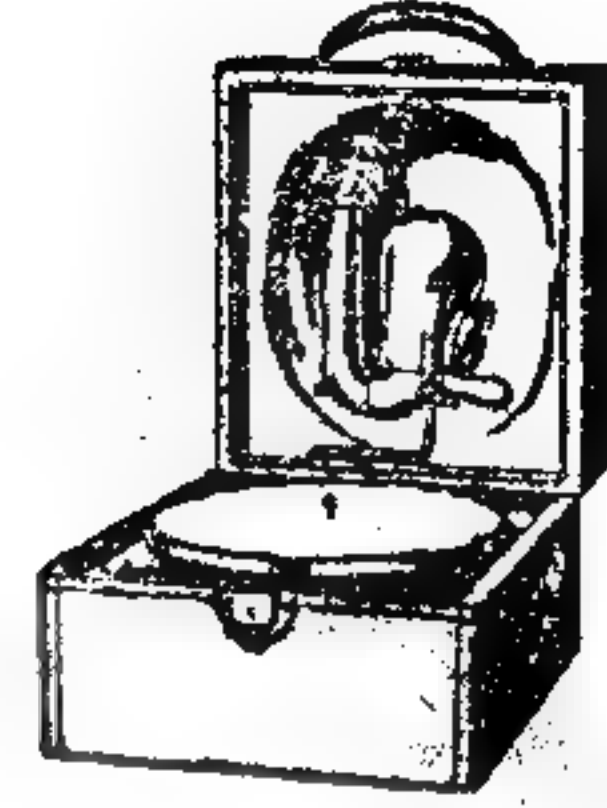
Apply to—
The O. M. C. Company.
(Photo Sec. 1st.)
G. T. Madras.

মাত্র ৪৫

টাকায় অনায়াসে বহনোপযোগী

“ডেকা” গ্রামোফোন

বাহারি কার্গোপলকে মফঃস্বলে যাতায়াত করেন ইহা তাঁহাদের জন্যই নির্মিত।
ওজন মাত্র ৮।৫ সের অন্যান্য মডেলের গ্রামোফোন, রেকর্ড, সঙ্গীত যন্ত্রাদির
সচিত্র বিশেষ পুঁজা ক্যাটালগের জন্য “কাজের লোকের” নাম্বারেখ করিয়া
১। আনার ডাকটিকিট পাঠাইলে পাইবেন।



এন্. বি. সেন এন্ড ব্রাদার্স

গ্রামোফোন ও বাজ্যযন্ত্রের সরঞ্জামের বিখ্যাত দোকান
১ সি বোর্ডিং স্ট্রীট, কলিকাতা।



গ্লোব ফাউন্টেন পেন

হাওল দিব্য মোটা, সোণালী নিপ, আপনা আপনি কালী গ্রহণ
করে (Self filling) সুন্দর লেখা হয়, কালী ঝাড়িতে হয় না,
একবার কালী দিয়া ৩৪ দিন লেখা হইবে। অক্সেলিয়ার প্রস্তুত,
ক্লীপ্ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট সোণালী গিলটা করা। মূল্য ৩।০ টাকা,
ভিপি স্বতন্ত্র। ওজন ৩৬ টাকা। ইতিপূর্বে এত সুন্দর
ফাউন্টেন পেন এদেশে আগে নাই। “কাজের লোকের” গ্রাহকগণ
৩ মূল্য পাইবেন। সন্তোষজনক না হইলে মূল্য ফেরৎ।
খুব ভাল জিনিস।

ম্যানেজার, কাজের লোক,
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

অতি আবশ্যকীয়

পুস্তক।

বেকারের উপায়—

মূলধন না থাকিলে বিখ্যাত সময়ে অর্থোপার্জনের নানী
উপায় ইহাতে আছে। মূল্য ১।০ মাত্র।

হোমিওঃ টাইফয়েড চিকিৎসা—

সরল বাঙ্গালা ভাষায় রিপোর্টরী সমেৎ এমন পুস্তক ইতিপূর্বে
প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য ১। টাকা। হোমিওপ্যাথিক
কলেজের ছাত্রগণ সুবিধা দরে পাইবেন।

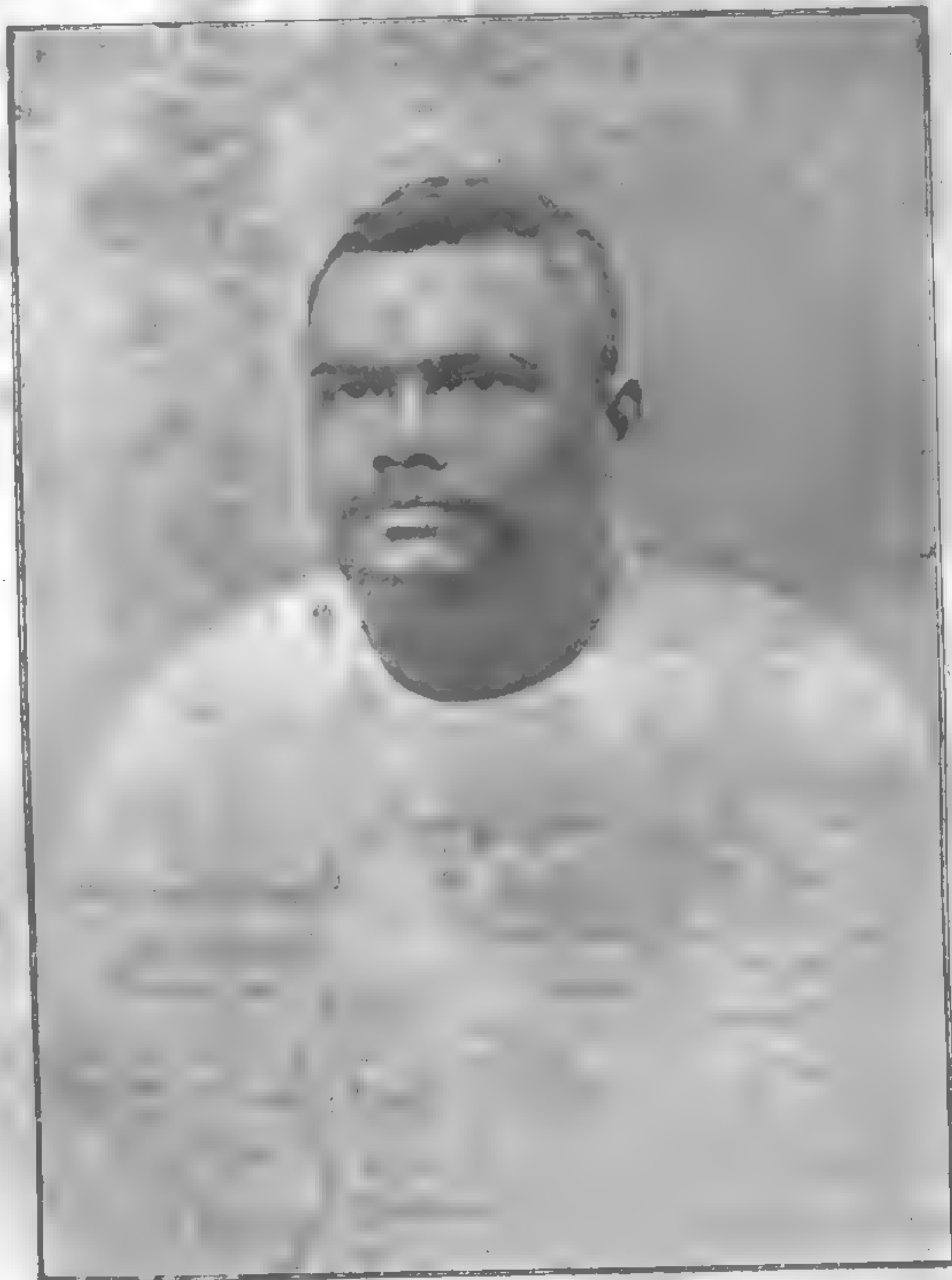
কাজের লোক পুস্তক বিভাগ,

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২১শ বর্ষ,

৮ম সংখ্যা।

জ্বরের যম “জারমলীনের” আবিষ্কারক



Born 18th May, 1870.]

Late Mr. P. L. Mohanti

[Died 1st Sept. 1926.

কর্মবীর

পরলোকগত পদ্মলোচন মহান্তি

“কাজের লোক”

(জারমলীন প্রেস, কলিকাতা)

আগষ্ট ১৯২৭।

(জারমলীন লিমিটেডের নোজন্তে)

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহিত্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

২১শ বর্ষ।

New Series.

নব পর্যায়।

Vol. XXI.

৮ম ও ৯ম সংখ্যা।

AUGUST & SEPT. 1927.

আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর ১৯২৭।

No. VIII & IX.

মানুষ চেনা যায় তার কথায়, আর পাখী চেনা যায় তার ধরে। ইংরাজের নীতি শাস্ত্রে বলে, A bird is known by its notes, and a man by his talk.

অসার বাক্যবাণী লোককে—সমাজে যতই তার প্রতিপত্তি, থাকুক, তাকে অসার অবক্ষণ্য শঠ বলেই জানী লোকে চিনতে পারে। এদের কথায় কাজে কখনও ঠিক থাকে না।

প্রত্যেক লোকেই অপরের ঘরে জায় এবং সত্যের আচরণ পাইতে চায়, কিন্তু নিজের ঘরে জায় ও সত্যের কথা ভুলে যায়। আমি যদি অপরের নিকট জায় এবং সত্যের দাবী করি, তাহলে আমার কাছেও অপরের দাবী পূর্ণ হওয়া উচিত তো? কিন্তু সেটার বিষয়ে আমি উদাসীন হই। এইখানেই যত অনৈক্যতা এবং বিসম্বাদের

গোড়া পত্তন। শাস্তির আশা করতে হলে, এই গলদ প্রত্যেক সাধু চরিত্রের লোকের সংশোধন করা উচিত।

"To appear rich we become poor" সাজা বড়লোক দারিদ্রকে বরণ করে ঘরে নিয়ে আসে, শেষে ঘরের লক্ষ্মীও অন্তর্ধান হ'ন। হোমার যেমন অবস্থা তেমনিই চলবে। বড়লোকের চাসচলন অহঙ্করণ কর্তে গেলেই ঋণ অনিবার্য হয়ে উঠবে, তখন দুর্ভাগ্য তার অবশ্যস্বাবী পরিণাম। আমাদের দেশে এই রোগেই বহু সংসারের দুর্দশা হয়েছে এবং হচ্ছে। যেমন অবস্থা তেমনিই বুঝে চললেই চিরকাল ভদ্রলোক থাকা যায়। দারিদ্র দুঃখ বড় দুঃখ—এ দুঃখ যে সধ করে ঘরে আনে, তাকে কর্তে থাকা মুখ্য দুনিয়ায় আর কেউ আছে বলে বোধ হয় না। ছেলেপুলেকে বড়লোকের জাকজমক, পোষাক পরিচ্ছদের

অহঙ্করণে বিলাসী করে তুলো না—এতে বড় সর্বনাশ হবে। তাদিকে সংযমী মিতব্যয়ী করবে, প্রকৃত মানুষ কর্তে চেষ্টা করবে, তাদিকে পদে পদে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, আমরা গরীব, বড়লোকের সাজ সুরঞ্জাম আমাদের নয়। কানাকে শাকের ক্ষেত দেখিয়ে দিও না—বড় ঠকবে। এদেশের ছেলে মেয়ের বিলাসের দিকেই ঝোঁক বেশী, একবার তার আশ্বাসন পেলে আর তা ছাড়তে পারবে না।

আড়ম্বরশূন্য জীবন যাপন যে কত মধুর, কত শাস্তিপ্রদ, তা যদি এদেশের ছেলে মেয়ে জানতো, তা হলে, কি সুখেরই হতো। ক্রমাগত শৈশব জীবনে ছেলেকে বাবু সাজিয়ে দিয়ে ছেলের ভবিষ্যৎ জীবনকে আমরাই অন্ধকার করে তুলছি।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর হউন।

ভারতের প্রত্যেক লোকের গড় আয় ছয় পয়সা মাত্র। বিড়ি চা, চুরুট, বিড়ি সাবান, পোষাক পরিচ্ছদ, বিলাসিতার সামগ্রী কিনতে তার গড়ে ব্যয় দৈনিক ১- এক টাকার কম বলে তো বোধ হয় না। এই অপব্যয়ের টাকাটা আসে কোথেকে? সেটা আসে হয় পূর্বপুরুষগণের সঞ্চিত ধন থেকে, না হয় ঋণ থেকে। আমাদের অধিক ব্যয় করছেই ঋণ হতেই হবে—এই রকমে ঋণের দায়ে, পূর্ব সঞ্চিত পুঁজি খুঁয়ে বাজালী অন্তঃসার শূন্য হয়ে পড়ছে।

এই অন্তঃসার শূন্য জাতি না নিজের, না দেশের, না দেশের উপকার কর্তে পারে— এমন জাতির মুক্তির উপায় নাই। এদেশেরও সেই অবস্থাই দাঁড়িয়েছে।

বড় বড় কর্মী ধনকুবেরগণই পরামর্শ দিয়েছেন—মিতব্যয়ী হতে। “Economy is itself a great income” মিতব্যয়িতাই একটা বড় আয়। অপব্যয় করো না—অভাবও হবে না। এইটাই হলো মূল্যবান নীতি।

কিন্তু স্বকুমার অবস্থা হতেই আমরা কেবল অমিত্যচারেরই প্ররোচ দিয়ে বালক বালিকার নৈতিক অবনতিরই Culture করে দিয়ে থাকি, তারপর তারা যখন অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে অসামাল হয়ে উঠে, তখন আর সংস্র উপদেশেও কোন কাজই হয় না, তারা গুরুজনের অবাধ্য হয়, যথেষ্টাচারী হয়ে উঠে। এ দোষ পিতা মাতার দোষ, ছেলে পুত্রের দোষ নয়।

Side-Line.

পরোক্ষ কাজ।

কৃষি হলো, বাণিজ্য হলো, সকল কাজ সকল সময়ে সমভাবে চলে না। যে কাজ প্রধানতঃ আমরা আশ্রয় করে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিয়া যাই—তা ছাড়া বিশ্রাম সময়ে আরও এমন কিছু কাজ থাকা উচিত, যার দ্বারা মূখ্য কাজ কারবার মন্দা পড়িলে গৌণ বা পরোক্ষ কাজটাকে আশ্রয় করিয়া অন্ততঃ দাঁড়িয়ে থাকিতে পারি। এই প্রকারের পরোক্ষ কাজ কারবারকে Side line বা পরোক্ষ বা গৌণ কর্ম নামে বলা হইয়া থাকে। প্রায় সকল সভ্য দেশের নরনারী তাহাদের নির্দিষ্ট দৈনন্দিন কাজ ছাড়া এইরকম একটা কিছু কাজ করিয়া আয়ের একটা স্বতন্ত্র পন্থা করে।

আমাদের দেশের লোকের এইটা নাই। তাই চাকরী যাইলে, দেশে অজন্মা হইলে কারবারের মন্দ অবস্থা হইলে লোকে অন্তকার দেখিয়া থাকে। এবংসর অনেক স্থলে আদৌ এক কাঠা জমীও আবাদ হইতে পায় নাই, যেমন বর্দ্ধমানের অন্তর্গত গলগী থানার দশা হইয়াছে। এখানকার ছোট বড় সকল প্রকারের লোকই এক ধান চাষের উপর নির্ভর করে, এবং কয়েক মাস চাষের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া সারা বর্ষটা তাস পাসা খেলিয়া কাটাইয়া দেয়, কোন আত্মোন্নতির চেষ্টা আর দেখা যায় না। এবার এখানে অল্পকষ্ট ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে। দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকজন স্থানান্তরে মজুর খাটিতে পলায়ন করিতেছে, মধ্যবৃত্ত লোকগণ কি করিবে, তাহার কোন

কৃপা কিনারা পাইতেছে না। এইরূপ অবস্থা প্রতি নিম্নেই হইয়া থাকে। প্রায়ই আধুনিক কালিক মাসে জলের অভাবে প্রস্তুত শস্ত শুক হইয়া যায়। গত বৎসরেও তাহাই হইয়াছিল, এবারে সম্পূর্ণ অনাবৃষ্টি, এক কাঠাও আবাদ হইতে পায় নাই। এই সকল লোক অবকাশ সময়ে যদি কোন শিল্প কাজ করিত বা তরিতরকারীর চাষ করিয়া অল্প কোন আত্মরক্ষা পরোক্ষ কাজ করিত, তাহা হইলে এই দুঃসময়ে নিশ্চয়ই এত দুঃখ পাইতে হইত না।

এদেশের চাকরীজীবীগণেরও দুঃসময় পড়িলে এইরূপ দুর্দশাই হইয়া থাকে। চাকরী যাইলে আর অন্নরত্নের সংস্থান থাকে না। পাশ্চাত্য দেশসমূহে অবকাশ সময়ে বহু নরনারী ক্যানভাস করিয়া, দালামী করিয়া, টাইপরাইটংএর কাজ করিয়া, কেহ কেহ মেলঅর্ডারের কাজ করিয়া, কিছু কিছু জিনিস, ঔষধ প্রস্তুত করিয়া অবকাশ সময়ের মধ্যেও কিছু কিছু উপার্জন করিয়া নিজেদের আয় বৃদ্ধি করিয়া নিজের এবং দেশের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। এদেশের লোকের সে প্রবৃত্তি নাই—তাই অনেক সময়ই ধনীগণের কথা ছাড়িয়া দিলেও অসংখ্য সাধারণ লোক অতিশয় কষ্ট পাইয়া থাকে। অথচ আমাদের দেশে চাকরী যাওয়া, রোগ শোকে কষ্ট পাওয়া, অনাবৃষ্টি অজন্মা চির নিত্য। প্রত্যেক লোক যদি সময় এবং অর্থের সম্ভাবহার করিতে পারে, তাহা হইলে অভাব হইতেই পারে না। এদেশের এই চির জড়তার বুঝি আর অন্ত নাই।

প্রত্যেক লোকেরই এক একটা “side line” বা গৌণ কাজকর্ম থাকা চাই, যাহা দ্বারা দুর্দিনে আত্মরক্ষা করা যাইতে পারে। এদেশের যাহারা কৃষজীবী, তাহারা যদি

কত ধান চাস করিয়াই নিশ্চেষ্ট হইয়া সারা বছর আলস্বে জীবন কাটায়, তাহা হইলে অসময়ে নিস্তার পাইবার উপায় খুজিয়া পাওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব, তাহার আর সম্ভেহ নাই। প্রত্যেক বোকেই যে বড় মূলধন থাকে, তাহা থাকে না, অনেক অপরের মাল কাটাইবার জন্য ক্যান্ডাষ করিয়া কিছু কিছু উপার্জন করিতে করিতে বড় মূলধনের সংস্থান করিয়া লয়। পাশ্চাত্য দেশের উদ্যোগী পরিভ্রমী লোকের মধ্যে এমন দৃষ্টান্তের বোঝা অভাবই নাই। এমন দৃষ্টান্ত এদেশের অনেক লোকেরও মধ্যে দেখা যাইতেছে। এখন সহরতলীর অনেক নিম্নশ্রেণীর লোক অপরের তরিতরকারী ফল ফুল লইয়া বিক্রয় করিয়া কিছু কিছু উপার্জনের জন্য সচেষ্ট হইতেছে। অথচ অল্প সময় তাহারা খাটিয়া জন মজুরীও করে। শৈশবে শিশুদিগকে সামান্য সামান্য কিছু দিয়া হাতে কলমে ক্রয় বিক্রয়ের উৎসাহ দান করিতে থাকিলে ঐ সকল বালক পরিণত বয়সে ব্যবসায়ী হইয়া দাঁড়ায়। মারোয়ারীগণের সন্তানদিগকে তাঁহারা অল্প অল্প করিয়া কিছু মূলধন দিয়া রাস্তার পথিকগণকে বিক্রয় করিতে উৎসাহিত করে ইহা আমরা দেখিয়াছি। এইরূপ করিতে করিতে তাহারা ভাল ব্যবসায়ী হইয়া দাঁড়ায়। মুসলমান বালকগণকে এইরূপে ট্রামওয়ে, রাস্তার ধারে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করিয়া বিক্রয় করিতে অনেকেই দেখিয়াছেন।

বাল্যলীল ছেলে ফাঁকা মানের ভয়ে একাধো কদাচিত অগ্রসর হয়। যেহেতু অতি হীন অবস্থাপন্ন বাল্যলীল অভাবের কঠোর চাপে নিষ্পেষিত হইলেও কখন সন্তানসন্ততিকে এই কার্যে উৎসাহিত করেন, এমন দৃষ্টান্ত আমরা কদাচিত

দেখিয়াছি। এইটাই বাল্যলীল ছেলেকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিয়াছে।

অসময়ের জন্য সাইড্ লাইন বা পরোক কার্যের নিত্য আবশ্যক, এটা তুলিলে চলিবে না। সম্পাদক।

Art of Pleasing. লোক রঞ্জন করিবার কৌশল।

লর্ড চেম্বার কিল্ড্ বলিয়াছেন :—

It is a very old and very true maxim that those kings reign the most secure and most absolute, who reign in the hearts of their people. Their popularity is better guard than their army, and affections of their subjects a better pledge of their obedience than their fears."

অর্থাৎ ইহা অতি প্রাচীন এবং সত্য নীতি যে, যে সকল রাজা নিরাপদে রাজত্ব ভোগ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁহাদের প্রজাগণের হৃদয়েই রাজত্ব করিয়া থাকেন। প্রজাগণের মধ্যে লোকরঞ্জন হইতে পারিলেই তাহাদের রাজত্বই অসংখ্য দৈনন্দিন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রক্ষক হইয়া দাঁড়ায়। রাজ্যরক্ষায় রাজার প্রতি প্রজাদের ভক্তি এবং ভালবাসাই ভীতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপাদান। কেন এমন হয়? যে হেতু সেই সময় নরপতি লোকরঞ্জনের রহস্ত অবগত আছেন। আমাদের রামচন্দ্র এইরূপ

নরপতি ছিলেন, প্রজার এবং লোক রঞ্জনের জন্য তিনি স্বীয় ভাষা সীতা দেবীকেও বর্জন করিতে কুণ্ঠিত হইয়ে নাই। সেই জেতা যুগের রাম আজও চিরপূজ্য হইয়া জগৎ বাসীর হৃদয়ে এখনও রাজত্ব করিতেছেন। লোকে কথায় কথায় রাম রাজত্বের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকে। লোকরঞ্জনের তাঁহার অদ্বিতীয় শক্তি ছিল। রাবণবিজয়ী রামচন্দ্র অনায়াসেই প্রজাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাগ করেন নাই, কেন না তিনি প্রজারঞ্জনকেই তাঁহার রাজ্যোচিত কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়া ছিলেন। নিজের স্বার্থকে তিনি নগণ্য কল্পাই মনে করিয়া ছিলেন। এ যুগেও স্বর্গগতা রাজ্ঞী কুইন ভিক্টোরিয়া প্রজা এবং লোক রঞ্জনের যে আদর্শ দেখাইয়া ছিলেন, লোকে আজও বলে মহারাণীর রাজত্ব যেন রাম রাজত্ব।

লোক এবং প্রজারঞ্জনের তিনি রহস্ত জানিতেন, তিনি বুঝতেন—প্রজার হৃদয় এবং আনন্দই তাঁহার রাজত্বের নিরঙ্কুশতার উৎকৃষ্ট রক্ষক। এতো গেল রাজা ও রাজত্বের কথা। ব্যবসায় বল, পেচা বল, যে কোন কাজই বল, এই লোকরঞ্জনের উপরেই উন্নতি অবনতি সকল কেন্দ্রেই নির্ভর করিয়া থাকে। সংসার, সমাজ ব্যবসায়, বানিজ্য এই সকলের উচ্চস্থান অধিকার করিবার জৈকান্তিক বাসনা বা উচ্চ আশা হৃদয়ে থাকিলে লোকের মনো-রঞ্জনের কষড়া অর্জন করা একান্ত আবশ্যক, কারণ বাহ্যিকগণকে লইয়া কাজে সিদ্ধিলাভ করিবার আশা, সেই সকল লোক অসন্তুষ্ট থাকিলে কাজ কারবার, জমীদারী, ওকালতি ডাক্তারী, সমাজ পতিত্ব এ সকলে পরিচিতি হইয়া প্রভাবান্বিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং সাধনায় সিদ্ধিলাভ তো

আর কেন? পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

হয়ই না, বরং জন সমাজে হয়ইয়া পড়িতে হয়।

এই লোক রক্তের উৎকৃষ্ট উপাদান জায় বিচার এবং স্বার্থত্যাগ। সকল ক্ষেত্রেই এই দুটি মহৎগুণের অভাবেই সমস্ত মাটি হইয়া যায়। অবশ্য স্থায়ীভাবে প্রতি পত্তি এবং প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্য থাকিলে এই দুইটি অতি অপরিহার্য উপাদান। নিজের প্রভুত্ব এবং পণ্ডল দ্বারা কিছু দিন নিজের প্রতিপত্তি রক্ষা করিলেও করা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু বহু যুগ হইতে দেখা যায়, ইতিহাস পুংগ, ধর্ম শাস্ত্র দেখাইয়া দেয়, বল প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপত্তি রক্ষা করা অসম্ভব বরং ক্ষমা, ধৃতি, স্নেহ ও প্রেমদ্বারা লোককে বশীভূত করিতে পারিলে নিরাপদ হওয়া যায়।

অনেক জমীদার প্রজার প্রতি লক্ষ্য রাখেন না, তাহাদের স্বধঃখ চিন্তা করিয়া দেখেন না, অনেক ব্যবসায়ী তাহার কর্মচারী ও পরিদারের স্বার্থ তুলিয়া কেবল নিজের স্বার্থই দেখিয়া থাকেন, কিন্তু অর্থ-বল—বাহুবল অনেক সময়েই জনবলের নিকট অবনত মস্তক হইতে দেখা যায়। তাই বলি, যে কাজেই যে পদেই থাক, লোকরক্তের দিকে যেন লক্ষ্য থাকে, তবে নিরাপদ হইয়া সুখে চিরদিন লোকের হৃদয় অধিকার করিয়া থাকিবে এবং তোমার সমস্ত আশা সাধনা শুভ এবং স্থায়ী হইবে।

বাল্গালীর কার্যকুশলতা।

বেঙ্গল নাশান্জাল ব্যাক বন্ধ হইয়া গিয়াছে, বঙ্গদেশে কটন মিল নামক কাপড়ের কলের অবস্থাও সুস্থ প্রায়।

অনেক সময় লোকে অহুযোগ করিয়া থাকে, বাল্গালীর বন্ধ স্বভাব, তাহার স্বদেশী প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশ্বাসের চক্ষে না দেখিয়া বিদেশীর প্রতিষ্ঠানে অর্থ নিয়োগ করিয়া থাকেন। অবশ্য এটা যে, খুই অজ্ঞান তাহার ভুল নাই। কিন্তু দেশের লোকের কষ্টের পরমা যদি বাল্গালী খ্যাত নামা লোকদ্বারা এইরূপে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে অবিশ্বাস না করিয়া উপায় কি?

সাধারণের অর্থ যে এইরূপে বহুবার নষ্ট হইয়া সাধারণের অবিশ্বাস সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বন্ধ হইলে জানা গিয়াছে। কত প্রতিষ্ঠান হইল, কিন্তু দেশের লোক হিসাব চাহিলে কর্তাদের কোথের সীমা থাকে না। যাহাদের কোনকালে সে সকল কার্যে অভিজ্ঞতা নাই, তেমন সকল লোকও বহুস্থলে ভাইরেক্টর হইয়া বসে। তাহার পর হাতটান ভোঁ মাফুলী ব্যবস্থা আছেই। সাধারণের অর্থ এমন ভাবে যদি নষ্ট হয়, তবে সাধারণে দেশীয় প্রতিষ্ঠানে কেমন করিয়া আত্মবিশ্বাস থাকিতে পারে? আমাদের মনে হয়, এই সকল ব্যাপারের পর দেশীয় কোন প্রতিষ্ঠানে যে লোকে সহায়কুতি দেখাইবে, তাহার আশা নাই। জাড়া বিশ্বাস বেলতলায় যাইতে চায় না। যে দেশে ৩৬ কোটি লোকের বাস, সে দেশে এক পরমা করিয়াও যদি মাসে প্রত্যেক লোকে জায়, তাহা হইলে অনেক কোটি টাকার প্রকাণ্ড প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু লোকে দেশের লোকের হাতে বিশ্বাস করিয়া এক পরমাও দিতে চায় না, এমন

বাল্গালীর কার্যকুশলতা! দেশের লোকের এ দোষ নয়, দোষ পুরানো ঘটিচুরি বিচার। বড়লোকদের বড় বড় কাণ্ড। এ দেশে যাহাদের দৈ, তাহারা খাইতে পায় না, নেপোরাই শেষ করে। দৈনিক পত্রিকা সমূহে পরিচালকগণের যেকোন কীর্তিকাহিনী প্রকাশ হইতেছে, সাধারণ লোক হইলে লক্ষ্য যুগার হস্তো বা আত্মহত্যা করিয়া বসিত। কিন্তু যাহারা বড় লোক, জাতা, তাঁহারা এ সকল ব্যাপারে ভ্রক্ষেপও করেন না। এই প্রণীর লোকই আবার দেশের দেশের মুকব্বা ও কল্যাণ কামী হইয়া দেশের লোককে তাক লাগাইয়া দেয়। এদেশ এখনও অনেক পিছাইয়া আছে। ইহাতে যদি অহুযোগের লোক টিটকারী দিয়া কিছু বলে, তাহা হইলে তাহার উত্তর কি?

দেশী যুগের বাল্গালীর ২টি প্রেষ্ঠ গৌরবজনক প্রতিষ্ঠান কতকগুলি স্বার্থপরের অবিশ্বাসকারিতাব জন্ত লয় প্রাপ্ত হইল। বাল্গালীব এ কলঙ্ক বাধিবার স্থান নাই।

বিজ্ঞানসন্মান দাতব্য ঔষধালয়।

প্রায় ৩০ বৎসরের উপর
স্থাপিত।

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন
বহুবাজার।

বেলা ৭টা হইতে ৮। পর্যন্ত সমাগত
দরিদ্র রোগীগণকে বিশেষ ঘড়ে দেখিয়া
বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

Agriculture.

কলার চাষে জীবিকা

নির্বাহ।

[শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য্য)

(বারানতের নিকট কুমারপুর ট্রেনের ষ্টিক পশ্চিমে কলার চাষ করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাই পাঠকবর্গের হিতার্থে নিবেদন করিলাম)

৮০ হাত × ৮০ হাত জমির পরিমাণকে একবিঘা বলে। ৭ হাত অঙ্কুর কলাগাছ রোপিত হয়। সুতরাং এক বিঘা জমিতে ১২ × ১২ = ১৪৪টি কলাগাছ বসিবে। দুই বৎসরের পর প্রত্যেক ঝাড় হইতে অন্ততঃ তিন কাঁদি কলা পাওয়া যায়। সাধারণতঃ প্রত্যেক কাঁদিতে দশ গুণ্ডা হইতে এক পণ কাঁচকলা ফলে। গড়ে প্রত্যেক কাঁদিতে ১৫ গুণ্ডা ধরিলেও প্রত্যেক ঝাড়ে একপণ পাঁচগুণ্ডা কলা পাওয়া যায়। বৈশাখ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত কাঁচকলা গড়ে প্রায় এক টাকা করিয়া পণ বিক্রয় হয় (কলিকাতার আশ পাশের পাইকারি দর)। আশ্বিন হইতে চৈত্র পর্যন্ত কাঁচকলা গড়ে দশ আনা পণ বিক্রয় হয়। তাহা হইলে বৎসরে গড়পড়তা কাঁচকলার পণ তের আনা ধরিতে পারা যায়। সুতরাং প্রতি ঝাড় হইতে বৎসরে কাঁচকলা বিক্রয় করিয়া ১২৫ পাওয়া যায়। অতএব এক বিঘা জমি হইতে কাঁচকলা পাইকারী দরে বিক্রয় করিয়া ১৪৪ ঝাড় হইতে ১৪৬০ পাওয়া যাইবে।

পাঁচ বিঘার কম কলাবাগান করা উচিত নয়। বাহারা কলার চাষকে উপজীবিকা স্বরূপ গ্রহণ করিবে, আমি তাহাদের কথা বলিতেছি। পাঁচ বিঘা জমিতে কাঁচকলার চাষ করিলে বৎসরে ৭৩১০ পাওয়া যাইবে।

কলাবাগান বৎসরে ২ বার খোঁড়াইতে হয়। একবার চৈত্র মাসে, আর একবার কার্তিক মাসে। একবিঘা ঝাড় দিয়া কোপাইতে পাঁচ টাকার অধিক পড়ে না। একবিঘা জমি ২ বার কোপাইতে বৎসরে ১০৮ খরচ। ৫ বিঘা জমি কোপাইতে বাৎসরিক খরচ ৫০৮ টাকা। কলার এঁটে (গোড়া) তুলিয়া কেলিবার জন্ত বিঘা প্রতি প্রত্যেক বার খোঁড়াইবার সময় ২টা ঝাড় লাগিবে। তাহাতে বার আনা হিসাবে বৎসরে ৩৮ খরচ।

কলাবাগান উত্তমরূপে বেড়া দিয়া ঘেরিয়া রাখিতে হয়। প্রথম বৎসর চারিধারে পগার কাটিয়া কাঁদির উপর চিতা, বাগ্‌জারাণ্ডা জিবল, কাঁটামুদি প্রভৃতি বসাইয়া বেড়া দিতে হয়। প্রতি বিঘা বেড়া দিতে ২০ খানি বাঁশ লাগিবে। পল্লীগ্রামে ২০ খানি বাঁশের মূল্য ২০ টাকা। বেড়া বাঁধিবার জন্ত কাটা (নারিকেল দড়ি) ১ লাগিবে; উহার মূল্য আট আনা। মজুরি ৬। পগার কাটিবার মজুরি ৫। সুতরাং এক বিঘা জমি পগার কাটিয়া বেড়া দিবার বাৎসরিক খরচ—৫ + ২০ + ১০ + ৬ = ৪১।

পাঁচ বিঘা কলাবাগানের বার্ষিক

খরচার তালিকা ;—

এক বিঘা জমির খাজনা ৫ বিঘা হিসাবে	২৫
বৎসরে দুইবার খোঁড়াইবার খরচ	১০৮
এঁটে তুলিবার খরচ বৎসরে (৩ বিঘা হিসাবে)	১৫
বেড়া দেওয়া ও পগার কাটা বাৎসরিক খরচ বিঘা প্রতি ১৪ হিসাবে	৭০
কলা হাটে বিক্রয় করিবার জন্ত মুটে বা গাড়ীভাড়া মাসিক ২ হিঃ বাৎসরিক খরচ	২৪

মোট খরচ ১৮৮

পাঁচ বিঘা কলাবাগানের বার্ষিক আয়ের তালিকা ;—

কলা	৭৩১০
৪৩২ মোটা ২টা করিয়া পয়সা হিঃ—	৩৮০
৪৩২ খোড় ১০ হিসাবে	২৭

মোট আয় ৭৬১৮০

খরচ বাদে খাঁটি (net) আয় ৫৭৩০

পাঁচ বিঘা জমির বেড় ৭২০ হাত। বেড়ার ধারে ধারে পেঁপে গাছ লাগান যাইতে পারে। ৫ হাত অঙ্কুর পেঁপে গাছ বসাইতে হয়। তাহা হইলে ৭২০ হাতের মধ্যে ১৪৪টি পেঁপে গাছ বসিবে। বোম্বাই পেঁপে বসাইলে লাভ বেশী হয়। আমি দেশী পেঁপে বসাইয়াছিলাম। উহা হইতে যে আয় হইয়াছিল তাহার হিসাব নিম্নে দিলাম। দ্বিতীয় বর্ষ হইতে পেঁপে গাছ ফলিতে আরম্ভ হইয়াছিল। গড়ে প্রতি গাছ হইতে বৎসরে ২ কুড়ি, পাকা মাঝারি আকারের পেঁপে পাইয়াছিলাম বারানতের হাটে বার আনা করিয়া কুড়ি বিক্রয় হইয়াছিল।

বেড়ার ধারেক্ষিত পেঁপে গাছের

বাৎসরিক আয় ;—

১৪৪ × ২ = ২৮৮ কুড়ি পেঁপের দাম ৮০	
কুড়ি হিসাবে	২১৬
পেঁপে হাটে লইয়া যাইবার মুটে খরচ ১৬৮০	

পেঁপে হইতে খরচা বাদে খাঁটি আয় ১২৯৮০

সুতরাং পাঁচ বিঘা কলাবাগান হইতে খরচা বাদে বাৎসরিক আয় ৫৭৩০ + ১২৯৮০ = ১৩৫৮০

অতএব পাঁচ বিঘা কলাবাগান হইতে মাসিক আয় = ৬৪৬

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে তুলিবেন না।

আগষ্ট, সেপ্টেম্বর—২

একটি মালী রাখিয়া নিজের তত্ত্বাবধানে উহাকে খাটাইলে আয় কিছুমাত্রিক বিত্ত হইল। মকঃমলের হাটে পেঁপে বা কলা বিক্রয় না করিয়া মালীকে দিয়া কলিকাতায় পাঠাইতে হয়। যে কলা বারাসতের হাটে ৫/০ পণ বিক্রয় হয়, সেই কলা শিয়ালদার বাজারে বা কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে ১ পণ ১০ হিসাবে বিক্রয় করিয়াছি। বারাসতের হাটে যে পেঁপের কুড়ি বার আনা, কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে সে পেঁপের ২২ কুড়ি বিক্রয় হইয়াছে। একটি মালী রাখিলে বাৎসরিক খরচ প্রায় ২০০ টাকা। তবে তাহার দ্বারা কোপান ও বেড়া দেওয়া প্রভৃতি সকল কাজই চলিতে পারে। প্রাতে ১ট বা ২টা বাজরা কলা পেঁপে, খোড়, মোচা লইয়া শিয়ালদার বাজারে বিক্রয় করিয়া ১২টার মধ্যে মকঃমলের গৃহে ফিরিয়া আসিতে পারে। তাহার জন্য একখানি মাল টিকেট কিনিতে হইবে। উহার ভাড়া ৫/-। অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিয়াছি, মালীরা ভয়ানক চোর। বিক্রয়ের ভার তাহার হাতে দিলে সে ছুঁহাতে চুরি করিবে। চুরি নিবারণের জন্য নিজে একখানি মাল টিকেট কিনিয়া উহার সহিত প্রত্যহ যাইতে হইবে।

এখন দেখা যাক, একজন শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত যুবকের পক্ষে ৫ বিঘা কলাবাগান করা সম্ভব কি না। যে এতদিন বিজ্ঞানের গুঢ় রহস্য ভেদ করিবার জন্য যাহার যৌবনের প্রথম পাদ অতিবাহিত করিয়াছে, দর্শনের কুট মীমাংসা হৃদয়ঙ্গম করিতে যাহার মস্তিষ্ক এতদিন আলোড়িত হইয়াছে, তাহার পক্ষে এখন কলা বাগান করা সম্ভব কি না?—বিচার করিতে হইবে।

প্রথমে দেখা যাক, কলা বাগানে কি কি কাজ করা আবশ্যক হয়। প্রাতঃ-কৃত্যাদি ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তে

মালীকে সঙ্গে লইয়া বাগানে যাইতে হইবে। একবার বাগানটি বেশ করিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। যে কলাগুলি বেশ পরিপুষ্ট হইয়াছে, সে কাদিগুলি কাটাইতে হইবে। খোড় বাহির করিয়া লইয়া কলার পেটো গুলি কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে জড়ো করিতে হইবে। মালীর মাধ্যমে কলার বাজরা চাপাইয়া কলিকাতায় যাইয়া শিয়ালদার বাজারে মাল বিক্রয় করাইতে হইবে। পরসী সর্জনদাই নিজের কাছে রাখিবে। মালী বিক্রয় করিবে। তোমার লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ১২টা বা ১টার মধ্যে কলিকাতা হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিবে। কলিকাতা যাইবার পূর্বে মালীকে ৪খানা কুটি ও একটু গুড় খাওয়াইয়া লইবে। নিজেও একটু জলযোগ করিয়া লইবে। কলিকাতা হইতে ফিরিবার পর একটু বিশ্রাম করিয়া আন আহার সমাপনান্তে ঘণ্টা খানেক নিদ্রা যাইবে, পরে বাড়ীর মেয়েদের গরম্ভলে স্নান দিবে। ২টার পর মালীকে লইয়া বাগানে যাইবে। কলার পেটো গুলি কোন নির্দিষ্ট স্থানে জড়ো না করিয়া গরম খাত্তরূপে ব্যবহার হইতে পারে। যদি কলার পেটোগুলি জড়ো করান হয়, তবে সেগুলি শুকাইয়া গেলে পোড়াইয়া ফেলিবে। নচেৎ সেগুলি পচিয়া অস্বাস্থ্যকর হইবে; ছাই কচুগাছের গোড়ায় সার রূপে ব্যবহার হইতে পারে। যে গাছ হইতে কাদি কাটা হইয়াছে, সেই গাছের এঁটে তুলিয়া ফেলিতে হইবে। নচেৎ তাহাতে পোকা লাগিয়া সেই ঝাড় নষ্ট হইয়া যায়, ইহাকে চলিত কথায় “ছুঁইয়ে থরা” বা “ঝোড়া লাগা” বলে। চুঁচুড়া, মানকুণ্ড সেগুড়াফুল, সিঁড় ও তারকেশ্বর প্রভৃতি স্থানে কলাগাছের এঁটে খুব ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া খোলের সহিত মিশাইয়া

গরম প্রধান খাত্তরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ সকল অঞ্চলে শীতকালেও গরম্ভে এঁটে খাওয়াইয়া থাকে, তাহাতে গরম কোন ব্যাধি হইতে শোনা যায় না। ৫ বিঘা কলা বাগান থাকিলে তাহার এঁটে, পেটো, মোচার খোলা, পাতা প্রভৃতি দ্বারা ২৫ গরম অনায়াসে প্রতিপালন করা যায় অর্থাৎ ১৪ ১/২ সের দুধ বারমাস ঘরে থাকে, টাকায় ৪ সের হিসাবে ১৮০/- বাৎসরিক লাভ। এটা কলা বাগানের উপরি লাভ বলিয়া পণ্য করা যাইতে পারে।*

* ১৩৩৪ সালের “কৃষক” পত্রিকার আবেগ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত। কাঃ সং:

কৃষি লইয়া পরীক্ষা।

বাংলা দেশে সরকার পরিচালিত কৃষি বিভাগের একমাত্র টাকায়। সাধারণের পক্ষ হইতে চুঁচুড়াতেও একটি স্থাপিত হইয়াছে। ভিঃ বোর্ডের সহায়তায় অমরপুর ও ইটাচোনার বিভাগের দু'টি বাড়িয়া আছে। বকীয়া তিস্তা-ন-মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে তিলোড়িতে (বাকুড়া জেলায়), কুরীয়ানা হাইস্কুলে (বরিশাল), নলদি স্কুলে (মশোহর) কৃষি ও ক্ষেত্রের কার্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কৃষিক্ষেত্র—(১) শিবনগর গ্রাম। ইহা বর্তমান জেলায় পাটুলি ট্রেন হইতে ৫ মাইল দূরে। কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নী বাবু সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র ২৫০ বিঘা প্রস্তুত করিয়াছেন।

(২) ইটাচোনা ট্রেন। জেলা হুগলী। মিঃ কুণ্ড ১০০ বিঘা জমিতে কৃষিকার্য করিতেছেন।

(৩) সোণারপুর। ২৪ পরগণা।

আর কেন? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

ডাঃ কাণ্ডিকচন্দ্র বসু কৃষিক্ষেত্র ও গোশালা স্থাপন করিয়াছেন ও একদল যুবককে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য হাতে কলমে শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন ।

(৪) যশোহর জেলায় সিদ্ধা ষ্টেশন হইতে ১১০ মাইল দূরে বাবু সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এন-সি নিজ হস্তে ৫০ বিঘা জমিতে উন্নত প্রকারে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য করিতেছেন ।

(৫) নদীয়া জেলার রাণাবাট নিবাসী বাবু কুমুদনাথ মল্লিকের কৃষিক্ষেত্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

(৬) নাটোর ইণ্ডাস্ট্রিয়েল ব্যাংকের তরফ হইতে বাবু সুরেন্দ্রনাথ সরকার ৫০০ বিঘা জমি লইয়া “টাউটন ট্রাক্টরের সাহায্যে কৃষিকার্য্য করিতেছেন ।

(৭) এই সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ—শান্তি-নিকেতনের প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য ।

অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত বস্ত্রের জন্য ভারত হইতে তথ্য অর্ডার পাঠান হইয়াছে । সাধারণতঃ ৮ পুঙ্খার পর বিজয়া দশমীর দিন পর্য্যন্ত ম্যাঞ্চেস্তারে কাপড়ের অধিক অর্ডার যাইয়া থাকে । এইরূপ বিজয়া দশমীর দুই মাস পূর্বে হইতে কাপড়ের মূল্যের হার চড়া থাকে । উহার পরে অর্ডার দিলে মূল্যের হার কম পড়ে, ইহা দেখা গিয়াছে । এবার মাল সরবরাহ করিবার জন্য ডুরে ও কৃত্রিম রেশমের পাড় দেওয়া জুগার কাপড়ের অগ্রবর্তী অর্ডার দেওয়া হইয়াছে । এই সকল বস্ত্রের মূল্যের হার লাক্ষাশায়ারের সাধারণ হার হইতে অল্প হইলেও ভারতীয় বাজারের দাবের হার বিচার করিলে, তাহাকে অল্প দর বলা চলে না । এই কারণে লাক্ষাশায়ারে হয়ত তাহাকে সস্তা মনে করা হয়, ভারতে সেই দরকেই লোকে চড়া বলিয়া মনে করিয়া থাকে । এই কারণে ম্যাঞ্চেস্তারের যাহা সস্তা কাপড়, তাহাও এদেশে আসিলে লোকে চড়া দর বলিয়া মনে করায় অনেক সময় তাহা অবিক্রান্ত অবস্থায় গুলামে পড়িয়া থাকে । বর্তমানে আমেরিকায় জুগার মূল্য বৃদ্ধি পাইলেও ম্যাঞ্চেস্তারের বস্ত্র ব্যবসায়ীগণ বস্ত্রের মূল্য সকলে মিলিয়া যতদূর সম্ভব হ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছেন ।

শুল্ক স্থাপন ।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের বস্ত্র কলওয়াল-দিগের প্রস্তাবে ভারত সরকার সর্বপ্রকার বিদেশাগত বস্ত্র ও সূত্রের উপর প্রতি শতাংশেরে দেড় আনা হারে শুল্ক স্থাপন করিতে সংকল্প করিয়াছেন । ঐ পরিমাণের বস্ত্র বা সূত্রের মূল্য ১৬৮/০ আনার অধিক হইলে বিক্রয় মূল্যের উপর শতকরা পাঁচ টাকা হারে শুল্ক স্থাপিত হইবার কথা

হইয়াছে । বোম্বাইয়ের বস্ত্র ব্যবসায়ীগণ অবশ্য এইরূপ ব্যবসায়ের সম্বন্ধে নহেন । তাহারা আরও অধিক হারে শুল্ক স্থাপন করিতে বলিয়াছেন । এইরূপ শুল্ক স্থাপিত হইলে বিদেশাগত বস্ত্রের মূল্য যে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইবে, একথা বলাই বাহুল্য । এই শুল্ক আশ্রিততঃ আগামী ১৯৩০ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত বলবৎ রাখিবার কথা হইয়াছে ।

ম্যাঞ্চেস্তারে যাহাতে বস্ত্রের উৎপাদন হ্রাস করা যায় এবং মূল্য যথাসম্ভব কমান যায়, তাহার জন্য তদন্ত বস্ত্র বরন সাক্ষ্য ও সূত্র সমিতি মিলিত হইয়া পরামর্শ করিতেছেন ।

হিতবাদী

বাক্সালার স্ত্রী-কয়েদী ।

সরকার-কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ১৯২৪ সনে বাক্সালার মোট মেয়ে কয়েদীর সংখ্যা ছিল ৫৬৫ ; ১৯২৫ সনে তাহা হইয়াছে ৩৮৫ । তন্মধ্যে ১৯২৪ সনে হিন্দু ২৩১, মুসলমান ১২৫ । আর ১৯২৫ সনে হিন্দু ২৫১, মুসলমান ১৩০ । বৃদ্ধি সংখ্যা হইয়াছে হিন্দু ১০.৪ %, মুসলমান ৪% । সেই অঙ্কসারে ধরচাও বাড়িয়াছে ।

বিলাতী বস্ত্রের মূল্য হ্রাস ।

গুজরাটে বস্ত্রের জন্য তুলনা নষ্ট হইয়া বাওয়ার ফলে দেশী মিলের কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে । ম্যাঞ্চেস্তার এই সুযোগে বস্ত্রের মূল্য হ্রাস করিয়া ভারতের বস্ত্রের বাজার অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছেন । এইজন্য আমেরিকায় জুগার দর বৃদ্ধি পাইলেও ৮ই আগস্ট তারিখের পূর্বে ম্যাঞ্চেস্তার মূল্য হ্রাস করিয়া বস্ত্রের কন্ট্রাক্ট করিবার জন্য ভারতীয় বস্ত্র ব্যবসায়ীগণের নিকট তারফোগে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন । লাক্ষাশায়ারে ইহার পূর্বে বিলাতী বস্ত্রের অর্ডার খুব অল্পই গিয়াছে । ম্যাঞ্চেস্তার হইতে এই সকল টেলিগ্রাফ আসিবার পরেই আগামী

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর হউন ।

জার্মান সমাজে দাসীগিরি ।

দাসীদের স্বকীয় ট্রেড ইউনিয়ান ।

ইংলণ্ডে অনেক চাকরানীই “দৈনিক” কাজ পছন্দ করে । কিন্তু জার্মান গৃহিণীরা তাহা চান না । জার্মানীদের বাস-ভবন অত্যন্ত জনতাবহুল হওয়ায় বহু বালিকা এখন গৃহে চাকরী করিতে বাধ্য হইতেছে ।

কার্য গৃহে তাহারা শয়নের ঘর পাইয়া থাকে।

যুদ্ধের পূর্বে ঘরে-থাকা বিধি অবস্থা ভাল ছিল না। তাহাদের শয়ন-ঘরটা ছিল তৈজসপত্র রাখিবার জায়গার সামিল। কাজ ছিল অবিচ্ছিন্ন এবং বাহিরে যাওয়ার ছুটি ছিল বদাচিৎ বখনো। কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহের পরে ভিন্ন ভিন্ন স্টেটের প্রণীত আইনের দরুন তাহাদের অবস্থা অনেকটা উন্নত হইয়াছে। “হাউস ফ্রাওনেল বুক্‌স্‌”র (গৃহীণী-সমিতি, সমস্ত জার্মানিতে ইহার শাখা আছে) প্রতিনিধি এবং “মহল, ধর্ম ও নারীসমিতি”র প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শ করিয়াই এই আইনের খসড়া প্রস্তুত হয়। চাকরাণীরা “ট্রেড ইউনিয়নে”র অন্তর্গত হওয়ায়, “ট্রেড ইউনিয়ান” তাহাদের স্বার্থ দেখে এবং যাহাতে এই আইন কার্যে পরিণত হয়, তাহার জন্ত চেষ্টা করে।

চরিত্র-পুস্তক।

দাসীকে চরিত্র-পুস্তক রাখিতে হয়। এ আইন জার্মানিতে বহুদিন ধরিয়াই আছে। যতদিন সে কোনও গৃহে কাজ করে, ততদিন পুস্তকখানি গৃহীণীর কাছে থাকে। তারপর কাজ ছাড়িয়া দিলে গৃহীণী তাহাতে নিজের মন্তব্য লিখিয়া দিয়া তাহা তাহাকে ফেরত দেন। ঝিকে কাজে বাহাল করিবার সময় এবং ঝি কাজ ছাড়িয়া যাইবার সময় গৃহকর্তীকে পুলিশে খবর দিতে হয়। ইহার জন্ত বিতং দেওয়া দরখ আছে। তাহাতে বহুসংখ্যক প্রশ্ন থাকে। সেগুলির উত্তর খুব সাবধানতার সহিত লিখিয়া দিতে হয়।

স্টেটভেঙ্গে গৃহীণী এবং দাসীর আইনেও ভেদ দেখা যায়। ব্যাভেরিয়ায় সমস্ত

শ্রেণীর চাকরাণীর জন্ত বেতনের হার নির্দিষ্ট আছে। তাহারা মনের মত সাজানো শয়ন-ঘর পায়। সপ্তাহে তাহারা কোন সময় বাহিরে যাইবার ছুটি পাইবে এবং বৎসরেই বা কোন সময় কোন পক্ষে ছুটি পাইবে ইত্যাদি বিষয়ও নির্দিষ্ট আছে। ভর্তি করিবার এবং ছাড়িবার সময় পূর্ব হইতে জানাইয়া দিবার নিয়ম আছে। অর্থাৎ যখন-তখন কথায়-কথায় বরখাস্ত করা চলে না। তাহাদের শয়ন-ঘরে সাধারণ সাজসজ্জা ছাড়াও পরিচ্ছন্ন বা তৈজসপত্র রাখিবার এমন একটা জায়গা থাকা চাই, যাহা তালা-বন্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারে। তাহাদের ঘরটা ভিতর হইতে বন্ধ করা যায় এমন হওয়া চাই ই-চাই। যদি রান্নাঘরটা উত্তম না হয়, তবে ঘর গরম রাখিবার কোনও যন্ত্র তাহাদিগকে দিতে হইবে। জার্মান রান্নাঘরগুলিতে রান্না ও অন্যান্য গৃহকাজের জন্ত বাসনপত্র বেশ-ই থাকে।

দৈনন্দিন কার্য-তালিকা।

দৈনিক কাজের জন্ত দশ ঘণ্টা সময় নির্ধারিত। প্রাতে ৬টার আগে কাজ আরম্ভ হয় না এবং রাত্রে ৮টার পরেও কাজ করাইতে হইলে অতিরিক্ত মাহিয়ানা দিতে হয়। দাসী যাহাতে ৯ ঘণ্টা নিরুপজ্জবে ঘুমাইতে পারে, তাহার জন্ত বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। আঠার বৎসরের কম বয়সের দাসীদিগকে সপ্তাহে একদিন বৈকালে ২টা হইতে ৩টার মধ্যে চারি ঘণ্টা এবং রবিবার ও অন্ত পর্কদিনে বৈকাল ২টা হইতে রাত্রি ১০টার মধ্যে কম পক্ষে ছয় ঘণ্টা ছুটি দেওয়া হয়। আঠার বৎসরের

অধিক বয়স্কাদের সপ্তাহে একদিন বৈকালে ৩টা হইতে রাত্রি ২টার মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে ছয় ঘণ্টা এবং রবিবারে ঐ সময়ের মধ্যে অন্ততঃ আট ঘণ্টা ছুটি পাইবার অধিকার আছে। রবিবার ও অন্ত পর্কদিনে প্রাতে ৬টার পরে প্রত্যেককে গির্জায় যাইবার জন্ত ছুটি দিতেই হইবে।

এক বৎসরের কাজ হইলে চাকরাণীরা অন্ততঃ আট দিনের ছুটি পায়—আহার-খরচ সমেত পুরা বেতনে। গৃহকর্তীর বাড়ীতে যতদিন সে অল্পপস্থিত থাকে, ততদিন তাহার ঘর-ভাড়া ও আহার বাবদ খরচ ঐ বেতনের সংকুলান হওয়া চাই।

গৃহস্থালীর সর্ববিধ কাজে জার্মান চাকরাণীরা বেশ শিক্ষিত। চৌদ্দ বৎসর বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া কোনও বালিকা কাহারও গৃহে দাসীগিরি করিতে চাহিলে, তাহাকে সংসার নিক্ষেপ-পদ্ধতি শিক্ষাকল্পে মিউনিসিপ্যালিটির কোনও কটিনিউয়েশন স্কুলে সপ্তাহে সাড়ে আট ঘণ্টা করিয়া উপস্থিত থাকিতে হইবে—যতদিন পর্যন্ত তাহার সতের বৎসর বয়স না হয়। বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শেষ দুই বৎসর সাদাসিধা রান্নাবান্না এবং গৃহস্থালী শিখাইবার বন্দোবস্ত আছে। কটিনিউয়েশন স্কুলগুলিতে শুধু কার্যোপযোগী উপদেশই দেওয়া হয় না। সেখানে বালিকারা খাদ্যের গুণাগুণ, বর্তমান বাজার-দর এবং বেনা-বেচার প্রণালী সম্বন্ধেও শিক্ষা পায়।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

স্বাস্থ্যবীমা

ব্যাধি ও চিকিৎসার ভয় বীমার পদ্ধতি আশ্বাসিত বহুদিন যাবৎ আছে। ইংরেজের “ল্যান্সেট হেলথ ইনসিওরেন্স সোসাইটি” জার্মান পদ্ধতিতে চালাই করা হইয়াছে। চিকিৎসার ব্যয় এবং হাসীর দ্রব্য টাকার হার বুঝি করা হইয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে চাকরাণীরা “বুর্গারহাইমে” (নাগরিক-ভবনে) থাকিতে পার। সেগুলি মিউনিসিপ্যাল শাসনের অধীন। বুর্গারহাইমে থাকিতে হইলে দরখাস্তকারিণীর চরিত্র থাক। এবং বহুকাল চাকরী করা চাই।

কোনও চাকরাণী একই মনিবের কাছে পঁচিশ বৎসর কাজ করিলে জার্মানির কোনও কোনও অংশে সহর অথবা প্রাদেশিক সমিতি হইতে তাহাকে রূপার মেডেল দেওয়া হয়, সাধারণ সভায় এইরূপ মেডেল বিতরণিত হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে গৃহকর্তী এবং তাঁহার চাকরাণীকে সকলেই প্রশংসা করে।

জার্মানির কন্টিনিউয়েশন স্কুলে যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেইরূপ ভাবে ইংরেজ বালিকাশিক্ষকে উপযুক্ত শিক্ষা দিলে বহু ইংরেজ পরিবার যে বিশেষ উপকৃত হইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই কথা বুঝিয়া ইংরেজ সমাজসেবকেরা স্বদেশে জার্মানদের শিক্ষাপদ্ধতি চালাইবার জন্য আন্দোলন করু করিয়াছেন।

আর্থিক উন্নতি।

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল।

মেসার্স এস, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোম্পানী বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের নূতন ম্যানেজিং এজেন্টস্ নিযুক্ত হইয়াছেন। এখন হইতে মিলটি তাঁহাদেরই পরিচালনাধীন হইল। আমরা আশা করি, কোম্পানীর পরিচালনায় বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়া বাঙ্গালীর মুখরক্ষা করিতে সক্ষম হইবে।

Household Informations.

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

গো-তত্ত্ব।

চাষের গরু দেখিয়া অনিষ্টা বিশেষ বিবেচনা করিয়া না কিনিলে নিশ্চয়ই ঠিকিতে হয়। থনা বলিয়া গিয়াছেন,—

গাই নাও হয়ে। হেলে নাও বেয়ে।

যেমন গাই কিনিতে হইলে কোন্ অবস্থায় ছুঁ পাওয়া যাইতে পারে, তাহা ধার বাঁট এবং ছুঁ দেখিয়া অনুমান কর, বায়, সেইরূপ লালস জুড়িলে, বলদের টান টোন এবং চলনাদি দেখিয়া কিরূপ গরু হইবে, তাহা ঠিক করা যায়। যে গরু গড়ে হয়, সে লাললের বাঁটা চাপিয়া ধরিলে কিছুকাল মধ্যেই শুইয়া পড়ে। যে গরু ঢালাক হয়, লালস চষিবার কালীন তাহার গায়ে হাত দিতে হয় না, গায়ে হাত দিলে একেবারে (ঠার) ঘুরিয়া যায়। চষিবার কালে যে গরু বাড় সমান রাখিয়া যায় এবং খুব চাপ—এমন কি অসাধ্য চাপ হইলে ইটু গাড়িয়াও চাব তুলে, সেই গরুই কষ্ট সহিষ্ণু এবং গৃহস্থের উপযোগী।

উনপালরে বরাখুরে। কালিচোমড়া চকুরে ॥ ধোঁকা কাঁপা দোলাগোড়ে। ভাল নয় ঘড়ঘড়ে ॥

(ডাক)।

উত্তর পার্শ্বের পাজরের মধ্যে একখানি অস্ত্র পার্শ্বের পাজর অপেক্ষা কম হইলে উন পাজরে, বরাহের মত খুর হইলে বরাখুরে, পৌকালী সাদা কালয় মিশ্রিত হইলে কালি-চোমড়া, জিহ্বা ঘুরাইয়া সর্প চক্রের মত করা বাহার রোগ, সেই গরুকে চকুরে,

স্বস্থিরাবস্থায় যে গরু ধুকিতে থাকে, তাহাকে ধোঁকা, যে কাঁপে তাহাকে কাঁপা, যে দোলে তাহাকে দোলা, যে চষিবার সময় শুইয়া পড়ে, তাহাকে গোড়ে এবং যে গরু শোংঘুরা অর্থাৎ নাক হইতে ঘড় ঘড় শব্দ হয়, তাহাকে ঘড় ঘড়ে বলে।

এই সকল গোরু চ্রয়ের পর কাহারও পক্ষে অল্প কাহারও পক্ষে অধিক পরিমাণ অন্তরের সূচনা হয়। যেখানে নিশ্চিত অমঙ্গল ঘটিবে, তথায় ঐ সকল গোরু আসিয়া থাকে। পূর্বে ইহা আমি আদৌ বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু আমি ঐ অন্তরের ভুক্ত ভোগী এবং অন্তরও তজ্জ্ঞ হইতে দেখিয়া আর অবিশ্বাস করি না। এতদ্ব্যতীত দোষ-যুক্ত গোরু চ্রয় সম্বন্ধে আমি সকলকেই নিবেদন করিতেছি।

আর থাকে এবং কার্য্যকম হয়, এরূপ হেলে চ্রয় করা সাধারণ নিয়ম। আর ক্রমেই কার্য্যকম হয় এরূপ দেখিয়া চ্রয় করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিয়ম। কার্য্য এবং বয়ঃ-ক্রম ও আকার অনুসারে উহা ঠিক করিতে হয়, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। এক্ষণে বয়ঃক্রম সম্বন্ধে বলিতেছি। আকার প্রকার ও লিংগ আদি দেখিয়া গরুর বয়স ঠিক হয় না। হাত দেখিয়া গরুর বয়স নির্ণয় করিতে হয়।

বাছুর জানিবে ছুই চারিটা দাঁতে।

ছয় দাঁত হলে তাই ছোত লাললেতে।

আট দাঁতে কানি সোজা ঘোবন বয়েস।

দাঁত কয়ে বয়সের জেনো অবশেষ ॥

আকার প্রকার দেখিয়া গরু চ্রয় করিতে হইলে আরও কতকগুলি নিয়ম জানা আবশ্যক। বর্ষাকালে এবং শস্তাদি ক্ষেত্র হইতে উঠার পর রোগা গরুও দুই পুট হয়। চাষের পর গরু গায়ে ডাঙ্গা হইয়া থাকে। এইরূপ গায়ে ডাঙ্গা গরু অল্প ঘস্তেই দুইপুট

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

হয়; অতএব এইরূপ গরু কেনাই সুবিধা-জনক।

“হিং হিংয়ে, তিন সিংয়ে” (খনা)।

তিন জাতীয় সিং বিশিষ্ট প্রাণী গৃহস্থের পক্ষে অশুভজনক। তিনটি গরুও গৃহস্থের পক্ষে শুভকর নয়, ইহা স্বর্গ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উক্ত বচনে পাওয়া যায়। খনার মতে “নোমে রোম” অর্থাৎ সোমবারে গবাদি কিনিতে একেবারেই নিষেধ আছে।

অশিক্ষিত হেলেকে কার্য্যকম করা সম্বন্ধে খনা উপদেশ দিয়াছেন,—

তুলা দিয়া সওয়াবে।

পাষণ দিয়া বওয়াবে॥

কোন গোককে একেবারেই চাপাচাপি কাজে নিয়োগ করিতে নাই। অল্পে অল্পে সহাইয়া সহাইয়া ক্রমে যতদিন যায়, ততই সে গরুর দ্বারা রীতিমত কার্য্য হইতে পারে। চাষের জন্ত পীড়াপীড়ি করিয়া গরুকে পীড়া দেওয়া কোন ক্রমেই শুভ কার্য্যকর নহে।

বাহ পোষণাদি প্রকার।

কৃষিক তাদৃশীঃ কুৰ্য্যাৎ যথা বাহার পীড়য়েৎ।
বাহপীড়াজিতং শস্তং গহিতং সৰ্ব্বকৰ্ম্মহু।
বাহপীড়াজিতং শস্তং ফলিতং চতুৰ্ণম্।
বাহনিবাস বিকলঃ কৃষকো নিঃস্বতাং ব্রজেৎ।
গুণৈকধ্বনৈ ধুটৈম স্থথা নৈরপি পোষণৈঃ।
বাহাঃ কচিন্ন সীদন্তি সাংগ্ৰ্য প্রাতঃ চারণাৎ।

বাহ অর্থাৎ বলদ নিপীড়িত না হয়, সেই প্রকারে কৃষিকার্য্য করিবে। বাহপীড়নে যে শস্ত অর্জিত হয়, তাহা কোন কৰ্ম্মেই লাগে না (উহা সৰ্ব্বত্রই গহনীয়)। বাহপীড়াজিত শস্ত চতুৰ্ণ ফলিত হইলেও বলদের নিঃস্বাগে সমস্তই বুধা হইয়া থাকে এবং সে কৃষকও নিশ্চিৎ নিঃস্ব হইয়া থাকে। গুণক (ওতুলকণা কুঁড়া ও তুষ ভূষি) এবং যবস

(ঘাস ও খড়াহি) ও গোশালা ধূম প্রদান দ্বারা বলদকে পোষণ করিবে। সারা প্রাতঃকালে চরাইলে বলদ কখনও অবসন্ন হয় না।

বর্ষার পাশ।

শীতের ঘাস।

যা করেনা আসে। তা করে সে পাশে॥
(খনা)

বর্ষাকালে গোয়াল পরিষ্কার রাখার এবং শীতকালে ঘাস প্রদানের ব্যবস্থা ভালরূপ করিয়া দিলে গরু কখনও অবসাদগ্রস্ত হয় না। খাওয়ারইয়া বেরূপ পুষ্ট করা যায়, থাকিবার স্থান, ভাল হইলে তাহাপেক্ষাও গোককে পুষ্ট ও কার্য্যকম করা যায়।

পিতৃঃস্তঃপুং নস্তাং মাতৃদত্তান্নহানসম্।

গোষু চান্না সমং নস্তাং স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ।
কৃষিগাবো বাণবিজ্ঞাঃ জিঘো রাজকুলানি চ।
কণেনৈবাবগীদন্তি যুহুৰ্ত্তমনবেক্ষণাৎ।

পিতাকে অস্তঃপুরে, মাতাকে রন্ধন-শালায়, আত্মসম ব্যক্তিকে গো সকলের দ্বার অর্পণ এবং স্বয়ং চাষকর্ম্ম পরিদর্শন করিবে। কৃষি, গো, বাণ বিজ্ঞা, জী ও রাজকুল সকল যদি যুহুৰ্ত্ত মাত্র পরিদর্শন না করা যায়, (উপেক্ষা করা যায়), তবে তাহা কণ মাত্রেই অবসাদগ্রস্ত হইয়া থাকে।

ফলত্যাগে কিতা স্বর্ণং দৈন্তং সৈবানবেক্ষিতা।

কৃষিঃ কৃষিপূরণজ ইত্যাচ পরাশরঃ।

মহামুনি পরাশর বলিয়াছেন, স্বয়ং অবেক্ষণ দ্বারা স্বর্ণ ফলিত হয় ও অবেক্ষণ ব্যতীত দৈন্তগ্রস্ত হইতে হয়। অতএব কৃষি পূরণজ ব্যক্তিই কৃষি কার্য্য করিবেন। অনতিজ্ঞ ব্যক্তির কৃষিতে বিপরীত ফল অবশ্যজ্ঞাবী।

গোশালা বিধান।

গোশালা সুদৃঢ়া যন্ত গুচির্গোময়বর্জিতা।
তন্ত বাহা বিবর্জ্যে পোষণৈরপি বর্জিতা।
শকন্যজ বিলিপ্যাকী বাহা যত্র দিনে দিনে।
নিঃসরাণি পবাং স্থানাং তত্র কিং পোষণাদিঃ।
যাহার গোশালা (গোয়াল) সুদৃঢ়, পবিত্র ও গোময়বর্জিত, যথারীতি পোষণের ক্রটি হইলেও তাহার বাহ সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে, বাহ সকল দিন দিন বিষ্ঠা মুত্র বিলিপ্যাকী অবস্থিতি করে, গো সকল তাহাকে ত্যাগ করিয়া থাকে। তাহা আর পোষণে কি হইবে? ত্যাগ করিয়া থাকে ইহার অর্থ তখনই চলিয়া অস্ত্রজ যায় ইহা বুঝাইবেনা। শীত্র তাহার গোভাগ্য নষ্ট হইয়া অংশে অংশে আর গো মাত্রেই থাকেনা। পক্ষ পক্ষায়তা শালা গবাং বৃদ্ধিকরী মতা। সিংহ স্থানে কুতা সৈব গোনাশং কুরুতে

ক্রমম্॥
সিংহ গেহেহপি তাং চৈব গোশালাং কুরুতে যদি।
প্রমাদায়ন্য বৃদ্ধিহাং পবাং নাশো ভবেত্তথা॥

পঁচিশ হাত আয়ত গোশালা গোর পক্ষে বৃদ্ধিকর। তাত্র মাসে কুত গোশালা নিশ্চিতই গো-নাশকরা হয়। তাত্র মাসে অথবা সিংহের চক্রে কিংবা সিংহের লম্বে গোশালা করা অথবা গোশালায় যুক্তিকা ভরাট করিলেও সেই মন্দবুদ্ধ তাহাতে গোকর নাশকারীই হয়।

কৃষ পূরণজ কৃষকের মুখে আমরাও শুনিয়াছি এবং দেখিয়াছি, তাত্র চৈত্র মাসে গোশালা করিতে নাই। অধিকন্তু জোল খাল হইলে গোহালে মাটি দেওয়াও বিশেষ দোষের।

ততুলানাং জলকৈব তপ্তমণ্ডং বাবোধকম্।
কার্পাসান্ধি তুষকৈব গো বিনাশকং।
সমার্জনীক মুসলমুচ্ছিতং গো নিকে চনে।
কুতা গোনাশমাপ্রোতি তথা তত্রাজ যন্ধনে॥

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

চাল খোয়া জল, ভাতের ফেণ, মাছের জল, কাণাস তুলা, অহি ও তুষ গোস্থানে ফেলা নিষিদ্ধ। ঐ সকল জিনিস বায়ু কর্তৃক রাসায়নিক গুণে সেস্থান গোর পক্ষে সম্পূর্ণ হানিকর। এমন কি গো বিনাশেরই কারণ হইয়া থাকে।

ঝাঁটাকরণ আড়নাদি যাবতীয় সমাজনী, মুসল (উদ্ভল হামামদিতা ও মুসলানি) ও উজ্জিই গোশালার রাখিলে এবং তথায় ছাগবন্ধন করিলে পূর্বোক্তরূপে গো নাশেরই কারণ হয়।

গোমুজ্জালকে নৈব তজ্জাবন্ধনমোচনং।
কুর্কস্তি গৃহমেধিত্যন্তজ কা বাহ বাসনা।
বিলাসিং গোময়তাপি রবি ভৌম শনেদিনে।
ন কারহেৎ ভ্রমেনাপি গোবৃদ্ধিং যদি বাহুতি।
বারজয়ং পরিভ্যজ্য দস্তানন্তেষু গোময়ম্।
বিলাভ্য শনি ভৌমেযু গবাং হানিকরং স্বঃ।

যে গৃহমেধ্য ব্যক্তি গোমুজ্জ ও গোময় সমূহ মোচনে উপেক্ষা করেন, তাহাদের আর বাহের বাসনা করা বুধা। যদি গোরু কর বাসনা থাকে, তবে রবি, শনি ও মঙ্গল বারে ভ্রমেও গোময়ের দ্বারা দিবে না এবং কাহাকেও গোময় দিবে না। এই তিনবার ত্যাগ করিয়া গোময়াদি অন্তরে দিতে দোষ নাই। বিশেষতঃ শনি মঙ্গলবার নিশ্চিতই গোহানিকর হয়।

শ্রেয় মুজ পুরীষাদি পত্যানি চ রজাংসি চ।
ন পতন্তি গবাংযজ তজ লক্ষ্মী হিরাভবেৎ।
সন্ধ্যাকালে চ গোস্থানে দীপো যজ ন দীয়তে।
স্থানং তৎ কমলাহীনং বীক্ষ্য ক্রন্দন্তি গোগণাঃ।

শ্রেয়া (খুহ, কাশ, গয়ের) মুজ ও পুরীষাদি (রক্ত পুষ্টি) ও পক (কর্দমা) তুলা (আবর্জনা) গোস্থানে না পড়িলে সেখানে লক্ষ্মী হিরা হইবে। সন্ধ্যাকালে

যে গোস্থানে দীপ দেওয়া না হয়, সেস্থান কমলাহীন দেখিয়া গোগণের চক্ষে জল পড়ে।

শ্রীসকরকুমার জ্যোতীঃত্ব।

ধর্মের বাঁড় হত্যার আশ্চর্য্য প্রতিকল।

৪জন মুসলমানের মৃত্যু।

“আনন্দ বাজার” পত্রিকার প্রকাশ—
যশোহরের ৩ মাইল উত্তর পূর্ব কোণে অবস্থিত কোন মুসলমান প্রধান পল্লীর জনৈক রাজী ও তাঁহার সহকর্মী ৩জন মুসলমান মালিয়া নিকটবর্তী গ্রামের একটি ধর্মের বাঁড়কে গোপনে হত্যা করিয়া সকলে মালিয়া সেই মাংস আহার করিয়াছিল। বাঁড়টি হত্যার পরদিনই ঐ ৪জন মুসলমান জ্বর এবং বিকারে আক্রান্ত হইয়া পর পর ৪জনেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এখনও সেই গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ রাত্রিকালে ভীষণ বিভীষিকা দেখিতে থাকে, যনে করে যে সেই বাঁড়টি ভাঙা করিয়া মারিতে আসিতেছে।

এই প্রসঙ্গে আমরা এই ধর্মের বাঁড় হত্যার আর একটি ঘটনা জানি। বর্ধমান জেলার পুরনো বলিয়া গঙ্গা খানার মধ্যে একটি মুসলমান প্রধান স্থান আছে। এখানকার অধিবাসীগণ সকলেই মুসলমান। কয়েকজন দুর্বৃত্ত একটি ধর্মের বাঁড়কে লইয়া গিয়া হত্যা করিয়া তাহার মাংস গ্রামের সকলে ভাগ করিয়া খায়। সেই রাতে অকস্মাৎ গ্রামে আগুন লাগে এবং অগ্নির প্রকোপ এমন ভীষণ আকার ধারণ করে যে, গ্রামবাসীগণ একবারি গৃহ ও বাঁটাইতে

পারে নাই। তাহাদের লেণ কঁথা লইয়া গিয়া জলে ফেলিয়াছিল, সেখানেও অগ্নির লোল রসনা হইতে বন্ধা করিতে পারে নাই। বড় বড় ধানের মতাই, গরু, বাছুর সমস্ত ভস্মীভূত হইয়াছিল। এখানকার সমস্ত লোকই কৃষিজীবী, প্রবীণ ভাল মুসলমানগণ আজও দুর্বৃত্তদের উদ্দেশে গালাগালি দিয়া থাকে। সে ঘটনাও বৈদ্যদিগের কথা নহে—আমাদের বোধ হয় ৩০ বৎসরের কথা।

কলিকাতা টাউনহলে বিরাট জনসভা।

ট্রেটসম্যান বয়কটের সঙ্কল্প।

মিস্ ক্যাথেরাইন মেয়ো নামী জনৈক আমেরিকান মহিলা “মাদার ইণ্ডিয়া” নামক একখানা পুস্তক লিখিয়াছে। তাহাতে আমাদের জননী এবং ভগিনীদের সতীত্বকে আক্রমণ করা হইয়াছে। আরও বহু মিথ্যা কথার অবতারণা করিয়া পৃথিবীর সমস্ত ভারতবাসীকে অশান্ত বর্বর জাতিরূপে প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। ট্রেটসম্যান পত্রের ভূতপূর্ব সম্পাদক জর্জ পিলচার যিনি ভারতেরই নিমক খাইয়া শরীর পুষ্ট করিয়াছিলেন, তিনিই মিস্ মেয়োকে সেই ঘৃণিত কুৎসা কীর্তনের সমর্থন করিয়া, বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে “হিন্দু বিধবারা ঘরে নোংরা চরিত্রের দ্বীলোক, এবং বাহিরে বেস্তা, কলিকাতার ট্রেটসম্যান সেই বক্তৃতা প্রকাশ করিয়া ছিলেন। সেইজন্য ভারতের হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান এই বিরাট জনসভা আহ্বান করিয়া নিজেদের কোত ও রোষ প্রকাশের জন্য সম্মিলিত হইয়াছিলেন। সভায় এরূপ জনতা

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর ইউন।

হইয়াছিল যে ২৩টা খণ্ড সভা করিয়া আবেগময়ী বক্তৃতা করা হইয়াছিল। মিঃ কে, এন, সেনগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহু গণ্যমান্য বক্তা সভার উপস্থিত ছিলেন, সর্বসম্মতিক্রমে টেটসম্যান পত্রকে বয়কট করার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। অনেক বলিতেছেন এবং বুঝিতেছেন যে, এই পুস্তকখানা একটা ঘোর রাজনৈতিক বড়ঘরেরই ফল। অনেক অনুমান করেন যে নীত্বই রয়েল কমিশন ভারতে আসিতেছে। যদি ভারতকে বর্তমান আয়ত্ব শাসন অপেক্ষা আরও কিছু দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা হয়, তাহা দিতে পারে। ইহাতেই একপ্রণীর ইংরাজগণ বড়ঘর করিয়া কতকগুলি ভাড়াটিয়া প্রচারক দ্বারা ভারতের কুংসা রটনা করিয়া ভারতকে ভগ্নতের সম্মুখে হীন অসত্য বর্বর জাতি বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই পুস্তকখানা পালিয়ামেন্টের মেম্বরগণকে বিনামূল্যে বিতরণ করা হইয়াছে। মিস্ মেয়ো বলিয়াছেন যে, এখানকার আমেরিকার অভ্যুদয় লিখিত, ভারতে এ পুস্তকখানা আদৌ বিক্রয়ের জন্য পাঠানও হয় নাই। এই সকল কারণে বড়ঘরের কথা লোকের মনে যদি ধারণা হয়, তাহা হইলে অজ্ঞান হয় না। ভারতের সভ্যতা, আচার ব্যবহার সম্বন্ধে আমেরিকার লোকেও যামী বিবেকানন্দ, শ্রীমতী নিবেদিতা প্রমুখ ভারত বরেণ্য ব্যক্তিগণের নিকট অবগত আছে। সুতরাং এই মিথ্যা পুস্তক আমেরিকানগণের অন্তঃসত্ত্ব হইতে পারে না। অবশ্য মিস্ মেয়ো বা পিলচারের ভায় নগণ্য ব্যক্তির কুংসা রটনার ভারতের সমাজের কিছু আসে যায় না। বহু ভারতবাসী বিলাহে এবং আমেরিকায় গিয়া সেখানকার সভ্য এবং সামাজিক ব্যবস্থা বাহ্য প্রত্যক্ষ

করিয়া আসিয়াছেন এবং বায়স্কোপে তাহাদের দেশের ধ্বংস নকারজনক চিত্রের নমুনা এদেশের নরনারী প্রতিদিন এখানে বসিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তাহাতে এদেশের নর নারী নাসিকা কুঞ্জন না করিয়া থাকিতে পারে না। সেই দেশের লোকের মুখে ভারতের নারীর কুংসা রটনা নিত্য হস্তাঙ্গদ ব্যাপার, তাহার সন্দেহ নাই।

মিস্ মেয়ো কুংসাপূর্ণ বই খানার সমালোচনা করিয়া সাতেল জিমাও নামক জনৈক আমেরিকান The sun “দি সান,” নামক পত্রে বলিয়াছেন, “আমরা যদি পুরা তত্ত্বের দিক হইলে ভারতের দিকে তাকাই, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, একসঙ্গে চীন ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন দেশ এরূপ বহুদিন চলিত প্রাচীন সভ্যতার গর্ভ করিতে পারে না। প্রথিত যশা রোম এবং এথেন্স মহা নগরী যখন স্থাপিত হয় নাই, তাহার বহু যুগ পূর্বে ভারতের এই আর্ধ্য সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মিশরে ও বেবিলিয়নে সভ্য জীবন যাত্রার প্রণালী অবিকতর পূর্বে আরম্ভ হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বিপুল অতীতের ভারতীয় সাহিত্যে যে ভাবরাশি প্রকাশিত হইয়াছিল, আজও তাহা জীবন্ত এবং প্রাণবন্ত আছে।” মিস্ মেয়ো এই পুস্তক খানার নিজেরই কুংসিং চরিত্রের পরিচয় দিয়া তাহার জাতির অপমাননা করিয়াছে। বহু লোকেই কুংসা রটনা করে। আর একজন আমেরিকান “নেশন পত্রে” মিস্ মেয়ো পুস্তকের সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন, “মিস্ মেয়ো “ভারত মাতা” পুস্তক পড়িয়া আশ্চর্য্যাবিত হইয়াছি। বাহারা মিস্ মেয়াকে সমর্থন করেন, তাহাদিগকে আমি একটি সহজ কথা জিজ্ঞাসা করি, এক বৎসরে

ইংলণ্ডে যে সমস্ত অল্প বয়স্ক বালিকার উপর বসাবসার অত্যাচার হয়, কেহ সেই গুলি সংগ্রহ করিয়া ইংরেজের নীতি সম্বন্ধে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিলেই কি ঠিক হইবে? হিন্দু ধর্ম কি, তাহা না বুঝিয়া হিন্দু ধর্মকে শুধু আক্রমণ করিলে কাহার না আপত্তি হয়। আমার বিশ্বাস, লেখিকা ভারতের ১০০ মাইলের মধ্যে না গেলেও ঐরূপ পুস্তক লিখিতে পারিতেন। (আঃ বাঃ) মিস্ মেয়ো দেশের লোকও তাহার ঘৃণিত মত সমর্থন করেন না। তবে?

আমরা মনে করি গভর্ণমেন্ট হইতেও এইরূপ মতের প্রতিবাদ হওয়া উচিত। নচেৎ ইহাতে গভর্ণমেন্টেরও কলঙ্ক আছে। বাহারা শতাধিক বর্ষ ভারত শাসন করিয়া আসিতেছেন, তাহারা ভারতের সভ্যতা, আচার ব্যবহার যে অবগত নহেন এ অনতিজ্ঞতা শাসকের পক্ষে নিশ্চয়ই প্রশংসার কথা নহে। এই বড়ঘরের সন্দেহ হইতে তাঁহাদেরও মুক্ত হওয়া নিশ্চয়ই উচিত। “টেটসম্যান” একবার মহামতি তিলকের মৃত্যুতে হর্ষ প্রকাশ করিয়া জাতীয় অপমান করিতে সাহসী হইয়াছিল, আবার এবার সমগ্র জাতির অপমান করিতে হুঙ্কার হইল না, সে টেটসম্যানকে সর্বসম্মতি ক্রমে বয়কট করাই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এরূপ কাগজ না স্পর্শ করাই ইহার উৎকৃষ্ট প্রতিবাদ।

আরও একটা কথা, একজাতি অপর জাতির কুংসা রটনা করিলে পাল্টা জবাবে যে তাহাদেরও কুংসিত কুলকাহিনী শুনিতে হয়, ইহাও কি পাকাত্য জাতির মস্তিষ্কে আসে না? সভ্যতাভিমानी পাকাত্য জাতির নৈতিক অবনতি যে কতদূর, তাহা এই সকল কুংসিং সাহিত্য হইতে অল্পভব করা যায়। ভারতের সুমার্জিত সমাজ ও সভ্যতা বুঝিতে পাকাত্য জাতির এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

আর কেন? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

Medical.

হোমিওপ্যাথি।

থুজা অক্সিডেন্টালিস।

[লেখক—ডাঃ কার্তিকচন্দ্র দাস]

কনিফেরি প্রণীত। স্যাবাইনা টেরিবিন্দ্রিনা, এবিসনাইগ্রা, পাইনস নিল্ডেসট্রীস ও পিন্স লিকুইডা এই প্রণীত, ইহার সাধারণ নাম আর্বর ভিসি। উত্তর আমেরিকার পেন্সিলভেনিয়া হইতে উত্তরাতিমুরের ভূখণ্ডে ও ক্যানডার এই বৃক্ষ প্রচুর উৎপন্ন হয়। নদীর শিলাময় উপকূলে ও জনসিক্ত নিম্নভূমিতে এই বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। এই বৃক্ষবৃক্ষের শিখরদেশ একরূপ চূড়ার মত দেখিতে, যেন মনে হয় কাঁচি দ্বারা ছাঁটা হইয়াছে। যে হইতে জুন মাস পর্যন্ত এই পাদপবৃক্ষ মুকুলিত হয় এবং শরৎকালে ইহার ফল সমূহ সুপক হয়।

তরুণ পল্লব, পত্র ও মুকুল হইতে আরক প্রস্তুত হয়।

একদা জনৈক ব্রাহ্মবিদ্যার্থী চাত্র হানিমানের নিকট চিকিৎসার জন্য আসিয়াছিলেন। তাহার প্রস্রাব কালে জালা করিত ও পুরু পুঁথের দ্বারা আবৃত হইত। লিঙ্গমূলে ছোট ছোট ফুসুড়ি হইয়াছিল, সেগুলি চুলকাইত এবং লিঙ্গ দেশ কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষীণ হইয়াছিল।

কুসংসর্গে নোগ হইয়াছে মনে করিয়া হানিমান তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন কিন্তু চাত্র অকুতোভয়ে অস্বীকার করিলেন। হানিমান কোন ঔষধ না দিয়া তৃতীয় দিবসে তাঁহাকে আসিতে বলিলেন। তৃতীয় দিবসে আর কোন প্রকার অব প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া গেল না। অল্পসন্ধান দ্বারা প্রকাশ হইল যে, কয়েকদিন পূর্বে Botanical

Garden এ বেড়াইতে বেড়াইতে ঐ চাত্রটি অর্কর ভিসির পাতা ছিঁড়িয়া চিবাইয়া ছিলেন। এই ঘটনার পর হানিমান উহার ভেষজগুণ পরীক্ষায় প্রথম প্রবৃত্ত হইলেন।

থুজার ক্রিয়া অনেকাংশে স্যাবাইনার মত। নর শরীরের ছয়টি প্রধান কোষে ইহার ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।—

১। চর্মে।—ডুমুরের মত আঁচিল, কভিলোমেটা; বালুকণাবৎ কণু।

২। স্লেয়িক বিজ বা Mucous membrane—গারে জালাকর আব; যারে জালা করে এবং শুক কয় হইয়া যায়; নসাবৎ অর্কর।

৩। পুং জননেন্দ্রিয়—জিহ্বকের পুরাতন প্রদাহ প্রোটিক গ্রন্থির প্রদাহ।

৪। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—ঋতু বিলম্বে হয়, শ্বেত প্রদর; ডিম্বকোষের প্রদাহ।

৫। রক্ত ও গিরমু—হারলা, তীব্রতা।

৬। সূত্রোজ্রিয়—মূত্র বৃদ্ধি; Sphincter মাংসপেশীর অবশ্যতা।

ভিরেনার ভেষজগুণ পরীক্ষাবলী হানিমানের পরীক্ষার সহিত সম্পূর্ণ এক মত। ইহার প্রধান কার্য জননেন্দ্রিয় ও সূত্রোজ্রিয়ে এবং মল দ্বার ও চর্মে। মুহমূহ প্রচুর প্রস্রাব হয়, নানা স্থানের স্লেয়িক বিজের প্রদাহ জালা, লিঙ্গের নানারূপ বাধা, লিঙ্গবৃদ্ধি ও লিঙ্গ মূণ্ডের প্রদাহ, জননেন্দ্রিয়ে বা, বালুকণাবৎ কণু ও অল্প প্রকার আঁচিল, সেগুলি চুলকাই ও অভ্যস্ত ঘর্ষ হয়; এবং স্ত্রীলোকদের শ্বেত প্রদর। সন্ধ্যাকার নিবৃত্তি ও ঋতুপ্রাব হ্রাসিত থাকে।

মলদ্বার জালা, চুলকানি, ক্ষীণতা, ও স্লেয়াবৎ আম নির্গত হয়; চর্মে বিশেষতঃ মলদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ের নিকট বালুকণাবৎ কণু ও আঁচিল নির্গত হয়, নিকটস্থ Mucous

membrane সমূহেও ঐরূপ কণু বাহির হয় কিন্তু অধিকতর আর্দ্র।

ডিম্বকোষে বিশেষতঃ বাম ডিম্বকোষে জালাযুক্ত ও কর্তনবৎ বাধা।

উদরাময়;—মল ফেঁকানে পীতবর্ণ, জলীয়। প্রচুর মল সবেগে বাহির হয়। মল নির্গমন কালে পিপার দ্বিধ দ্বার দিয়া জল নির্গমনের দ্বারা বগ্‌বগ্‌ করিয়া শব্দ হয়। উদরাময় প্রাতে বৃদ্ধি হয়, বিশেষতঃ প্রাতঃভোজনের পর; কক্ষি খাইবার পর উদরাময়, গোবীজে টীকা লইবার পর উদরাময়। মলত্যাগের পূর্বে ও পরে প্রচুর বায়ু নিঃসরণ হয়। মলত্যাগের পর দুর্বলতা।

Granvogl বলেন Hydrogenoid স্লেয়া প্রধান ধাতু বিশিষ্ট লোকদের পক্ষে থুজা ও মেটাম সাল্ক দুইটি প্রধান ঔষধ। Hydrogenoid ধাতু অর্থাৎ যাহাদের প্রতিবার শুক ঋতু পরিবর্তন হইয়া আর্দ্র ঋতু আরম্ভের সময় অস্থখ হয়, জলাশয়ের নিকটস্থ উদ্ভিদ ভক্ষণ করিলে যাহাদের অস্থখ করে, যাহাদের সমুদ্র বায়ু সহ্য হয় না, শুক ঋতুতে যাহারা ভাল থাকে।

Granrvogl আরও বলেন, এইরূপ ধাতুতে যেহি বিধ প্রবলতমরূপ ধারণ করে। স্বতরাং নির্দোষে আরোগ্য করিতে হইলে ধাতু পরিবর্তন আবশ্যক। থুজার দ্বারা সেই কার্য হয়।

থুজা দ্বারা কঠিন টিহু সকল কোমল হয়, এমন কি স্বাভাবিক কঠিন—যেমন নখ থুজা দ্বারা অপেক্ষাকৃত কোমলও প্রাপ্ত হয়। ইহা দ্বারা আঁচিল সমূহ ক্রমশঃ কোমল হইয়া একেবারে তিরোহিত হয়। নানা প্রভৃতি ও পদার্থের স্বকের ভিতর নখ বৃদ্ধি ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে।

থুজা রোগীর চেহারা মোমের মত, তৈলাক্তবৎ, তাহাদের শুক চিকণ ও শুষ্ক।

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

আগষ্ট, সেপ্টেম্বর—৪

দেখিতে চিররোগীর জ্বর, যেন রক্তহীন হইয়া যাইতেছে।

খুঁজা রোগীর ঘর্ষে মধুর জ্বর মধুর বা রক্তনের জ্বর তীব্র ভ্রাণ পাওয়া যায়। শ্বাস-মণ্ডলীর ক্রিয়া—সকল কার্য্য ভাড়া ভাড়া করে ও অসহ হয়। একটুতেই উত্তেজিত হয়; সামান্য অগ্রাহ্য বিষয়ে রাগ হয়; সঙ্গীত শ্রবণে রোমন করে ও পদকম্পন হয়।

নিম্নলিখিত চিত্তবিকৃতি কয়টি খুঁজার দেখা যায়—

(১) মনে করে কাচ বা অস্ত্র কোন ভঙ্গ প্রবণ দ্রব্য দ্বারা শরীর নির্মিত স্ততরাং ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয়ে নড়িতে চড়িতে চায় না।

(২) মনে করে আত্মা ও দেহ পৃথক ভাবে রহিয়াছে অথবা কোন অপরিচিত লোক তাহার পার্শ্বে রহিয়াছে।

(৩) মনে করে উদর মধ্যে জীবিত শিশু নড়িতেছে, বিশেষতঃ বৃদ্ধা স্ত্রী লোকদের।

এই সকল মানসিক বৈলক্ষণ্যের সঙ্গে রক্ত সঞ্চালনের বৈলক্ষণ্যও দৃষ্ট হয়। সর্ব-শরীরের স্পন্দন; হৃৎপিণ্ডের উৎসর্গ।

মস্তকের লক্ষণাবলীর মধ্যে পেরক মারার মত ব্যথা একটি প্রধানতম লক্ষণ। ছোঁরার মত ব্যথাও কখন কখন হয়। ব্যথাটা গভীর ও চক্ষু হইতে আরম্ভ হইয়া মস্তকের পশ্চাদিকে যায়। (স্পাইজিলীয়ার ব্যথা সম্মুখ দিকে আসে)।

কেরিংটন বলেন, পিচকারী প্রয়োগে বা অন্য উপায়ে মেহের আব বন্ধ হইয়া যে সকল ধাতুগত গীড়া উৎপন্ন হয়, যথা বাত, বা প্রটেটাইটিস, সেই সকল রোগে খুঁজা উপযুক্ত ঔষধ; মাথার কেশ শুক ও শুক প্রবণ হয়; মাথায় খুঁক হয়; চক্ষের Irisএর প্রদাহ হয় ও উহাতে অর্কুদের মত হয়;

চক্ষের পাতায় প্রদাহ ও আঁচিল হয়। কখন কখন নাসারন্ধ্র হইতে দুর্গন্ধ আবও হয়; আবটা পূক ও সবুজ বর্ণ হয়। হাঁতের গোড়া কয় হয়; অগ্রভাগ ঠিক থাকে। বসন্তের জ্বর কতু উঠে; প্রত্যাব কালে শীত করে; দিবা রাত্রি অস্থিরতা ও স্নায়বিক উত্তেজনা; কাণে পূর্ব; বাসে দুর্গন্ধ, ববতল প্রভৃতি খুঁজার অতিরিক্ত লক্ষণ।

মেজোরিনম, স্তাবাইনা, সিলিকা ইহার সমরক ঔষধ।

খুঁজার লক্ষণাবলী রাজে, বিছানার উত্তাপে ভোর ওটার ও বিকাল ওটার, ঠাণ্ডা আর্দ্র বায়ুতে বৃদ্ধি হয়।

নিম্নলিখিত বিশেষ লক্ষণাবলী স্মরণ রাখিলেই খুঁজা প্রয়োগে কৃতকার্য হইতে পারা যায়।—

১ হাঁতের গোড়া কয় হয় কিন্তু অগ্রভাগ ঠিক থাকে; হাঁত ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া যায় ও পীতবর্ণ হয়।

২। উদর বড় ও ক্রীত হয়; ভ্রূণের পদাদির জ্বর স্থানে স্থানে উঠু হইয়া উঠে; উদর মধ্যে কি নড়ে, মনে হয় জীবিত শিশু রহিয়াছে; যন্ত্রণা থাকে না।

৩। মল বেগে বাহির হয়; প্রচুর হয়, পিপার ছিঁড় পথে জল বহির্গমনের জ্বর বগ্ন বগ্ন শব্দ হয়।

৪। লিঙ্গ শুক ও লিঙ্গ মুণ্ডে আর্দ্র আঁচিল।

৫। শরীরের অনাবৃত স্থানে ঘর্ষ হয়, কিম্বা মস্তক ব্যতীত সর্ব শরীরে ঘর্ষ হয়।

৬। শরীরের নানা স্থানে আঁচিলের জ্বর অর্কুদ বিশেষতঃ হাতে ও জননেন্দ্রিয়ে।

৭। মনে হয় শরীর বিশেষতঃ হাত পা কাচ নির্মিত, ও সহজেই ভাঙ্গিয়া যাইবে।

৮। শিরঃস্রীড়া, যেন মাথার উপরের অস্থিতে পেরক মারিতেছে।

মহা খুঁজা এবং দেশের অবস্থা।

এবার দেশের ঘোর সর্বনাশ—কোথাও অনাবৃষ্টিতে এবার খুলার চাষের পর মাঠে লালল যাইতে পারে নাই, কোথাও অতি বৃষ্টি এবং বজ্রায় সর্বনাশ হইয়াছে। বর্ধমানের অন্তর্গত গুলসী থানায় এবার এক কাঠা আউল ধানেরও আবাদ হইতে পারে নাই। জ্যৈষ্ঠ মাসে জমীতে বেচাব দেওয়া হইয়াছিল, তাহার পর এমন বৃষ্টি একদিন ও হয় নাই, বাহা দ্বারা আউল ধানের চাষও হইতে পারে। সকলেরই জন মজুর গরু মহিষ বসিয়া আছে, আর দেশের মজুর শ্রমীর লোকে ইতিমধ্যেই পেটের জ্বালায় দেশ-ভাগী হইয়া অস্ত্রাধাণীতে গিয়াছে। এইরূপ বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলী, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার স্থানে স্থানে অনাবৃষ্টির অন্ত এবার-কার চাষ আবাদ কিছু হয় নাই। আবার উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, বোম্বে, পূর্ব বঙ্গের স্থানে স্থানে অতি বৃষ্টি ও বজ্রায় সর্বনাশ হইয়াছে।

মহামারার আগমনে সমস্ত দেশটার কেবল হাহাকার ধনিই চারিদিক হইতে শোনা যাইতেছে। পল্লীর সুখ স্বচ্ছন্দতার উপরেই সহরের ব্যবসায় বাণিজ্য সুখ স্বচ্ছন্দতা নির্ভর করে। বাজারের কেনা বেচা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। পাড়ারগায়ের লোকের অর্থাত্তাব পূর্ণ মাত্রায় ইতিমধ্যেই দেখা যাইতেছে। স্ততরাং ব্যবসায় বাণিজ্যের শোচনীয় অবস্থাই বাড়াইয়াছে। অয়ের সংস্থানই নাই। পোষাক পরিচ্ছদ, বিলাসতার জিনিস কে কিনিবে? বধের

আর কেন? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

পর বর্ষ কেবল এই কলন ঘনি—কেবল হাহাকার, কেবল মর্ষের উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ভিন্ন আর কিছু নাই। ভারত যেন ভগবানের অভিশপ্ত দেশ। স্বাধীনতা, শান্তি সব যেন চিরতরে এদেশ হইতে বিদায় লইয়াছে। এই দুর্গোৎসবে লোকের কত আনন্দ ছিল, সেই দুর্গোৎসব আজ বিপত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যে দেশের ১ বিঘা জমিতে ১৫ সের ধান ছড়াইলে ১০ মণ ধান জন্মে, সেই অরুণার দেশের লোক আজ দুটি পেট পুরিয়া ছুবেলা খাইতে পায় না, এ কি কম পরিতাপের কথা!

দেশের সঞ্চিত শস্ত থাকিতে পায় না, অভাবের তাড়নায় লোকে বিক্রয় করিয়া কলে। সেই শস্ত কাহাজ কাহাজ বিদেশে চলিয়া যায়। বুদ্ধি জাতি পরিগ্রহে কাতর, উদ্ভমহীন, তাহার উপর বৈদেশিক বিলাস সামগ্রীর অত্যাচার। এদেশ যদি বিধাতার অভিশপ্ত জাতি না হয়, তবে হইবে আর কোন দেশ।

মা আসিতেছেন, আজ আনন্দে উৎসবে দেশ, পল্লী মুখরিত হইবে, বালক বালিকাগণ নরনারীগণ নববস্ত্র পরিধান করিয়া কোথায় পূজা কাটাইবে, না কোথায় অয়ের এবং বস্ত্রের চিন্তায়, কোতে হুঃখে লোকের চক্রে অঙ্গ প্রবাহিত। দেশ প্রকৃতই অতঃসার শূন্য হইয়াছে, স্তম্ভিমান দারিদ্র্য আজ সমগ্র দেশকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। জানি না মহামায়ার কি বাসনা, এদেশ যে আবার উঠিবে, আবার আনন্দ কোলাহলে দেশ কখনও মুখরিত হইবে—এমন আশা হয় না। আগেও এই দেশ ছিল, শস্তশ্রামলা দেশমাতা কোটি কোটি লোকের অন্নসংস্থান করিতেন—কত কোটি টাকার ভারতজাত অন্ন দেশ বিদেশের অন্নকষ্ট দূর করিত—সেই দেশ

সেই দেশমাতৃকা কেন আজ দীনা মলিনা হইল? কোন পাণে আজ দেশের এই অবস্থা একবার চিন্তা কর। আজ ঘরে ঘরে গৃহ-বিবাদ—নগরে গ্রামে সাম্প্রদায়িক বিবাদ, প্রহারণা চৌধ্য দেশকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল কেন? শুষ্ক বার্ষিক জল আর পেটের জ্বালায় বহিতো নয়। আমরা দেবতার আরাধনা তুলিয়াছি, উৎসব তুলিয়াছি, একেবারেই অধঃপাতে গিয়াছি, এই যে হাহাকার—এ কেবল আমাদেরই কর্মফলের জন্ত। এই কর্মফলের অবসান হইবে কিনে, তাহাই ভাবিবার বিষয়।

দীনুর দুর্গোৎসব।

(গল্প)

(শ্রীজিতেন্দ্রলাল রায়)।

(১)

আশ্বিন মাস। বর্ষার অবিরাম ধারার অবসান হইয়াছে; নির্ধেয় শুষ্ক নীলাকাশ, মাঝে মাঝে কচিং কোথায়ও ছুই এক ধও মেঘ নববধূর স্তায় আকাশের অঙ্গে লুকোচুরী খেলিতেছে। ফুটনোমুখ তরুণীর মত তরুণতা তৃণ ওয়াহি নবরস-ভারে অপূর্ণ প্রীতিধারণ করিয়াছে। নদ নদী খাল, বিল, তড়াগ, পুকুরিণী সলিল সমুদ্রে পূর্ণযৌবনা নারী সদৃশ যেন যৌবন ভরে টলমল করিতেছে। নবীন ধাত্তে দৈনন্দিক আলোকিত করিয়া বহুদূর বিস্তৃত শ্রামল শস্তক্ষেত্রখানিতে জগন্মাতার শ্রামাঞ্চল যেন বিস্তীর্ণ হইয়া আছে মনে হইতেছে। এক কথায়, আজ শরতের আগমনে সমগ্রই সজীব ও সুন্দর, প্রিয় ও প্রফুল্ল, মনোজ্ঞ ও মধুর।

পূজার আর দশ দিন মাত্র বাকী। মহামায়ার আগমন আশার চারিদিকে বেশ

একটু সাড়া পড়িয়াছে। পথে, ঘাটে, মাঠে, লোকের কর্মক্ষেত্রে ও বৈঠকে, আবাল বৃদ্ধ বণিতার মুখে এই সম্পর্কে আন্দোলন ও আলোচনা ছাড়া আর কিছুই নাই; ভিখারীরা ‘আগমনী গীত গাহিয়া ঘরে ঘরে ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেছে। বাজার হাটে কেতা বিক্রেতার অত্যন্ত জনতা ও সোর পোল। আর পূজার বাড়ীর ত কথাই নাই;—কোথাও প্রতিমা গঠন সম্পূর্ণ করা হইতেছে, কোথাও বা তাহাতে রং ও সাজ দিতেছে; আবার কোথায়ও বা কীর্তন, কথকতা বা চণ্ডী পাঠ চলিতেছে। দুর্গতিনাশিনী দুর্গা মায়ের আগমন উদ্দেশে আশা, আনন্দ ও উৎসাহে এখন সকলের চিত্ত ভরপুর।

দীননাথ ভট্টাচার্য্য ওরফে দীহু ভট্টাচার্য্য নীলগঞ্জের বাবুদের কুলগুরু। বাবুদের বাড়ী আজ কয়দিন হইল চণ্ডী পাঠ আরম্ভ হইয়াছে; দীহু ভট্টাচার্য্যের স্তায় স্থলিত স্বরে, সরল ও সহজ ভাষায়, সাধারণের বোধগম্য করিয়া চণ্ডী পাঠ করিতে আর কেহই সে অঞ্চলে পারিত না; সেজন্য নীলগঞ্জের বাবুদের বিশেষ অহুরোধে তিনিই একাধো ব্রতী হইয়াছিলেন। স্তায় ও সত্যোর সেবক দীহু ভট্টাচার্য্যের হাতে আনন্দ বই আক্ষেপ ছিল না।

নিশাবসানে চন্দ্রের শেখ রশ্মি আকাশে তখনও বিলীন হয় নাই, বিহঙ্গম কাকনীতে উড়া রানীর শুভাগমন তখনও ঘোষিত হয় নাই, শুকতারার দুঃখতাপ ব্যাধিক্রিষ্ট মানবের নির্ঝিরে নিজা যাওয়া তাহাদের স্বাধীন শান্তির কল্পনা করিয়া বহু বহু হাসিতেছেন। দীহু ভট্টাচার্য্য প্রত্যহ অতি প্রত্যাষে শয্যাভ্যাগ করেন, আজ প্রয়োজনানুযায়ী বশতঃ একটুকু রাত থাকিতেই শয্যা হইতে উখিত হইয়াছেন।

পুরাতন “কাজের লোক” শেখ হইতে চলিল, তৎপর হউন।

নিত্য প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া তিনি
মানার্ধে অন্দরমহল ত্যাগ করিলেন।

অন্দর মহল হইতে রাজপথে আসিতে
হইলে দীক্ষু ভট্টাচার্যকে তাঁহার চণ্ডীমণ্ডপের
মধ্য দিয়া বহির্গত হইতে হয়। চণ্ডীমণ্ডপের
দোর খুলিয়া বাহিরে আসিতেই তাঁহার
সম্মুখে পড়িল—হঠাৎ, হুন্দর, অনতি দীর্ঘ
একখানি যুগ্মদী দুর্গা প্রতিমা—দীক্ষুভট্টাচার্য
নির্মিমেষ নয়নে কিছুক্ষণ অবাক হইয়া
প্রতিমার পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর
সাঁটানে প্রণাম করতঃ অর্দ্ধ স্বগত স্বরে
বলিলেন,—“দীন কালালের ঘরে এলি মা!
আর—তোরা ভরসায়ই তোকে আমি বরণ
করে ঘরে আন তুলব। তারপর তোরা
যা ইচ্ছা”।

আবার ভক্তি ভরে প্রণাম করিয়া তিনি
জানোক্ষে নিঃশব্দ হইলেন।

(২)

দীক্ষু ভট্টাচার্য কতকগুলি শিশু সেবকের
অঙ্কুশে এতদ্-গ্রামে কবিরাজী করিয়া
দিন গুজরণ করিতেন। গ্রামে লোক
সংখ্যা অল্প,—২১৩ ঘর ব্রাহ্মণ কার্যস্থ ব্যতীত
সমস্তই হীনাবস্থাপন্ন ইতর জাতির বাস,
হুতরাং কবিরাজীতে তাঁহার আর অন্নই
ছিল। নীলগঞ্জের বাবুরা ব্যতীত তাঁহার অল্প
শিশু সেবকেরা যাহা দিয়া করিয়া বিদায় দিত,
তাহা বেশী নহে। আর অল্প, অধচ
সংসারটী তাঁর মন্দ ছিল না;—সংসারে ছিল
তাঁর জী বীণাপানি, একমাত্র সপ্তমবর্ষীয়
পুত্র হরিদাস ও বিধবা বোন অন্নপূর্ণা।
বৃহদেবতা নারায়ণের নিত্য পূজা ও ভোগ
হইত;—এছাড়া দুইটি স-বৎসা দুইবতী
পাতী, একটি কুকুর ও একটি বিড়াল সে
সংসারে প্রতিপালিত হইত। আর সামান্য
হুতরাং নিত্য দেব সেবা, এবং এতগুলি

প্রাণীর জীবিকা নির্বাহ কার্যক্লেশেই সম্পন্ন
হইত, তথাপি সে সংসারে শান্তি ও শৃঙ্খলা
ছিল। ব্যথা বা বিরক্তি বোধ না করিয়া
হুঃখের সংসারে প্রত্যেকেই আপনার
সাধ্যমত অল্প বিস্তর পরিশ্রম করে, কিছু
অনর্থক ব্যয় বা অপচয়ে প্রায় না দেয়, তাহা
হইলে সে সংসারে অভাবের উৎপীড়ন বড়
সহ্য করিতে হয় না। দীক্ষু ভট্টাচার্যের
সংসারে এ’টি সম্পূর্ণ বিদ্যমান ছিল, সকলেই
সে সংসারে সচ্ছন্দতা ও শ্রীবুদ্ধির জন্য চেষ্টা
করিতে জটিল করিত না। অন্নপূর্ণা দীক্ষু
ভট্টাচার্যের বয়োজ্যেষ্ঠা বলিয়া তিনিই তাঁহার
ভাইএর ইচ্ছা মত এসংসারে কর্তী ছিলেন,
‘ভাইএর ভাত, আর ভাইএর হাত’
প্রবচন একেজের অনুরূপ হইয়াছিল, কিন্তু
সেজন্য বীণাপানির অন্তরে বিরোধ বা বিবেচ
ভাব প্রকাশ পায় নাই;—নন্দন ভাই বেশ
মিল ছিল, হাসি তামাসার, গল্প গুজবে তারা
অতি আনন্দে দিন কাটাইত। এখনকার
দিনে প্রায় সকল সংসারেই এ ভাব একান্ত
বিরল, এখন দুজন জীলোকে একজের ঘর
করিতে হইলে, নিত্য কলহ ও কোলাহল
ব্যতীত তাহা সম্পন্ন হওয়া একপ্রকার অসম্ভব
হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দীক্ষু ভট্টাচার্যের ভাগ্য
ভাল, তাই তাঁর সংসারে এরূপ অলস্মী
আসিয়া জুঠে নাই, নতুবা এরূপ অলস্মীদের
অহুগ্রহে তাহাকে লস্মী ছাড়ার দশা পাইতে
হইত। দীক্ষু ভট্টাচার্য নিষ্ঠাবান, নির্ভীক,
সদাচারী ব্রাহ্মণ—বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রে বিশেষ
অভিজ্ঞ, পরমেশ্বরে একান্ত ভক্তিমান ও
নির্ভরশীল, উচিত বক্তা ও স্পষ্টবাদী।
তাঁহার গুণাবলীর জন্য সকলেই তাঁহাকে
ভালবাসিত ও ভক্তি করিত। তবে ভিন্ন
কচিহি লোকাঃ—হুতরাং তাঁহার শত্রুরও
অভাব ছিল না।

দেবী প্রতিমা যথারীতি বরণ করিয়া চণ্ডী

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

মণ্ডপ মধ্যে স্থাপিত হইল। দীক্ষু ভট্টাচার্যের
বাড়ী লোকে লোকারণ্য—অনেকেই
কৌতুহলের বশবর্তী হইয়া আসিয়াছেন,
আবার মজা দেখিতে রত করিতে আসিয়াছে
সেখানে এমন লোকও বিস্তর ছিল। শত্রু
পক্ষ গা টেপাটেপি কানাকানি করিল।
আপনার কুচি ও অভিকুচি অনুসারে অনেকেই
বীর মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, সমালোচনা,
সত্বপদেশ, সহানুভূতি দীক্ষু ভট্টাচার্যের অদৃষ্টে
অনেক মিলিল বটে, কিন্তু এ আসন্ন বিপদে
আসল সাহায্য কেহই করিল না।

আরও দুই দিন কাটিয়া গেল। ইহার
মধ্যে নীল গঞ্জের বাবুরা কেবলমাত্র দশ টাকা
সাহায্য করিয়াছেন, আর ইতর জাতীয়
কয়েকজন তরীতরকারী ফল মূল কিছু
কিছু দিতে স্বেচ্ছায় সম্মত হইয়াছে। বর্তমান
সময়ে দুর্গা পূজা যেহেতু ব্যয় সাধ্য হইয়াছে,
তাহাতে এ সাহায্য সমুদ্রে শিশির বিন্দু
তুল্য। দীক্ষু ভট্টাচার্য উদ্বিগ্ন হইলেন কিন্তু
ভরসা ছাড়িলেন না; তিনি স্থির করিলেন,
কিছু না যোগাড় হয়, কুল জল বিধ পদ্ধি দিয়া
মায়ের পূজা করিবেন। ভক্তের সামান্য
নিবেদনেও মায় একান্ত শ্রীতি লগ্নে।

সে দিন মহালয়া। অমাবস্তার পাঁচ
অঙ্ককারে পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে। তার
উপর রাজি দশটা হইতে আকাশ ঘোর
মেঘাচ্ছন্ন হইয়া অন্ধকার আরও নিবিড়তর
হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে ভীষণ প্রলয় কাণ্ড
উপস্থিত হইল—তুমুল বড় ঘূর্ণলধারে বারি-
পাত, ঘন মেঘ গর্জন মাঝে মাঝে ভীষণ বজ্র-
ধ্বনি এবং তৎসঙ্গে বড় বড় বৃষ্টিদিগ্ন পতন
শব্দ জীব জন্তুর প্রাণে উদ্বেগ ও আতঙ্ক
উপস্থিত করিল। পূজার আর ছয় দিন মাত্র
বাকী, অন্নপূর্ণা ও বীণাপানি অন্দর মহলে
দুর্গাপূজার যথাসাধ্য আয়োজনে ব্যস্ত,

বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপে হরিদাসের সহিত কণ্ঠ
ঝিলাইয়া দীক্ষা ভট্টাচার্য গাহিতেছেন।—

“আহি মে জগতারিণী দুর্গে;
তুমি না তারিলে তার’, কে তারিবে
এ দুর্ভাগে।

লজ্জা রাধ শিবরাণী

লজ্জা ভয় নিবারিণী

হৃদয় বিপন্ন সাগরে, দীন যে মা আশ্রয় মাগে ॥

উভয়ের কণ্ঠ বিধানময়, আকুলতা তরা,
স্বর মিঠা ও মর্মস্পর্শী। প্রাণ একান্ত ও
তন্ময়—চিত্ত ভাবাবেশে পূর্ণ ও আত্মগারা।
একবার, দুইবার তিনবার চারিবার—গীতটী
পুনঃ পুনঃ গীত হইতে লাগিল, কতবার
গাওয়া হইল, তাহার ইংজা নাই, যেন মায়ের
জাগরণ ব্যতীত আজ দীক্ষা ভট্টাচার্য ও
হরিদাস নিরন্তর হইবে না।

কতক্ষণ এইরূপে বাটিল কে জানে,
এই দুর্ভোগেও চণ্ডী মণ্ডপের দ্বারে করাঘাত
হইল। একে বাহিরের প্রকৃতির ভীষণ
ভাণ্ডাব লীলা, তত্পরি গায়কদ্বয় গানে আত্ম
হারা ও তন্ময়, হৃদয়ঃ এ যুগ্ম শব্দ ব্যর্থ হইল।
তখন বাহির হইতে দোরে শব্দস্বর ধ্বনি
হইল। এ শব্দ এবার নিফল হইল না।
নির্ভীক অন্তরে হরিদাস পিতার অপেক্ষা
না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“কে? এ
দুর্ভোগে?”

বাহির হইতে উত্তর হইল—“বিপন্ন
পথিক, দীক্ষা দোর খুলুন। এ দুর্ভোগে আজ
রাতের মত একটু আশ্রয় দিন্।”

দীক্ষা ভট্টাচার্য আর বিধা বা বিকলি না
করিয়া অতি স্বরিত দরজা খুলিয়া দিলেন,
এং তন্মুহূর্ত্তেই প্রবেশ করিলেন। সাহচর্য
সিদ্ধ খেতবজ্রপরিহিতা, তন্ত্রকেশা,
শিরাভরনা এক প্রৌঢ়া রমণী। প্রয়োজনীয়
কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর দীক্ষা ভট্টাচার্যের

নির্দেশ মত হরিদাস রমণীকে সঙ্গে লইয়া
অন্দর মহলে চলিয়া গেল।

৪

কাল রাজির অবসান হইয়াছে। আকাশ
মেঘমুক্ত, উষার অরুণ কিরণে ধরা প্রাণিত;
যুগ্ম শীতল সমীরণ প্রবাহমান; সন্ত
শ্রুতিত ফুলের সুগন্ধে চতুর্দিক ভরপুর।
গন্ত রাজির প্রকৃতির ভীষণ ভাণ্ডাব লীলা
চিহ্ন তখনও বিদ্যমান, তার স্মৃতি ও শব্দ
জীব জন্তুর প্রাণে তখনও বর্তমান, তাই
সকলের চিত্তে সজীবতা ও স্মৃতির অভাব।
কিছু কক্ষের ফেরে, নিয়তির চক্রে যাহ্নবকে
এ সকল রেশ তাপ অগ্রাহ্য করিয়া কক্ষের
আসরে উপস্থিত হইতেই হয়। হৃদয়ঃ
নিশাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বোন্নিখিত রমণী
ঘীরে ঘীরে দীক্ষা ভট্টাচার্যের চণ্ডীমণ্ডপ ঘরে
প্রবেশ করিলেন। অল্পপূর্ণা তাঁহার সঙ্গে
ছিল।

দীক্ষা ভট্টাচার্য তখন নিত্য সন্ধ্যাহিকে
নিয়ত ছিলেন। রমণী ঘরে প্রবেশ করিয়া
প্রতিমাকে প্রণাম করতঃ নীরবে অপেক্ষা
করিতে লাগিলেন। দীক্ষা ভট্টাচার্য আত্মিক
সমাপ্ত করিয়া উঠিলে রমণী তাঁহাকে প্রণাম
করিয়া বিদায় চাহিলেন।

দীক্ষা ভট্টাচার্য বিদায়মাথা কণ্ঠ বলিলেন
“এস মা, তুমি রাধতে পার্শ্বায় না এই
বড় দুঃখ বৈল, সে অসুখের কথা সাহস
বা সাধার্য আমার নেই যে মা।”

রমণী উত্তর করিলেন,—“আমার মন
আমার ছেলের কল্ল বড়ই উত্তলা হ’য়ে
রয়েছে, নতুবা আমিও হয়ত আর দু’ একদিন
ধাক্তাম। আশীর্বাদ করণ, আমার ভেলে
সেরে উঠুক, তাকে সঙ্গে নিয়ে আবার আমি
আসব।”

দীক্ষা ভট্টাচার্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কয়েক

মিনিট কি ভাবিলেন তারপর আশ্বাসের
আরাম নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—

“কোনও ভয় নাই মা তোমার। এস মা,
ছেলে সঙ্গে করে নিয়েই এস মা। আমার
বস্ত্র অনেক জুটি হয়েছে, কিছু মনে করো
না, আমার অবস্থা ত দেখেছ মা।”

রমণী বিনীত স্বরে উত্তর করিলেন,—
“দুর্ভোগে করেছেন আপনারা; আপনার
জনেও অনেক সময় এতটা কেউ করে না।
আর অতিথি সংস্কার, সে ত এখন কথার
কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে; বাড়ীতে কেউ এলে
তাকে ছলে বলে কৌশলে তাড়িয়ে দিতেই
চেষ্টা করে থাকে।

দীক্ষা ভট্টাচার্য বাধিত স্বরে বলিলেন,—
“দুর্ভোগে অসুখের পথ হানিয়ে তুমি যে
অবস্থায় এসেছিলে, পাখান পাখান না হলে সে
অবস্থায় কাউকে কেউ আশ্রয় না দিয়ে
ধাক্তে পারে না।

রমণী নতমুখে যুগ্ম হাসিয়া জবাব দিলেন,
—“আপনার উচ্চ মন, নরম প্রাণ তাই ও
কথা বলছেন কিছু অনেকে ঠিক উল্টা
রকমই বলে থাকেন। তারা বলে ‘লজ্জাত-
কুলশীলকে বাস দিতে নাই, বাস দিলে
বিপন্ন ঘটে থাকে। কথাটাও যে একেবারে
মিথ্যা। ভিত্তিহীন তাও কিছু নয়, তা’ অনেক
সময় দেখা যায়। যাক’ এখন আমি আসি।”
তারপর, স্বীয় অঞ্চল হইতে একখানি এক
শত টাকার নোট লইয়া প্রতিমার পায়ের
নিকট রাখিয়া বলিলেন, “এই একশ টাকার
নোটখানি মাথের প্রণামী।” এই বলিয়া
প্রতিমাকে আবার প্রণাম করিলেন।

অল্পপূর্ণা এতক্ষণ কথা কহিবার কারণ
পান নাই, একগে দীক্ষা ভট্টাচার্যকে কথা
কহিবার অবসর না দিয়া বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে
বলিলেন:—“বড়লোক হ’লে বড় প্রাণ
থাকে না এই কথাই লোকে বলে থাকে।

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

ভূমি—কাশেমপুরের রাণীমা—আজ বিপন্নকে উদ্ধার করে দে কথ্য মিথ্যা। প্রমাণ কল।
কি আর আশীর্বাদ কর মা, তোমার পুত্র
খনবান বিধান, দীর্ঘজীবী হউক—এই
আশীর্বাদ তোমাকে কাজি মা। কারণ
বিধবার পক্ষে এই কেবল শ্রেষ্ঠ
আশীর্বাদ।”

রমণী আর কোন কথা বলিলেন না,
দীর্ঘ ভট্টাচার্য অরুণকে প্রণাম করিয়া
খীরে খীরে তাঁহার পাশে গিয়া উঠিলেন।
বেহারারা পাশী লইয়া প্রস্থান করিল।
যতক্ষণ দেখা গেল, দীর্ঘ ভট্টাচার্য ও অরুণ
লালনয়নে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন।

(৫)

আজ বিজয়া দশমী। গত তিন দিবস
দীর্ঘ ভট্টাচার্য বাড়ীর দুর্গাপূজা বেশ
আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠান হইয়াছে।
কাশেমপুরের রাণীমা আরও কয়েক শত
টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আজ পূজার
কোনও হাজাম বা আয়োজন ছিল না বটে,
কিন্তু আজ দীর্ঘ ভট্টাচার্য বাড়ী কালানী
ভোজন। দরিদ্র নারায়ণ সেবা ছিল, সহস্রাধিক
দীন দরিদ্রের আহার ও বিদায়ের ব্যবস্থা
অত্যাশ্চর্য বন্দোবস্ত বিপুল, বৃহৎ।
কাশেমপুরের রাণীমা ও তাঁর পুত্র এবং
নীলগঞ্জের বাবুরা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া
ইহার তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন।

প্রাতে দর্পণ বিসর্জন হইয়া গিয়াছে,
রাত্রি দশটার পর প্রতিমা বিসর্জন হইবে।
দীর্ঘ ভট্টাচার্য বাড়ীর ঠিক বিপরীত দিকে
রাজপথের ধারে ছুইবিঘা আন্দাজ একখণ্ড
পতিত জমি ছিল। জঙ্গল কাটিয়া, ঘাস ও
ছপালাদি চাচিয়া ছুলিয়া এবং গোবর জলে
সাক্ করিয়া এই জমিতে কালানী ভোজনের
স্থান নির্দিষ্ট হইল। ইহারই একপাশে

প্রায় পাঁচ কাঠা বাশের বেড়া ঘেরা স্থানে
পটমণ্ডলের নীচে প্রতিমা আনিয়া রাখা
হইল, আর তাঁহারই সামনে তাঁহার দীন
অনাথ সন্তানদের সেবার ব্যবস্থা হইল।

অপরূহ পাঁচটার সময় কালানী
ভোজনের সময় নির্দিষ্ট হইয়াছিল। পাঁচটা
বাজিবার বহুপূর্বে পূর্বোক্ত পতিত জমি
সংস্রাধিক দীন অনাথ আতুরে পূর্ণ হইয়া
গেল। আজ মধ্যাহ্ন ইতর ভক্তের বা
ধনীর কাহারও নিমন্ত্রণ ছিল না, কিন্তু
কালানী ভোজন দর্পনেচ্ছায় বহুসংখ্যক
লোক তথায় সমবেত হইয়াছিল। বিপুল
জনতা—কিন্তু রাণীমা, তাঁর পুত্র, নীলগঞ্জের
বাবুরা এবং গৃহকর্তার আন্তরিক পরিচর্য
ও যত্ন বেশ শান্তি ও শৃঙ্খলা বর্তমান
ছিল।

আহারের প্রায় সময় হইয়া আসিয়াছে,
এমন সময় সেই বৃহৎ বিপুল জনতা ভেদ
করিয়া দীন মলিন বস্ত্র পরিহিত, কলকণ,
জীর্ণশীর্ণ রূপে একব্যক্তি প্রতিমার সম্মুখে
আসিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ প্রতিমার
পানে অপলক নেত্রে চাহিয়া বলিল,—
“মা, আমার বেশ উপযুক্ত শান্তিই তুমি
দিয়েছিল।” তারপর জনতার দিকে কিরিয়া
খীর, সুম্পষ্ট, গভীর স্বরে বলিল :—

“আমাকে যেমন সকলে দেখেছে, এমন
আমি ছিলাম না, কিন্তু দীর্ঘ ভট্টাচার্য
মহাশয়কে অপদস্থ কর্তে গিয়ে আজ আমার
কোণে আমার এই ছবস্থা। আমার ছিল
সব, ভট্টাচার্য মহাশয় তা জানেন, কিন্তু
পাপের ফলে আমি সব হারিয়েছি। দীর্ঘ
ভট্টাচার্য মহাশয় আমার এক খাতকের পক্ষ—
ভার ও সত্যের পক্ষ—অবদমন করে আমার
মুখের প্রাণ—খাতকের জমিটুকু আমার
কাছ হ’তে চিনিয়ে যার জমি তা’কে পাইয়ে

দিয়েছেন। সেই আক্রোশে তাঁকে বিপন্ন
লাহিত করবার জন্য আমি এই ঠাকুর
কেলেছিলাম, তাঁর উপযুক্ত প্রতিফলও আমি
পেয়েছি।” বক্তার জোরে জোরে দীর্ঘশ্বাস
পড়িতে লাগিল, নয়ন অশ্রু ভারাক্রান্ত হইল,
কিন্তু কণেকের জন্য নীরব হইয়া দীর্ঘ
ভট্টাচার্যের নিবেদন শেষেও আবার বলিতে
লাগিলেন :—“ধারণ করো না, নিজ মুখে
ব্যক্ত কল’ ইহকালে মুক্তি, পরকালে পতি
হয় জান’ত দাদা। মহালয়াব দিন প্রাতে
আনি একটা বিশেষ কাজে দুর্গাভরে
গিয়াছিলাম, দুর্ঘোষে সে রাতে আর ফিরে
আসা ঘটে উঠে নি। পরদিন ফিরে এসে
দেখি, আমার ঘর পড়েছে, ঘর পড়ে বৌ
ছেলে মরে গিয়েছে, জিনিসপত্র সমস্তই নষ্ট
হয়েছে। সেই দিন হ’তে শোকে
জুখে অসুস্থতাপে পথে পথে অনাহারে
বেড়িয়ে বেড়িয়েছি, আজ পেটের আগার
কিদের তাকনাথ কালানদের সঙ্গে মিশে
এখানে ছুটে। খাব বলে এসেছিলাম, কিন্তু
বুঝি সে অবসর হল না।” তারপর একবার
ওধু ‘ও’ বলিয়া সংজাহীন হইয়া তিনি
সেখানে পড়িয়া গেলেন।

দীর্ঘ ভট্টাচার্য নাকী পরীক্ষায় মৃত্যু
আগন্ন স্থির হওয়ার তাঁহার সংজাহীন দেহ
খীরে খীরে সেধান হইতে অপসারিত করা
হইল।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়।

আর কেন? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

ঠাকুরের ভোগ ।

হিরণ্য নামে এক রাজা ছিলেন । ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিবার জন্য তাঁহার মন বড় বাতুল হইল । “কবে ঈশ্বরকে দেখিতে পাবো” বা কোথায় ঈশ্বরকে দেখিতে পাবো, রাজা দিনরাত্রি এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন । একদিন সকালে যখন সূর্য্য কেবল উঠিয়াছে, তাঁহার লাল আলোতে রাজবাড়ী, গাছের পাতা, দুবে মন্দিরের চূড়া—সব সোপার মত চিকমিক করিতেছে—নীচে সবুজ ঘাসের উপর পবিজ শিশিরবিন্দু সূর্য্যের আভাষ হীরার মত নানা রঙ্গে জলিতেছে । ফুলগুলি যেন তাহা দেখিয়া ছোট ছেলের মত হাসিয়া হাসিয়া বাতাসের কোলে চলিয়া পড়িতেছে ; বাতাস ফুলের সুগন্ধ গায় মাথিয়া এদিকে ওদিকে আন্তে চলিয়া লোককে সুগন্ধে আমোদিত করিতেছে—আকাশে পাখীরা গান করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে । এই প্রাতে সকলেই সুখী । কিন্তু হিরণ্য রাজার সুখ নাই । অজ্ঞাপি ভগবানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না । রাজবাড়ীতে ভগবানকে পাওয়া গেল না । রাজা মনে করিলেন,—“অন্তই আমি এই অট্টালিকা ত্যাগ করিব, দেশে দেশে ফিরিব, ভগবানকে খুঁজিয়া বাহির করিবই ।”—একাকী গম্ভীরভাবে কাহাকেও কিছু না বলিয়া, তিনি রাজবাড়ী হইতে বাহির হইলেন । নগরের প্রান্তে যখন আসিলেন, সম্মুখে দেখেন, একজন রোগা, খোঁড়া কুষ্ঠ রোগী । সে কাতরাইয়া বলিল, “নাচারকে কিছু ভিক্ষা দিন, ক্ষুধায় মরিতেছি ।” রাজা দেখিলেন, সেই ভিক্ষকের গা হইতে মাংস পচিয়া খসিয়া পড়িতেছে ; বড়ই বীভৎস,—যেন সেই প্রাতঃকালের রাজা চিকচিকে আভার উপর

কি একটা বিলী কাল দাগ পড়িয়াছে । রাজা নাকে কাপড় দিয়া তাহার দিকে একটা মোহর টুক করিয়া ফেলিয়া দিয়া, চট করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন ।

* * *

রাজা হিরণ্য দেশে দেশে কতকাল ফিরিলেন, দূরে আরও দূরে—বিজন বনে, উচ্চ পর্ব্বতে, জনাকীর্ণ নগরে, গ্রামে, প্রান্তরে—কত স্থানে ঘুরিলেন, ভগবানের উদ্দেশ্যে—কিন্তু কোথাও ভগবানের দেখা পাইলেন না । কেবল দেখিলেন, মাহুষের অত্যাচার, নির্মমতা, স্বার্থপরতা, ভণ্ডামি । দেখিলেন, কত বড় মাহুষ টাকা নষ্ট করিতেছে ; নর্কমার ভাত ফেলিয়া দিতেছে—তবু নিকটে যে গরীব না খাইতে পাইয়া তিল তিল মরিতেছে, তাহাকে ডাকিয়া এক মুঠা ভাত দিতেছে না । ইহা দেখিয়া রাজার মনে হইল, “ইহাই বুঝি বোর কলির আবির্ভাব । বাহা হউক, ভগবানের ত দয়া হইল না, তিনি দেখা দিলেন না । আর পথে পথে ফিরিয়া কি হইবে ? যাই, বাটী ফিরিয়া যাই ।—রাণী ও কুমারকে অনেক দিন না দেখিয়া মন বড়ই আকুল হইয়াছে ।”

রাজা বাটী ফিরিলেন । কাঁধে ভিক্ষার বুলি, হাতে একটি বটী, পরনে ছোঁড়া ময়লা কাপড় । বর্ষার জলে, গ্রীষ্মের রৌদ্রে, রাজির শিশিরে, রাজার মুখে কালিয়া পড়িয়াছে, কপালে দাগ বসিয়াছে, চুল কটা ও কঁচু, র' কাল হইয়াছে । হাটিয়া হাটিয়া পায় দড়ির মত শির উঠিয়াছে । সূর্য্য অস্ত যাইব যাইব হইয়াছে—এমন সময় রাজা বাটীতে উপস্থিত হইলেন । শুনিলেন, আর এক ব্যক্তি রাজা হইয়াছে । দারবান তাঁহাকে চিনিলা না । কড়া দারোয়ানি সুরে তাঁহাকে ডাঙ্গাইয়া দিল । ক্ষুধার্ত হিরণ্য রাজা অগত্যা ফিরিলেন । তাঁহাকে কেহ

চিনিলা না, মানিলা না । তিনি মাতে মাতে নগরের বাহিরে আসিলেন । রাত হইল, আকাশ রাশি রাশি কাল মেঘে ঢাকিয়া গেল, বড় উঠিল, কড় কড় করিয়া মেঘ ডাকিতে লাগিল, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল । বড় বড় ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল । হায়, রাজা হিরণ্যের কি হইল । মাথার উপর দিয়া বড় বৃষ্টি যাইল, আকাশ পরিষ্কার হইল । নিকটে দেবমন্দির, সেইখানে রাত কাটাইবেন, মনে করিলেন । কিন্তু বড় ক্ষুধা পাইয়াছে । নিকটে নদী বহিয়া যাইতেছে । সেই নদীর ঘাটে গিয়া বসিলেন । সঙ্গে একটা মাত্র ফল ছিল । তাহা বাহির করিয়া খাইবেন, এমন সময় সেই কুষ্ঠগ্রস্ত ভিক্ষুককে দেখিতে পাইলেন । সে আবার কাতরভাবে ভিক্ষা চাহিল । রাজা হিরণ্য এখন স্বয়ং ভিক্ষুক । ভিক্ষুক ভিক্ষুক ভাই ভাই ভাব । এখন আর সে স্বপার ভাব নাই । হিরণ্য সেই ফলটি ডাকিয়া তাহার আধখানি এবং নদী হইতে জল আনিয়া ভিক্ষুককে দিলেন । ভিক্ষকের খাওয়া হইলে নিজে ফলের অপর আধখানি খাইলেন ।

ইতিমধ্যে সেই স্থানে একটা আশ্চর্য্য আলো হইয়া উঠিল । সেই কুষ্ঠগ্রস্ত ব্যক্তিকে আলোকের ভিতর দেখিতে পাইলেন । সে কণকালের মধ্যে স্থলর দেবমূর্ত্তি ধারণ করিল—সত্যই দেখিতেছি যে, ইনি দেবতা । সেই আলো আরও আলোকময় হইল, সেই আলোর ভিতরে সেই মূর্ত্তি আরও শোভাময় হইল । তাহার লাল আভাষ চক্চকিত আলোকময় হইয়া যাইল । তখন সেই দেবতা বলিলেন,—“দেখ হিরণ্য । তুমি যাহাকে দরিদ্র কুষ্ঠগ্রস্ত দেখিয়াছিলে, সেই আমি, ভগবান । তুমি রাজবাটী ত্যাগ করিবার সময়ে দরিদ্র কুষ্ঠগ্রস্তকে নাক সিটকাইয়া স্বপার সহিত যে একটা মোহর দান করিয়াছিলে, সে আমাকে দিয়াছিলে, কিন্তু সে দান আমি লই নাই । কেন না, প্রকৃতপক্ষে সে দান করা হয় নাই, সে কেবল আমার প্রতি ঘৃণা, অপমান প্রকাশ করা হইয়াছিল । ঘৃণার সহিত যে দান করা যায়, সে দান নহে, সে পাপ, নরককুণ্ডে পাপের আহতি ।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর হউন ।

দ্বায়েতে গলিয়া শুদ্ধমনে যে দান করা যায়,
যে দানের সহিত কদম্ব মিশ্রিত করিয়া
দেওয়া যায়, তাহাই দান, তাহাই পুণ্য।
দাতা দয়া ও স্নেহে গরিবকে যে অন্ন দেন,
তাহাতে আমাকে ভোগ দেওয়া হয়। এই
যে নিকটে মন্দির দেখিতেছি, উহাতে যে
এত জাঁক করিয়া প্রত্যহ অতি উপাদেয়
ভোগ দেওয়া হয়, তাহা আমি লই না,
তাহাতে আমি তুষ্ট নহি। কিন্তু গরিবকে
যে অন্নদান করা হয়, বৈকুণ্ঠধামে তাহা
আমার নিকট পৌঁছে। সুতরাং গরিবকে
যিনি খাওয়ান, তিনি তাহাতে গরিবকে,
আমাকে এবং নিজেকে, এই তিনজনকে
এককালে খাওয়ান—কেন না, তাহাতে
গরিবের দুঃখ দূর হয়, আমাকে ভোগ দিয়া
পূজা করা হয় এবং নিজের আত্মার পরিপূর্ণ

ও পুণ্যস্কার হয়। * * * হে হিরণ্য!
তুমি ভক্তিবোধে দানমাহাত্ম্য, গরিবের
মাহাত্ম্য বুঝিয়াছ। তাই তোমার নিকট
আমি আমাকে প্রকাশ করিলাম। যাও,
অল্প হইতে তোমার নাম ভক্তিময় হইল।
তোমার রাজ্য তুমি ভক্তের হৃদয় লইয়া
শাসন কর, নিজের ছেলের মত গরিবদিগকে
প্রতিপালন কর।”

এই বক্তব্য নারায়ণ অজ্ঞপ্ত হইলেন।
এ দিকে রাজনা বাজিয়া উঠিল। ভক্তিময়
রাজা দেখিলেন, অগণ্য লোক আলো
জালিয়া নিশান উড়াইয়া, শাঁক ঘণ্টা ফুল
চন্দন মালা হাতে করিয়া, শাঁক ঘণ্টা
বাজাইতে বাজাইতে, এক অতি চমৎকার
হাওয়া লইয়া তাঁহার দিকে আসিতেছে।

তাহারা সকলে তাঁহার নিকট আসিয়া
জয়ধ্বনি করিল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিল।
রাজাকে সেই হাওয়াতে বসাইয়া,
তাহারা মৃদল ও ভেড়ী বাজাইতে বাজাইতে,
মহানন্দের চেষ্টা তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে
রাজতবনে লইয়া চলিল।

তাহার পরদিন হইতে ভক্তিময় রাজার
রাজ্য এক নূতন ভাব ধারণ করিল। যাহা-
দিগের অন্নদা, তাহাদিগকে অকাতরে
অন্নদান করা হইতে লাগিল। যাহারা মূর্থ
তাহাদিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইল।
* * * প্রজাদিগের সকল রকম দুঃখে
দুঃখী হইয়া তিনি তাহাদের দুঃখ মোচন
করিতে লাগিলেন। * * * তাঁহার
রাজ্য ক্রমে মর্ত্যে স্বর্গ হইয়া উঠিল।

৩জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম

নিজের গুণেই কাটে !



শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম কাটাতে কোনরূপ বাহ্যাদেশ বা জোর
বিজ্ঞাপনের আবশ্যক করে না। কারণ, শরৎ ঘোষের প্রত্যেক হারমোনি-
য়মটি এক একটা যুক্তিমান সঙ্গীত বিজ্ঞাপন। যাহারা অনেক দিন ধরিয়া এই
হারমোনিয়ম ব্যবহার করিয়া শ্রীত হইয়াছেন, তাহাদের মুখের স্বাধীন
প্রশংসোচ্ছ্বাস হেতু আমাদের হারমোনিয়ম সাধারণের এত সমাদর লাভ
করিয়াছে।

৩ অক্টেভ, ৪ টপ, সিঙ্গল রীড ২৫/- ও ৩০/-। ৩ অক্টেভ, ৫ টপ, ডবল রীড ৪০/- ও ৪৫/-। ৩ অক্টেভ,
অর্গেন টিউন (বেস রীডযুক্ত) ৫০/- ও ৬০/-। মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

Sarat Ghose & Co.

CALCUTTA.

9, DALHOUSIE SQ., CALCUTTA.

কাজের লোক আফিস।

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

দারুণ গ্রায়ে 'জবাকুসুম' বিশেষ আরামপ্রদ



—আমি ও প্রসাধনে প্রত্যহ 'জবাকুসুম' ব্যবহার করিবেন—
'জবাকুসুম' প্রত্যেক বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়। সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ, ২৯ নং কলুটোলা, কলিকাতা।

ইলেকট্রিক কলিং বেল বা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা।



চাকর চাকরাণী ডাকিতে আর রাগিয়া খুন হইতে হইবে না। প্রায় ৪২ ফুট্ লম্বা তার ও উৎকৃষ্ট স্থায়ী ড্রাই ব্যাটারি—তাহা লাগাইবার হুক প্রভৃতি সমেৎ আমরা মায় ভিপি ডাকগাঙল সমেৎ ৬ টাকায় আপনার বাড়ীতে ডাকে পৌছাইয়া দিব। অতিরিক্ত তার আবশ্যক হইলে তাহাও অতি সুলভ মূল্যে দেওয়া যাইবে। ইহা এখন প্রত্যেক গৃহে আবশ্যক, যেহেতুক পরস্পর প্রতিবাসীগণ এবাড়ী ওবাড়ী যোগ করিলে বিপদের সময় নিজ কক্ষ হইতে অন্য বাড়ীর লোককে সংবাদ পাঠান যাইতে পারিবে। দ্রিতল কক্ষ হইতে নিম্নতলের ও ভিতর বাড়ী হইতে বহির্লোকের দাসদাসীকে ডাকিতে পারিবেন। প্রত্যেক গ্রামে ও নগরে এজেন্ট আবশ্যক। পত্র লিখুন।

শ্রীআদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়,

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

ঘরে বসিয়া উপার্জন পন্থা।

"উপার্জন পন্থা" সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা হইলে আমাদের লিখিবেন, ঘরে বসিয়া কেমন করিয়া আপনি অনায়াসে মাসিক ৩০০০ টাকা উপার্জন করিতে পারেন, দেখাইয়া দিব। একখানি অর্ধ আনার টিকিট পাঠাইতে হইবে মাত্র।

ম্যানেজার "কাজের লোক"।



আসমুদ্র ভারতে সকল মহিলাই কেশরঞ্জন বাঞ্ছন

কারণ—ইহাতে কেশ কৃষ্ণত, কোমল ও মন্থন হয়। কটা চুল কৃষ্ণবর্ণ হয়। কিছু দিন ব্যবহারে কেশের আলিত্য বা টাকরোগ আরাম হয়।

কাহন—চুল উঠিয়া গেলে, মাথার টাক পড়িলে, অকাটা চুল পাকিলে, চুল বিকৃত ও বিবর্ণ হইলে, “কেশরঞ্জন” ব্যবহারে এ সব ত্রুটি দূরীভূত হয়।

কারণ—ইহা অত্যধিক অধ্যয়ন, অধিক চিন্তা, সর্পবিদ শিরঃপীড়া, মস্তক-ঘর্ষণ, প্রভৃতি উপসর্গে, অমোঘ প্রতিকারক। ইহার মনোমদ সুগন্ধে চিত্তের প্রসূরতা ও মানসিক অবসাদ বিদূরিত হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১২ এক টাকা মাত্র; প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল সাত আনা।

উপায় থাকিতে নিরাশ হই কেন??

যদি আপনার শরীরে উপদংশ অথবা পারদ-বিষ সংক্রামিত হইয়া থাকে, গারে ঘাতে ও পায়ে ঢাকা ঢাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,—ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে এ কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন, তবে আশা করুন,—আমরা আপনাকে “বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়” পাঠাইয়া দিব। ইহার ব্যবহারে আপনি নিঃদোষভাবে ও অল্প ব্যয়ে এই ভয়ানক রোগের ভীষণ কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। উপদংশ ও পারদ-বিক্রান্তে “বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়” মন্ত্রশক্তির স্থায় কার্য্য করে। প্রতি শিশির মূল্য ২২ দুই টাকা। প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল ৮০ তের আনা।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড,

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮/১ ও ১৯ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের ছারপোকা ও কীট নষ্টকারী গুণ

কিটিংস পাউডারে

যমা মাছি ছারপোকা মরে।

দিলে বিছানায়

মুহূর্ত্তেকে সুখ-শয্যা হয় ॥

লগনে প্রস্তুত, সকল ডাক্তারখানায় ও নিম্ন ঠিকানায় পাওয়া যায়।

বি, কে, পাল ও কোং,

বোম্বেলু, লেন, কলিকাতা।

THE BUSINESSMAN

জাতকজালিক

জাতকজালিক

১৯২৭ বর্ষ,
১০ম সংখ্যা।

New Series
October, 1927.

মূল্য এক পয়সা
অ. প্র. ১০০ ১০০।



সানমেটো SANMETTO.

কিছুকাল হইতে সানমেটো প্রস্তুত হইয়াছে এবং ইহা অনেকগুলি রোগের চিকিৎসা নিমিত্ত
অত্যন্ত কার্যকরী প্রমাণিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত রোগে সানমেটো অত্যন্ত কার্যকরী প্রমাণিত হইয়াছে :
কিডনি (Kidney) এবং
বিলিয়ারি (Biliary) সিস্টেমের রোগ।
সানমেটো প্রস্তুত হইয়াছে এবং ইহা অনেকগুলি রোগের চিকিৎসা নিমিত্ত
অত্যন্ত কার্যকরী প্রমাণিত হইয়াছে।

সানমেটো প্রস্তুত হইয়াছে এবং ইহা অনেকগুলি রোগের চিকিৎসা নিমিত্ত
অত্যন্ত কার্যকরী প্রমাণিত হইয়াছে।

সানমেটো প্রস্তুত হইয়াছে এবং ইহা অনেকগুলি রোগের চিকিৎসা নিমিত্ত
অত্যন্ত কার্যকরী প্রমাণিত হইয়াছে।

খোকসিনা অদ্বিতীয় বৈদ্যতিক বেদনানাশক মালিস

• • • যে কোন প্রকারের বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা বত দিনের পুরাতন হউক “খোকসিনা” ২০ বার মালিস করিলেই অসহ্য ব্যথা নিদ্রিত হইবে। কটিবাত, বাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য ছুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

কফ পাইবেন না

ইহা স্থায়ী ফলপ্রসূ। সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ষবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আশু ফলপ্রসূ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৫০ বার আনা মাত্র। এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ভি; পি বত্বর। সর্বত্র এক্সেন্ট চাই।

এস, পি, চাটার্জী এণ্ড সন্স,

কলিকাতা অফিস—

খোকসিনা কার্যালয় এবং

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার

ষ্টোর—গলসী, জেলা বর্ধমান।



ঘোষ এণ্ড সন্স, জুয়েলার্স, স্বর্দি ও চশমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, চেড্ অফিস ও কারখানা, ৭৮১ নং হ্যারিসন রোড।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিকুণী, চেন, পার্শী ও ইহুদী মাকড়ী, কানকুল, নাককুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহন বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ঘোড়কাপি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর বধ্য “বন্দে মাতরম্” “সুখে থাক ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম রুক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট স্বর্দি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীর ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

ডাক্তার চৌধুরীর

সর্ব প্রকার চক্ষু রোগের মহৌষধ।

আইরিণ।

চক্ষু পীড়িত কিনা এই ঔষধ এক কোটা চক্ষে দিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। যদি ঔষধ চক্ষে ধরে, তবেই চক্ষু পীড়িত। না ধরিলেই সুস্থ। এই ঔষধ বারমাস চক্ষে দিলে, চক্ষু ভাল থাকে, চশমার আবশ্যক হয় না। চক্ষু লাল হওয়া, পিচুটী-পড়া, জলপড়া, চুলকান চক্ষু আটিয়া থাকা, বেদনা প্রভৃতি চক্ষের তরুণ পীড়া ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য হয়। ছানি, কুলি, ধা, কমদেখা, দূরদৃষ্টি কম হওয়া, রাতকানা প্রভৃতি পুরাতন পীড়া শীঘ্র ভাল হয়। বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয়।

এরাকট।

শ্রমের জাত, বিবৃদ্ধ ও টাটকা, শিশু ও রোগীর উত্তম বলকারক পথ্য, মূল্য অতি কোটা তিন আনা।

ডাঃ বি, কে, চৌধুরী এণ্ড সন্স। বাসন্তী ডিসপেন্সরী, হিমায়েতপুর, পাবনা।



ডাঃ এইচ, এল, বাটলিওয়ালার সন্স কোং লিঃ

Use Batliwalla's Ague Mixture Freely On Kala-Azar, Malaria Influenza, and Jungle Fevers &c.,

কালাজ্বরে বাটলিওয়ালার এগু মিক্চার ব্যবহার করিবেন ।

বাটলিওয়ালার “এগু মিক্চার”—ইনফ্লুয়েন্জা, ম্যালেরিয়া এবং সর্ববিধ জ্বরের জন্য ।

বাটলিওয়ালার “এগু পিলস”—ইনফ্লুয়েন্জা, ম্যালেরিয়া এবং সর্ববিধ জ্বরের জন্য ।

বাটলিওয়ালার “বাল অমৃত”—হৃদয়, অবসাদগ্রস্ত ও ক্রম শিত এবং শীর্ণকার বয়স্ক লোকদিগের জন্য বলকারক ।

বাটলিওয়ালার (কিওর অন্) “বাম”—মাথাধরা, সর্ববিধ বেদনা, শ্রমশূল, কটিবাত এবং বুকের বেদনার জন্য ।

বাটলিওয়ালার “ভায়েরিয়া (কলেরা) মিক্চার”—ওলাউঠা, উদরাময় ও বমি প্রভৃতি রোগের জন্য ।

বাটলিওয়ালার “আসন কুইনাইন্ ট্যাবলেট”—১ গ্রেন ও ২ গ্রেন ওজনের বড়ি ১০০টি, প্রতি শিশি ।

বাটলিওয়ালার “টনিক পিলস”—বিষণ মুখাবয়ব বিশিষ্ট, স্নায়বিক হোঁসলাবুরু ও রক্তহীন লোকের

বাটলিওয়ালার “টুথ পাউডার”—দাঁতগুলিকে সুন্দররূপে পরিষ্কার ও সুগন্ধ করে ।

Tele. Address—Cawashapur,
Bombay.

সায়ানি রোড,
Agents wanted everywhere.

কাডেল রোড, পোঃ
বে/খাই ১৪৭২

সূর্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক ।

২৯ নং ক্যানিং স্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা ।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও
ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তদ্ব্যতীত নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব,
মানচিত্র, রামায়ণ, মহাভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট
পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া
থাকি, সাধারণ ক্রেতাদিগকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে
পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা
স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

দেখুন!

অতি সুলভে আমরা যাত্রা ও
পিয়েটারের পরচুলা ঠাকুরদের চামর
এবং অন্যান্য নানাপ্রকার জিনিষ যাহা
আপনার আবশ্যক জানাইলে
পাঠাইয়া দিতে পারি অমুসন্ধান করুন।

এস পি চার্টার্ড এণ্ড সন্স,
২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,
C/o Manager,
"Businessman."



প্রত্যেক দূরদর্শীকে

অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিত্তহীন ঐক্য না হইলে চিকিৎসাকাব্য সফল
হই না। আমাদের সমস্ত ঐক্য বিত্তহীন—টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঐক্য
প্রস্তুতকারক বোরারিক টাকেলের নিকট হইতে আনীত। ব্যাতনামা
ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ; জে, এন; ঘোষ এম, ডি, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ
চিকিৎসকগণ আমাদের ঐক্যের বিত্তহীনতা অন্যই আমাদের ঐক্য
ব্যবহা করেন। সুলভে পরসী বাচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাচি না—
আমাদের মালারটিংচার ১/০; ১—১২ প্রতি ড্রাম ১০, ৩০ ক্রম পণ্য
১০। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হইবে।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিস্টস্,

৮৩ নং কলেজ স্ট্রীট, লংগন, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—৪৫ নং ওয়েলসলী স্ট্রীট, কলিকাতা।

FREE! BEST TABLE TIMEPIECE.

Your gift is here

Don't turn elsewhere

YOU HAVE A JEWEL IN YOUR POCKET.



The famous "Wembley" Fountain Pen fitted with gold nib,
British make, its handsome appearance pleases and its perfect
balance gives real writing comfort, much patronized and spoken
of by the WHITE HALL EXHIBITION presided by H. M. KING GEORGE V.
We import large stock specially for the season.

Hence we dispose it of in cheapness with a prize too.

Get this for Rs. 3 (three only) with a free table Time Piece.

PLEASE NOTE We present a Table Time Piece free to the
purchaser of Wembley Fountain Pen; the Time Piece has a fine dial.
Best Lever Make, highly nickle plated; accurate Time Keeper and
warranted for three years. Obtainable from:—

The MADRAS MAIL ORDER SUPPLY CO.
Mint Buildings, Madras.

The Wonder Camera.



New English
discovery. Takes
real Photograph.
This is the best of
its kind, covered
with Black Leath-
erette, fitted with

Meniscus lens. Time and instant-
aneous shutter, guaranteed to take
good pictures 3½x2½ ins, simple to
work. You do ALL yourself, Any
one can operate complete camera
with dry plates. Cematic Instruc-
tion; everything ready for imme-
diate use, size 4½ ins. long. Original
price Rs. 6. Sale price Rs. 3-8-0
Developing Chemical per Phial Rs.

2-4-0
1 dozen Dry Plates Packet Rs. 2-4-0
P. O. P. Printing Paper one Dozen
Packet Rs. 0-12-0

Apply to—

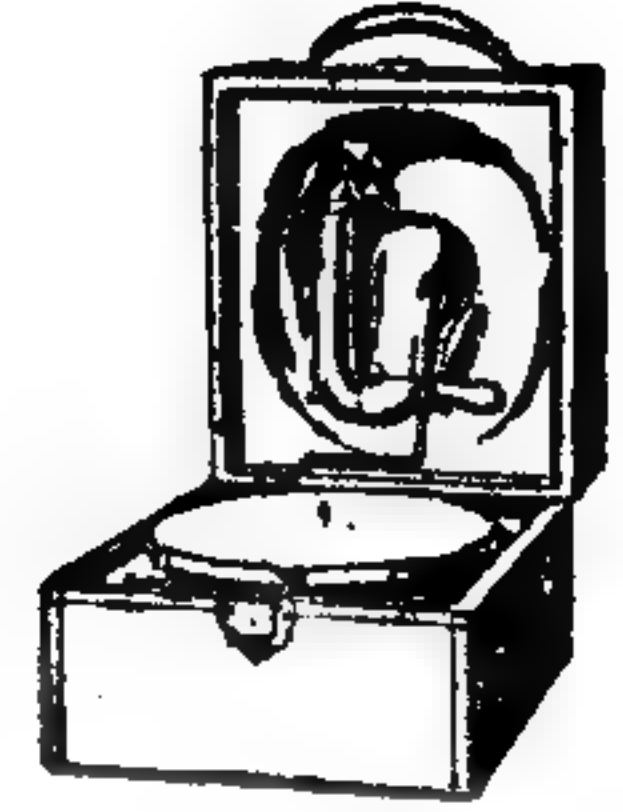
The O. M. C. Company.
(Photo Sec. 1st.)
G. T. Madras.

মাত্র ৪৫

টাকায় অনায়াসে বহনোপযোগী

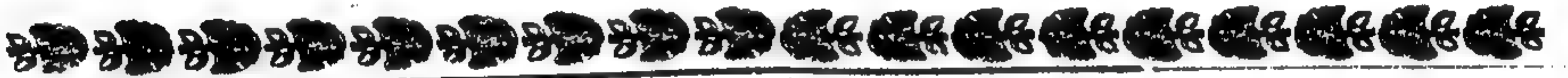
“ডেকা” গ্রামোফোন

যাহারা কার্ণোপলকে মফঃস্বলে যাতায়াত করেন ইহা তাঁহাদের জন্যই নির্মিত।
ওজন মাত্র ১৪।৫০ সের অন্যান্য মডেলের গ্রামোফোন, রেকর্ড, সঙ্গীত বস্তাদির
সচিত্র বিশেষ পূজা ক্যাটালগের জন্য “কাজের লোকের” নামায়ে ক্রিয়া
৷০ আনার ডাকটিকিট পাঠাইলে পাইবেন।



এন্. বি. সেন এন্ড ব্রাদার্স

গ্রামোফোন ও বাজবস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ বিক্রেতা দোকান
১-সি বেকিং স্ট্রিট, কলিকাতা।



গ্লোব ফাউন্টেন পেন

হাওল দিব্য মোটা, সোণালী নিপ, আপনা আপনি কালী গ্রহণ
করে (Self filling) স্মরণ লেখা হয়, কালী ঝাড়িতে হয় না,
একবার কালী দিয়া ৩৪ দিন লেখা হইবে। অস্ট্রেলিয়ার প্রস্তুত,
ক্রীপ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট সোণালী গিল্টি করা। মূল্য ৩।০০ টাকা,
ভিপি স্বতন্ত্র। ওজন ৩৬ টাকা। ইতিপূর্বে এত স্মরণ
ফাউন্টেন পেন এদেশে আসে নাই। “কাজের লোকের” গ্রাহকগণ
৩ মূল্য পাইবেন। সম্ভাবজনক না হইলে মূল্য ফেরৎ।
খুব ভাল জিনিস।

ম্যানেজার, কাজের লোক,

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,

বহুবাজার, কলিকাতা।

অতি আবশ্যকীয়

পুস্তক।

বেকারের উপায়—

মূলধন না থাকিলে বিশ্রাম সময়ে অর্থোপার্জননের নানা
উপায় ইহাতে আছে। মূল্য ১।০০ মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা—

সরল বাঙ্গালা ভাষায় রেম্পটরী সমেৎ এমন পুস্তক ইতিপূর্বে
প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য ২।০০ টাকা। হোমিওপ্যাথিক
কলেজের ছাত্রগণ সুবিধা দরে পাইবেন।

কাজের লোক পুস্তক বিভাগ,

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ২৫০ টাকা।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র সাহিত্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

২১শ বর্ষ।	New Series.	নব পর্যায়।	Vol. XXI.
১০ম সংখ্যা।	OCTOBER 1927.	পূজা-সংখ্যা অক্টোবর ১৯২৭।	No X.

শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজার সময় নিরূপণ।

১৫ই আশ্বিন রবিবার দুর্গা ষষ্ঠী—
পূর্বাঙ্ক ঘ: ২৫১১১ সে: মধ্যে ষষ্ঠাদি কল্লা-
রন্ত। সাংকালে আমন্ত্রণ ও
অধিবাস। দিবা ১৫৮১১ সে: গতে
অক্ষয়া-স্নানাদি।

১৬ই আশ্বিন সোমবার সপ্তমাদি
কল্লারন্ত। পূর্বাঙ্ক ঘ: ২৫১১৩ সে: মধ্যে।
দিবা ঘ: ১৫৩০৫ সে: মধ্যে ও ৮৫১১৫৪ সে:
মধ্যে নব পত্রিকা প্রবেশ ও স্থাপন,
সপ্তমী বিহিত পূজারন্ত। রাতি

ঘ: ১১২৫২৭ সে: গতে ঘ: ১১১১৩২৭ সে:
মধ্যে অর্ধরাত্রি পূজা বিহিত। দেবীর গজে
আগমন। ফল—সুসৃষ্টি, শস্য বৃদ্ধি।

১৭ই আশ্বিন মঙ্গলবার মহাষ্টমীর
উপবাস এবং বীরাষ্টমী ব্রত।
দিবা ঘ: ২৫০১৫২ সে: মধ্যে মহাষ্টমী
বিহিত পূজা প্রস্তুত। দিবা ২০৪২
সে: গতে সন্ধিপূজা আরম্ভ, দিবা
ঘ: ২২৪১৪২ সে: গতে বলিদান ও ২৪৮৪২
সে: মধ্যে সন্ধিপূজা সমাপন।

১৮ই আশ্বিন বুধবার দিবা

ঘ: ২৫০১৫২ সে: মধ্যে মহানবমী বিহিত
পূজা প্রস্তুত।

১৯শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার।
পূর্বাঙ্ক দিবা ঘ: ২৫২১৮ সে:। দিবা ২০টা
১৫ ঘি: মধ্যে দশমী বিহিত পূজা
সমাপন ও বিসর্জন। অপরাহ্নিতা
ধারণ। বিজয়া - দশমীকৃত্য। দেবীর
দোলায় গমন। ফল—মড়ক।

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব।

* দুঃখের বিষয় বাঙ্গালায় এত পত্রিকা
আছে, কিন্তু কাহারও সহিত কাহারও সময়ের
মিল নাই। পত্রিকাগুলির সময় এক হইলে
হয়তো পূজা পার্বণ সার্থক হইত।

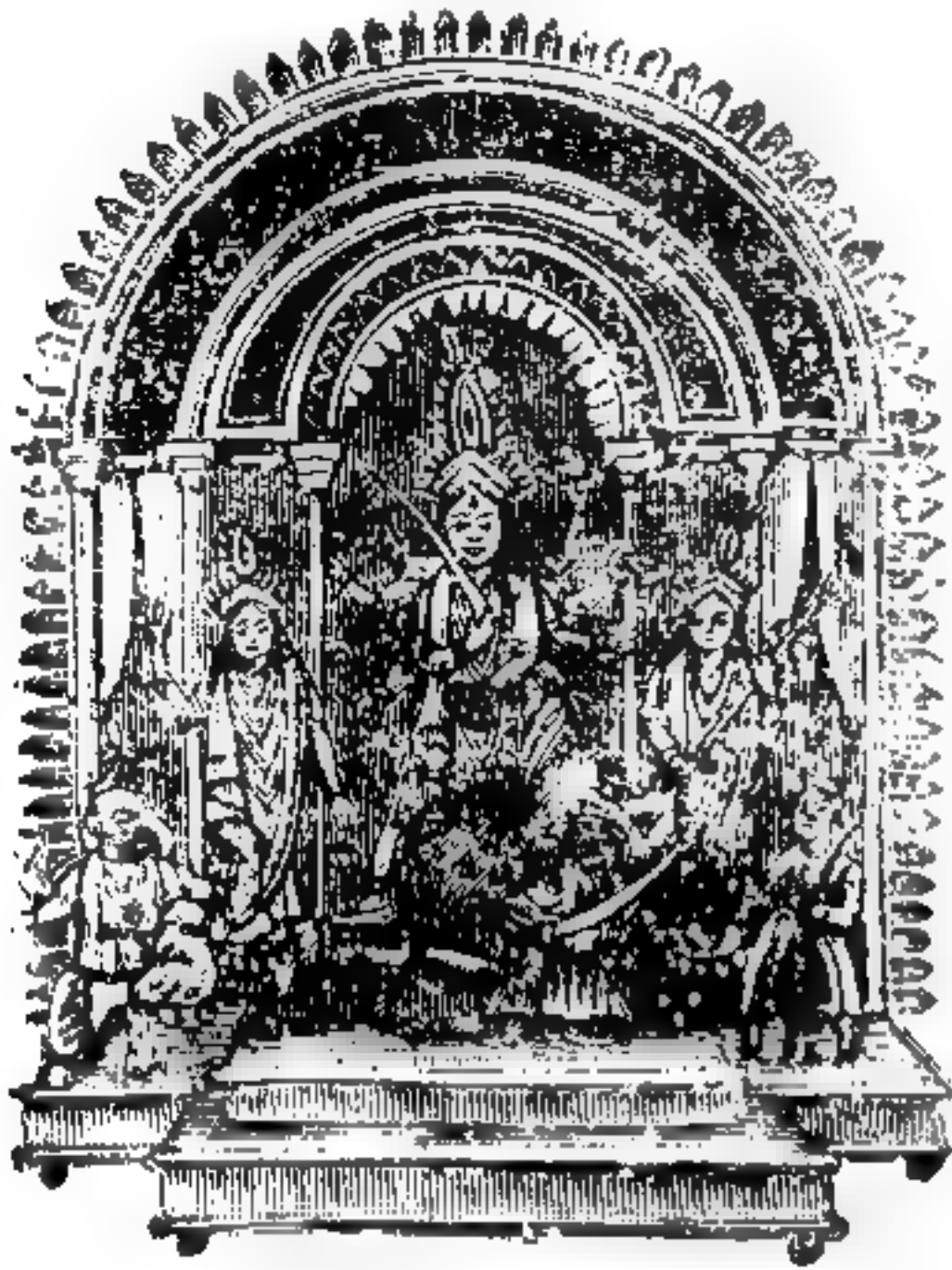
কা: স:

আর কেন? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

অবকাশ প্রার্থনা

চির প্রথাহুসারে শ্রীশ্রী শারদীয়া পূজোপলক্ষে “কাঙ্কেরলোক” আফিস ৩ সপ্তাহের জন্ত বন্ধ থাকিবে, সেইজন্য গ্রাহকগণের নিকট আমরা অবকাশ প্রার্থনা করিতেছি। মহামায়ার কৃপায় সকলে পুজার আনন্দ উপভোগ করুন, ইহাই কামনা।

কার্যাবাহক।



এস জননী,—দিন ফুরিয়ে এস মা—জীবনরবি অন্তিম চ প্রায়। অনিত্য স্থখের আশায় তোকে ডাকবারও সময় পাই নাই। আজ মনে হচ্ছে, কি করে গেলাম—কি এখনও কচ্ছি—তাই মনে আসে, দেবাহর সংগ্রামে যেমন করে দেবতারা তোমার স্তা করে ছিলেন, তেমনি করে শুভ করে তাপিত গ্রাণ শীতল করি। বড় দুঃসময়—জীবনের আজ বড় দুর্দিন—এ দুর্দিন ছর করে তোমার সর্ব দুঃখহরা চরণ তরী দিবে রক্ষা কর।

শুভ।

নমি ও রাজিব-পদে শিবে শুভকরী,
শুভদে বরদে ভদ্রে ও মা ক্ষেমকরী।

গৌরী রোজা জগদ্ধাত্রী সিদ্ধি-ঋদ্ধিদাত্রী,
লক্ষ্মী আর অলক্ষ্মী মা তুমি সর্বকর্তা।
নমি পদে ও মা দুর্গে। দারিদ্র্যনাশিনী,
দীনের জননী মাগো যজ্ঞস্বরূপিনী।
তমোময়ী তারিণী মা নমি তব পায়,
বিশ্বের আধার তুমি ক্রিয়াক্রুপা কায়।
কীৰ্ত্তিময়ী ভীমা রমা নিত্য স্বরূপিনী,
বার বার প্রণিপাত করি নিস্তারিণী।
বিষ্ণুমায়া মহামায়া যোগমায়া তুমি,
কোটি কোটি প্রণিপাত লুটাইয়া তুমি।
চেতনারূপিনী মাতা করি প্রণিপাত,
বুদ্ধিরূপে রহ সদা সর্বজীব সাথ।
নিদ্রারূপে রহ সদা সর্বজীবময়,
প্রণিপাত তব পায় দাও গো অভয়।
ক্ষুধারূপে রহ সদা সর্বভূতে তুমি,
প্রণিপাত করি সদা ও চরণে আমি।
জয়রূপে রক্ষা কর জগতের জনে,
শক্তিরূপে বিশ্বে তুমি বিরাজ যতনে।
তৃষ্ণারূপে রহ সদা সর্বভূতময়,
প্রণাম ও রাজা পায় দানহ অভয়।
ক্ষান্তিরূপে থাক মাগো সকল ভূতেতে,
জাতিরূপে থাক সদা তুমি সর্বভূতে।
প্রণাম তোমার পায় ওগো নিস্তারিণী।
লজ্জারূপে ছায়ারূপে বিরাজকারিণী।
স্মৃতি, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, বুদ্ধিরূপা

কায়া,

দয়া, তুষ্টি, মাতৃরূপা, ভ্রান্তিময়ী মায়া।
চিৎরূপে রহ সদা জীবের অন্তরে,
বার বার প্রণিপাত চেতনা আধারে।
দানবদলনী মাতা রক্ষ দেবতায়,
দানব-তাড়নে মাগো পাইয়াছি ভয়।

জগৎ-জননী জয়া জগৎ-ঈশ্বরী,
রাখহ সন্তানে মাগো দানবে সংহারি।
(চণ্ডী)

“ডাকের মত ডাকলে পরে

মা তোমার তো সাড়া দিতো”

মা—মা—বলে এত ডাকি, তবু মায়ে
দয়া হয় না আমরা এই কথাই বলে থাকি—
কিন্তু আমরা কি মাকে ডাকি, না ডাকতে
জানি।

“ডাকের মত ডাকলে পরে

মা তোমার তো সাড়া দিতো”

আমাদের ব্যাকুলতা মায়ের জন্ত নয়,
আমাদের ব্যাকুলতা কেবল কামিনী ও
কাঙ্কের জন্ত—স্বার্থের জন্ত। মায়ের দর্শন
পেতে বা মাকে বুঝতে চেষ্টা আমরা
করি না।

মা আমাদের দশ গ্রহরখারিণী—দশ
হস্তে দশকর্ম করে জগতকে দেখাচ্ছেন,
ওরে আমাদের পেতে হলে—আমরা
অগ্রহ লাভ কর্তে হলে সাধনা কর্তে হবে,
তবে আমার স্বরূপ দেখতে পাবি, তবে
অমৃতধারার আশ্বাদ পাবি, নইলে সাত
জন্ম মা মা বলে টেংলেও দেখতে
পাবি না।

জগজ্জননীর নিকট চিরকালই কর্মীর
আদর, তাতে জাতি ধর্ম নাই। যে কর্মী—
যে সাধক, সেই তাঁর অসীম শক্তি এবং
তাঁর স্বরূপ বুঝতে পারে ও পেরেছে। শুধু
কথার ছটায়, তাকে বোঝবার ঘো নাই—
পাবার উপায় নাই। তাই বলছিলাম,—
মাকে ডাকে কে, যে তাঁর স্বরূপ বুঝতে
পারবে?

জগৎ মাতার করুণার কি সীমা আছে।
জনম হতে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর করুণার জন্তই

পুরাতন “কাঙ্কের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর হউন।

জীব বেঁচে থাকে। জল, বায়ু, অগ্নি, শক্ত
কল মূল এ সকল তাঁরই করুণায় ভোগ ক'রে
যে জীব বেঁচে থাকে—শক্তি স্বরূপিনী যে
শক্তি রূপে অহরহই জীবদেহে বিরাজিতা
—এ'কে ভুলে আমরা নিজের অহং জানেই
উন্নত হয়ে থাকি। আমি এত কাজ করি,
আমার মত বুদ্ধিমান, আমার মত ধনী,
আমার মত শক্তি—কার? এই অহংকারেই
আমরা তো আত্মহারা হয়ে সারা
জীবনটা কাটাই। কিন্তু একবার নিজের
ভিতর উকি মেরেও দেখি না যে কার
শক্তিতে আমার এই জড় দেহটা কলের মত
কাজ করে যায়, কে আমাকে চালায়।
সেই যে শক্তি, তাকে কর্ণের সাধনায়
জাগিয়ে রাখতে পারলেই সাংনাত্তেও
সিদ্ধি লাভ করা যায়, আর শক্তি
স্বরূপিনীর স্বরূপও বোঝা যায়। তাঁকে
ভেবে সাড়া পেতে হলে হোমার
অভিনিহিত শক্তিকে ঐকান্তিকতার সহিত
জাগ্রত করে তুলতে হবে—তবে মায়ের
করুণা—মায়ের শক্তি—মায়ের স্বরূপ উপলব্ধি
হবে। বালালী! মায়ের অহংগ্রহ লাভ
কর্ভে হলে কর্ণে প্রবৃত্ত হও—দেশ-মাতৃকার
কাজ করে করুণাময়ী জগন্মাতার করুণা
লাভে ধন্য হও। মায়ের এই করুণা
লাভের জন্য রঘুবীর নিজের চক্ষু উৎপাটন
করে মাকে যখন দিতে গিয়েছিলেন,
তখন মা মূর্তিমত্তি হয়ে সদয় হয়েছিলেন।
তুমি সেই জননীকে ছুটে আলোচাল
আর নৈবিত্য দিয়েই খুবই করেছ মনে
কর? তা হবার নয়। তাতে ভবি
ভোলবার নয়। মাকে সত্যনিষ্ঠ হয়ে
ডাকের মত ডাকলেই সাড়া পাবে। সে
একনিষ্ঠ সাধনা কৈ তোমার? এই যে
শিখ সমীরণ, সুপের বারিধারা, সুমিষ্ট ফল—
শ্রামল বনস্পতি, প্রকৃতির উপভোগ্য

সৌন্দর্য, জীবন ধারণের জন্ত শত্রুস্বামী—
এতে আপায়র সাধারণের ভোগের সমান
অধিকার দিয়েছেন। তাঁর এই যে সকল
দান—এ ভোগ কর্তে কারও বাধা নাই।
এ দেখেও মনে আসে না—যে তাঁর করুণা
লাভে কোন জাতি ধর্ম ভেদ নাই।
যে চেষ্টা করবে, সেই অবোধে ভোগ কর্তে
পাবে। তবেই বোঝা যে তাঁর করুণার
সীমা নাই—এই মায়ের মহিমা বুঝতে হলে
অহং জ্ঞান, ভেদাত্তেদ জ্ঞান—ভুলতে হবে,
হিংসা ঘেব লোভ পরিত্যাগ কর্তে হবে।
প্রাণের ডাকে একবার মা মা বলে ডাকলে
তখন মাকে দেখতে পাবে।

মা আমাদের সর্বমঙ্গলা—সর্বার্থ
সাহিকা, শক্তি সম্পদদায়িনী—তাকে যে
ডাকতে জানে—তার সকল আশাই
একেবারে মিটে যায়। কবে তেমনি ডাকে
ডাকবো?

সাম্প্রদায়িকতা।

—:—

যাহারা ভাললোক, ধর্মই যাহাদের
প্রাণ, তাঁরা কখনও সাম্প্রদায়িকতার প্রস্তর
দেন না।

পরমেশ্বর এক, কিন্তু তাঁর ভাব
অনন্ত—এক ঈশ্বর—ভাবে বহু। রামকৃষ্ণ
পরমহংস দেব এইটী অতি সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা
বুঝিয়েছেন।

“যেমন একই চিনিতে নানারকম ছাঁচের
মট প্রস্তুত হয়, তেমনি একই ভগবান
নানাভাবে নানারূপে নানা স্থানে পুজিত
হয়ে থাকেন।”

“একই সোনাতে নানা রকমের গহনা
প্রস্তুত হয়। কোন গহনার সঙ্গে কোন

গহনার সাদৃশ্য না থাকলেও সোনা সর্বদা
যেমন সকলেই এক, সেইরূপ ঈশ্বরের
নানা রূপের ও নানা ভাবের মিল
না থাকলেও স্বরূপতঃ কাহারও সহিত
কাহারও প্রভেদ নাই।”

যাহারা ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতার
সৃষ্টি করে থাকেন, তাঁরা নিশ্চয়ই নিজ ধর্মের
এবং ভগবানের মহিমা সংকীর্ণ করে
তোলেন।

এখনকার ধর্মের নামে যে সাম্প্র-
দায়িকতার সৃষ্টি হয়েছে, প্রকৃত পক্ষে সে
হিন্দুই হউক বা মুসলমান, খ্রীষ্টানই হউক,
তাঁহারা ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করার
আবশ্যকতা স্বীকার কবে না।

পরমহংস দেব বলেছেন—

বাড়ীর কর্তা একজন, তার সঙ্গে নানা
ব্যক্তির নানা সম্বন্ধ। তিনি কারো খুড়ো,
কারও ছোঁটা, কারও বাবা, কারও মামা
কারও মুনব কারও স্বামী। তাঁর সঙ্গে
সকলের সম্বন্ধ থাকলেও যেমন তিনি একই
জন—অদ্বিতীয়, সেইরূপ ভগবানের সহিত
ভিন্ন ভিন্ন মানবের ভাবের প্রার্থক্য থাকলেও
ভগবান সেই এক এবং অদ্বিতীয়।”

বিজ্ঞানসন্মান
দাতব্য ঔষধালয়।
প্রায় ৩০ বৎসরের উপর
স্থাপিত।
২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন
বহুবাজার।
বেলা ৭টা হইতে ৮৭ পর্যন্ত সমাগত
দরিদ্র রোগীগণকে বিশেষ যত্নে দেখিয়া
বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস কিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

কি হৃদয় মীমাংসা! ধর্মের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই। এক উদ্দেশ্য ভগবানে অত্যাগ—যে যে ভাবেই তাঁকে ভাবুক না কেন, সে ভাব সেই একই জনের নিকটই পৌঁছাবে, তবে বিবাদ বিসম্বাদ করে মরা কেন?

পরমহংসদেব উপদেশ দিচ্ছেন।

“সকলেই আপনাপন জমী পাঁচিল দিয়ে ভাগ করে নেয়, কিন্তু অখণ্ডনীয় আকাশকে কেউ ভাগ কর্তে পারে না। মানুষ অজানতা-বশতঃ আপনার ধর্মভাবকে সত্য এবং শ্রেষ্ঠ বলে থাকে, কিন্তু জান হলে সকল ধর্মভাবেরই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে বিরাজমান দেখতে পায়।” এ ভাব যে ধর্ম নাই, সে ধর্ম সাক্ষীর্গতাহুই।

“যেমন গৃহস্থের বৌ—সে খণ্ডর ভাঙ্গর দেবর ইত্যাদি এক পরিবারভুক্ত সকলেরই সেবা শুশ্রূষা করে। কিন্তু এক স্বামী ভিন্ন আর কারো নিকট শয়ন করে না, সেই রকম সকল ধর্মভাবের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা দেখাবে এবং আপনার ভাবে দৃঢ় নিষ্ঠা ও অত্যাগ রেখে সাধন ভজন করবে।”

“ও সাকার মানে, ও নিরাকার মানে, ও খৃষ্টান ও মুসলমান ও হিন্দু, এই বলে কখনও কারোও ঘৃণা করো না। ভগবান থাকে যেমন বুঝিয়েছেন, সে তেমনি বুঝেছে, এই ভেবে সকলকে ভালবাসবে। তারপর নিজের ঘরে এসে আপনার ভাবে ডুবে শান্তি ও আনন্দ ভোগ করবে।”

“নানা লোকের গুরু যখন মাঠ গিয়ে চরে, তখন সব এক হয়ে যায়—একপালের গরু। আবার যখন সন্ধ্যার সময় গরুগুলি ঘরে ফেরে, তখন সব পৃথক হয়ে যে যার ঘরে চলে যায়। এইরকম ভাবে ভিন্ন ভিন্ন লোকের সঙ্গে মিশতে পার।”

কি চমৎকার উদার ভাব! মানুষ যদি এমন ভাবে ভাবুক হতে পারতো, তাহলে সাম্প্রদায়িকতার কোন সম্ভাবনাই থাকতো না। ধর্মের কথা তুলতে হলে উদার হতে হবে। আমাদের দেশের ওট্টাচার্য্য এবং মৌলবী মহাশয়রা যদি জনসমাজে এই উদারনৈতিক ভাব প্রচার করে অশিক্ষিত লোকদের কুসংস্কারগুলি বিদূরিত করার চেষ্টা করতেন, তাহলে আজ এই ভীষণ সাম্প্রদায়িকতাজনিত বিষম বহির সৃষ্টি হতে পারতো না।

কিন্তু পরিতাপ—ধর্মের জন্ত এই সাম্প্রদায়িকতা নয়—ঘৃণিত স্বার্থের জন্তই এই অনর্থের সৃষ্টি। তবে মানবের ঘৃণিত স্বার্থের মধ্যে ভগবান বা তাঁহার অবতারকে টানিয়া আনা কেন? একথা কে এমন মহানুভব লোক আছেন যে বুঝিয়ে দেয়? যে জাতি যত অপরের ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ, সেই জাতি ততটাই নিজের ধর্মকে কলঙ্কিত এবং সঙ্কুচিত করে থাকে। সে ধর্মের মহিমা অল্পদিনের মধ্যেই জনসমাজে নিপ্পিত এবং গ্রান হয়ে যায়। ধর্মের নামে নরহত্যা, নারীনিগ্রহ যদি অবাধে—হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান চালায়, তাহলে সে ধর্ম এবং সেই ধর্মের অবতারগণকেই লোকসমাজে হেয় করা হয়। সমস্ত ধর্মই ভাল, কারও ধর্মই নিন্দনীয় নয়। মানুষের আচার ব্যবহার নিন্দনীয় হতে পারে, হলে তাতে সমাজের অনিষ্ট হয় বটে, কিন্তু ধর্মকে নিয়ে তিনিমিনি খেলা নিকোঁথের কাজ। কোন ধর্মেরই নিন্দা কর্তে নাই এই কথা হিন্দুধর্মের মহামিগণ উপদেশ দিয়েছেন। অন্য ধর্মও সেই উদার নীতিই থাকা সম্ভব, তা না হলে সেটা ধর্ম বলেই অগতের সম্মুখে দাঁড়াতেই পারতো না। ধর্মের প্রধান উপকরণ হলো

প্রেম—ভালবাসা। খুব উদার ধর্মের নীতি হলো বিশ্বপ্রেম, অগতের ভাবৎ বস্তু জীব জন্তু ভগবানের সৃষ্টি বলে তাকে ভালবাসতে যাওয়া, মুখে নয়—প্রাণে প্রাণে। সেই হলো উৎকৃষ্ট ধর্ম—আর সেই ধর্মের দিকেই অনায়াসে লোকে আকৃষ্ট হতে চায়। জোর জবরদস্তি করে কেহ কারো ধর্ম কাঁকেও নিয়ে যেতে পারে না। এই যে প্রেম—ইহার আবর্ষণে হিংস্র জন্তুও আপনার ধর্ম ভুলে প্রেমেরই বশীভূত হয়ে যায়। তখনকার কবিদের আশ্রমে ব্যাঘ্র এবং হরিণ একসঙ্গে বসবাস কর্তো এই প্রেমের গুণে। যে ধর্ম প্রেমের অভাব, সেটা লোকচক্ষে নিকট ধর্মই হয়ে যাবে।

হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, খৃষ্টান হোক, বৌদ্ধ হোক, তাকে নিজের নিজের ভগবানের উদার প্রেমের মহিমাই অগতের চক্ষে ধ্বংস হতে হবে, তবে সে ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব চিত্তাকর্ষক হবে।

এসমুখে মুসলমানের এবং হিন্দুর ভাল ভাল জানী লোক অজান অশিক্ষিতদিগকে বোকাবার অবস্থা চেষ্টা করেছেন এবং কচ্ছেনও বটে, কিন্তু কেউ ভুলে না—স্বার্থ যার মুগম্ব, যুক্তি শাস্ত্র তাদের কাছে নিকীক নিষ্পন্ন। কানাকে একবার যখন শাকের ক্ষেত দে খিয়েছ, তখন সে শাক চুরি না করে থাকতেই পারে না। তবে দুঃখ এই যে নিজে নিজের ধর্মকে কলঙ্কিত করে।

আগমনী। আবাহন।

বরষের পরে শারদ বাসরে
তব স্তবগণে চাহে পূজিবারে
এস কৃপাময়ী এস কৃপা করে
দেও মা বাড়িয়ে শ্রীপদরতন।

ভক্তিভবা আর প্রীতি বিঘন
শ্রেয়-মতি-মালা রেখেছি সকল
পূজিবারে সাধ চরণ কমল
তোমার অভয়ে। অভয়চরণ।

বীৰ্য্যসিংহোপরি করি আরোহণ
মশতুজে ধরি আয়ুধ ভীষণ
করি তমোৰূপ অস্তুর নাশন
রক্ত সবে ঘোর সংসার সমরে।

আস পূজা লও মাগো গিরিসুতে
ধোয়াব চরণ নেত্রবারি পাতে
মুছাব ওপদ রাখিয়া মাথাতে
জাগে এ বাসনা জাগে গো অভয়ে।

বড় সাধ মনে ওপদ রতন
ধরিব হৃদয়ে করিয়া যতন
পেতেছি মা তাই হৃদি সিংহাসন
জাকিতেছি সবে তোমারে কাতরে।

শক্তি স্বরূপিনী করুণা নয়নে
চাহ একবার সন্তানের পাণে
কর শক্তিমান শক্তিহীন প্রাণে
পূজিবারে যেন পারি গো তোমারে।

সংসার কারায় মোহের অর্গলে
আছি বন্ড মাগো মায়ার শৃঙ্খলে,
কর মুক্ত মাগো কালের কবলে,

কাত্যায়নী কৃপা করগো কাতরে।

বিজ্ঞাপন দেখিয়া জিনিস বিনিবার সময় “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

অক্টোবর-২

তোমা বিনা মাগো কেহ এ ছুঁকিনে
রক্ষিবারে নারে অভয় এদানে
তাই মা লয়েছি শরণ চরণে

দাও দয়াময়ী পদ দয়া করে।

মুচ মোরা অতি জানিনা অর্চন
কিরূপে পূজিব তোমার চরণ
তব পূজিবারে চাহে সদা মন
শিখাও পূজন অধম তনয়ে।

কি আছে পূজিব কি উপকরণে
কি দিয়ে সাজাব ও রাজাচরণে
তুষিব তোমারে আশ্রয় বলিদানে
কৃপা করি পূজা লওমা অভয়ে॥

শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাস।

“ভবের পদপত্রে মোরা করছি টলমল।”

শ্রীঅমিয় কুমার মিত্র।

(গল্প)

রথীন্দ্রনাথ এক মার্চেন্ট আফিসের
কেরানী। মাত্র চল্লিশ টাকা বেতন পায়।
বলকাওয়ার এক সন্ধ্যা গলির একটা জীর্ণ
মেসে সে থাকে।

অল্প বয়সেই বাপ-মা তার বিয়ে দিয়ে
ছিল। এখন আর বাবা বেঁচে নেই; নাতি
নাতনির মুখ দেখে কিছুদিন হ'ল তিনি
সানন্দে মহা-এহান করেছেন। দেশে এখন
রথীন্দ্রনাথের বহু পুত্রবতী জী, বৃদ্ধা মা ও
কয়েকটি পোয়া আছে। চল্লিশ টাকায় এত
বড় সংসারের খরচ এতই কুলিয়ে ওঠে না,
এতে মাসেই কিছু না কিছু খার করতে হয়।
খারের ঘরের হিসাব বেড়ে চললেও শোধের
ঘরের হিসাব শূন্যই থাকছিল।

কাল থেকে পূজোর ছুটি স্বপ্ন হ'বে।

আফিস থেকে ফিরতে ফিরতে রথীন্দ্রনাথ
দেশে যাবার কথা ভাবত। তার ছোট
মেয়েটি কিছুদিন থেকে অসুস্থ বোগে
ভুগছে, ছোট ছেলেটির কলিক পেনের মত
হয়েছে; ছুটিতে বাড়ী গিয়ে তাদের ভাল
ডাক্তার দেখাতে হবে। শোবার ঘরের
চালাটি শতছত্র হ'য়ে উঠেছে—তারও
সংসার একান্ত আবশ্যক; বড় মেয়েটার
নতুন বিয়ে হয়েছে, তাকেও ভাল ক'রে
পূজার তত্ত্ব করতে হবে; তা'ছাড়া সকলের
পূজোর জামা কাপড়ও চাই। এতগুলি
খরচ.....অথচ মাত্র চল্লিশটি টাকা ভরসা।
কেমন ক'রে কি হবে তাবতে তাবতে
রথীন্দ্রনাথ বোবাজারের মোড়ে এসে
পৌছাল; আপনার চিন্তাভার মাথায়
নিরে জনাকীর্ণ পথ নিঃশব্দে অতিক্রম ক'রে
সে আপনার বাসায় এসে ঢুকল।

রথীন্দ্রনাথ লোবটি মন্দ নয়। দুঃখে
দারিদ্র্যে শরীর তার অকালেই জরা গ্রস্ত
হয়ে পড়লেও বয়স তার বেশী নয়। এক
কালে সে বেশ সৌখীন ছিল, কাব্যচর্চা
করত, সঙ্গীত চর্চা করত। সংসারী হবার
পর যখন থেকে তাকে চাকরী স্বপ্ন করতে
হ'ল, তখন থেকেই তার যৌবনের আনন্দময়
জীবন শ্রোতে ভাটা পড়ল। তরুণত্বের
মধ্যেই সে এক পুরানস্তুর সংসারী ও এক
কেরানী বনে গেল। যৌবনের পদ-ভোলা
পুরানো গানের সুরের মত কাব্যবসাকান্ত
সঙ্গীত মুখের দিনগুলির স্মৃতি তার বর্তমান
বর্ষক্রান্ত জীবনকে এখনও মাঝে মাঝে
দোলা দিয়ে যায়।

অন্ধকার কামরাটির মধ্যে ঢুকে রথীন্দ্রনাথ
পকেট থেকে দেশলাই বার করে একটা
বাতি জ্বালালে। ঘরের মধ্যে আলো
ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেল.....ঘরে বিশেষ
কিছু নেই। সামান্য এক কেরানীর ঘরে

বিশেষ কিছু থাকবার আশা করাই অজ্ঞান। একবারে একটা জীর্ণ তক্তাপোষ, তার ওপর ছিন্ন মলিন বিছানা পাতা। একদিকে একটা ভাঙা টেবিল ও একটা ভাঙা চেয়ার। কতকগুলি পুরানো বস্তুমতী, খান কতক বটতলার ভিটেকুটিড উপক্ৰম, একটা কাচের গেলাস ও সকালের খাওয়া চায়ের পেয়াল। টেবিলের ওপর রয়েছে; টেবিলের তলায় একটা জলের গোরাই, দেয়ালে পুরোনো ও নতুন নানা বস্তুবস্তুর কালেকশ্যন।

ঘরের মাঝখানে কাপড় রাখবার জন্তে একটা দড়ি টাঙ্গানো আছে। ঘর সিন্ধু মলিন সার্টট সেই দড়ীর ওপর মেলিয়ে দিয়ে রথীন্দ্রনাথ একটা অর্ধ দক্ষ সিগারেট ধরিয়ে তক্তাপোষে এসে বসল।

চল্লিশ টাকায় যতদূর সম্ভব চারিদিক বজায় রেখে কেমন ক'রে চালাতে পারা যায়—রথীন্দ্রনাথ ভাবছেন মনে মনে তারই একটা খসড়া প্রস্তুত করতে লাগলো। বাতিটি নিবে আসতে লাগলো, সিগারেট পুড়ে ছাই হয়ে গেল—রথীন্দ্রনাথের তা' খেয়ালেও রইল না।

হঠাৎ একটা দম্কা বাতাস আসতে বাতিটি নিভে গেল; ঘর অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'ল। রথীন্দ্রনাথ সেই অন্ধকারের মধ্যেই তক্তাপোষের ওপর শুয়ে পড়ল; ক্লান্ত শরীরটাকে তান্না ক'রে তোলবার মানসে একটু ঘুমবার চেষ্টা করলে। কিন্তু চিন্তা-স্রোতের ধাক্কা খেয়ে নিজের মায়াপণ্ড তার দেহ স্পর্শও করলে না।

হঠাৎ সেই অন্ধকার ঘরে এক আলক আলো এসে রথীন্দ্রনাথের বিছানায় লুটিয়ে পড়তে সে বিস্মিত হ'য়ে মুখ তুলে চাইলো। খোলা জানলার ভিতর দিয়ে পাশের জিভল বাড়ীর ওপরের ঘর থেকে বিজলী বাতির আলো এসে পড়েছে। 'রথীন্দ্রনাথ মুখ

তুলে' দেখতে লাগলো—কি স্বন্দর সাজানো ঘরটি! ও ঘেন মায়াপুত্রী, দারিদ্র্যের আবহাওয়ায় প্রবেশ ওখানে চির-নিবেদ। আলোকোদ্ভাসিত, সুসজ্জিত ঘরের দিকে চেয়ে ভাবতে ভাবতে রথীন্দ্রনাথ ভাবছেন হয়ে পড়ল; হঠাৎ সেই ঘর থেকে নারীকণ্ঠের সুমধুর গীত-ধ্বনি তার কাণে এল—কে গাইছে—

এমনি ক'রেই যাব যদি দিন—যাকনা।

মন উড়েছে উড়ু নারে মনে—দিয়ে
পানের পাখনা।”

রথীন্দ্রনাথ যত্ন দেখছিল, স্বরের মায়াগোকে ঘেন সে পথ হারিয়ে কেলোছে। এতক্ষণ সে সব ভুলে গিছিল। গান থামতেই তার যত্ন টুটে গেল; তার মনে পড়ল সে এক দারিদ্র্য-ক্রিষ্ট মার্কেট অফিসের কেরানী; এই আলো গান হাসি তাহার এ জন্মের জীবনে সঙ্গ হওয়া তত্ব অগ্নেই সম্ভব। ধীরে একটা নিঃশ্বাস কলে মাথার দীর্ঘ চুলগুলি সে হাত দিয়ে আন্তে আন্তে টানতে লাগলো।

পাশের বাড়ীর কথাবার্তা তার কাণে আসতে লাগলো—

—মিঃ মৈত্রেয় পার্টিতে কাল যাচ্ছ তো দিদি?

—যাব বৈকি; অনেক করে যেতে বলেছেন।

—নীলি, আমার জ্যাকেটটা সব সেলাই হ'য়ে গেছে?

—হ'য়ে গেছে; তুমি কি ওইটে পরে কাল যাবে নাকি?

—কেন! ওটা মন্দ কি? অমন চারনিস্ সিকের.....

—দিদি, আমার অরলিপির বইটা কোথায় গেল?

—ধীরে রথীন্দ্রনাথের চোখ ঘূমে জড়িয়ে এল।

পরদিন সকালে উঠে রথীন্দ্রনাথ খানিক কণ বাজারে ঘুরে নতুন কাপড়, ছোট ছেলেদের জন্তে জামা ইত্যাদি কিনে নিয়ে এল। বেলা ১০।০ টায় ট্রেন; মেসের বামুনকে ডাড়া দিয়ে খানিকটা তেল মাখায় মেখে, গামছাটা কাঁধে কলে রথীন্দ্রনাথ গঙ্গানান করতে বেরিয়ে পড়ল। গঙ্গানান করা তার চিরকলে অভ্যাস। তা' ছাড়া কাছেই গঙ্গা—মেসের অনেকেই প্রায় প্রত্যহই গঙ্গানান করেন।

চৌরঙ্গীর রাস্তাটুকু পার হয়ে রথীন্দ্রনাথ ট্রামের লাইনটুকু পার হচ্ছে, এমনি সময় হঠাৎ তীরবেগে একটা মোটর বাস আচম্বিতে তার গায়ের ওপর এসে পড়ল। রথীন্দ্রনাথ সরে দাঁড়াবারও অবসর পেলে না, বাসের ধাক্কা খেয়ে তক্ষুনি দে রাস্তায় পড়ে গেল এবং দেখতে দেখতে দে স্থানটি জনাকীর্ণ হ'য়ে উঠল।

পায়েতে রীতিমত জখম হ'য়ে রথীন্দ্রনাথ মুচ্ছিত হ'য়ে পড়ে গিয়েছিল। এক সদাশয় ভদ্রলোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে হাঁসপাতালে টেলিফোন করে' দিতে কিছুক্ষণ পরেই এ্যাম্বুলেন্স এসে হাজির হ'ল এবং কোতুংলী দর্শকদের দর্শন পিপাসা চরিতার্থ হবার পূর্বেই হাঁসপাতালের দিকে গাড়ী ছোটালে।

কোথায় রথীন্দ্রনাথ খেয়ে দেয়ে ষ্টেশনে রওনা হবে কোথায় কিনা তার অচেতন দেহ হাঁসপাতালে রওনা হ'ল। ১০ টা বাজতে তখন আর বড় বেশী দেরী নেই।

এদিকে বেলা হওয়া সঙ্গে ও রথীন্দ্রনাথকে ফিরতে না দেখে মেসের বামুন উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠল। ১০।০ টায় বাবুর ট্রেন অথচ বাবু

আর কেন? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

এখনও কিবলেন না। বামুন ঠাকুর গঙ্গার ঘাটটা ঘুরে আসবার মীনসে মুখে একটা গুণ্ডি দেওয়া পান ফেলে রাস্তায় নেমে পড়ল।

বামুন ঠাকুর যখন চৌরঙ্গীর মোড়ে এসে পৌঁছল, তার মিনিট কুড়ি আগে রথীন্দ্রনাথের অচেতন দেহ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মোড়ে তখনো অনেকগুলি লোক জমা হ'য়ে রথীন্দ্রনাথেরই আলোচনা করছিল। বামুন ঠাকুর এই আলোচনার মর্ম-বৃত্তান্ত জানতে এসে যখন শুনে—এক ভদ্রলোক মোটর গাড়ী চাপা পড়ায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে; লোকটি খুব কদা আর খুব গীর্ষী; তখন এই লোকটিই যে রথীন্দ্রনাথ, একথা বুঝতে তার একটুও দেরী হ'ল না। প্রথমটা সে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হ'য়ে পড়ল, কিন্তু সে বুদ্ধিমান ছিল—তাই তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসে বাসায় খবর দিলে।

চিগায় বাবু রথীন্দ্রনাথের পাশের ঘরেই থাকতেন; তা'ছাড়া রথীন্দ্রনাথ ও তার মধ্যে কি রকম একটা সম্পর্কও ছিল বলে শোনা যায়। পাচকের মুখে রথীন্দ্রনাথের এই দৈব-দুর্ঘটনার খবর পেয়ে 'সার্টটি' কাঁধে ফেলে তিনি তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে পড়লেন।

হাসপাতালে পৌঁছে চিগায় বাবুর দেখলেন, রথীন্দ্রনাথের অচেতন দেহ কিছুক্ষণ হ'ল আনা হয়েছে। তার আঘাত গুরুতর; অবস্থা শব্দটজনক। হাসপাতালের ডাক্তার বাবু বেশ ভদ্রলোক। চিগায় বাবু আহত ব্যক্তির আত্মীয় হ'ন শুনে তিনি বললেন, এই বেলা এঁর আপনার জনদের খবর দিন; এঁর অবস্থা বিশেষ সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না।

রাস্তায় বেরিয়ে চিগায় বাবু প্রথমেই রথীন্দ্রনাথের দেশে "তার" ক'রে দিলেন। সে তার যথা সময়েই রথীন্দ্রনাথের দেশে এসে পৌঁছল। রথীন্দ্রনাথের এই আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে বাড়ীময় কান্নার রোল উঠল; চোখের জল ফেলতে ফেলতেই সকলে কলকাতা রওনা হবার উদ্ভোগ শুরু করলে। কারণ, চিগায় বাবু তার বরেছিলেন—অবিলম্বে কলকাতায় না এসে রথীন্দ্রনাথকে এ জীবনে দেখবার সৌভাগ্য আর তাঁদের নাও ঘটেতে পারে।

রথীন্দ্রনাথের বড় ছেলেটির বয়স সতেরো কিংবা আঠারো হবে। তারই সঙ্গে রথীন্দ্রনাথের বৃদ্ধা মা ও স্ত্রী কল্যাণী তার পর দিনই কলকাতায় রওনা হ'য়ে পড়ল। হাসপাতালে রথীন্দ্রনাথ তখন একাদিক্রমে তিন দিন ধ'রে অচেতন হ'য়ে আছে। অবস্থা মোটেই ভাল নয়; মাঝে মাঝে নাড়ী এত কীণ হ'য়ে আসছে যে, অস্ত্র ব্যব করাও যাচ্ছে না।

রথীন্দ্রনাথের এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা তার মা ও স্ত্রীকে অভিভূত ক'রে তুলে। তার নিরাময়তা কামনা করে তেজিশ কোন্ দেবতার দ্বারে ছুটি নারীর কাতর নিবেদনের আর অন্ত রইল না।

চতুর্থ দিন সকালে রথীন্দ্রনাথ সংজ্ঞাগাত্ত করলে। চোখ মেলে চাইতেই কল্যাণীর উদ্বেগ-কাতর পদ্ম-দলের মত টানা চোখের ওপর তার দৃষ্টি পড়ল। তার ভাব-শূন্য চোখ দেখে মনে হ'ল সে যেন কিছু বুঝতে পারছে না। খানিকক্ষণ চাবুকি চেয়ে শুধু কেবল সে বললে, আমি কোথায়?

চিগায় বাবু রথীন্দ্রনাথের বিছানার

পাশেই বসে ছিলেন। রথীন্দ্রনাথকে কথা কইতে শুনে তিনি বললেন, ভয় নেই; তুমি ভাল জায়গাতেই আছ। রথীন্দ্রনাথ আর কিছু বললেন না; চোখ বুজে একটা নিঃশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে গেল। কল্যাণী ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বুলুতে লাগলো—আরও দিন দশেক কেটে গেল।

এর মধ্যে রথীন্দ্রনাথের অবস্থা কখনো মন্দ কখনো ভাল হ'য়ে কেটেছে। এখন তার অবস্থা কিছু ক্রমে মন্দই হয়ে আসছিল। তার পাশের যেখানটি আঘাত লেগে গভীর ক্ষত হয়েছিল—হঠাৎ সেই কতটি পচতে শুরু হওয়ার ডাক্তারেরা গভীর আশঙ্কিত হ'য়ে উঠেছিলেন।

রথীন্দ্রনাথের লীলা ফুরিয়ে এসেছিল। তাই আকস্মিক দুর্ঘটনার ঝড়ে তার জীবন তরী বাণ-চাল হ'য়ে ভেসে চলে। অজানা পথে। বেতনের সামান্য টাকায় সকল দিক বজায় রেখে কুলোবার জন্তে আর তা'কে বেশীদিন ভাবতে হ'ল না। পূজো এসে গেল, সহরবাসী আনন্দে ডুবে গেল। এক সংসারে পূজোর আনন্দ রেশটুকুও যে বাতাসে ভেসে এল না—একথা কেও জানলেও না। আশ্বিনের দশমী তিথির গোখুঁলি বেলায় দুয়ের পূজো বাড়ী থেকে নিরঙ্কনের বাক্সা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাসপাতালের একটা ঘরে, কেরানী রথীন্দ্রনাথের শেষ নিঃশ্বাস সব চাওয়া সব পাওয়া শেষ করে' দিয়ে ধীরে বাতাসে মিশিয়ে গেল।

পুরাতন "কাঁজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর হউন।

সমালোচনা

ও
প্রাপ্তি স্বীকার।

“সন্ধ্যায়”—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। এখানি তাঁহার হিতৈষণা গ্রন্থাবলীর ২৬ সংখ্যক পুস্তক। “সন্ধ্যায়” পুস্তকখানি তাঁহার নিজের চিন্তা এবং ভাব ধারার পরিচ্ছন্ন উৎস—প্রত্যেক পৃষ্ঠা-চেতা পাঠকই তাঁহার এই ভগবচ্চরণাধীন ভাবের পিসুয় পানে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন। ক্ষিতীন্দ্র বাবু “তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার” সম্পাদক—চিন্তাশীল সুলেখক এবং ভাবুক। তাঁহার ভাষা ভাব বড় হৃদয়গ্রাণী। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই সবই সুন্দর হইয়াছে। “সন্ধ্যায়” কয়েক খানি পারিবারিক চিত্রও প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য ১।০।

প্রাপ্তিস্থান :—৫।১ বি, বারানসী ঘোষের সেকেন্ড লেন, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা, গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

“গ্রামের ডাক”—এখানি বৈমাসিক পত্র। হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, আই, সি, এস মহোদয় ইহার প্রতিষ্ঠাতা। বার্ষিক মূল্য সডাক ১২ মাত্র, অগ্রিম দেয়, প্রতি সংখ্যার মূল্য ৮০। সর্ব বিষয়ে গ্রামের উন্নতি সাধনই “গ্রামের ডাকে” উদ্দেশ্য। কৃষি, শিল্প, বাহ্য সকল বিষয়েই “গ্রামের ডাকে” আলোচিত হইবে। আমরা সর্বাঙ্গকরণে সংযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

“দিগ্दर्शन”—পাবনা সংসদ হইতে অতি শীঘ্র “দিগ্दर्शन” নামক একখানি মাসিকপত্র বাহির হইবে, আমরা তাহার অল্পটান পত্র পাইয়াছি। শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য, বাহ্য চিকিৎসা প্রভৃতি জনহিতকর ও লোক শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধাদি ইহাতে প্রকাশিত হইবে। এইরূপ মাসিক বহু অধিক প্রকাশিত হয় ততই দেশের মঙ্গল। এ স্থপ জাতিকে জাগরিত করা একটা যে বিষয় সমস্তা, তাহা আমরা ২১ বৎসর “কাজের লোক” চালাইয়া বিলম্ব উপলব্ধি করিয়াছি।

নানাকথা।

৩পদ্যালোচন মহান্তির
বার্ষিকী।

১লা সেপ্টেম্বর কৰ্মবীর ৩ পদ্যালোচন মহান্তির বার্ষিকী প্রাক্ক সন্ম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। গত জুলাই মাসে আমরা তাঁহার সংশ্লিষ্ট জীবনের আলোচনা করিয়াছিলাম। জার্মানী আফিসের সৌজন্যে গতবার “কাজের লোকে” তাঁহার একখানি প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছিল। মধ্যবৃত্ত সামান্য অবস্থা হইতে স্বীয় উত্তম এবং বুদ্ধির গুণে যাহারা উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠিয়া থাকেন, আমরা চিরকালই এই শ্রেণীর লোকের পক্ষপাতী, এবং সেই শ্রেণীর লোকের জীবনের আদর্শ গুলি আমাদের পাঠকগণের সম্মুখে ধরিয়া থাকি। নব্য যুবকগণের সেই আদর্শ অবশ্য অমূল্যকরণীয়।

বীরভূমের মোরঝা।

বীরভূমের প্রসিদ্ধ মোরঝা প্রস্তুত কারক মেসার্স ডি, সি, ভৌমিক এণ্ড কোং, আমাদের নানা প্রকার মোরঝা উপহার পাঠাইয়াছিলেন। তজ্জন হস্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আম, শতমূলী, আমলকী, হরিতকি, কুমড়া প্রভৃতি মোরঝাগুলি যেমন স্বপ্নপ্রিয়, তেমনই উপকারী। কবি সম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং স্ত্রী পি, সি, রায় প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ইহাদের মোরঝা গুলির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। ইহাদের মোরঝাগুলি যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সেইরূপ দীর্ঘকালস্থায়ী, দরও ঘেঁষেই স্থগত। ব্যবহার করিয়া আমরা বিশেষ পরিতুষ্ট হইলাম। সিউড়ী বাজার, সিউড়ী পোঃ বীরভূম এই ঠিকানায় কোম্পানীকে লিখিলে মূল্যাদির বিষয় অবগত হওয়া যাইবে।

গল্প ও কবিতায় ভরা
বার্ষিক সাহিত্য-পত্র

—অগ্রক—

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

পাবার ঠিকানা
ঘোষ মিত্র এণ্ড কোং,

১০।২ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

সে রাত্রে একটু বেদনা।

সন্ধ্যার পর ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সে পশ্চিমের কি একটা ট্রেন আজ বহুদিন পরে তাহা তুলিয়া গিয়াছি। গাড়ীর দরজা খোলার শব্দে চমক ভাঙিয়া গেল। চোখ মেলিয়া দেখিলাম, ছ'চার জন পুরুষ একটা তরুনীকে আমার কামরায় তুলিয়া দিতেছে। ঘুমের ঘোর তখনও চোখ হইতে মুছিয়া যায় নাই। চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া বসিলাম। গাড়ী তখন ছাড়িয়া দিয়াছে, একটা বিকৃত কোলাহলের সঙ্গে ট্রেন ছাড়িয়া আসিয়াছে। গাড়ীর পতীর সজীত বাহিরের বিরাট গাড়ীখা ডেদ করিয়া রণিয়া রণিয়া উঠিতেছিল।

ভিতরে চাহিয়া দেখিলাম, তরুনী একটা কোণ আশ্রয় করিয়াছেন। মাথায় কাপড় নাই। পরনের সাড়ীখানি একটু কায়দা করিয়া ঘুরান। মুখ খানির উপর একটা স্নিগ্ধ নম্র ভাব সে রূপকে আরও কমনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। সে রূপ হয়ত অল্পর নয় কিন্তু তাহাকে অল্পর বলিলেও বাড়াইয়া বলা হয়। রূপের মোহ আছে একথা বহুবার শুনিয়াছি কিন্তু সে রূপ রূপ নামের যোগ্য নয়—তাহারই মোহ যে আমায় একদিন পাইয়া বসিবে তাহা বুঝি নাই। অপরিচিতা তরুনীর সে স্নিগ্ধ শ্রী আজও আমার হৃদয়ে বেনে লাগিয়া আছে, তবু তাহাকে স্বরণ করিতে আমার মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। কেন, সেই কথাই বলিতেছি।

গাড়ীর ভিতরে আর কেহ তখন ছিল না। তাই অপরিচিতার একান্ত সাহচর্য বেনে আমার আরও বাজিতেছিল। গাড়ীর ভিতরের শিকল গুলো তখন একঘেয়ে শব্দ করিয়া চলিয়াছে। উজ্জল বিজলী বাতির

আলো বাহিরের অন্ধকারের পাশে পড়িয়া আরও উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরে পোড়া মাটির প্রকাণ্ড মাঠ, দূরে বহু দূরে বড় বড় গাছের ছায়া ঘেরিয়া কালো অন্ধকার আরও গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। শরতের অন্ধকার রাত্রি। অগণিত নক্ষত্র স্থির নিঃশব্দ আকাশের গায়ে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বাহির দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিলাম। বোধ হয় একটু তন্দ্রাও আসিয়াছিল—মনে হইল গাড়ী থামিয়াছে।

“চা—চা—এ চা ওয়ালা এদিকে!”

ভাকের শব্দে মাথা তুলিতেই দেখিতে পাইলাম—তরুনী দরজার পাশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। একটা বড় ট্রেন। বহুলোক কোলাহল করিয়া ফিরিতেছে। ছ'একটা যাত্রী দ্রুত আসিয়া গাড়ীটিতে উঠিল। প্রাটেক্সে গ্যাসের আলোয় বেনে একটা স্বপ্নরাজ্য সৃষ্ট হইয়াছিল। চা ওয়ালা বোধ হয় একটু দূরে চলিয়া গিয়াছিল, ডাক শুনিতে পায় নাই।

আমি দাঁড়াইয়া অস্বাচিত ভাবেই বলিলাম—“একটু অপেক্ষা করুন। আমি ভেকে আনছি।”

মেয়েটি বোধ হয় কুণ্ঠিত ভাবে একটু প্রতিবাদ করিতে গেল। তাহার লজ্জা-রক্তিম-আনত মুখের দিকে চাহিয়া আমি নামিয়া গেলাম।

চাওর কাপ তাহার হাতে দিতে গেলাম—হাত ঝেঁপ কাপিয়া উঠিল।

মেয়েটি মুহূর্ত্তে কহিল “আপনার চা?”

“আজ্ঞে না আমি চা খাই না।”

“চা খান্ না?”

কণ্ঠে তাহার বিশ্বাসের ভাব প্রকাশ।

আমি হাসিয়া বলিলাম—“আজ্ঞে না—অভ্যাস নেই খাওয়া। ছোট বেলা থেকে

যাবা এসব পছন্দ কর্তেন না। তাই বড় হয়ে আর নতুন করে খেতে শিখিনি।”

মেয়েটি একটু হাসিল। একটু অসঙ্কুচিত ভাবে চায়ের পেয়ালো ফেরৎ দিয়া কহিল—“আমারও মনে হয় সময় সময় যে হেঁড়ে দেই। কিন্তু পারি না।”

হাসিয়া বলিলাম—“তাতে লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই, ছোট বেলা থেকে বাপ মা যে শিক্ষা দিচ্ছেন। অবশ্য অস্থায় নয় তবে না হলেও চলত।”

তাহার মুখের দিকে তাকাইলাম, সে মাথা নীচু করিল।

গাড়ীর জানালা দিয়া মধ্যে মধ্যে ঠাণ্ডা বাতাস গা কাঁপাইয়া দিতেছিল। মেয়েটি কাঁপিয়া উঠিল। গায়ের পাংলা জামা বাহিরের শীতের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। মনে হইল, শীতের প্রকোপে ঠোঁট দুটি তাহার নীল হইয়া উঠিয়াছে। শীতান্ত মুখখানি একটু মলিন হইয়া আসিয়াছিল। ব্যাপারটা আমি লক্ষ্য না করিয়াছিলাম তাহা নয়। আমার মাথার বালিশের তলায় যে শীতের কাপড় থানা রাখা ছিল, তাহা আমার কোন কাজেই লাগিবে না। তবু তদ্রতর জন্ত তাহা আগাইয়া দিতে পারিতেছিলাম না।

কিছুক্ষণ পরে সে যখন পায়ের জুতা খুলিয়া পা তুলিয়া বসিল, তখন আর আমি থাকিতে পারিলাম না।

মাথার বালিশ তুলিয়া কহিলাম—“আপনার শীত বচ্ছে” নিশ্চই। আমার একটা বেশী গায়ের কাপড় আছে, যদি কিছু না মনে করেন ত সেটা—”

“আজ্ঞে না—সেকি আমার তেমন শীত করেনি।”

“তবু ঠাণ্ডা লাগতে পারে—আর এই পশ্চিমের শীত আপনি একে তুচ্ছ একটা অস্থব বিশ্বাস—”

আর কেন? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

আমার আত্মীয়তার বাধা দিয়া মেয়েটি লজ্জিত ভাবে কহিল—“আচ্ছা দিন, আপনাকে একটু অস্থবিধায় ফেল্‌লাম।”

“সে কি আমার ত আর একটা রয়েছে।”

এ আলাপের মূহ ধরিয়া আমি বকিয়া চলিলাম। প্রসঙ্গটাকে ধামিতে দিলাম না। কত কথা হইল। আজ বহু দিন পরে তাহার কতক তুলিয়া গিয়াছি। বকিয়া চলিয়াছি, কথার উত্তর বহুকণ অবধি না পাইয়া নোজা হইয়া বসিলাম। মেয়েটি আমার রাপার মুড়ি দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গাড়ীর উজ্জ্বল আলো তাহার মুখের পাশে পড়িয়া যে আলো অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহারই পানে তাকাইয়া আমি আত্মহারা হইয়া গেলাম। মনে হইল, এ সৌন্দর্য্য কখন দেখি নাই। গাড়ীর আশে পাশের নিবিড় নীরবতা তখন আমাকে পাইয়া বসিল।

বাহিরে কখন চাঁদ উঠিয়াছে। তাহারই স্নান আলো দিগ্‌দিগন্তে স্তব্ধ ছায়া মেলিয়া এমন পবিত্রতার সৃষ্টি করিয়াছে। বাহিরের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম—নির্জন নিস্তর নিশীথে প্রকৃতি দেবী শান্ত সংঘত ভাবে এমনি আরাধে নিদ্রা যাইতেছে। দূরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনস্পতি নিজের স্নেহ ছায়া বিছাইয়া তাহারই নিদ্রাতুর নয়নের পানে চাহিয়া অসীম—অসীম গগনতলে যে ছবি আমার নয়নে পড়িল, গাড়ীর ভিতর আমার একান্ত সন্নিকটে যেন তাহারই প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত দেখিলাম।

নিদ্রার ঘোরে তাহার একটা হাত ঝুলিয়া পড়িল। বহু যত্নে তাহা আবার তাহার বুকের পাশে তুলিয়া রাখিলাম। ভিতরে আমি একা, একখাটা আমার মনের

কোণে যা দিয়া যাইতে ছিন। সকল প্রকৃতি সংঘত করিয়া আমার বুকের উপর আসিয়া বসিলাম।

বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাসে মধ্যে মধ্যে বুকের ভিতর পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিতে ছিল। অশান্ত মন কণে কণে যেন মুক্তিলাভ পড়িতেছিল। তাহার পর আর কোন কথা মনে নাই। নেশার ঘোরে তাহার হাতে হস্ত চূষন আঁকিয়া দিয়াছিলাম। আজ আর মনে নাই।

হাওড়া টেশনে যখন গাড়ী ঢুকিল, তখন বেশ বেলা হইয়াছে। কুলী ডাকিয়া তাহার হাত ব্যাগটা তুলিয়া দিলাম মেয়েটি মুখে কিছু বলিল না। তাহার কৃতজ্ঞ চাহনিতে আমার অন্তরে আনন্দের শত ধারা বহিয়া গেল।

ভিক্টর ভিতর বিষম কোলাহলে নিজের জিনিষ বাহিরে আনিয়া আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। ক্ষুব্ধ মনে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, তরুণী গাড়ী করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু তাহার সন্দের অস্ত্র মেয়েদের দেখিয়া—স্বাধীন লজ্জায় আমি শুক হইয়া গেলাম—এতো ভয়লোক নয়!!

তবে কি তরুণী—পশিকা?? মাথাটা আমার অজান্তগারে বুকের উপর ঝুকিয়া পড়িল। সমস্ত অন্তর তেজিয়া কঠোর আঘাত বাহির হইয়া আসিল ছিঃ!!!

শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ ভদ্র ।

কৌতুক

সংবাদ পত্র সম্পাদকের

সুখ ।

কাগজের সম্পাদক হওয়া বেশ একটু মজার কাজ। এতে সুখও বেশ। সুখের একটু নমুনা দেখান ভাল। যদি কাগজে রাজনৈতিক বাণ্যারের একটু বেশী আলোচনা করা গেল, সাধারণ লোক তা পড়তে চায় না, আবার যদি কাগজে সাধারণ হিতকর বিষয় বেশী থাকে, রাজনৈতিক গোঁড়ারা বললেন, ছাই কাগজ, রাজনৈতিক কিছু থাকে না কাগজে। যদি বিনোদী টেলিগ্রাম সংবাদ ইত্যাদি দেওয়া গেল, যে দেশের কাগজ, তারা বলে এ সব সাত সমুদ্র তের নদী পারের খপরের দরকার কি? যত বাজে মিথ্যে কথা, কেবল কাগজ পুরানর ফন্সী। যদি সে সব বাদ দেওয়া গেল তাতেও লোকে বলে ছাই লেখা, দেশ বিদেশের কোন খপরই নাই। যদি মৌলিক কোন প্রবন্ধ লেখা হলো, লোকে বলে এতে নানা রকমের পাঁচ কাগজের সংগ্রহ থাকে না। আবার যদি গল্প উপাখ্যান দেওয়া গেল, লোকে বলে কেবল অসার মিথ্যে গল্প, কাগজ কিছু নয়। আবার যদি সে সব বাদ দেওয়া গেল, তাতে যুবক যুবতীর দল সে কাগজ ছোঁবেই না, যদি ছবি বিশেষ মেয়ে মাহুঘের ছবি না রইল, তবে ছেলেরা কাগজ বয়কট করলেন, তাতে যত ভাল বিষয়ই দাও। যদি কোন সং-লোকের প্রশংসা করা গেল, সাধারণের তাতে হিংসা হলো, বললেন ভিতরে কিঞ্চিৎ পুজো পেয়েছি। যদি তা না দেওয়া গেল, বলে বললো এতে কোন মহৎ জীবনীই থাকে না, কাগজটা কিছু নয়।

ওদিকে রাজনীতির যদি ক্রায় সজত সমালোচনাও বাহির হ'লো, টিক্‌টিকি পুলিশ পিছনে লাগলেন—কলং মস্তকং—জেল অনিবার্য।

কাগজে যদি জীলোকের প্রশংসা বাহির হয়, পুরুষের দল চটে যান, বলেন এরা বড় জীলোকের পক্ষপাতী, যদি পুরুষের কথা লেখা হলো, মেয়ে মহলে বললে—কেবল ব্যাটাছেলেরই কথা। যদি সম্পাদক খণ্ড সম্বন্ধীয় সভায় গেলেন, লোকে বলে, কেবল নাম বাহিরের কদী। আবার যদি সাধারণ সভায় বড় না মেলামেশা করা গেল, সাধারণে বললে এ সম্পাদকটা সাধারণের সঙ্গে মিস্তে চায় না, বড় অহঙ্কারী। যদি আমরা বেড়াতে গেলাম, লোকে বললে সম্পাদক কর্তব্য কার্যে অমনোযোগী, আবার যদি না বাহির হওয়া গেল, তাতে বললেন কুনো সম্পাদক, সাধারণের কোন খপরই রাখে না। যদি আমাদের পাণ্ডনার জন্ত গ্রাহকগণকে তাগিদ দেওয়া গেল, গ্রাহকরা অসন্তুষ্ট তো অনেকেই হবেন, বললেন কি অভাবী! আবার যদি আমাদের নিকট পাণ্ডনারদিকে টাকা দিতে বিলম্ব হলো, লোকে বলে বেটারা যে ঘোঁচোর! আবার যদি পাণ্ডনার বিল শিগগির গাবা মাত্র চুকিয়ে দিলাম, লোকে বলে তা দেবে না কেন, হয় তো কোন দাঁও মেরেছি। আরও নানা রকমের স্বপ্ন যে কত, তা বললে মহাভারতও হার মেনে যায়।

উকিল ও মকেল।

উকিল। এই যে তোমাদের দেনা পাণ্ডনার হিসেব, এটা অপর পক্ষকে দেখিয়ে আপোষে মিটমাট করবার কোন চেষ্টা ক'রেছিলে?

মকেল। আজ্ঞে হজুর তাকে হিসেব দেখিয়ে দিলাম।

উকিল। তাতে সে কি বলে?

মকেল। বলেছিল তবে “জাহন্নামে” যা—

উকিল। তাতে তুমি কি করে?

মকেল। আজ্ঞে হজুর তাইতেই তো সোজা রাস্তায় একেবারে আপনার কাছেই এসেছি। এখন যা হয় করণ।

উকিল। (মনে মনে) ব্যাটারা বলে কি?

ঘুরিয়ে চিকিৎসা।

এক ডাক্তার সহরে বিশেষ সুবিধা না কর্তে পেরে কোন পাড়ারগায়ে চিকিৎসা কর্তে যান। প্রথমে ঘেঁষেই একটা শিশুর চিকিৎসার জন্ত তাঁকে ছেলের বাবা ডেকে নিয়ে জান। ডাক্তার ছেলেকে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে ছেলের বাপকে বললেন, দেখুন এ ছেলের বসন্ত হ'বার সুত্রপাত হ'চ্ছে, একে সোজা সুজী চিকিৎসা করলে অনেক বিলম্ব হ'বে, সেইজন্তে আমি একটা ওষুণ দিতে চাই, যাতে করে একদাগ খেলেই ছেলের খেঁচুনো আরম্ভ হ'বে তখন একে চিকিৎসা করে শীঘ্রই পেরে যাবে। আমি খেঁচুনির চিকিৎসাতেই সিদ্ধ-হস্ত, অল্প চিকিৎসায় বড় সুবিধা কর্তে পারা যায় না বলে একটু ঘুরিয়ে চিকিৎসাই ভালবাসি।

বলা বাহুল্য ছেলের বাপ ২টা টাকা ভিজিট দিয়ে বলবেন, আবশ্যক হ'লে আবার ডাকবো অ'খন।

রামহরি দত্ত মশায় বাড়ী ভাড়া নেবার জন্তে এক বাড়ীর মালিকান একটা মহিলার কাছে যেয়ে বল্‌চেন, বাড়ীওয়াল! মা, আমি যখন কোন বাড়ী ছেড়ে উঠে যাই, তখন বাড়ীওয়াল! আমাকে এত ভাল বাসে যে না চক্ষের জল ফেলে ছেড়ে দিতে পারেন না।

বাড়ীওয়ালী। বোধ হয় তা হ'লে সকল বাড়ীওয়ালাকেই তুমি বৃষ্টি ভাড়া না দিয়েই চলে এস বাছা, নইলে তাহা ক'রবে কেন।

গোপীকৃষ্ণ বাবুর একটু পান দোষ ছিল, এমন বেণী কিছু নয়, তবে তিনি একটু মদ খেলেই একেবারে রাস্তার বেরিয়ে পড়তেন, আর প্রায়ই পুলিশে ধরা পড়ে জরিমানা হতো। এমন অনেকবার হওয়া পরেও একদিন ধরা পড়ে ঘেঁষে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে নীত হ'য়েছেন। তখন মাজিষ্ট্রেটই বল্‌চেন:—তুমি বহুবার মাতলামী করে এখানে এসেছিলে?

গোপীকৃষ্ণ। আজ্ঞে হাঁ হজুর, তা— এক কাজ করণ, একটু সস্তা দরে আমার সঙ্গে একটা সারা বছরের জন্তে বন্দোবস্ত করে নিন, তা হলে আমার আর আপনার ২ জনেরই কষ্টটি মিটে যাবে। দিন দিন আসা যাওয়া—আমি একেবারে সারা বছরের টাকাটা জমা দিতে রাজী আছি।

উড়িয়ায় বন্যা পীড়িতগণের সাহায্যার্থে অভিনয়।

মর্গাণ ড্রামাটিক ক্লাব।

গত ২২শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার মর্গাণ ড্রামাটিক ক্লাব কর্তৃক আলফ্রেড রজমঞ্চে নাট্য-সভার আয়োজন করিয়া গিরিশচন্দ্রের সেই চিরপরিচিত প্রফুল্ল নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। প্রাইভেট থিয়েটার কর্তৃক এমন সর্বাপেক্ষা সুন্দর প্রফুল্লর তায় নাটকের অভিনয় ইতিপূর্বে আর দেখিয়াছিলাম বলিয়া মনে হয় না।

যোগেশ, রমেশ, সুব্রহ্মচন্দ্র পিতাম্বর, কাজালীচরণ, মদন ঘোষ (বিবেক পাগল)

বুড়ো) ভজহরি, এবং স্ত্রী চরিত্রে জ্ঞানদা প্রফুল্ল, এবং জগমণি অতি সুন্দর কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন।

গত বৎসরও ইহারা করিম্মিয়ান রজমঞ্চে এইরূপই সাহায্য রজনীতে চন্দ্রশেখর অভিনয় করিয়া প্রশংসিত হইয়াছিলেন। প্রফুল্ল নাটকের অভিনয়ের পর স্বর্গীয় ডি. এল. রায়ের "পুনর্জন্ম" নামক প্রহসনের অভিনয়ও সুন্দর হইয়াছিল। কলিকাতা গোবিন্দ সেনের লেনেব প্রসিদ্ধ "ভেনস মিউজিক ক্লাব" কর্তৃক শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র মল্ল, এবং গৌরদাস দেব কর্তৃক আধীনে কনসার্ট প্রোডাক্টরদের আনন্দ বর্ধন করিয়াছিলেন, অভিনয়সকল সমস্ত টাকা ইহারা উড়িয়ায় বন্যাপীড়িত কৃষক ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে প্রদান করিয়াছেন।

আপনি যদি এপর্যন্ত "কাজের লোক" পত্রের গ্রাহক না হইয়া থাকেন, তৎপর গ্রাহক হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন, ইহাতে অনেকই আবশ্যকীয় তথ্য থাকে। পুরাতন ডেলিউম গুলি অংশ গ্রহণ করিবেন, সেগুলিতে শিক্ষার বহু বিষয়ই আছে।

শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম

নিজের গুণেই কাটে !



শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম কাটাইতে কোনরূপ বাহ্যাদেশ্বর বা জোর বিজ্ঞাপনের আবশ্যক করে না। কারণ, শরৎ ঘোষের প্রত্যেক হারমোনিয়মটি এক একটি মূর্তিমান সজীব বিজ্ঞাপন। যাহারা অনেক দিন ধরিয়া এই হারমোনিয়ম ব্যবহার করিয়া শ্রীত হইয়াছেন, তাঁহাদের মুখের স্বার্থহীন প্রশংসোচ্ছ্বাস হেতু আমাদের হারমোনিয়ম সাধারণের এত সমাদর লাভ করিয়াছে।

৩ অক্টেভ, ৪ ইপ, সিঙ্গল রীড ২৫/- ও ৩০/-। ৩ অক্টেভ, ৫ ইপ, ডবল রীড ৪০/- ও ৪৫/-। ৩ অক্টেভ, অর্গেন টিউন (বেস রীডযুক্ত) ৫০/- ও ৬০/-। মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

Sarat Ghose & Co.

CALCUTTA.

9, DALHOUSIE SQ., CALCUTTA.

কাজের লোক অফিস।

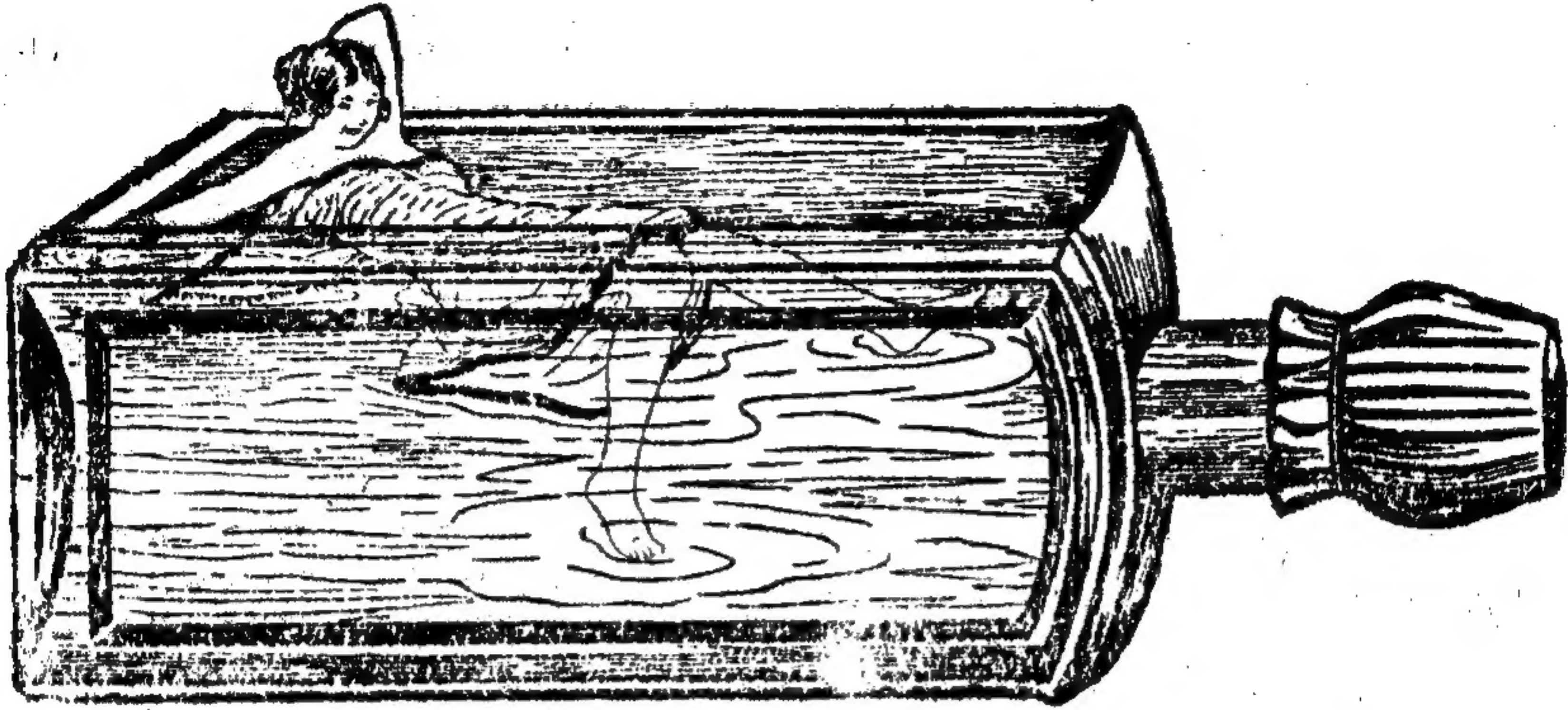
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।



দারুণ গ্রোম্মে 'জবাকুম্ম' বিশেষ আরামপ্রদ



—স্নান ও প্রসাধনে প্রত্যহ 'জবাকুম্ম' ব্যবহার করিবেন—
'জবাকুম্ম' প্রত্যেক বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়। সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ, ২৯ নং কলুটোলা, কলিকাতা।

ইলেকট্রিক কলিং বেল বা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা।



চাকর চাকরাণী ডাকিতে আর রাগিয়া খুন হইতে হইবে না। প্রায় ৪২ ফুট লম্বা তার ও উৎকৃষ্ট হারী ড্রাই বাটারি—তাহা লাগাইবার হুক প্রকৃতি সমেৎ আমরা মার ভিপি ডাকমাগুল সমেৎ ৬ টাকায় আপনীর বাড়ীতে ডাকে পৌছাইয়া দিব। অতিরিক্ত তার আবশ্যক হইলে তাহাও অতি সুলভ মূল্যে দেওয়া যাইবে। ইহা এখন প্রত্যেক গৃহে আবশ্যক, যেহেতুক পরস্পর প্রতিবাসীগণ এবাড়ী ওবাড়ী যোগ করিলে বিপদের সময় নিজ কক্ষ হইতে অন্য বাড়ীর লোককে সংবাদ পাঠান যাইতে পারিবে। দ্রুত কক্ষ হইতে নিয়তলের ও ভিতর বাড়ী হইতে বহির্জাতির দাসদাসীকে ডাকিতে পারিবেন। প্রত্যেক গ্রামে ও নগরে এজেন্ট আবশ্যক। পত্র লিখুন।

শ্রীঅদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়,

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

ঘরে বসিয়া উপার্জন পছা।

"উপার্জন পছা" সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা হইলে আমাদের লিখিবেন, ঘরে বসিয়া কেমন করিয়া আপনি অনায়াসে মাসিক ৩০।৩৫ টাকা উপার্জন করিতে পারেন, দেখাইয়া দিব। একখানি অর্ধ আনার টিকিট পাঠাইতে হইবে মাত্র।

ম্যানেজার "কাঁজের লোক"।



আসমুদ্র ভারতে সকল মহিলাই কেশরঞ্জন মাখেন

কারুন—ইহাতে কেশ কৃষ্ণিত, কোমল ও মসৃণ হয়। কটা চুল কৃষ্ণবর্ণ হয়। কিছু দিন ব্যবহারে কেশের আলিতা বা টাকরোগ আরাম হয়।

কারুন—চুল উঠিয়া গেলে, হাড়ার টাক পড়িলে, অকাচ চুল পাকিলে, চুল বিকৃত ও বিবর্ণ হইলে, “কেশরঞ্জন” ব্যবহারে এ সব ত্রুটি দূরীভূত হয়।

কারুন—ইহা অত্যধিক অধারন, অধিক চিক্কা, সন্ধ্যাধি শিরঃপীড়া, মস্তক-দুর্গন্ধ, প্রভৃতি উপদর্শে অমোঘ প্রতিকারক। ইহার মনোমদ সুগন্ধে চিত্তের প্রকৃষ্টতা ও মানসিক অবসাদ বিদূরিত হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১ এক টাকা মাত্র; প্যাকিং ও ডাকমামুল মাত্ৰ আনা।

উপায় থাকিতে নিরাশ হন কেন??

যদি আপনার শরীরে উপদংশ অথবা পারদ-বিষ সংক্রামিত হইয়া থাকে, গায়ে হাতে ও পায়ে ঢাকা ঢাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,—ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে এ কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন, তবে আমাদের লিখুন,—আমরা আপনাকে “বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়” পাঠাইয়া দিব। ইহার ব্যবহারে আপনি নির্দোষভাবে ও অল্প ব্যয়ে এই ভয়ানক রোগের ভীষণ কবল হইতে পরিচালিত লাভ করিবেন। উপদংশ ও পারদ-বিকৃতিতে “বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়” মন্ত্রশক্তির হার কার্য্য করে।

প্রতি শিশির মূল্য ২, দুই টাকা, প্যাকিং ও ডাকমামুল ৮০ তের আনা।

কবিরাজ নপেচনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড,

আম্বুরোদীয় ঔষধালয়, ১৮১ ও ১৯ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের ছারপোকাও কীট নষ্টকরবার ওষধ

কিটিংস পাউডারে

মস। মাছি ছারপোকা মরে।

দিলে বিছানায়

মুহূর্ত্তেকে সুখ-শয্যা হয় ॥

লগনে প্রস্তুত, সকল ডাক্তারখানায় ও নিম্ন ঠিকানায় পাওয়া যায়।

১৫, কে পাস এণ্ড কোং,

বোম্বাইলুড সেন, কলিকাতা